হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস
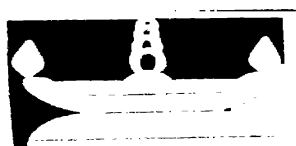
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

'হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী'র প্রথম খণ্ডের সূচী

সম্পাদকীয় নিবেদন

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী প্রকাশ অনেককাল পূর্ব হইতেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু নানা কারণে তাঁহার উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতে প্রকাশ-স্বত্ব সংগৃহীত না হওয়ায় এতদিন এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটি সুসম্পন্ন হয় নাই। গত ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ মে তারিখে হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর ঠিক অর্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হইবামাত্র পরিষৎ গ্রন্থাবলী-প্রকাশে মনোনিবেশ করেন এবং গত দেড় বৎসর কাল ধরিয়া পর পর খণ্ড খণ্ড ভাবে 'বীরবাহু কাব্য', 'বৃত্রসংহার কাব্য', 'চিত্ত-বিকাশ', 'আশাকানন', 'ছায়াময়ী', 'দশমহাবিদ্যা', 'কবিতাবলী' প্রথম ও দ্বিতীয়, 'রোমিও-জুলিয়েত', 'নলিনী-বসন্ত' ও 'চিন্তাতরঙ্গিণী' বাহির করিয়া এক্ষণে এই 'বিবিধ' খণ্ডের সমাপ্তি দ্বারা হেমচন্দ্রের বাংলা গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ করিলেন। হেমচন্দ্রের যাবতীয় মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ হয় স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে, নয় 'বিবিধ' খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাহির হইল। কেবল তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ Norton's *Law of Evidence*-এর বঙ্গানুবাদ 'নিদর্শন তত্ত্ব' বইখানি কোনও প্রকারে সংগ্রহ হইল না বলিয়া বাদ পড়িয়া গেল। যদি কখনও কাহারও সন্ধানে বইখানি আসে, পরিষদের গোচর করিলে গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ করা সম্ভব হইবে। গ্রন্থাকারে অমুদ্রিত সাময়িকপত্র বা অন্যত্র ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত হেমচন্দ্রের গদ্য পদ্য রচনা যতদূর সম্ভব সংগৃহীত হইয়া 'বিবিধ' খণ্ডে মুদ্রিত হইল; যদি এতদতিরিক্ত কোনও রচনার সন্ধান কাহারও জানা থাকে, পরিষৎ তাহা অবগত হইলে পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি যোজনা করিবেন। এই প্রসঙ্গে তিন খণ্ড 'হেমচন্দ্র' গ্রন্থের রচয়িতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমন্মথনাথ ঘোষের নাম আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি। তাঁহার পুস্তক হইতে আমরা বহু সাহায্য পাইয়াছি। শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই পুস্তকাকারে অমুদ্রিত রচনাগুলির তালিকা প্রস্তুত করিয়া এই গ্রন্থাবলীর গোড়া-পত্তন করেন। তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশেই পরিষৎ এই গ্রন্থাবলী উৎসর্গ করিলেন।

হেমচন্দ্রের ইংরেজী রচনা সামান্য এবং কোনটিই সাহিত্যবিষয়ক নহে। *Life of Srikrishna* ও *Brahmo Theism in India* নামক দুইখানি

পুস্তিকা যথাক্রমে ১৮৫৭(?) ও ১৮৬৯ সনে বাহির হইয়াছিল। শেষোক্তটির বঙ্গানুবাদ ১৩২৫ সালের 'মালঞ্চ' পত্রে শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় বাহির করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের একাধিক ইংরেজী বক্তৃতাও 'হেমচন্দ্র' পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। ইংরেজী কোনও রচনা পরিষৎ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইল না।

হেমচন্দ্রের জীবনী ও কাব্য বিষয়ক অক্ষয়চন্দ্র সরকার-লিখিত ৮৩ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা ১৩১৮ বঙ্গাব্দে পরিষৎ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পর গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স হইতে শ্রীমন্মথনাথ ঘোষের 'হেমচন্দ্র' তিন খণ্ড যথাক্রমে ১৩২৬, ১৩২৭ ও ১৩৩ সালে বাহির হয়। সর্বশেষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র অন্তর্ভুক্ত হইয়া ব্রজেন্দ্রনাথের 'হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়' (৩৩ নং) বাহির হয় ১৩৫০ সালে। ইহারই পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ১৩৫২ সালে প্রকাশিত হয়। যাঁহারা হেমচন্দ্রের জীবন ও রচনাবলী সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানিতে চান, এই বইখানি তাঁহাদের বিশেষ কাজে লাগিবে। বিস্তৃততর বিবিধ খবর মন্মথনাথের 'হেমচন্দ্রে' পাওয়া যাইবে।

হেমচন্দ্রের পৈতৃক আবাস ছিল হুগলির উত্তরপাড়া। পিতা কৈলাসচন্দ্র দরিদ্র ছিলেন। শ্বশুর রাজচন্দ্র চক্রবর্তীর আশ্রয়ে হুগলির রাজবলহাট গ্রামে তিনি বসবাস করেন। এখানেই ১৭ই এপ্রিল ১৮৩৮ (৬ বৈশাখ ১২৪৫) হেমচন্দ্রের জন্ম হয়। নয় বৎসর বয়স পর্যন্ত সেখানে গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষা, পরে কলিকাতার খিদিরপুর পল্লীতে আসেন। মাতামহ রাজচন্দ্র সেখানেই মোক্তারি করিতেন। হেমচন্দ্র হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৫৪ সনের ১৫ জুন হিন্দু কলেজ উঠিয়া গিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ ও হিন্দু স্কুল এই দুই স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে তিনি হিন্দু স্কুলের ভাগে পড়েন। ১৮৫৫ সনে এখান হইতেই সিনিয়র বৃত্তিপরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া মাসিক দশ টাকা বৃত্তি পান। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৮৫৭ সনে হেমচন্দ্র উত্তরপাড়া স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স ও ১৮৫৯ সনে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পাস করেন। ১৮৬১ সনে আইন পরীক্ষা দিয়া এল. এল. ও ১৮৬৬ সনে বি. এল. উপাধি লাভ করেন। পঠদ্দশাতেই বি.এ. পরীক্ষার ঠিক আগে ১৮৫৯ সনে হেমচন্দ্র কেরানীগিরি

শুরু করেন, অব্যবহিত পরেই ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের হেডমাস্টারি চাকরি জুটে। ১৮৬১ সনে তিনি হাইকোর্টের উকিল-শ্রেণীভুক্ত হন, কিন্তু উপার্জন আশানুরূপ না হওয়ায় ১৮৬২ সনের গোড়ায় মুন্সেফি গ্রহণ করেন। ওই বৎসরেই চাকরি ছাড়িয়া আবার ওকালতিতে মনোনিবেশ করেন ও বিশেষ পসারও হয়। ১৮৯০ সনে তিনি প্রধান সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁহার চোখে ছানি পড়িয়া তিনি অন্ধ হইয়া যান। ১৮৯৭ সন হইতে তাঁহার জীবন অত্যন্ত দুঃখের মধ্যে কাটিতে থাকে, ১৯০৩ সনের ২৪ মে (১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০) তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।

ছাত্রজীবনেই হেমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ হয়। ১৮৬১ সনে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চিন্তাতরঙ্গিণী' বাহির হয়, তাঁহার বয়স তখন মাত্র তেইশ। ১৮৬২ সনে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র টীকা ও ভূমিকা লিখিয়া হেমচন্দ্র প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। মধুসূদনের মৃত্যুর পর (১৮৭৩) বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রের প্রশস্তি করিয়া ('বঙ্গদর্শনে') তাঁহার প্রতিষ্ঠা বিশেষ বাড়াইয়া দেন। তিনি বহু সাময়িক পত্রে কবিতা প্রকাশ করিতে থাকেন ও সেইগুলিই 'কবিতাবলী' ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড রূপে প্রকাশিত হয়। 'বৃত্রসংহার' (১৮৭৫-৭৭) কাব্যের উপরই হেমচন্দ্রের সমধিক প্রতিষ্ঠা। তাঁহার 'কবিতাবলী'ও দীর্ঘকাল স্কুল-কলেজের পাঠ্য থাকিয়া শিক্ষিত মহলে হেমচন্দ্রের খ্যাতি বিস্তার করে। বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে হেমচন্দ্রের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে তাঁহার 'বৃত্রসংহারে'র জন্য এবং প্রধানত তিনি বাঙালীর জাতীয়তাবোধের উদ্বোদ্ধা বলিয়া। সরস ব্যঙ্গরচনাতেও তিনি দক্ষ ছিলেন। যাঁহারাই এই গ্রন্থাবলী পাঠ করিবেন, তাঁহারাই হেমচন্দ্রের কাব্যে স্বচ্ছন্দ সাবলীলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। তাঁহার রচনাতে ইংরেজ-কবিদের প্রভাব স্পষ্ট; দেশীয়দের মধ্যে ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবও কম নয়।

হেমচন্দ্রের জীবিতকালেই তিন বিভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক তাঁহার তিনখানি গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪ সনে (১২৯১) ক্যানিং লাইব্রেরি হইতে, ১৮৯৩ সনে (১৩০০) আর্য-সাহিত্য-সমিতি কর্তৃক এবং ১৮৯৯ সনে (১৩০৬) হিতবাদী কার্যালয় হইতে হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী বাহির হয়। ১৯০৪ (১৩১১) সনে হিতবাদী আরও সম্পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাবলী

বাহির করেন এবং ১৯০৮ সনে (১৩১৫) বসুমতী কার্যালয় পূর্বতন গ্রন্থাবলীগুলির সুবিধা লইয়া তাঁহাদের গ্রন্থাবলী প্রচার করেন। হেমচন্দ্রের গ্রন্থাকারে অমুদ্রিত অনেক কবিতাই এই সকল গ্রন্থাবলীতে বাহির হয়। আমরা এতাবৎকাল যাহা বাহির হইয়াছে এবং আরও যে সকল কবিতা ও গদ্য রচনা গ্রন্থাবলীভুক্ত হয় নাই সমস্তই একত্র করিয়া এখন পর্যন্ত সুসম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিলাম।

গ্রন্থাবলী প্রকাশে পাঠনির্ণয় কার্যে শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাণ্ডুলিপি-প্রস্তুত কার্যে শ্রীমান সনৎকুমার গুপ্ত বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। পরিষৎ তাঁহাদের ঋণ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছেন।

চিন্তাতরঙ্গিণী

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক
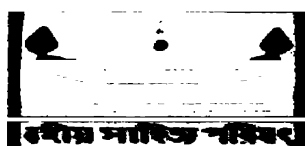
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১

মূল্য বারো আনা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৭.২—২২. ৫. ৫৪

ভূমিকা

অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন—

"যে বৎসর হেমচন্দ্র হাইকোর্টের ওকালতিতে নাম লেখান, সে বৎসরেই অর্থাৎ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'চিন্তাতরঙ্গিণী' প্রকাশিত হয়। এই তাঁহার প্রথম কবিতা-গ্রন্থ।...কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্পকাল পরেই অভিনব শিক্ষা-বিভ্রাটের দুইটী শোককর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া গেল। ধর্ম্মহীন লক্ষ্যহীন শিক্ষায় শিক্ষিতের হৃদয়ে ঘোরতর অশান্তি আনিল। একই বৎসরের মধ্যে দুইজন 'সুশিক্ষিত' এই অশান্তির আবেগে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলেন। একজন,—প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা রামকমল ভট্টাচার্য্য। আর একজন,—খিদিরপুরের ৺যোগেন্দ্র ঘোষের ভ্রাতা—শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। শ্রীশচন্দ্র হেমচন্দ্রের প্রতিবেশী বাল্যবন্ধু। দুইজনে এক বৎসরে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন। শ্রীশচন্দ্রের নিজকৃত উৎকট অকালমৃত্যুতে হেমবাবু প্রথমে অত্যন্ত শোকার্ত্ত, পরে গভীর চিন্তাকুলিত হইলেন। তাহারই ফল—'চিন্তাতরঙ্গিণী'। এই বিষম চিন্তা-তরঙ্গভরেই হেমবাবুর কবিতার প্রথম বিকাশ।"—'কবি হেমচন্দ্র' (১৩৩৫), পৃ. ৬, ৩০।

হেমচন্দ্রের বয়স তখন ২৩ পূর্ণ হয় নাই। আচার্য কৃষ্ণকমলও তাঁহার স্মৃতিকথায় এই বিষয়ে বলিয়াছেন—

"...হেমবাবুর চিন্তাতরঙ্গিণী...তাঁহারই পাড়ার কোনও গৃহস্থ বাড়ীর একটা ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল।...আমিই [হাবড়ার 'হিতকরী পত্রিকা'য়] প্রথম উহার সমালোচনা করি। দেখাইয়া দিই যে, হেমবাবুর 'কেন বা হইবে আন, পুরুষের শত টান' ইত্যাদি, বায়রণের 'Man's love of man's life is a thing apart (Don Juan, Canto I) ইত্যাদির অনুবাদ। অনুবাদ হিসাবেও বটে, আর কবিতা হিসাবেও বটে, মোটের উপর ভালই বলিয়াছিলাম।" —'পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৭৪-৭৫।

আচার্য কৃষ্ণকমল ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ কাউয়েলের চেষ্টায় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দেই 'চিন্তাতরঙ্গিণী' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল. এ. পরীক্ষার পাঠ্য নির্দিষ্ট হয়।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার 'হেমচন্দ্রে'র ১ম খণ্ডে (১৩২৬) ১২৬-১৩২ পৃষ্ঠায় 'চিন্তাতরঙ্গিণী' সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

আমরা ইহার প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, সুতরাং পরবর্তী সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করিয়াছি।

'চিন্তাতরঙ্গিণী'র পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৩০। আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল—

চিন্তাতরঙ্গিণী / "পৃথিবীর সার পদার্থ মনুষ্য, / মনুষ্যের সার পদার্থ মন।" / কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র। / সন ১২৬৮। / ইংরেজী ১৮৬১। / মূল্য ।০ চারি আনা।

চিন্তাতরঙ্গিণী

"পৃথিবীর সার পদার্থ মনুষ্য,
মনুষ্যের সার পদার্থ মন।"

শীতল বাতাস বয়, জলের কল্লোল।
রাঙ্গা রবিছবি লয়ে খেলায় হিল্লোল॥
ধীরে ধীরে পাতা কাঁপে, পাখী করে গান।
লোহিতবরণ ভানু অস্তাচলে যান॥
বিচিত্র গগনময় কিরণের ঘটা।
হরিদ্রা, পাটল, নীল, লোহিতের ছটা॥
হেরিয়া ভবের শোভা জুড়ায় নয়ন।
শীতল শরীর সেবি মলয় পবন॥
হেন সন্ধ্যাকালে যুবা পুরুষ নবীন।
ভ্রময়ে নদীর কূলে একা একদিন॥
ললাটের আয়তন, সুচারু বরণ।
লোচনের আভা তার মুখের কিরণ॥
দেখিলে মানুষ বলি মনে নাহি লয়।
সুরপুরবাসী বলি মনে ভ্রম হয়॥
শাপেতে পড়িয়া যেন ধরার ভিতরে।
পূর্ব্বকথা আলোচনা করিছে কাতরে॥
এক দৃষ্টে এক দিকে রহি কত ক্ষণ।
কহিতে লাগিল যুবা প্রকাশি তখন॥
"দেবের অসাধ্য রোগ, চিন্তার বিকার।
প্রতিকার নাহি তার বুঝিলাম সার॥
নহিলে এখনো কেন অন্তর আমার।
ব্যথিত হতেছে এত, দহনে তাহার॥
চারি দিকে এই সব জগতের শোভা।
কিছুই আমার কাছে নহে মনোলোভা॥
এই যে আরক্তময় ভানুর মণ্ডল।
এই সব মেঘ যেন জ্বলন্ত অনল॥
এই যে মেঘের মাঝে দিবাকরছটা।
সোনার পাতায় যেন সিঁদুরের ঘটা॥

এই শ্যাম দুর্ব্বাদল এই নদীজল।
মণ্ডিত লোহিত রবিকিরণে সকল॥
নিরানন্দ রসহীন সকলি দেখায়।
নয়নের কাছে সব ভাসিয়া বেড়ায়॥
মনের আনন্দে অই পাখী করে গান।
জানায় জগতজনে রবি অস্ত যান॥
উর্দ্ধপুচ্ছ গাভী অই পাইয়া গোধূলি।
ধাইতেছে ঘরমুখে উড়াইয়া ধূলি॥
কৃষক, রাখাল, আর গৃহী যত জন।
সেবিয়া শীতল বায়ু পুলকিত মন॥
পৃথিবীর যত জীব প্রফুল্ল সকল।
অভাগা মানব আমি অসুখী কেবল॥
ত্যজি গৃহকারাগার এনু নদীতটে।
দেখিতে ভবের শোভা আকাশের পটে॥
ভাবিনু শীতল বায়ু পরশিলে গায়।
চিন্তার বিষের দাহ নিবারিবে তায়॥
চিন্তা-বিষে মন যার জরে এক বার।
নিরুপায় সেই জন, বুঝিলাম সার॥
এ ছার"—এমন কালে, প্রিয়সখা তার।
আসি, পাশে দাঁড়াইয়া, করে নমস্কার॥
"একাকী এখনো হেথা কিসের কারণ।"
বলিয়া সুধায় তায়, সেই বন্ধু জন॥
"এস এস এস ভাই, প্রাণের কমল।
দেখ বুকে হাত দিয়ে হলো কি শীতল॥
ভেবেছি আমি হে সার, নরক সংসার।
প্রাণী ধরিবার ঘোর কল বিধাতার॥
সাধু পুরুষের নয় রহিবার স্থান।
ভীষণ নরককুণ্ড কূপের সমান॥
দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরাচার, ধরা অলঙ্কার।
দ্বেষ, পরহিংসা, আর নৃশংস আচার॥

দম্ভ, অহঙ্কার, মিথ্যা, চুরি, পরদার।
প্রতারণা, প্রতিহিংসা, কোপ অনিবার ॥
নরহত্যা, অনিবার্য্য সংগ্রাম দুরন্ত।
কত লব নাম তার নাহি যার অন্ত ॥
পরিপ্লুত বসুন্ধরা এই সব পাপে।
স্মরণ করিতে দেহ থর থর কাঁপে ॥
প্রতিকার কিসে তার বল দেখি ভাই।
এই দেখ নদীজলে ঝাঁপ দিতে যাই ॥"
এই কথা বলি তারে আলিঙ্গন করি।
যেতে চায় নরসখা, সখা রাখে ধরি ॥
ছি ছি ভাই পাগলের মত কত বল।
কাপুরুষকথা কেন মুখে এ সকল ॥
এ কথা শুনিলে তব পিতা কি ভাবিবে।
এ কথা শুনিলে জগতারা কি বলিবে ॥
সে যে এ জগততারা রমণীর মণি।
তোমা বই জানে না হে, সরলা কামিনী ॥
মনে কর সেই নিশি এই নদীজলে।
ভাসে তরি, তার পরি ঘুমায় সকলে ॥
প্রমত্ত তটিনী করে শশি আলিঙ্গন।
তারকামালায় ঘেরা বিমল গগন ॥
ধূ ধূ করে চারি দিক্ হু হু করে প্রাণ।
আর পারে নাবিকেরা করে সারি গান ॥
ভূতল আকাশ আর তরঙ্গিণীজল।
তরু বায়ু তারারাজি চাঁদের মণ্ডল ॥
চক্ষে দেখা যায় আর কানে শুনা যায়।
বোধ হয় প্রেমসুধা মাখা সমুদায় ॥
তুমি কাছে শুয়ে, জল নাচি নাচি চলে।
অশ্রুজলে ভিজি রামা এইরূপে বলে ॥
'আমি নারী অভাগিনী, পতিকোলে বিরহিণী,
না জানি করিছি কত পাপ।

সে ঠেলে চরণে ক'রে, ত্যজিলাম যার তরে,
জননী ভগিনী ভাই বাপ ॥
কথা যার মধুময়, মন যার প্রেমালয়,
সে কেন আমারে করে হেলা।
দেখে কি সে দেখে না, ভেবে কি সে ভাবে না,
অদ্ভুত পুরুষের খেলা ॥
কেন বা হইবে আন্, পুরুষের শত টান,
শস্ত্র শাস্ত্র সংগ্রাম ভ্রমণ।
রাজনীতি, রাজদ্বার, ব্যবসা, কৃষি, বিচার,
দ্যূতক্রীড়া রমণীরঞ্জন ॥
পুরুষের এই সব, পুরুষ নারী বিভব,
সবে নিধি অমূল্য রতন।
সেই ধ্যান সেই ধন, সেই প্রাণ সেই মন,
তবু তায় করে অযতন ॥
যা হোক জীবন ছার, রাখিব না আমি আর,
নদীজলে হইবে মগন।'
এত বলি উঠে গিয়া, তরিপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া,
একে একে খোলে আভরণ ॥
সাক্ষী করে চন্দ্র তারা, গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা,
দর দর বিগলিত হয়।
'অভাগী পরাণে মরে, বলো সবে প্রাণেশ্বরে,
এ যাতনা আর নাহি সয় ॥'
এত বলি তোমা পানে, পূর্ণ দৃষ্টি রামা হানে,
শ্বাস ত্যজি ঝাঁপ দিতে যায়।
তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে, তোমার দোহাই দিয়ে,
কত করে নিবারিনু তায় ॥
এখনো নয়নে বারি ঝরে বুঝি তার।
এই সে কাঁদিতেছিল নিকটে আমার ॥
দুই কর করে ধরি সজল নয়নে।
বলে মোরে ধীরে ধীরে করুণ বচনে ॥

'সুধাইও, ওহে ভাই, তোমার সখারে।
কি কারণ অযতন করেন আমারে॥
দাসী প্রতি প্রতিকূল এত কেনে হন।
বারেক তুলিয়া মুখ কথা নাহি কন॥
কোন্ অপরাধে আমি আছি অপরাধী।
অহরহ ভাবি তাই, দিবানিশি কাঁদি॥
বল তিনি কোন্ দোষ দেখেন আমার।
কি করিলে পরিতোষ হইবে তাঁহার॥'
ভেবে দেখ, তারে তুমি কত দুখ দাও।
ভাল করে সাজা, বুঝি, এবে দিতে চাও॥
সহায়বিহীনা, ভাই, রমণী অবলা।
সংসার-সাগর মাঝে স্বামী মাত্র ভেলা॥
একে ত নারীর জাতি পরের অধীনা।
তাহাতে অভাগা দেশে দাসী মত কেনা॥
পৃথিবী-ভিতরে জানে পরিবার জন।
রন্ধনশালার সীমা-ভিতরে ভ্রমণ॥
সে যদি পতির প্রেমে হইল বিমুখ।
এর চেয়ে তার তরে আর কি অসুখ॥
বল দেশাচার দোষে পরের নন্দিনী।
কি কারণ অকারণ দুখের ভাগিনী॥
সত্য বটে তোমা দোঁহে বিস্তর প্রভেদ।
সত্য তার মনে মাখা অজ্ঞানের ক্লেদ॥
তুমি বই সেই ক্লেদ বল কে মুছাবে।
অজ্ঞান আঁধার ঘোর আর কে ঘুচাবে॥
বিদ্যাহীনা সেই জনা জানে না সকল।
ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম কিসের কি ফল॥
পতি পুত্র গুরুজনে কিরূপ আচার।
কি করিলে সুস্থ থাকে দেহ আপনার॥
তুমি যদি অবহেল অন্য কোন্ জন।
এই সব শিখাইবে করিয়া যতন॥

প্রকৃতির অট্টালিকা কে দেখাবে তায়।
কে কাণ্ডারি হবে তার-জীবনের নায় ॥"
"অহে সখে, কি বলিবে, বুঝি হে সকল।
বুঝাইতে নারি ভাই মনেরে কেবল ॥
কেমনে এমন দেহ ধারণ করিব।
কেমনে সংসার-পাপে ডুবিয়া রহিব ॥
আমার আমার করি সকলে পাগল।
হায় রে আপন পর জানে না কমল ॥
মনের মতন লোক মেলে না রে ভাই।
বল বল সাধু জন কোথা গেলে পাই ॥
ধর্ম্মশীল অকুটিল আছে কয় জনা।
কে না মিথ্যা বলে, কে না করে প্রতারণা
ইচ্ছা করে একেবারে পৃথিবী যুড়িয়া।
নূতন মানবজাতি আনি হে গড়িয়া ॥
কেন ভগবান হেন পৃথিবী রচিল।
কলুষ পাথারে পরে কেন ডুবাইল ॥
মাটির শিকলে কেন আত্মা মন বাঁধা।
আলো আঁধারিয়া করি কেন দেন ধাঁধা ॥
মনে হয় ভেদ করি দেহের পিঞ্জর।
বিভুপাশে গিয়ে যোড় করি দুই কর ॥
সুধাই এ নরলোক সৃজন কারণ।
আর আর লোক সব করি দরশন ॥
সঠিক বলি হে তোমা না করি গোপন।
এত দিন কোন কালে ফুরাইত রণ ॥"
সুধু সেই অভাগিনী তোমা কয় জন।
পরকালভয়, ভাবি, পিতার কারণ ॥"
বলিতে বলিতে দোঁহে কথায় ভুলিয়া।
নদী হতে কতদূরে আইল চলিয়া ॥
রমণীয় রূপ ধরে ভূতল গগন।
পরিয়া শারদ শশী রজত ভূষণ ॥

আলো পেয়ে কাক ডাকে দিবস ভাবিয়া।
রজনীরমণ হাসে রহস্য দেখিয়া॥
শীতল বাতাস বয়, যুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির॥
বিমল গগনে হাসে চাঁদের মণ্ডল।
নীল জলে যেন শ্বেত কমলের দল॥
চারি দিকে প্রকৃতির শোভা অগণন।
মহিমা হেরিয়া হয় ভকতি-জনন॥
যোড় করে ছুই জনে মুদিল নয়ন।
অমনি গ্রামের মাঝে বাজিল বাজন॥
ত্যক্ত হয়ে নরসখা কমলে সুধায়।
এখন কিসের তরে বাজনা বাজায়॥
কমল বলিল, আজি সপ্তমী রজনী।
অধীর হইয়া নর কহিছে তখনি॥
"ছুর্ব্বল মানব-মন সেই সে কারণ।
পূজে ভবদেব করি প্রতিমা গঠন॥
সাকার স্বরূপে তাই নিরাকারে ভাবে।
মাটি পূজা করি ভাবে মোক্ষপদ পাবে॥
একবার এরা যদি প্রকৃতিমন্দিরে।
প্রবেশি ডাকিতে পারে জগতবন্ধুরে॥
শিব ছুর্গা কালী নাম ভুলিবে সকল।
পরব্রহ্ম নাম মাত্র জপিবে কেবল॥
কি ছার অমরপুর, তাঁর পুর কাছে।
কোথায় দেবের বৃন্দ তাঁর কাছে আছে॥
কি প্রতিমা দশভুজা করেছে গঠন।
সে কি তাঁর রূপ, যাঁর ব্রহ্মাণ্ড সৃজন॥
কথায় সৃজন যাঁর, কথায় প্রলয়।
দশভুজা নারীরূপ তাঁরে কি সাজায়॥
কিবা জবা বিল্বদলে তুষিবে সে জনে।
ধরা পূর্ণ ফলে ফুলে করেছে যে জনে॥

কিবা ধূপ দীপ গন্ধ তাঁর যোগ্য দান।
যেই জন ধূপ ধুনা কস্তুরি নিদান॥
কি মন্দিরে তাঁর মূর্ত্তি করিবে ধারণ।
সসাগরা ক্ষিতি ব্যোম যাঁহার রচন॥
সার মন্ত্র জানি এক পরব্রহ্মনাম।
মুক্তিপদ জানি সেই পরব্রহ্মধাম॥"
এত বলি ধীরে ধীরে তুলিয়া বয়ান।
কুতূহলে দোঁহে মিলে করে বিভুগান॥

"আনন্দে মিলাও তান, গাও রে বিভুর গান,
জয় জগদীশ বল মন।
ত্যজ রে অনিত্য খেলা, ত্যজ রে পাপের মেলা,
ভজ রে তাঁহার শ্রীচরণ॥
মহিমার ধ্বজা লয়ে, বিমানে বিরাজ হয়ে,
চারি দিকে তারাগণ ধায়।
সাজিয়া মোহন সাজে, বসিয়া ভবের মাঝে,
শশধর তাঁর গুণ গায়॥
দিবস হইলে পরে, প্রচণ্ড রবির করে,
প্রকাশে তাঁহার মহাবল।
স্থাবর জঙ্গম জল, ব্যোম বায়ু মহীতল,
তাঁর গুণ গাহিছে কেবল॥
ভজ রে তাঁহার নাম, খোঁজ রে তাঁহার ধাম,
সেই জন ভবের ভাণ্ডারী।
সেই প্রভু ভয়ঙ্কর, যমে যাঁরে করে ডর
সেই জন ভবের কাণ্ডারী॥
করেছি অনেক পাপ, সহিব অনেক তাপ,
দয়াময় দয়া করো নরে।
ঠেল না চরণে করে, দেখা যেন পাই পরে,
এই নিবেদন পাপী করে॥"

গান করি সমাপন, প্রিয় সখা দুই জন,
কিছু পরে ঘরে দেখা দিল।
সখাকর করে ধরি, কমল বিনয় করি,
এই কথা তখন বলিল ॥
"বৃথা চিন্তা কর দূর, রণমাঝে হও শূর,
কি কারণ এত ভয় পাও।
বিপদে যে ভয় পায়, লোকে দেখি হাসে তায়,
পুরুষের প্রতাপ দেখাও ॥
এখন বিদায় চাই, ঘোর নিশি ঘরে যাই,
দেখো ভাই, থাকে যেন মনে।
অরুণ না দেখা যায়, পাখী না কাকলি গায়,
হেন কালে মিলিব দুজনে ॥"

ভোরে উঠি, গুটি গুটি, চলিল কমল।
নব নব পাতা সব, করে দলমল ॥
দুই চারি তারা ধরি প্রহরীর বেশ।
ধিকিধিকি, ঝিকিমিকি, করে নিশি শেষ ॥
পায় পায় সখা যায়, নরসখাবাসে।
মনোহরা, জগতারা, দেখে পতিপাশে ॥
পাখা হাতে, প্রাণনাথে করিছে সেবন।
সারা নিশি, কাছে বসি, অলস নয়ন ॥
সে বরণ, সে বদন, সে নয়ন চুল।
সে বলন, সে চরণ, বরণ হিঙ্গুল ॥
দিন দিন, বিমলিন, শুখাইয়া যায়।
জাগরণে, বরাননে বিরস দেখায় ॥
তবু তার, রূপভার, হেরিলে নয়ন।
কভু আর ভোলা ভার, জনম মতন ॥
পায় পায়, কাছে যায়, কমল সুধীর।
অপরূপ, দেখে রূপ, দোঁহে হয়ে স্থির ॥

যেন কেহ মোরে, 'লয়ে যাব তোরে'
বলিছে কানের কাছে।
তার সনে যাব, সুখধাম পাব,
আর কি তেমন আছে॥"
বলিতে বলিতে, কথা না থামিতে,
সম্বিত হারায় তেঁহ।
কমল কামিনী, ত্বরা বারি আনি,
সুশীতল করে দেহ॥

চেতন পাইয়া যুবা কাঁপিতে লাগিল।
আঁখিজলে যুবতীর বদন ভাসিল॥
তখন কমল একা বিপাকে পড়িয়া।
কহিতে লাগিল তারে সান্ত্বনা করিয়া॥
"সুবোধ হইয়া কেন অবোধ হইলে।
কি দেখি এতেক, সতি, আতঙ্ক ভাবিলে॥
সামান্য হয়েছে জ্বর, কত দিন রবে।
তার তরে এত বল ভাবিলে কি হবে॥
আশু যাতে রোগ যায় করহ উপায়।
আমি সদা কাছে রব ভয় কিবা তায়॥"
শুনিয়া সুন্দরী বারিধারা নিবারিল।
একমনে স্বামিসেবা করিতে লাগিল॥
ভালয় ভালয় রোগী নিরোগী হইল।
দুর্ব্বল শরীর তবু সবল নহিল॥
ভগ্ন দেহে ভগ্ন মনে বাড়িল হুতাশ।
পতি লাগি পতিব্রতা হইল হতাশ॥
নিরজনে এক দিন ডাকিয়া কমলে।
ছল্ ছল্ নেত্রে জল জগতারা বলে॥
"কপালে কি আছে মোর বুঝিতে না পারি
কেহ আর নাই মোর আমি একা নারী॥

দেখ দেখি দিন তিনি শুকাইয়া যান।
উদাসীন ভাব সদা অলস নয়ান ॥
হয় হ'ল নয় নেই খেতে নাহি চান।
যখন তখন দেখি বিরস বয়ান ॥
দুই চারি কথা কন সদাই নীরব।
বল কিছু স্থির হয়ে শুনিবেন সব ॥
বুঝেছি অভাগী আমি বিধাতা বিমুখ।
কত সুখ আশে আগে নাচিত হে বুক ॥
কত দিন কত মত ভেবেছি হে ভাই।
এবে বুঝি হ'ল ভোর, আর আশা নাই ॥
এমন কি মহাপাপ করেছি হে আমি।
কে দিল আমারে শাপ, তাই হেন স্বামী ॥
উপকথা ছেলেবেলা শুনেছিনু ভাই।
ক্রমাগত দিবানিশি মনে পড়ে তাই ॥
অপরূপ পাখী পেয়ে নারী এক জন।
সোনার খাঁচায় থুয়ে করিত যতন ॥
তারি সেবা আটপ'র সদত করিত।
পড়াত, খাওয়াত, হাতে তুলিত পাড়িত ॥
এক দিন ফাঁকি দিয়া পাখী উড়ি যায়।
কেও কোথা তারে আর খুঁজিয়া না পায় ॥
অন্য রোগ নহে, এ যে চিন্তারোগ কাল।
কি হবে বল হে সখে, বিষম জঞ্জাল ॥
একবার তাঁরে তুমি বল ভাল করে।
অই দেখ আসিছেন, ঘাড় হেঁট করে ॥"

"কেমন আছ হে আজি? নিরুত্তর কেন?
অতিশয় ম্লান ভাব দেখি কেন হেন?"
"আমার সংসারে আর থাকি কিবা ফল।
কি হবে থাকিয়া হেথা, প্রাণের কমল ॥

দেশাচার-রাক্ষসীরে বধিতে নারিনু ।
স্বদেশের দুঃখভার ঘুচাতে নারিনু ॥
জনমদাতার ধার শোধিতে নারিনু ।
দিন দিন মহাপাপে ডুবিতে লাগিনু ॥
মনের বাসনা কই পুরাতে পারিনু ।
মানবমণ্ডলী কই পবিত্র করিনু ॥
প্রীতিবারি সমাজেতে সেচিলাম কই ।
স্বার্থ, দ্বেষ, পরহিংসা, নাশিলাম কই ॥
কই আপনার মন নিরমল হ'ল ।
কই ধর্ম্মপথে মন স্থির হয় বল ॥
হায় এ বয়সে কত পাপ করিলাম !
কত ছলিলাম, কত মিথ্যা বলিলাম !
তাহে দিন দিন ক্ষীণ হয় বুদ্ধি বল ।
পৃথিবীর ভার দিন বাড়াই কেবল ॥
পিতৃগলগণ্ড হয়ে কত কাল রব ?
অনুতাপশিখা আর কত কাল সব ?
আহা কি সুখেতে কাল শিশুরা কাটায়
অই দেখ নাচি নাচি কয় জনা ধায় ॥
মনের সাধেতে খেলা কর এই বেলা ।
এখনি হইবে সন্ধ্যা ভাসাইবে ভেলা ॥
দিন কত থাক আর জানিবে তখন ।
আনন্দের ধাম এই পৃথিবী কেমন ॥
অই বেলা কত খেলা আমিও খেলেছি ।
অই বেলা কত আশা আমিও করেছি ॥
এখন বুঝেছি সার, অসার সংসার ।
দণ্ড দুই আলো, পরে ঘোর অন্ধকার ॥
ভবের এ নাট্যশালা ছায়াবাজি প্রায় ।
দিন দুই ধুমধাম পরেতে ফুরায় ॥
মধুময় শিশুকাল কত দিন রয় ।
যৌবন সৌরভ দিন চারি বই নয় ॥

বিষয়ী লোকের মান, আজি আর কালি।
প্রবল পবনে যেন উড়ে মরুবালি ॥
বীরের বীরত্বগুণ প্রথম প্রথম।
বিস্তারিত দশ দিকে চাঁপাগন্ধ সম ॥
কিন্তু যেন মধ্যাহ্নের প্রখর মিহির।
বৈকালে লুকায় আড়ে মেঘ সুগম্ভীর ॥
বিঘোর আঁধারময় এ ভব ভিতরে।
সুখ যাহা দেখ তাহা মুহূর্ত্তের তরে ॥
অমানিশা, তাহে মেঘ, কালির বরণ।
তার মাঝে যেন সৌদামিনী দরশন ॥
আঁধার নিশিতে যেন তারার পতন।
জলবিম্ব ক্ষণে যেন জলেতে মগন ॥
শরতের মেঘ যেন ঘন ঘন ডাকে।
বৃথা আড়ম্বর উড়ে যায় ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
সাগরচরেতে যেন বালির নির্ম্মাণ।
একটি তরঙ্গ পরে না থাকে নিশান ॥”
“সে কি ভাই, হেন ভাব কেন হে তোমার।
ভগ্ন আশা কি কারণ হ'ল আর বার ॥
কি ছার পাপের ঢেউ দেখি ভয় কর?
পায়ে করি ঠেলে দেও, নিজ বীর্য্য ধর ॥
সাগরের মাঝে যেন অক্ষয় অচল।
বৃথায় প্রহারে ঝড় তরঙ্গের দল ॥
সেইরূপ সাধুজন সংসার ভিতরে।
বদ্ধমূল স্থিরভাব আপনার ভরে ॥
কিছু কাল কষ্ট পায় ধার্ম্মিক সুজন।
অনন্ত কালের তারা সুখের ভাজন ॥
কে তোমারে বলিল হে অকর্ম্মণ্য তুমি।
তোমা মত লোক আছে তাই আছে ভূমি ॥
সাধু মহাজন গুণে আছে ধরাতল।
নহিলে সে কোন্ কালে যেত রসাতল ॥

'কি করিব আর আমি' সদা বল ভাই।
দেখ দেখি মনে ভেবে কিছু কর নাই ॥
এত জনে নীতি শিক্ষা কে করিল দান।
পাপ হতে এত জনে কে করিল ত্রাণ ॥"
"সত্য বটে যা বলিলে বুঝিনু কমল।
আজি আর থাক্, কালি বলিহ সকল ॥
নিদ্রা ইচ্ছা আজি কিছু হতেছে সকালে।
যত পার বলো সখে, কাল প্রাতঃকালে ॥"

কমল চলিয়া যায়, নরসখা কয়।
"আর দেরি করা মোর পরামর্শ নয় ॥
প্রাণের কমল শুনি, সকালে কি কবে।
কি করি থাকিতে আর নাহি পারি ভবে ॥
যাই দেখি একবার বাহিরে বাতাসে।
দেখে আসি কমল ফিরিয়া নাকি আসে ॥"
এত বলি অবিলম্বে বাহিরে আসিল।
নিরখি গগনশোভা কহিতে লাগিল ॥
"থাক থাক শশধর, বিরাজ আকাশে।
তুমি না থাকিলে কে বা তিমিরে বিনাশে ॥
মাসে মাসে তুমি ত হে কত দেশে যাও।
ভাল মন্দ কত লোক দেখিবারে পাও ॥
অপটু আমার মত দেখেছ কি কারে।
আর আর লোক সব বলে কি বা তারে ॥
অহে ও তারার বৃন্দ আকাশের বাতি।
লক্ষ লক্ষ যোজনেতে প্রকাশিছ ভাতি ॥
কোথায় অভাগা হেন দেখেছ কি আর।
দেখে থাক বল তবে কিবা নাম তার ॥
ধরাতল, তোর বুকে আর কত জন।
মোর মত কাপুরুষ করে জাগরণ ॥—

কোথা যাও শশধর, রহ এক পল।
বারেক মনের সাধে হেরিব ভূতল॥”
বলিতে বলিতে শশী পশ্চিমে ডুবিল।
শ্বাস ত্যজি নরসখা গেহেতে পশিল॥
ঘোর নিদ্রা অভিভূত দেখিল সকলে।
আপন মন্দিরে তবে ধীরে ধীরে চলে॥
দেখে চেয়ে খাটে শুয়ে সোনার পুতলি।
ম্লানভাব যেন তবু হানিছে বিজুলী॥
জাগরণে অচৈতন্য নিদ্রা যায় সতী।
একদৃষ্টে দাণ্ডাইয়া রহে তার পতি॥
মুদিতনয়না মুখ হেরে বার বার।
কভু যায়, কভু আসে, কভু পাশে তার॥
কভু পুতুলের মত স্থিরতর রয়।
অবশেষে ধীরে ধীরে মৃদু স্বরে কয়॥
“বিদায় জনমশোধ দাও প্রণয়িনি।
রাখিতে না পারি আর এ পাপ পরাণী॥
এই বেলা সকালে সকালে ভঙ্গ দিব।
পলাব ভবের ব্যূহে আর না রহিব।
অভেদ পাষাণে মোর মন বাঁধা প্রিয়ে।
আগে চলে যাই আমি তোমারে ফেলিয়ে॥
আমা বই জান না রে তুমি রে অবলা।
ভেবেছ উন্মাদ পতি হায় রে সরলা॥
ক্ষমা কর প্রেমময়ি, আমি অভাজন।
কপালে থাকে ত হবে পরেতে মিলন॥”
এত বলি ঘন ঘন করি দরশন।
নিঃশব্দ চরণে যুবা করিলা গমন॥
চকিত নয়নে সদা চারি দিকে চায়।
সদা ভয় জাগি পাছে কেহ টের পায়॥
পায় পায় উপনীত নিরূপিত ঘরে।
ধ্বড়্ ধ্বড়্ পড়ে বুক ঘরের দুয়ারে॥

সাহসে করিয়া ভর প্রবেশিল তায়।
সাংঘাতিক রজ্জু ঝোলে দেখিবারে পায়॥
আপাদ মস্তক দেখি অমনি শিহরে।
পরকালভয় তবে আক্রমণ করে॥

"পলাব, কি রব, কি জানি কি হবে পরে।
নতুবা, আর বা এ ভবে রব কি করে॥
অথবা, ভাসিয়া, ভাসিয়া, মিলিবে কূল।
যদি মাঝে ডুবে যাই তবে ত প্রতুল॥
কূল হতে সলিলেতে নামিয়াছি সবে।
এখনি কোমর জল পরে কি না হবে॥
এখনো ওঠে নি ঝড়, হয় নি তুফান।
না জানি তখন তবে হবে কত টান॥
সে পথে যে কাঁটা নাই জানিনু কেমনে।
তাই বলে এ নরকে পচিব কেমনে॥
হায় কি বা ছার কীট আমি হীন নর।
কোটি কোটি জীব আছে বিশ্বের ভিতর॥
অথবা অন্তরযামী জানেন সকল।
তবে ত ভুগিতে হবে সমুচিত ফল॥
কিন্তু তিনি দয়াময় পাতকিতারণ।
অবশ্য অবোধ বলি দণ্ড নিবারণ॥
দয়া না করিলে তিনি কেবা রক্ষা পাবে।
আমূল মানবজাতি নরকেতে যাবে॥
অবশ্য সদয় তিনি কাতর দেখিলে।
অবশ্য নিস্তার পাব তাপ নিবেদিলে॥"
এত বলি ধীরে ধীরে ফাঁস জড়াইল।
হাতে তুলি কতবার ভয়ে ছাড়ি দিল॥
কতবার জগতারা মনেতে পড়িল।
কতবার বৃদ্ধ পিতা স্মরণ হইল॥

অবশেষে প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করি।
চক্ষু মুদি দৃঢ় করি যজ্ঞু হস্তে ধরি॥
"ক্ষমা কর কৃপাসিন্ধু পাতকীর সখা।"
বলিতে বলিতে প্রাণ ত্যজে নরসখা॥
ভ্রান্ত হয়ে, অহে নর, কুমার্গে পশিলে।
কেমন করাল পরকাল না বুঝিলে॥
যাতনা এড়াব বলে পয়ান করিলে।
হায় কি হইবে সেই আশা না পূরিলে॥
তায় ভগবান্ ভোলা প্রতি ক্ষমাবান্।
না বুঝিলে জ্ঞানতত্ত্ব নিগূঢ় সন্ধান॥
কোটি কোটি পাপী তথা কৃতাঞ্জলি করে।
"ক্ষমা কর ক্ষমা কর" ডাকছে কাতরে॥
নিকটে যাইবা মাত্র নহিবে নিস্তার।
আগে হবে প্রায়শ্চিত্ত, পরেতে উদ্ধার॥
এর চেয়ে সে যাতনা বেশি যদি হয়।
তবে ত বিফল তব আশা সমুদয়॥
পরদিন মহাগোল করে পরিজন।
জগতারা ঊর্দ্ধতারা ভূতলে পতন॥
কমল আসিয়া দেখি ভাসে আঁখিজলে।
অধীর হইয়া ধীর কাঁদি কাঁদি বলে॥

কমল কাঁদিয়া কয়, "ধূলায় পড়িয়া রয়,
হেমময় প্রতিমার মত।
সঘনে বহিছে শ্বাস, বদনে না সরে ভাষ,
কপালে প্রহারচিহ্ন কত॥
এক পল স্থির নয়, কভু আঁখি মুদি রয়,
কভু দুই হাত বাড়াইয়া।
সহাস বদনে চায়, যেন কার দেখা পায়,
মনে করে রাখিব ধরিয়া॥

এস হে প্রাণের সখা, একবার দাও দেখা,
এরে তুমি ছাড়িলে কেমনে।
ছাড়িলে কেমন করে, সহচর কমলেরে,
কি ভাবিয়া ভঙ্গ দিলে রণে॥
কেন ফেরে পড়িলাম, কালি তোমা ছাড়িলাম,
কেন ভুলিলাম তব ছলে।
যত আশা মনে ছিল, একেবারে ফুরাইল,
একা রাখি আগে গেলে চলে॥
কমলে বাসিতে ভাল, কাছে রাখি চিরকাল,
মনোকথা বলিতে খুলিয়া।
মধুর কবিতাধার, হেরিলাম কতবার,
একাসনে দুজনে বসিয়া॥
কতবার একাসনে, দোঁহে মিলি সঙ্গোপনে,
পূজিলাম জগতের পতি।
এবে কেন একা রাখি, পলাইলে দিয়া ফাঁকি,
কে তোমারে দিল হেন মতি॥
এ পাপ করিলে কেন, কুমতি হইল হেন,
বৃদ্ধ পিতা কেন হে কাঁদালে।
পতিপ্রাণা সতী নারী, পরাণে মারিলে তারি,
বন্ধুজনে শোকেতে ভাসালে॥"

না ফুরাতে কথা, স্বুবর্ণের লতা,
ধীরে আঁখিপাতা মুদিল।
রাজার ভবন, বিজন কানন,
পিতা পুত্র বধূ মরিল॥
যত পরিজন, অতি ক্ষুণ্ণ মন,
স্বামিশূন্য গৃহ ত্যজিল।
বন্ধুজনগণে, নিরানন্দ মনে,
হাহা রবে দিক পূরিল॥

ছাড়িয়া নিশ্বাস, ত্যজি রিপুবাস,
প্রতিবাসিগণে চেতিল।
দিন দুই ধরি, আহা আহা করি,
পুন দেহযাগে পশিল॥
হাসি কান্না ভরা, এই বসুন্ধরা,
বিশ্ববিরচক রচিল।
সত্য নাম তাঁর, অনিত্য সংসার,
রচয়িতা সার ভাবিল॥

সম্পূর্ণ

বীরবাহু কাব্য

[১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬০

মূল্য দেড় টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৭'২—৩. ৭. ৫৩

ভূমিকা

হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চিন্তাতরঙ্গিণী' (১৮৬১) একটি কাহিনী-কাব্য। "তাঁহারই পাড়ার কোনও গৃহস্থ-বাড়ির একটা ঘটনা [আত্মহত্যা] অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল।"* ঠিক তিন বৎসরের মধ্যে রচিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বীরবাহু'ও কাহিনী, কিন্তু ইহাতে বিষয়-বস্তুর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যে কারণে হেমচন্দ্রের খ্যাতি, সেই দেশপ্রেম ইহাতেই সর্বপ্রথম উদ্বুদ্ধ হইয়াছে—অবশ্য কোনও ইতিবৃত্তমূলক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া নহে, সম্পূর্ণ কাল্পনিক অবাস্তব একটি গল্পকে আশ্রয় করিয়া। ইহাতে বিষয়-বস্তু ও ভাষার দিক দিয়া তাঁহার পরীক্ষার আরম্ভ মাত্র হইয়াছে। পরিণতি বা সঙ্গতির সুষমা নাই। অক্ষয়চন্দ্র সরকার ঠিকই বলিয়াছেন—

> বীরবাহুকাব্যে একদিকে যেমন দেশভক্তির অঙ্কুর দেখা গিয়াছে, অন্য দিকে সেইরূপ, ভাষা ও ছন্দের উপর হেমচন্দ্রের আধিপত্য-সঞ্চার দেখা যাইতেছে।—'কবি হেমচন্দ্র,' ২য় সং., পৃ. ৭

কাহিনীর অনৈতিহাসিকতার কথা কবি স্বয়ং সরলভাবে "বিজ্ঞাপনে" স্বীকার করিয়াছেন এবং আখ্যাপত্রের কবিতাটিতে তাঁহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও স্পষ্ট আভাস দিয়াছেন।

ইহা ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৯৪। আখ্যাপত্রটি এইরূপ—

> বীরবাহু কাব্য। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। 'Italia ! Oh Italia......of thy distress. Byron. কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে স্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭১ সাল।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার 'হেমচন্দ্র' প্রথম খণ্ডের (১৩২৬) ১৪২-১৬০ পৃষ্ঠায় 'বীরবাহু' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

হেমচন্দ্রের জীবিতকালের সংস্করণগুলি মিলাইয়া বর্তমান সংস্করণের পাঠ নির্ণীত হইয়াছে।

* কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য : 'পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্যায়, পৃ. ৭৪

বীরবাহু কাব্য

"Italia ! Oh Italia ! thou who hast
The fatal gift of beauty, which became
A funeral dower of present woes and past,
On thy sweet brow is sorrow plough'd by shame,
And annals graved in characters of flame.
Oh God ! that thou wert in thy nakedness,
Less lovely or more powerful, and could'st claim
Thy right, and drive the robbers back, who press
To shed thy blood, and drink the tears of thy distress.'

BYRON.

আর কি সে দিন হবে, জগৎ জুড়িয়া যবে,
ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড্ডিত।
যবে কবি কালিদাস, শুনায়ে মধুর ভাষ,
ভারতবাসীর মন নানা রসে ভূষিত॥
যবে দেব-অবতংস, রঘু কুরু পাণ্ডুবংশ,
যবনে করিয়া ধ্বংস ধরাতল শাসিত।
ভারতের পুনর্ব্বার, সে শোভা হবে কি আর!
অযোধ্যা হস্তিনা পাটে হিন্দু যবে বসিত॥

বিজ্ঞাপন

প্রায় তিন বৎসর হইল আমি "চিন্তাতরঙ্গিণী" নামে একখানি অতি ক্ষুদ্র কাব্য প্রচার করিয়াছি। সেইখানি এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগ্রহণেচ্ছু ছাত্রগণের প্রথম পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্যগ্রন্থস্বরূপ নিয়োজিত হইয়াছে।

অতঃপর জনসমাজে সমধিক পরিচিত হইবার অভিলাষে আর একখানি কাব্য প্রচার করিতেছি। কিন্তু নিতান্ত সঙ্কুচিত-চিত্তে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। একালে গ্রন্থ,—বিশেষতঃ কবিতা গ্রন্থ, প্রচার করা দুঃসাহসের কর্ম্ম; কপালগুণে হয় ত যশের, নয় ত কঠিন গঞ্জনার ভাগী হইতে হয়। কিন্তু মনুষ্যের মন এত অস্থির এবং তাহার চিত্ত এত যশোলোলুপ যে, জানিয়া শুনিয়াও কেহ এই দুরূহ পথের পথিক হইতে সহজে নিবৃত্ত হয় না। ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি, সকলেই আপনাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া থাকে। আমিও তদ্রূপ একজন।

উপাখ্যানটি আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাসমূলক নহে। পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশরক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে। অতএব এই ঘটনার কালনির্ণয়ার্থ হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক।

খিদিরপুর।
১২৭১ সাল ৩১এ বৈশাখ।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বীরবাহু

যামিনী পোহায়ে যায়,
ভূষা পরি উষা ধায়,
আগেভাগে ছুটে গিয়ে পথসজ্জা করিছে।
অরুণে করিয়া সঙ্গে,
অলক্ত লেপিয়া রঙ্গে,
দুই ধারে রাঙা রাঙা ঘনগুলি থুইছে॥
সুধাকরে কোলে করি,
শ্বেত সাটী দিয়া ধরি,
মধুমাখা মুখ তার ভাল করে ঢাকিছে।
চন্দ্রের খেলনাগুনি
তারাপুঞ্জ গুণি গুণি,
অঞ্চলের শেষ ভাগে একে একে বাঁধিছে॥
তুষিতে দিবার রাজা,
ভাল ভাল মুক্তা মাজা,
শ্যাম ধরাতল বুকে সারি সারি গাঁথিছে।
রঞ্জিতে তাঁহারি মন,
প্রমুদিত পুষ্পবন,
তরু'পরে থরে থরে ফুলমালা বাঁধিছে॥
বিহগ গাহক তায়,
দিবাকর-গুণ গায়,
তার সনে তালে তালে সমীরণ নাচিছে।
জয় দিবাকর বলি,
ঊর্দ্ধমুখে পুটাঞ্জলি,
পূর্ব্বাননে দ্বিজগণ স্তবধ্বনি করিছে॥
হেন গ্রীষ্ম-প্রাতঃকালে,
কান্যকুব্জ-মহীপালে,
কনোজের যুবরাজ আসি পদে নমিল।

যদি অনুমতি পাই,
গ্রীষ্ম-উপবনে যাই,
এই কথা বীরবাহু সসম্ভ্রমে কহিল ॥
শুনি আলিঙ্গন দিয়ে,
স্নেহে শিরস্ত্রাণ নিয়ে,
রণবীর মহারাজ আশীর্ব্বাদ করিল।
পিতার আদেশ পেয়ে,
ত্বরায় আসিয়া ধেয়ে,
হেমলতা-সন্নিধানে উপনীত হইল ॥
এস প্রিয়ে দুই জনে,
গিয়ে গ্রীষ্ম-উপবনে,
মিথুন দম্পতি সম বনে বনে ভ্রমিব।
মালতীর মালা পরি,
পদ্মপাতে ছত্র করি,
দোঁহে মেলি ফুলকুল-পরিমল লুটিব ॥
স্রোতকূলে দোঁহে মেলি,
করিব সলিল-কেলি,
বাহুতে বাহুতে বাঁধি স্রোতধারা ধরিব।
রাজহংস পিছে পিছে,
যাব বারি সিঁচে সিঁচে,
পদ্মবন মাঝে গিয়া সরোবরে ভাসিব ॥
মৃণাল আনিয়া তুলে,
বসিয়া তরুর মূলে,
হরিণী-শাবকে কোলে ধরি দোঁহে খাওয়াব।
সারসে আনিয়া ধরে,
রক্ত-জবা মালা করে,
দুই জনে সযতনে গলদেশে পরাব ॥
এক দিকে কেতকিনী,
এক দিকে কমলিনী,
দুই ধারে রাশি করি ভ্রমরারে খেপাব।

তোমার অঞ্চল দিয়ে,
কোকিলারে লুকাইয়ে,
ব্যাকুল করিয়া পিকে ডালে ডালে ডাকাব
গত গ্রীষ্মে কত খেলা,
করিয়া কেটেছ বেলা,
সে সব স্মরণ প্রিয়ে হয় কি হে মনেতে।
চল গিয়ে পুনরায়,
বিহরিব দুজনায়,
বিষম গ্রীষ্মের তাপ জুড়াইব বনেতে ॥
শুনিয়া স্বামীর কথা,
হরষিতা হেমলতা
দ্রুতগতি পতিকর করতলে চাপিয়া।
বলে, এ কি নররায়,
সে কি কভু ভুলা যায়,
এ জগতে এই প্রাণ এ দেহেতে ধরিয়া ॥
সে সব হইলে মনে,
ভুলি স্বর্ণসিংহাসনে,
তিলেক থাকিতে হেথা চিতে আর লয় না
উপবন-বিলাসিনী,
সেই সব সীমন্তিনী
সহ বিহরিতে বনে আর দেরি সয় না ॥
পাসরিয়া সমুদায়,
মন সেই বনে ধায়,
ভাবি সেই ভাবে আছি তরুতলে বসিয়া।
হেন কালে বন-বালা,
বনফুলে গাঁথি মালা,
হাসি হাসি গলদেশে দেয় যেন আসিয়া ॥
সেই ভাবে কয় জনে,
বসিয়া কুসুমাসনে,
কামিনী-তরুর ডালে পুষ্পদোলা দুলায়ে।

কেশে ফুল সাজাইয়ে,
করে করতালি দিয়ে,
ধীরে ধীরে দোলে পদে রুণু বোল বাজায়ে ॥
কভু ফুলধনু করে,
প্রতি জনে জনে ধরে,
চাপিয়া হরিণী 'পরে বনমাঝে বিহরে।
কভু মোরে রাখি মাঝে,
সাজ করি নানা সাজে,
নাচি নাচি কয়জনে চারি দিকে বিচরে ॥
চল নাথ সেই স্থানে,
বিলম্ব সহে না প্রাণে,
গিয়া বন-কন্যাগণে আলিঙ্গনে তুষিব।
তুষিতে তোমার মন,
নানাবিধ আয়োজন,
নানা ভাবে নানা রসে নানা খেলা খেলিব ॥
শুনি প্রেয়সীর ভাষ,
বীরবাহু মনোল্লাস,
স্নেহভরে প্রমদারে আলিঙ্গন করিল।
পরে ডাকি অনুচর,
আদেশিলা বীরবর,
দাস দাসী আদি সবে আয়োজনে মাতিল ॥
নগরে উঠিল গোল,
নিনাদে বাদ্যের রোল,
দুর্গে দুর্গে ধনুর্ঘোষে নভঃভেদ করিল।
স্বর্ণদণ্ড শিরোপরে,
রক্ত নীল বর্ণ ধরে,
থরে থরে ঘরে ঘরে পতাকায় ছাইল ॥
চলিল নৃপতি-সুত,
গজ বাজী যূথে যূথ,
বাদ্যোদ্যম কোলাহলে ত্রিভুবন পুরিয়া।

গর্জ্জনে মেদিনী টলে,
টঙ্কারিল হেন বলে,
ভীষণ কোদণ্ড-ছিলা রণ রণ করিয়া ॥
পুরোভাগে যুবরাজ,
শিরে পরি বীরসাজ,
এইরূপ প্রথা সেই কালে তথা আছিল।
শাণিত লৌহের তাজ,
শাণিত লৌহের সাজ,
বাহু উরু শির বক্ষ পৃষ্ঠদেশ ঢাকিল ॥
সুদীর্ঘ সবল কায়,
সিংহগ্রীবা লাজ পায়,
আজানুলম্বিত বাহু রিপুবর্গ-দলন।
মুখভাতি রবি-দেখা,
ললাটে অভয়-লেখা,
গভীর বুদ্ধির চিহ্ন-ধরা দুই নয়ন ॥
বামে নারী হেমলতা,
যেন তড়িতের লতা,
ইন্দ্র-ভয়ে আসি পাশে অনুগতা হইল।
চারি দিকে কোলাহল,
লয়ে নিজ দলবল,
কনোজরাজার পুত্র উপবনে চলিল ॥

গমনে পবন,
রথ-বাজিগণ,
পলকে যোজন পথ এড়ায়।
ধরণী বিমানে,
চলে কোন্ খানে,
কে জানে কখন কোথায় ধায় ॥

ক্ষেত মাঠ মরু,
গিরি বারি তরু,
স্রোতোধারা মত বহিয়া যায়।
প্রহর ভিতরে,
নানা শোভা ধরে,
গ্রীষ্ম-উপবন প্রকাশ পায়॥
বিশাল তমাল,
প্রসারিয়া ডাল,
জানাইছে নাম বিপিন মাঝে।
তার সঙ্গে সঙ্গে,
উঠি নানা রঙ্গে,
তাল নারিকেল গুবাক সাজে॥
কোন ভাগে তার,
সুন্দর আকার,
শিহরে কদম্ব দাড়িম্ব পাশে।
অশোকে দেখিয়া,
রহস্য করিয়া,
কোথা বা বেহায়া শিমুল হাসে॥
মুকুলে পূরিত,
শাখা অবনত,
কোথা রহে চূত গরবে ভরা।
কোথা তরুরাজ
বটের বিরাজ,
দেহেতে প্রাচীন পল্লব পরা॥
কোথা মুখ তুলে,
তেজে বুক খুলে,
সূর্য্যমুখী চায় ভানুর করে।
কোথা সুশোভন,
কামিনীর বন,
খুলে দেয় মন সৌরভ-ভরে॥

কোথা বা শেফালি,
রসে দেহ ঢালি,
আবেশে ধরণী-উরসে পড়ে।
কোথা বা গোলাপ,
করিতে আলাপ,
প্রফুল্ল মল্লিকা শাখীতে চড়ে॥
কোথা কেতকিনী,
যেন পাগলিনী,
আলুথালু বেশে পড়িয়া রয়।
অবকাশ পেয়ে,
ধীরে ধীরে ধেয়ে,
সেইখানে আসি সমীর বয়॥
ক্রমে সন্নিধান,
উত্তরিল যান,
হরিষে দুজনে প্রবেশে বনে।
যত তরুদল,
মহা কুতূহল,
কুসুম বরিষে হরিষ মনে॥
যত পাখিগণ,
করিয়া স্মরণ,
নৃপসুতা কত বাসেন ভাল।
কুলায় ত্যজিয়া,
বাহিরে আসিয়া,
কাকলি করিয়া ঢাকিল ডাল॥
সারস সারসী,
দোঁহারে পরশি,
পশ্চাতে চলিল মরাল সনে।
তৃণ পরিহরি,
অঙ্গভঙ্গি করি,
হরিণী ধাইল হরিষ মনে॥

এইরূপে যত,
যত অনুগত,
সবে ক্রমাগত যুটিল আসি।
এমন সময়ে,
ফুল-ডালি লয়ে,
বনবালা-দল আসিল হাসি॥
সখী সম্বোধনে,
প্রতি জনে জনে,
আলিঙ্গন দানে তুষি সবায়।
কুশল বারতা,
শুধি হেমলতা,
নিকুঞ্জ ভিতরে সকলে যায়॥

হেরিয়া বসন্ত-শোভা বসুন্ধরা মাঝে।
ঋতুমহোৎসবে সুখে রামাগণ সাজে॥
রাজবালা বনবালা সখী কয় জন।
সবে কৈল সমরূপ বসন ভূষণ॥
তেয়াগি নেতের বাস রতনের দাম।
অরণ্য-কুসুমে বেশ কৈল অভিরাম॥
নবীন বল্কল পরি লাজ সম্বরিয়া।
ধরিল বিচিত্র বেশ কুসুম পরিয়া॥
মুক্তামালা বিনিময়ে বনমালা-দলে।
সযতনে কণ্ঠহার করিলেন গলে॥
কর্ণবালা করবালা করি তিরোহিত।
শ্রুতিমূলে ঝুম্‌কা ফুল হৈল বিরাজিত॥
কপালের সিঁথি শোভা আভা লুকাইল।
কৃষ্ণচূড়া কেশমূলে আসি দেখা দিল॥
নিতম্বে মেখলা ঘুচে লোহিত গোলাপ।
নাভিপদ্ম সনে আসি করিল আলাপ॥

চরণে নূপুরধ্বনি আর না বাজিল।
রক্তজবা অরুণের আভা প্রকাশিল॥
এইরূপে বল্কবাস পুষ্প আভরণ।
করে বীণা বাঁশী আদি করিয়া ধারণ॥
চলিল যথায় চূত কাতর হৃদয়।
মাধবী তুলিতে কোলে অধোমুখে রয়॥
নিকটে আসিয়া বীণা বাঁশী বাজাইয়া।
মাধবীলতায় চুয়া চন্দন ঢালিয়া॥
মুকুলিত চূতশাখা নোয়াইয়া করে।
চূত-মাধবীতে বিয়া দিল সমাদরে॥
এইরূপে কত খেলা খেলিতে লাগিল।
পশু পক্ষী আদি সবে হরিষে ভাসিল॥
হীনবল প্রভাকর প্রদোষ হইল।
বিপিন ভ্রমিয়া নৃপতনয় ফিরিল॥
তৃণাসনে কয় জনে বসিয়া তখন।
ভোজন করিয়া ক্ষুধা করি নিবারণ॥
পুনরায় বনলীলা আরম্ভ করিল।
রাজপুত্র এই বার সংহতি চলিল॥
হ্রদতটে নারীগণ আসিয়া তখন।
বলে চল বারি'পরে করিগে ভ্রমণ॥
বলি পদ্মফুলে গাঁথা ভেলার উপরে।
রাজবালা বনবালা উঠে পরে পরে॥
ধারে ধারে সারি সারি বসিল কজন।
অবশেষে বীরবাহু কৈল আরোহণ॥
কাণ্ডারীর বেশে হাতে কেরুয়া ধরিয়া।
নীল জলে পদ্ম-ভেলা চলিল বাহিয়া॥
ধীর সমীরণে বারি-হিল্লোল বহিছে।
ভেলা পাশে আসি ধীরে কল্লোল করিছে
বারি বায়ু হিল্লোলেতে পুলকিত কায়।
বাঁশী-সুরে রামাগণ সারিগান গায়॥

তাহে সে হ্রদের শোভা অমর-লষিত।
চারি দিকে ছয় ঘাট স্ফাটিক-রচিত॥
শ্বেত পাষাণেতে তার বান্ধা চারি ধার।
ধবল অচলে যেন জলদ-সঞ্চার॥
পশ্চিম কূলেতে শোভে বনদারুদাম।
বিশাল তমাল শাল দেখিতে সুঠাম॥
পূর্ব্বকূলে সুরসাল ফলতরুচয়।
দাড়িম্ব শ্রীফল আম্র স্বাদু সমুদয়॥
দক্ষিণে কুসুমবনে ফুলের সৌরভ।
জানাইছে জীবলোকে কানন-বৈভব॥
উত্তরেতে অট্টালিকা বিচিত্রগঠন।
দ্বার প্রসারিয়া বায়ু করে আরোহণ॥
সরোবর-মধ্যভাগে অতি মনোহর।
ক্ষুদ্রকায় দ্বীপ এক রহে বারি'পর॥
নবদূর্ব্বা পরিপূর্ণ শ্যামল বরণ।
নির্ম্মল গগনে যেন মেঘের সৃজন॥
তাহাতে নির্ঝর-বারি নিয়ত নির্গত।
যেন বিন্দু বিন্দু বারি পড়ে অবিরত॥
নৃপসুত বিনোদিনী সহ ভাসে জলে।
হেরি ভানু ত্বরা করি নিজধামে চলে॥
বিশাল শালের আড়ে লুকাইল রবি।
ক্রমে পূবে দেখা দিল শশধর-ছবি॥
হেরিয়া কুমুদী জলে ঈষৎ হাসিল।
তমালের ডালে ডালে কোকিলা ডাকিল॥
বারি'পরে সন্ধ্যাকালে বসন্ত-সমীরে।
রসিল শরীর মন নেহারি শশীরে॥
বিনোদ-শয়নে তনু জুড়াবার তরে।
বীরবাহু পদ্মভেলা ফিরালেন ঘরে॥
হেন কালে যোগিনীর বেশে একজন।
ঘাটের উপরে আসি দিল দরশন॥

মৃগচর্ম্ম পরিধান, মুখে শিব-গুণগান,
করতলে ত্রিশূলের ফলা।
গলিত জটিল কেশ, মহাযোগিনীর বেশ,
রুদ্রকরমালাময় গলা॥
শেষ যৌবনের ভরে, দেহ ঢল ঢল করে,
অস্তমান ভানুর তুলনা।
এক ধ্যানে এক মনে, রত তীর্থদরশনে,
পরিহরি বিষয়-বাসনা॥
চকিত নয়নতারা, যেন মৃগী মৃগহারা,
চেতনা হারায়ে পথে চলে।
আগমন করি ধীরে, আসিয়া হ্রদের তীরে,
চরণ ক্ষালন কৈলা জলে॥
পাষাণ সোপানোপরি, বসি শ্রম দূর করি,
অট্টহাসি হাসিয়া উঠিলা।
বিস্ময়প্লাবিতমনে, বিলাসিনীগণ সনে,
যোগিনীরে কুমার পূজিলা॥
সভয়ে বিনয় বাণী, জুড়িয়া যুগল পাণি,
বীরবাহু অভয় মাগিল।
কেন কৈলা উপহাস, কি দোষে দূষিত দাস,
এই কথা বলি সুধাইল॥
শুনি রামা ঘোর রবে, কহে তবে শুন সবে,
এ ভবে নাহিক সুখলেশ।
সকলি কালের খেলা, মিছামিছি যায় বেলা,
দেখিতে থাকে না কিছু শেষ॥
যা কিছু দেখিবে আজি, সকলি সে ভোজবাজি,
কাল আর পাবে না সে সবে।
আজি ধরাপতি যেই, কাল দীনহীন সেই,
এই ভাবে যায় দিন ভবে॥
কত যে ভূপতি-সুতা, কত রূপগুণযুতা,
বিপাকে পড়িয়া ভোগে কত।

যোগিনীর বেশে আজি, এই দেখ আছি সাজি,
পথে মাঠে ভ্রমি অবিরত ॥
প্রখর ভানুর করে, স্বেদজল নাহি ঝরে,
শীতে দেহ কণ্টকিত নয় ।
নগর অটবী মরু, কিবা কাঁটা লতা তরু,
এবে মোরে সকলি ত সয় ॥
শয়নের ক্লেশ নাই, তরুতলে নিদ্রা যাই,
একাকিনী বিঘোর যামিনী ।
ক্ষীর নবনীত সর, ভুলিয়াছি দেশ ঘর,
ভুলিয়াছি জনক জননী ॥
বলিতে বলিতে ক্রোধে, কণ্ঠদেশে শ্বাস রোধে,
বহ্নিকণা নয়নে জ্বলিল ।
ফুলিতে লাগিল জটা, করেতে ত্রিশূল-ছটা,
ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিল ॥
তখন ভৈরব স্বরে, ভৈরবী নিনাদ করে,
শোন্ রে পাপিষ্ঠ মুসলমান ।
বাল্যে বিনাশিয়া পতি, মোর কৈলি এই গতি,
মম বাক্য না হইবে আন ॥
টুটিবে সম্পদ বল, রাজ্য যাবে রসাতল,
বাতি দিতে বংশে নাহি রবে ।
ব্রতে যদি ফল হয়, দেবে যদি পূজা লয়,
ইহার অন্যথা নাহি হবে ॥
বলি রোষে কম্পমান, যেন শ্যামা মূর্ত্তিমান্,
ঘোর রবে হুঙ্কার ছাড়িল ।
শুনি সেই গরজন, জ্ঞানহীন নারীগণ,
দেখি রামা নীরব হইল ॥

ক্ষণেক নীরব থাকি,
কোপানল চাপি রাখি,
যোগিনীর বাক্‌স্রোত পুনঃ বেগে বহিল ।

আপনার পরিচয়,
পূর্ব্বাপর সমুদয়,
অগ্নিকণা সম রামা বরিষণ করিল ॥
দ্বারকা নগরী কাছে,
সর্প নামে পুরী আছে,
তার অধীশ্বর রাজা সর্পেশ্বর আছিল।
নির্ম্মল ক্ষত্রিয়বংশ,
তাহে তেঁহ অবতংস,
কুক্ষণে তাঁহার ঘরে মম জন্ম হইল ॥
কুক্ষণে সর্পেশ-পতি,
মম মনোমত পতি,
আনিবারে স্বয়ম্বরা উপক্রম করিল।
কুক্ষণে আমার মন,
করি তাঁরে বিলোকন,
অম্বরের ভূপতির প্রেম-ডোরে পড়িল ॥
স্বয়ম্বরা হয়ে দোঁহে,
যাইতে পতির গেহে,
পথি মাঝে দুষ্ট যবনের হাতে পড়িয়া।
তুমুল সংগ্রাম করি,
পতি যান স্বর্গপুরী,
হেরি চিতহারা হয়ে পড়িলাম ঢলিয়া ॥
জ্ঞান পেয়ে পুনরায়,
রুধির শুকায়ে যায়,
যবনের গৃহমাঝে পড়ে আছি দেখিনু।
হেরে হয়ে নিরুপায়,
পড়িলাম দস্যু-পায়,
নানা মতে নানা ছলে নরাধমে তুষিনু ॥
সে দিন কৌশল করি,
সেই স্থানে কাল হরি,
পরদিন লুকাইয়া ভিখারিণী হইনু।

পরে পরদেশে গিয়া,
গেরুয়া বসন নিয়া,
এইরূপ যোগিনীর যোগবেশ ধরিনু ॥
তদবধি দেশে দেশে,
ফিরিতেছি এই বেশে,
বারাণসী বৃন্দাবন হরিদ্বার ভ্রমিনু।
মানসরোবরহ্রদ,
জ্বালামুখী পঞ্চনদ,
অবশেষে কৈলাস পর্ব্বতোপরি উঠিনু ॥
হেরিলাম বৃষভেতে,
শিব শিবা আনন্দেতে,
পাষাণ আকৃতি ধরি বিরাজিত রয়েছে।
সুখের কৈলাস ধাম,
কেবলি রয়েছে নাম,
দেবের বিভব যত সমূলেতে ঘুচেছে ॥
জগতে পবিত্র স্থান,
গিয়াছে তাহারো মান,
সে পুরীও ম্লেচ্ছপদ অপবিত্র করেছে।
যেখানে পিনাকধারী,
পিনাকে সন্ধান ধরি,
অমরের রিপুকুল অকাতরে বধেছে ॥
সেইখানে যবনেতে,
আরোহিয়া হিমপথে,
অভয় হৃদয়ে পার্ব্বতীয় অজা বধিছে।
আজি সেই শূন্যময়,
কৈলাস নীরব রয়,
দু এক ময়ূর শুধু মাঝে মাঝে জাগিছে ॥
কত বার রুদ্রনাম,
গালবাদ্যে ডাকিলাম,
প্রাণী মাত্র তবু তথা নয়নে না দেখিনু।

তখন উদ্দেশ ধরি,
শিবমূর্ত্তি পূজা করি,
দর্শন-আশয়ে নামি বারাণসী চলিনু ॥
গিয়া আনন্দের ভরে,
হেরিব অনাদীশ্বরে,
ভাবি অন্নপূর্ণা-পুরে উপনীত হইনু।
দেখি বুদ্ধি হই হারা,
চন্দ্রে কলঙ্কের পারা,
প্রাচীন দেউল-ভিতে দর্‌গা গাঁথা দেখিনু ॥
প্রাণভয়ে বিশ্বেশ্বর,
দেখিলাম স্থানান্তর,
অন্য পুরী নির্ম্মাইয়া গুপ্তভাবে জাগিছে।
নাহি সে সোণার কাশী,
পাষাণের বারাণসী,
পাষণ্ডপ্লাবিত হয়ে পাপস্রোতে ভাসিছে ॥
অন্তরে হতাশ হয়ে,
কাশীতে বিদায় লয়ে,
চলিলাম কুরুক্ষেত্রে কত আশা করিয়া।
আসি কুরুরণস্থলে,
আর না চরণ চলে,
বসিনু প্রভাসতীরে মনোদুখে ভাসিয়া ॥
পাপিষ্ঠ যবন নাশ,
করিতে অন্তরে আশ,
পাণ্ডুপুত্র নাম ধরি কতই যে কাঁদিনু।
সব হৈল অকারণ,
না আইল কোন জন,
ডুবেছে ভারত-ভাগ্য তবে সত্য জানিনু ॥
তখন বুঝিনু সার,
ভূভারতে কেহ আর,
ক্ষত্রিকুল মহাধর্ম্ম নাহি কিছু লভেছে।

জানিলাম বীরবংশ,
কুরুক্ষেত্রে হয়ে ধ্বংস,
বীরনাম জন্মশোধ ভূমণ্ডলে ঘুচেছে ॥
আজি বুঝিলাম মর্ম্ম,
কেন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম,
ভারত ভিতরে আর দরশন হয় না।
কেন বা যবন-দল,
ধরে এত বাহুবল,
কেন হিন্দুমহিলার কুলমান রয় না ॥
ভারতে কনোজ ধাম,
প্রসিদ্ধ পবিত্র নাম,
তুমি সেই কনোজের বংশধর হইয়া।
এই ভাবে অকারণে,
বৃথা কাল বনে বনে,
অপচয় করিতেছ রামাগণে লইয়া ॥
আসিতেছে কত দূরে,
রণবেশে তূণ পূরে,
পাঠান দুরন্তদল মনে তা ত ভাব না।
কহিলাম সমাচার,
দেখো যেন পুনর্ব্বার,
অই কামিনীরে মোর মত দুঃখী করো না ॥

শুনি যোগিনীর কথা রোমাঞ্চিত কায়।
বিদায় লইয়া বীর কনোজেতে যায় ॥
অনল-শিখরে যেন ধাতুর প্রবাহ।
শমন-ভবনে যেন দাহন-কটাহ ॥
ভাবনা-অনলে হৃদি তাপিল তেমনি।
বনিতা বিপিন হ্রদ ভুলিল তখনি ॥
জ্বলিল চিন্তার শিখা হৃদয় ভিতরে।
ভূত ভবিষ্যৎ ভাব জাগিল অন্তরে ॥

যে ভারতে দেবগণ মানব-লীলায়।
সুরপুরী পরিহরি করিত আলয়॥
যে ভারতে মহাবল দনুজের দল।
সুর-শরাঘাত-জ্বালা করিত শীতল॥
যে ভারতে সৌরকুল মহাবীরগণ।
রাক্ষস দানবে রণে করিত দমন॥
দিলীপ সগর রঘু দশরথ বীর।
যে ভারতে রিপুদলে করিত অস্থির॥
যে ভারত-বীরবৃন্দ-সমর-কৌশল।
দেখিতে বিমানে দেব বসিত সকল॥
সে ভারতে আমা হেন কাপুরুষদল।
আজি জনমিয়া ধরা করে রসাতল॥
এইরূপ বিষময় চিন্তায় মগন।
বাহ্যজ্ঞান বীরবাহু হারায়ে তখন॥
বিচিত্র স্বপনে দেখে গগন ভিতরে।
বিপরীত নানা ছবি শূন্য আলো করে॥
এক ধারে নারী এক রহে তরুতলে।
তাঁরে হেরি রাক্ষসেরা অধোমুখে চলে॥
অন্য পাশে একজন যবন ভূপতি।
শত হিন্দুনারী ধরি করয়ে দুর্গতি॥
এক পাশে আখণ্ডল সহ নিজগণ।
গাণ্ডীব নিনাদে দূরে করে পলায়ন॥
আর পাশে ডানি হাতে তরবারি ধরি।
কোরাণ ধরিয়া বামে রহে এক পরী॥
তাহারে হেরিয়া যত ক্ষত্রিয়তনয়।
করপুটে পদতলে হেঁটমুখে রয়॥
এক ধারে যযাতির পুত্র কয় জন।
ছদ্মবেশে দূর দেশে রহে সংগোপন॥
স্থানান্তরে ম্লেচ্ছদূত করিয়া গর্জ্জন।
হিন্দুরে সৎকার-কার্য্যে করে নিবারণ॥

দেখিয়া দুর্জ্জয় কোপ জ্বলিয়া উঠিল।
ঘন দেহ চমকিয়া উঠিতে লাগিল॥
অন্তরের কোপ তবে অন্তরে চাপিয়া।
থাকিয়া থাকিয়া বীর উঠিল কাঁপিয়া॥
যেন গগনের দর্প, বায়ুর নিস্বন।
শুনি ধরা ক্রোধভরে করয়ে কম্পন॥
কিম্বা যেন ঘোর মেঘ সাগর-গর্জ্জনে।
জানায় আপন দর্প ডাকিয়া সঘনে॥
সেই ভাবে বীরবাহু হুহুঙ্কারধ্বনি।
করি দেখা দিল আসি যথা নরমণি॥
হেন কালে মহাবেগে দূত এক জন।
ভূপতি সমীপে আসি করে নিবেদন॥
মহারাজ, সর্ব্বনাশ বৈরীপক্ষ এল।
কর রক্ষা নৈলে রাজ্য রসাতল গেল॥
দুরন্ত পাঠান-সৈন্য চতুরঙ্গ দলে।
কালান্ত কালের দূত সাজি এল বলে॥
সিন্ধুরাজ্য শেষ ভাগে কাবুলের দেশ।
তাহার নৃপতি নাম সুল্‌তান বকেশ॥
তাঁর সেনাপতি নাম আলি মহম্মদ।
খেদাইয়া দিল্লীরাজে নিল রাজপদ॥
লুটিল মথুরাপুরী কুল্লী কলিঞ্জর।
কান্যকুব্জ লুটিবারে আসে অতঃপর॥
এখনো সময় আছে রিপু আছে দূরে।
অবিলম্বে ম্লেচ্ছসেনা দেখা দিবে পুরে॥
শুনি নরপতি মনে বিপদ্ গুণিল।
বুদ্ধিহারা মন্ত্রীগণ মন্ত্রণা ভুলিল॥
ক্রোধেতে কম্পিত দেহ যুবরাজ কয়।
এ কি কাজ মহারাজ ক্ষত্রি হয়ে ভয়॥
জনম সফল তাঁর ধন্য বীর সেই।
বিক্রমে বৈরীর মুণ্ড খণ্ড করে যেই॥

কিবা হবে মাংসপিণ্ড এ দেহ ধরিয়া।
বৈরী যদি যশঃনিধি লইল হরিয়া॥
অশীতি বরষ প্রাণে জীয়ে কি হইবে।
যুগে যুগে মহীতলে সুকীর্ত্তি ঘুষিবে॥
যবনে করিব জয় রণে মহাশয়।
সাহসে করুন ভর নাহিক সংশয়॥
মহাবল রিপুদল সত্য বটে মানি।
কালের কুটিল গতি তাও ভাল জানি॥
কিন্তু পুরাতন কথা গাঁথা আছে মনে।
একা বীর কত বৈরী বিনাশিল রণে॥
একা ইন্দ্র দৈত্যবংশ করিল দলন।
একা রঘু বসুন্ধরা করিল শাসন॥
একা দশানন করে ত্রিভুবন জয়।
একা রামবাণে দশানন-কুল লয়॥
একা কুরু ভূমণ্ডলে একছত্র কৈল।
একা পার্থ লক্ষ্য ভেদি পাঞ্চালী হরিল॥
বীর্য্য যার ধরা তার বিধির নির্ণয়।
কালে হয় কালে বৃদ্ধি কালে পায় ক্ষয়॥
দুর্জ্জয় পাঠান বড় দুরন্ত হইল।
অটল সৌভাগ্য বলি অন্তরে ভাবিল॥
হস্তিনা মথুরা কুল্লী আদি কলিঞ্জর।
লুটিয়া কনোজ লোভে আসে অতঃপর॥
কেন রে করিস দম্ভ রবে না এ দিন।
দ্বিপ্রহরে মেঘে সূর্য্য কখন মলিন॥
কখন প্রবল নদ শুকাইয়া যায়।
কভু উচ্চ গিরিচূড়া ভূতলে লুটায়॥
শতগিরি-অবলম্ব ভূমিকম্পে কভু।
শতমূল বটবৃক্ষ ছিন্নমূল কভু॥
জলবিন্দু পাষাণে কখন করে ভেদ।
মহাপরাক্রান্ত রাজ্য কখন উচ্ছেদ॥

পবিত্র কনোজপুরী ক্ষত্রিয়ের বাস।
তাহারে লুটিবি বলি করিলি রে আশ॥
তবে ত পুরুষ আমি বীরবাহু নাম।
তবে ত প্রসিদ্ধ পুরী কনোজেতে ধাম॥
তবে মম রণবীর ঔরসে জনম।
তবে ধরি বাহুবল বীর্য্য পরাক্রম॥
মহারাজ শ্রীচরণে এই নিবেদন।
পরিজন সকলেরে করুন পালন॥
রণক্ষেত্রে গিয়া শত্রু করিব নিধন।
সত্য সত্য এই সত্য করিলাম পণ॥
হেরি বীরবাহু-দর্প প্রফুল্ল সকলে।
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে বীর রণবেশে চলে॥
সেনাপতি-পদে বীর হইল বরণ।
শুনি "জয় যুবরাজ" নাদে সেনাগণ॥

নাহিক ভয়ের লেশ,
করিয়া সমর-বেশ,
রাজসুত হেমলতা-ঘরে গিয়া ভেটিল।
প্রেয়সি বিদায় চাই,
সমর জিনিতে যাই,
বলি বীরবর প্রমদার কর ধরিল॥
পতি রণমাঝে যান,
আকুল রমণী-প্রাণ,
কতই বিষম ভাব উথলিল হৃদয়ে।
শুখাইল তনুলতা,
শোকভরে অবনতা,
শশধর লীন যেন হয় রাহু-উদয়ে॥
ধরিয়া পতির হাত,
কি কব হৃদয়নাথ,
কঠিন ক্ষত্রিয়কুলে নারী-জন্ম ধরেছি।

মায়া মোহ পরিণয়,
উদ্‌যাপন সমুদয়,
ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের লাগি জন্মশোধ করেছি ॥
যবনে নাশিতে যাবে,
জগতে সুযশ পাবে,
এমন সময়ে নাথ কি বলিব তোমারে।
মন বোঝে না ত তবু,
প্রাণ কেঁদে উঠে কভু,
কভু তব সনে যেতে বলিতেছে আমারে ॥
গত নিশি দুঃস্বপন,
করিয়াছি দরশন,
তাই প্রাণনাথ, প্রাণ আকুলিত হয়েছে।
তাই নাথ এত ক্ষণ,
না করিয়া আলিঙ্গন,
অবশ হইয়া মম বাহুযুগ রয়েছে ॥
গত নিশি শেষ যাম,
অলক্ষণ দেখিলাম,
ভাবিলে শোণিত-বিন্দু দেহে আর রয় না।
তোমারে হৃদয়ে লয়ে,
জলনিধি পার হয়ে,
পলাতে বাসনা যেন কেহ দেখা পায় না ॥
দেখিনু ময়ূরী হেরে,
ময়ূর যেমনি ফেরে,
অমনি নিদয় ব্যাধ খর শর মারিল।
ফুটাইতে ফুল-কলি,
যেই দেখা দিল অলি,
অমনি প্রলয়-বায়ু হু হু করে বহিল ॥
যেই "বারি বারি" করে,
চাতকী কাতর স্বরে,
উঠিল গগনোপরে অমনি সে মরিল।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,
হয়ে শিরে অকস্মাৎ,
সেই পাখী ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল ॥
বিশাল তরুর পাশে,
তরুলতা ধেয়ে আসে,
হেন কালে কাঠুরিয়া সেই তরু কাটিল।
কমলিনী বারি'পরে,
যেই খোলে রবিকরে,
অমনি সে কাল মেঘ আসি ভানু ঢাকিল ॥
আরো কত অলক্ষণ,
দেখিলাম অগণন,
না জানি কপালে বিধি কিবা লিপি লিখেছে
বুঝি লীলা সমাপন,
ব্রত হলো উদ্‌যাপন,
মোর প্রতি কোন দেব বুঝি কোপ করেছে ॥
যা হবার হবে তাই,
আজ্ঞা দেহ সঙ্গে যাই,
তব অনুগামী হয়ে রিপুকুলে নাশিব।
অথবা তোমার সনে,
যুঝিয়া সমুখ রণে,
দুই জনে একেবারে সুরলোকে পশিব ॥
শুনি খেদে মহাবীর,
ভাবিয়া করিয়া স্থির,
অবশেষে অঙ্গুলির অঙ্গুরীয় খুলিয়া।
"কি জানি কি হবে রণে,
দেখো প্রিয়ে রেখো মনে"
পরাইল প্রমদারে এই কথা বলিয়া ॥
সময় বহিয়া যায়,
দিনের সংক্ষেপ তায়,
নিরুপায়ে যুবরাজ রণমুখে চলিল।

কাষ্ঠপুতলির ন্যায়,
যেই দিকে স্বামী যায়,
হেমলতা এক দৃষ্টে সেই দিকে রহিল ॥

সেনা লয়ে বীরবাহু হয়ে অগ্রসর।
নেপালের পথে আসি রহিল সত্বর ॥
পরদিন অপরাহ্ণে রিপু দেখা দিল।
সম্মুখীন সমুদায় মেদিনী ঢাকিল ॥
অর্দ্ধচন্দ্র-শোভা নীল পতাকা উড়িল।
যোজন ব্যাপিয়া শত্রুশিবিরে ছাইল ॥
ক্রমে দিবা অবসান সূর্য্য লুকাইল।
আঁধার বিছায়ে নিশি আকাশে বসিল ॥
অমর-আলয়ে সিন্ধা সন্ধ্যা দিল ঘরে।
অমনি তারার আলো ধিকি ধিকি করে ॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলা ঈষদ্ হাসিল।
জ্যোৎস্না-আলো পেয়ে দশ দিক্ প্রকাশিল ॥
বীরবাহু বৈরিপক্ষ করিতে বীক্ষণ।
হিমগিরিশৃঙ্গোপরি কৈল আরোহণ ॥
প্রকাণ্ড-প্রকৃতি দেখে যবনের সেনা।
শিরেতে ধবল বাস যেন ভাসে ফেনা ॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে করে শরাসন।
পৃষ্ঠে তূণ কটিতটে কৃপাণ বন্ধন ॥
হেরি মনে মনে বীর ভাবিতে লাগিল।
ভারতের পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল ॥
কেশরি-নিনাদ-স্বরে গর্জ্জিয়া তখন।
বলে কোথা কার্ত্তবীর্য্য রহিলে এখন ॥
কোথায় গাণ্ডীবধারী পাণ্ডব-প্রধান।
কোথা ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ মতিমান্ ॥
কোথা অভিমানী মহারাজা দুর্য্যোধন।
বারেক কটাক্ষে হের হস্তিনা-ভবন ॥

যে ভবনে রাজসূয়-যজ্ঞ অধিষ্ঠান।
সেই পুরী আজি জয় কৈল মুসলমান ॥
তবে রে যবন তোর নিকট মরণ।
সবংশে আমার শরে হইবি নিধন ॥

পূর্ব্বদিকে প্রভাকর,
বাজিল দুন্দুভিস্বর,
রণ রণ মহাশব্দে ধনুর্ঘোষ নাদিল।
ভাঙ্গিল আকাশ-খণ্ড,
রণভূমি লণ্ডভণ্ড,
তাল তাল শররাশি প্রভারাশি ঢাকিল ॥
সমকক্ষ দুই বল,
হুঙ্কারে সেনার দল,
হিন্দু ম্লেচ্ছ রণরব এক ঠাঁই মিলিল।
ম্লেচ্ছ "মহম্মদ" ডাকে,
"হর হর" হিন্দু হাঁকে,
মহাক্রোধে দুই দল সমরেতে মাতিল ॥
ভাসায়ে দু'কূল যেন,
নদী ছুটে ধায় হেন,
বীরগণ মহাদম্ভে বেগে আসি মিলিল।
ঘোটকে ঘোটক সঙ্গে,
বারণে বারণে রঙ্গে,
পদাতি ধানুকী ঢালী যেবা যারে ঝাঁকিল
যোজন-বিস্তার বন,
অনলে করে দাহন,
বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড ধরণীতে লুটে রে।
অথবা নিদাঘ কালে,
ঢাকিয়া আঁধার জালে,
বায়ুপথে ঘন ঘোর যেন রণ করে রে ॥

অথবা জলধি-জল,
ঝটিকা করিলে বল,
হুহুঙ্কার নাদ ছাড়ি তীরেতে আছাড়ে রে।

হেন তেজে যোঝে বল,
সমকক্ষ দুই পক্ষ কেহ কারে নারে রে॥
বেলা অপরাহ্ন হয়,
তবু রণ ভঙ্গ নয়,
মরি বাঁচি পণ করি মহাযুদ্ধ করে রে।
হেন কালে বৈরিপক্ষ,
করিয়া করিয়া লক্ষ্য,
বীরবাহু-বক্ষদেশ বাণে বিদ্ধ করে রে॥
সেনাপতি মূর্চ্ছা যায়,
সেনাগণ ভয় পায়,
আরো পরাক্রমে রিপু একেবারে ঝাঁপে রে
সহিতে না পারি রণ,
ভঙ্গ দিল সৈন্যগণ,
জয় মহম্মদ বলি রিপুদল হাঁকে রে॥

গর্জ্জিল পাঠান-সৈন্য সমর জিনিয়া।
যেন বিষধর গর্জ্জে দংশন করিয়া॥
মদগর্ব্বে মাতোয়াল পাঠান চলিল।
রাজধানী-সন্নিধানে আসি উতরিল॥
সমাচার পেয়ে রণবীর সাজে রণে।
যুঝিতে প্রাচীন রাজা চলে প্রাণপণে॥
অবশিষ্ট দলবল সংহতি করিয়া।
কান্যকুব্জ-প্রান্তভাগে রহেন আসিয়া॥
ক্রমশঃ পাঠান-সৈন্য আসিয়া যুটিল।
হিন্দু ম্লেচ্ছ বীরগণ যুঝিতে লাগিল॥

অসংখ্য পাঠান-সেনা অন্তরে উল্লাস।
হিন্দু সৈন্য ভগ্নশেষ অন্তরে হুতাশ॥
তবু রণে যমদূত সমান যুঝিল।
বিপক্ষ সেনার দল বিস্তর বধিল॥
সহিতে না পারি শেষে বিমুখ হইল।
নগর-প্রাচীর মধ্যে গিয়া লুকাইল॥
পাঠান মাতিয়া আরো প্রাচীর ঘেরিল।
ধরিতে কনোজ-রাজে সন্ধান করিল॥
হেথা কান্যকুব্জপতি জ্বালি চিতানল।
নিবাইল শোক তাপ সকল জঞ্জাল॥
বীরভার্য্যা বীরকন্যা হেমলতা নারী।
চলে ত্যজিবারে দেহ লয়ে সহচরী॥
শুনি নগরের লোক চলিল সকলে।
আবাল বনিতা বৃদ্ধা পড়িল অনলে॥
স্মরিয়া পিতার পদ স্মরি প্রাণনাথে।
ঝাঁপ দেয়, হেন কালে কেহ ধরে হাতে
ফিরে দেখে বিনোদিনী দুরন্ত পাঠান।
হেরিয়া পড়িল ভূমে হারাইয়া জ্ঞান॥
আনন্দে পাঠান-সৈন্য জয়ধ্বনি দিল।
সুলতানে তুষিতে সঙ্গে করিয়া চলিল॥
জ্ঞান পেয়ে রাজসুতা মরমে মরিল।
মানভয়ে বিনোদিনী কাঁপিতে লাগিল॥
রাহুর তরাসে যেন আকাশের শশী।
নিষাদের ভয়ে যেন মৃগী বনে পশি॥
দুঃশাসন-করে যেন দ্রুপদকুমারী।
জনকদুহিতা যেন রথে রাঘবারি॥
সেই ভাবে কাতরে রোদন করে ধনী।
তাহে উচাটিতমনা ভাবি গুণমণি॥
প্রাণনাথ কার সাথে কোন পথে রয়।
সেই কথা হেমলতা-মনে সদা হয়॥

তাপে তমু জর জর ঝর ঝর আঁখি ।
ব্যাধের জালেতে যেন কাননের পাখী ॥
শরীর বেড়িয়া ফণী উঠিলে বুকেতে ।
যেন শীর্ণ দেহ হয় মনের দুখেতে ॥
ভয়েতে মুদিত আঁখি মলিন বদন ।
কাঁপে ওষ্ঠাধর, গণ্ড পাণ্ডুর বরণ ॥
সেইরূপ অবয়ব ধূলায় ধূসর ।
দিল্লীরাজপুরে সতী কাঁদে উচ্চস্বর ॥
কোথা মাতা, কোথা পিতা, কোথা প্রাণনাথ
হেমলতা-শিরে হেথা হয় বজ্রাঘাত ॥
কাল-ভুজঙ্গেতে তারে করে গো দংশন ।
সতীত্ব হরিতে চায় দুরাত্মা যবন ॥
কেন নাথ অভাগীরে ফেলি চলি গেলা ।
এ জনম মত ফুরাইল খেলাদেলা ॥
মা বলা ফুরালো মা গো জনম মতন ।
এই বার হারালে মা 'অঞ্চলের ধন' ॥
হয়ে রাজকুলবধূ রাজকুলবালা ।
পেয়ে বীরবর পতি এত হলো জ্বালা ॥
হায় বিধি, এত যদি ছিল তোর মনে ।
কেন রে জনম দিলি ভূপতি-ভবনে ॥
কেন কাঙালিনীকন্যা না করিলি এরে ।
যদি ছিল এত সাধ ফেলিবারে ফেরে ॥
যদি রাজকুলে মোরে করিলি সৃজন ।
উচ্চ আশা দিয়ে বিড়ম্বিলি কি কারণ ॥
কেন জরা-কুষ্ঠরোগী না করিলি মোরে ।
হেন পোড়া রূপ দিতে কে বলিল তোরে ॥
কেন ধীর বীর পতি দিলি অনুপম ।
কেন মজাইলি শেষে বিপাকে বিষম ॥
একান্ত করিয়া অন্ধ না গঠিলি কেন ।
তবে কি সহিতে হত যন্ত্রণা এমন ॥

অনায়াসে নরাধম চোরে ভজিতাম।
দাসীভাবে অনুগতা হয়ে সেবিতাম॥
ভুলিতাম মাতা পিতা পতি পরিজন।
হায় পুনঃ না দেখিব সে সব বদন॥
না শুনিব জননীর আদরের বাণী।
হায় বুঝি এত ক্ষণে ছেড়েছে পরাণি॥
কোথায় প্রাণের নাথ, কাঁদে হেমলতা।
করুণা করিয়া আসি কহ দুটি কথা॥
অমৃতপূরিত ভাষা করাও শ্রবণ।
বারেক হেরিব তব হিমাংশুবদন॥
বারেক হৃদয়ে থুয়ে সে কর-কমল।
এক বার নাথ বলে ডাকিব কেবল॥

এত বলি ধীরে ধীরে,
তিতিয়া নয়ন-নীরে,
পতিপ্রাণা সতী, বিষ অধরেতে তুলিল।
অরে নরাধম অরি!
তোর ক্রোধ হেয় করি,
এই দেখ্ তোরি ঘরে তোরি বন্দী মরিল
পান করে হলাহল,
আর কি করিবি বল,
কেমনে পামর আর দুরাকাঙ্ক্ষা সাধিবি।
যে রক্ত-মাংসের তরে,
অবলা আনিলি ধরে,
এবে তার শবাকার দেখি ডরে পলাবি॥
চক্ষু কর্ণ নাসা আর,
সর্ব্বাঙ্গ হইবে ছার,
খানকত সাদা সাদা হাড় শুধু দেখিবি।

সেই নেত্র নীলোৎপল,
সে অধর বিম্বফল,
সেই নাসা সেই কর্ণ সে বদন বিমল।
সেই পীন পয়োধর,
সেই নিতম্বের ভর,
সেই মৃদু বাহুলতা করতল কোমল॥
জিনিয়া নবনী সর,
সেই যে মাংসের থর,
সেই চারু রূপছটা শশধরগঞ্জনা।
সেই কেশ সেই বেশ,
কিছুই না রবে শেষ,
শুটিকত কীটাণুরে করাইবে পারণা॥
তবে কেন বৃথা ছায়া,
লাগিয়া করিস মায়া,
দিনকত জন্যে এত বাড়াবাড়ি ভাল না।
তোরো ত হইবে নাশ,
যেতে হবে যমপাশ,
হেন দিন চিরদিন কভু কারো সয় না॥

ভাবিয়া ভাবিয়া, গরল লইয়া, ভূতলে বসিয়া,
উদাস মনে ;
উদরে দেখিয়া, গুমিয়া গুমিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
বিরসাননে,
বলে শিলাময়, যত গেহচয়, করি অনুনয়,
ছাড়িয়া দাও।
ছেড়ে দেহ দ্বার, ঘোর অন্ধকার, হয়ে অগ্রসর,
অরণ্যে যাও॥
শৃঙ্গী নখী সনে, একা রব বনে, তবু এ সদনে
রব না আর।

বিকট সাপিনী, করিয়ে সঙ্গিনী, রব একাকিনী,
কি ভয় তার ॥
গো মেষ চরাব, মাঠে মাঠে যাব, ভিক্ষা মাগি খাব,
ভ্রমিব বনে।
এ যমপুরীতে, পরাণ ধরিতে, নারিব থাকিতে,
রাখিব ধনে ॥
অহে শশধর! ভাবিয়া কাতর, বল হে সত্বর,
কোথায় যাই।
অরণ্যে ভূতলে, কিম্বা বহ্নি জলে, দেহ যুক্তি বলে,
কোথা পলাই ॥
অহে লিপিকর! দিয়ে বংশধর, শেষে বিষধর,
অঙ্কে সঁপিলে।
অতি দুরাচার, ধর্ম্ম নাহি যার, হাত দিয়ে তার,
প্রাণে বধিলে ॥
কোথা দশ মাসে, গিয়া মনোল্লাসে, বসি পতিপাশে,
চাঁদে দেখাব।
কোথা দিবানিশি, একাসনে বসি, লয়ে সুতশশী,
দোঁহে খেলাব ॥
কোথা অন্ন দিয়ে, বুকে করে নিয়ে, পতিকোলে থুয়ে,
হৃদি জুড়াব।
করি অতিবাদ, তাহে সাধে বাদ, হলে সেই সাধ,
কিসে পূরাব ॥
অরে প্রজাপতি! তোরে করি নতি, আর এ দুর্গতি,
মোরে দিস নে।
উন্মাদিনী করে, নে রে জ্ঞান হরে, আর এত করে,
জ্বালাইস নে ॥

এত বলি চিতহারা, খসা চাঁদখানি পারা,
হয়ে হেমলতা ভূমে পড়ে।

হেন কালে সৌদামিনী, স্বরূপা কোন কামিনী,
ক্রোড়ে করে আসি উভরড়ে ॥
যেন কোন রাহী জন, পথি মাঝে দরশন,
করি মণি সযতনে লয়।
ঝেড়ে ফেলি ধূলিগুলি, বাসে বাঁধি রাখে তুলি,
যায় যায় পুনঃ নিরখয় ॥
সেইরূপে সেই নারী, মুছায় নয়ন-বারি,
অনিমেষে মুখপানে চায়।
নাহি নড়ে নাহি চড়ে, নেত্রে না পলক পড়ে,
এক ভাবে বসে রহে ঠায় ॥
সেই নারী কোন্ জন, কেন তথা কি কারণ,
কি জন্য সে এত শোকময়।
ভাবে বুঝি সেহ ধনী, হবে চুরিকরা মণি,
ইথে কিছু নাহিক সংশয় ॥
না হলে দুখের দুখী, এত সে মলিনমুখী,
হবে কি কারণ তার তরে।
ঠেকে শিক্ষা করে যেই, সার-গ্রহ করে সেই,
তাদৃশ না পারে অন্য পরে ॥
কিবা শোভা দিল তায়, বাক্যে নাকি বলা যায়,
কোকনদে শ্বেতপদ্ম যেন।
অথবা চপলা-ছাঁদ, ঘেরিয়া গগন-চাঁদ,
অচলা হইয়া রহে যেন ॥
দুটি ফুল কাছে কাছে, একটি তার শুখায়েছে,
একটি ঊর্দ্ধ একটি অধোভাগে।
ছায়া পড়ি দুটি কালো, তার মাঝে কিছু আলো,
পড়িয়াছে একটি অগ্রভাগে ॥
সেইরূপে দুই জন, এর কোলে অন্য জন,
কত ক্ষণ সমভাবে যায়।
মেঘচাপা চাঁদ যেন, ধীরে ধীরে ফুটে হেন,
হেমলতা সেই ভাবে চায় ॥

দেখে চক্ষে বহে বারি, অচেনা অনেক নারী,
কোলে করি অনিমেষ রয়।
চিনিতে না পারি তারে, চেয়ে দেখে বারে বারে,
মন বুঝি সেই নারী কয়॥

সখি নাহি ভয়, আমি ভিন্ন নয়,
তব ভগ্নীসমা জেনো আমারে।
পিতা রাজ্যেশ্বর, দিল্লী-মহীধর,
আমি ভাগ্যফলে ভজি ইহারে॥
রণে করি জয়, মোরে ধরি লয়,
এই দুরাশয় মোরে ছলিল।
ধর্ম্ম করি নষ্ট, করি জাতিভ্রষ্ট,
শেষে দাসীভাবে ঘরে রাখিল॥
শুনি আর বার, রাজ্য করি ছার,
কোন রাজকন্যা পুনঃ হরিল।
মনে ব্যথা পেয়ে, তাই এনু ধেয়ে,
ভাবি কার ভাগ্য পুনঃ ভাঙিল॥
পরে দেখি মুখ, বিদরিল বুক,
পূর্ব্বকথা যত মনে পড়িল।
তাহে চমৎকার, তব ব্যবহার,
দেখি কুতূহল আরো বাড়িল॥
তুমি যত ক্ষণ সেই দুষ্ট জন,
কাছে কর যোড় করি কাঁদিলে।
কত দিব্য দিলে, কত বুঝাইলে,
শেষে আজি ক্ষম বলি যাচিলে॥
আমি তত ক্ষণ, হয়ে অদর্শন,
গৃহমাঝে থাকি সব দেখেছি।
পরে যোগ পেয়ে, আসিয়াছি ধেয়ে,
অন্তরালে থাকি সব শুনেছি॥

শেষে কোলে করি, এই আছি ধরি,
আজি হতে সখী তব হয়েছি।
আমি ভাগ্যবতী, কারে বলে সতী,
অদ্যাবধি তাহা ভাল জেনেছি॥

বিজন অরণ্যে যেন স্বজন মিলিল।
বালুকাবিকীর্ণ ভূমে সরসী যুটিল॥
তাদৃশ প্রসন্নমতি তেয়াগি ভূতল।
উঠে বৈসে হেমলতা দেহে পেয়ে বল॥
জুড়িয়া যুগল পাণি সজল নয়নে।
হেমলতা কয় কথা কাতর বচনে॥
"দয়াময়ি তব কাছে এই ভিক্ষা চাই।
কি উপায়ে বল তার কাছে রক্ষা পাই॥"
শুনি দিল্লী-মহীপাল-তনয়া কহিল।
অশ্রুনীরে দুনয়ন ভাসিতে লাগিল।
বলে সখি কুল মান গিয়াছে সকল।
ভজিয়া যবনরাজে পীয়েছি গরল॥
আজি সেই তাপ, সখি, শীতল করিব।
দিয়াছি আমার ধর্ম্ম, তোমার রাখিব॥
মম বাক্যে অনাদর বুঝি বা না হবে।
চুরিকরা ধন বলি বুঝি বাক্য রবে॥
যাই দেখি একবার ম্লেচ্ছরাজ-পাশে।
বুঝিব আমায় ভাল বাসে কি না বাসে॥
এত বলি দিল্লীপতি-দুহিতা চলিল।
আসি ম্লেচ্ছ মহীপতি কাছে দেখা দিল॥

দূরেতে আসিছে হেরি, আর না সহিল দেরি,
শশব্যস্ত পাতসাহ পথি মাঝে ভেটিল।
"এ কি ভাগ্য আজি মোর, নিজে ধরা দিল চোর,"
বলি রসবতী-হাত রসভাবে ধরিল॥

"যেবা চোর সাধু সেই, মনে মনে জানে সেই,
কেন মিছে নারী ভাবি কর মোরে ছলনা।
এ কি শুনি অপরূপ, ওহে চতুরের ভূপ,
পেয়েছ নবীনা নারী মোরে নাকি চাহ না।
সে যা হৌক বল দেখি, উন্মাদ হয়েছ হে কি,
হেন মতি কি কারণ ভুলিতে কি পার না?
এত সেবাদাসী রয়, তবু তাহে নাহি হয়,
কেন পরনারী তরে কর এত বাসনা?
কেন পিতা মাতা মনে, পীড়া দাও প্রিয়জনে,
কেন এত সতী নারী মনে দেও বেদনা?
কেন দাও এত তাপ, কেন কর এত পাপ,
নারীবধ কত পাপ মনে কি তা জান না?
হেমলতা নামে যারে, রাখিয়াছ কারাগারে,
বিষপানে মরে সেই মনেতে কি ভাব না।
একে অতি সতী নারী, তাহে গর্ভভরে ভারী,
তবু সে রমণী তরে কিছু দয়া হয় না॥
যা পেয়েছ রাখ তাই, অতি লোভে কাজ নাই,
দিল্লীরাজপাটে বসে কুমন্ত্রণা ভেব না।
আমায় বচন ধর, তাহারে মোচন কর,
অতিশয় কোন কর্ম্ম কোন কালে ভাল না॥"

সুপ্ত ব্যাঘ্র যেন আমিষের গন্ধ পেলে।
কালসর্প শিরে যেন পদাঘাত মেলে॥
পতঙ্গ যেমন শোভা করি দরশন।
ভোলা কথা মনে হলে উন্মাদ যেমন॥
শুনিয়া পাঠানরাজ চমকি তেমতি।
আকুল নয়নে চায় কামাতুর মতি॥
বলে কোথা আন তারে দেখিবারে চাই।
পেয়েছি নবীনা নারী ছাড়ি দিব নাই॥

মরুক বাঁচুক আর যা ইচ্ছা করুক।
পেয়েছি সুধার ভাণ্ড নিবারিব ভুক॥
জানে না সুলতান আমি বিজয়ী জগতে।
তিলার্দ্ধ রাখি নে স্থান এই ভূভারতে॥
আমি তারে কত করে আপনি সাধিনু।
অবশেষে হাতে ধরা স্বীকার করিনু॥
মম বাক্যে অবহেলা করে সেই জন।
দেখিব কেমনে তারে রাখে কোন্ জন॥
অনেক সাধিয়া শেষে সান্ত্বনা করিল।
তথাপি আসক্তি-কোপ ঘুচাতে নারিল॥
বিস্তর কাঁদিয়া, করি বিস্তর সাধনা।
অবশেষে এই মাত্র পূরিল কামনা॥
যে অবধি হেমলতা প্রসব না হবে।
সে অবধি দাসীভাবে পুষ্পোদ্যানে রবে॥

এ দিকেতে বীরবর, মহা অরণ্য ভিতর,
চেতনা পাইয়া চক্ষু চান।
অতি ভীম দরশন, বিজন গহন বন,
চারি দিকে দেখিবারে পান॥
শোণিতে লেপিত বাস, নয়নের জ্যোতিঃ হ্রাস,
শরাঘাতে দেহ অবসাদ।
হৃদয়ে বাণের ফলা, ভাঙিয়া পড়েছে শলা,
তবু বীর ভাবে না বিষাদ॥
নাহিক ত্রাসের লেশ, ধরিয়া শরের শেষ,
টান দিয়া তুলিয়া ফেলিল।
কোথায় বিপক্ষ দল, কোথা আপনার বল,
কেন তথা ভাবিতে লাগিল॥
হেন কালে দেখে চেয়ে, নিজ অশ্ব আসে ধেয়ে,
সংগ্রামের সাজ পরিধান।

শরীরে শোণিত ঘর্ম্ম, হেরিয়া বুঝিলা মর্ম্ম,
এই মোরে কৈল পরিত্রাণ ॥
রণভূমি পরিহরি, আমারে পৃষ্ঠেতে করি,
অশ্ববর আসিয়াছে বনে।
এই কথা বীরবর, স্থির করি তার পর,
ভাবিতে লাগিলা মনে মনে ॥
কোন পক্ষে হইল জয়, কোন পক্ষে পরাজয়,
সমাচার কিছুই না পাই।
বলি অশ্বে করি ভর, চলিলেন বীরবর,
দেখেন সংগ্রামে কেহ নাই ॥
তখন কাতর মন, যেন দ্রুত সমীরণ,
চলিলেন ধাইয়া নগরে।
দেখে যত গৃহদ্বার, হইয়াছে ছারখার,
অগ্নিকুণ্ড জ্বলে ধূ ধূ স্বরে ॥
অসহ্য শোকের ভার, সহিতে না পারি আর,
বীরবর কহিল কুপিয়া।
ভাল আশা করিলাম, ভাল দেখা পাইলাম,
বড় সাধ মিটিল আসিয়া ॥
করিয়া বিপক্ষ নাশ, আসিব প্রেয়সী পাশ,
পূরাব পিতার মনস্কাম।
ঘুচিল সে অভিলাষ, লাভে হৈল বনবাস,
লাভে হতে ভার্য্যা হারালাম ॥
এই কি ঘটিল শেষে, প্রবেশিয়া এই দেশে,
মম পত্নী যবনে হরিল।
করীতে হেলায়ে শুণ্ড, উপাড়িয়া তরুকাণ্ড,
দশনেতে লতিকা ধরিল ॥
অরে নিদারুণ চোর! সে জন কি করে তোর,
সে যে নারী অবলা ললনা।
সে যে অতি নিরমল, কোমল কমলদল,
তারে কেন দিলি রে বেদনা ॥

দিল্লী জয় করে তোর, এত কি বাড়িল জোর,
মোর প্রিয়া করিলি হরণ ।
তবে ক্ষত্রিসুত হই, সত্য সত্য সত্য কই,
এবে তোর নিকট মরণ ॥
অস্থি মাংস যত দিন, দেহে রবে তত দিন,
তোর মন্দ করিব সাধন ।
প্রমদার বিমোচন, যবনকুল নিধন,
অদ্যাবধি এই মম পণ ॥
কিবা জলে কিবা স্থলে, কিবা বলে কি কৌশলে,
দুই ব্রত সংকল্প আমার ।
আজি কিম্বা পরদিন, কিম্বা অন্য কোন দিন,
পরিচয় পাবি রে তাহার ॥
স্বদেশ করিলি জয়, তাহে আর থাকা নয়,
তাতে প্রিয়া বদ্ধ তোর ঘরে ।
এই দেখ অদ্যাবধি, ভ্রমিব গিয়া জলধি,
দেশত্যাগী হব তোর তরে ॥
অল্পদিনে পাবি টের, কোন কর্ম্মে কিবা ফের,
জানিবি রে পুরুষ কেমন ।
থাক্ নিয়ে ধরাতল, আছে রে বারিধি জল,
তাহে তরি করিব চালন ॥
লক্ষ তরি ভাসাইব, ম্লেচ্ছদেশ মজাইব,
বাণিজ্য করিব ছারখার ।
তোর সিংহাসন পাত, ম্লেচ্ছকুল ভস্মসাৎ,
প্রেয়সীরে করিব উদ্ধার ॥

খেদ করি বীরবর উঠিলা তরণী ।
কলিঙ্গরাজের রাজ্যে চলিলা তখনি ॥
শ্বশুরের সৈন্য লয়ে পুন যাব রণে ।
কলিঙ্গ উদ্দেশে চলিলেন এই মনে ॥

গঙ্গানীরে তরিখানি ভাসিয়া ভাসিয়া।
গঙ্গাসাগরের জলে পড়িল আসিয়া॥
মোচাখোলাখানি যেন ভাসে সেই তরি।
তাহে চাপি বীরবাহু নত শির করি॥
চূর্ণফণা ফণী যেন ভগ্নচূড়া শিলা।
অধোশির হয়ে বীর তেমতি রহিলা॥
কত ক্ষণ লুকাইয়া হৃদয়ের ভার।
প্রকাশি কাতরে শেষে কহেন কুমার॥
এই কি কপালে ছিল জগম্মান্যা ভূমি।
আমি হৈনু দেশত্যাগী বন্দী রৈলে তুমি।
রত্নগর্ভা ভূমি তুমি জগতের সার।
কত নদ হ্রদ গিরি তব অলঙ্কার॥
উচ্চ হিমগিরিচূড়া হিমানী-মণ্ডিত।
গর্ব্ব করি স্থির বায়ু করিছে খণ্ডিত॥
অরুণের রথরোধকারী বিন্ধ্যগিরি।
অগস্ত্য ঋষিরে শিরে নোয়াইছে ধীরি॥
গোমুখীবাহিনী গঙ্গা যমুনাতে মেলি।
দিবা রাতি কলনাদে করিতেছে কেলি॥
নর অংশে জন্ম সেই রাম নারায়ণ।
তোমারে জননীভাবে করিলা পালন॥
তোমার সেবায় পঞ্চ পাণ্ডু ছিল রত।
পূজিল তোমায় রাজা বিক্রম আদিত॥
অমর বাল্মীকি ঋষি সুমধুর স্বরে।
রাখিয়াছে তব যশ ত্রিভুবন ভরে॥
বেদব্যাস মহাঋষি ভারত রচিয়া।
প্রচারিলা তব নাম জগৎ জুড়িয়া॥
সরস্বতীবরপুত্র কবি কালিদাস।
তব যশ রঘুবংশে করিলা প্রকাশ॥
ভবভূতি তব নাম অনাশ্য অক্ষরে।
গাঁথিয়া থুইয়া গেছে মানব-অন্তরে॥

এবে সেই দেশমাতা ভারত-বক্ষেতে।
ম্লেচ্ছকুল পদ দলে নিরখি চক্ষেতে॥
ঘুচিল মনের সাধ জনম মতন।
ভাঙিল নিদ্রার ঘোর ভাঙিল স্বপন॥
যবনে করিয়া ছন্ন তোমার মোচন।
কত দিন মনে মনে করিলাম পণ॥
পুনশ্চ হিন্দুর রাজ্য স্থাপন করিব।
পুনর্ব্বার অলঙ্কারে তোমারে তুষিব॥
পুনঃ নির্ম্মাইব পুরী যত হৈল গত।
গঙ্গা যমুনার তীরে ছিল যত যত॥
বিজয়দুন্দুভি পুনঃ হরিষে বাজাব।
ভারত জাগিল বলি ভূতলে জানাব॥
হায়! আশা ফুরাইল জনম মতন।
অদৃষ্টে আছিল শেষে জলধি-ভ্রমণ॥
মনোহর নব-দূর্ব্বা-কোমল আসনে।
বসি আর না দেখিব শোভিত গগনে॥
তরলতরঙ্গা কল-নাদিনীর তীরে।
আর না যুড়াব চক্ষু ভ্রমিব না ফিরে॥
নবীন পল্লবছায়া তলেতে বসিয়া।
আর না শুনিব গান হরিষে ভাসিয়া॥
বিদায় জনমভূমি জনম মতন।
বিদায় ভারতবাসী স্বজাতীয়গণ॥
বিদায় জননী তাত পুরবাসী জন।
বিদায় জনম শোধ প্রাণের রতন॥
জীবিত আছ কি প্রিয়ে ভাব কি আমারে।
কোন্ ভাবে কার কাছে রেখেছে তোমারে॥
ধিক্ ক্ষত্রিকুলে ধিক্ ধিক্ মম নাম।
পতি হয়ে নারীরক্ষা কার্য্য নারিলাম॥
একে শত্রু তাহে ম্লেচ্ছ তাহে প্রাণপ্রিয়া।
কেমনে ধরিব কায়া জানিয়া শুনিয়া॥

হে বরুণ, কেন মোরে পাতালে না লহ
জীবিত রাখিয়া কেন দহন করহ ॥
কোথায় লুকালে বজ্র অহে সুরপতি।
নরাধমশিরে হানি বিনাশ দুর্গতি ॥
দ্রব হ রে মাংসপিণ্ড, চূর্ণ হ রে হাড়।
অথবা সর্ব্বাঙ্গ দেহ হয়ে যা পাহাড় ॥
বলিতে বলিতে বীর ঢলিয়া পড়িল।
যেন বজ্রাঘাতে দীর্ঘ তরু উপাড়িল ॥
একাকী জলধিজলে তরিতে শুইয়া।
তরঙ্গবেগেতে তরি চলিল ভাসিয়া ॥
সমস্ত রজনী জলে ভাসিয়া ভাসিয়া।
অরুণ-উদয়ে কূলে লাগিল আসিয়া ॥

কূলে উঠি বীরবর পান সমাচার।
সেই ত কলিঙ্গদেশ কলিঙ্গরাজার ॥
সমাচার পেয়ে তবে চলিলেন বীর।
যেন রাহুগত ভানু ক্রোধেতে অধীর ॥
গিয়া শ্বশুরের পদে করি নমস্কার।
নিবেদিলা পূর্ব্বাপর যত সমাচার ॥
শুনি ক্রোধে কম্পমান কলিঙ্গভূপাল।
জ্বলিয়া উঠিলা যেন কালান্তের কাল ॥
তখনি অমাত্যগণে একত্র করিয়া।
সমরে সাজহ বলি কহেন রুষিয়া ॥
সংগ্রামে সাজিল সেনা দেখিতে বিকট।
সাজিল বারণ বাজী সংগ্রাম-শকট ॥
হেরিয়া প্রফুল্ল মনে ভূপতিনন্দন।
শ্বশুরের পদযুগ করিয়া বন্দন ॥
কহেন আমারে পান দেহ মহীপতি।
বিনাশিব রিপুদল ঘুচাব অখ্যাতি ॥

সসৈন্যে ঘেরিব দিল্লীরাজে দিল্লীপুরে।
মম বলে রিপুদর্প পলাইবে দূরে॥
নিরুদ্বেগে মহারাজ থাকুন আলয়ে।
করুন আশীষ রিপু যাবে যমালয়ে॥
এত বলি বীরবাহু বন্দিয়া রাজায়।
শিবিরে আসিয়া পরে বার দিল রায়॥
রাজপুত্রে নেহারিয়া আনন্দিত মনে।
মহাকোলাহলে হুঙ্কারিল সৈন্যগণে॥

ভূপতি দিলেন পান, বীরবাহু রণে যান,
কলিঙ্গরাজার সৈন্য চতুরঙ্গে চলিল।
গিয়া সাগরের তীর, একত্রেতে যত বীর,
সহস্র তরণীপৃষ্ঠে সকলেতে উঠিল॥
কিবা শোভা দিল তায়, যেন জলে ভাসি যায়,
সুশোভিত একখানি দারুময় নগরী।
মহা ব্যাকুলিত মন, সচঞ্চল দু'নয়ন,
উঠিলেন বীরবর শ্রেষ্ঠ তরি উপরি॥
গঙ্গাসাগরের দিকে, চলিল উত্তর মুখে,
উৎকল প্রভৃতি দেশ বাম ভাগে রহিল।
এইরূপে দিনকত, নিরুৎপাতে হয় গত,
একদিন অকস্মাৎ বিঘ্নপাত হইল॥
বায়ুকোণে দিল দেখা, কালিম জলদরেখা,
ঢাকিল রবির কর নভোদেশ ব্যাপিল।
গর্জ্জিল জলদজাল, যেন প্রলয়ের কাল,
সহস্র কেশরীনাদে জলদল নাদিল॥
মাতিল তরঙ্গকুল, হুল হুল কুল কুল,
ডাক ছাড়ি লম্ফ দিয়া শূন্যমার্গে উঠিল।
প্রলয় পবন হাঁকে, স্তব্ধ বসুমতী কাঁপে,
তরুলতা গুল্ম লয়ে দিগন্তরে ছুটিল॥

বজ্রের চিচ্চড় ধ্বনি, বাতাসের হন্‌হনি,
সমুদ্র-মেঘের নাদে ত্রিভুবন চমকে।
প্লাবন করিতে সৃষ্টি, উল্কাপাত শিলাবৃষ্টি,
অবিচ্ছেদে মুষলের ধারা বর্ষে ঝমকে॥
দশ দিক্ অন্ধকার, শূন্য জল একাকার,
হুই হুই রব মাত্র শুনা যায় শ্রবণে।
চমকে চিকুররেখা, তাহে মাঝে যায় দেখা,
জলধিতরঙ্গরঙ্গ চমকিত নয়নে॥
পর্ব্বত করিয়া তুচ্ছ, উথলে হিল্লোল উচ্চ,
হুলুস্থুলু চারি কূল ব্রহ্মাডিম্ব ফুটিছে।
দনুজ সহস্র জন, করি ভীম গরজন,
আকাশমণ্ডল যেন হাতে হাতে লুফিছে॥
অথবা অনন্ত যেন, প্রসারি সহস্র ফণ,
তারা সূর্য্য গ্রহগণে ধরি ধরি গিলিছে।
কিম্বা যেন দেব দৈত্য, অমৃত লভিতে মত্ত,
পুনর্ব্বার বরুণের রাজ্য ছার করিছে॥
দেবকীর্ত্তি ভয়ঙ্কর, পৃথিবী সহে না ভর,
কি করিবে তার মাঝে মানুষের সামর্থ্য।
যত তরি দল বল, সব গেল রসাতল,
দৈব বল বাদী হয়ে পাড়ে ঘোর অনর্থ॥

ভাগ্যবলে বীরবর, তরিকাষ্ঠে করি ভর,
ক্ষিপ্ত বরুণের করে পরিত্রাণ পাইল।
কোমরে বন্ধন অসি, পৃষ্ঠে ধনুর্ব্বাণ-রাশি,
অকূল বারিধিজলে ভাসি ভাসি চলিল॥
অকূল অগাধ জল, তিলেক নাহিক স্থল,
তাহে পুনঃ বহুবিধ জলচর খেলিছে।
দেখি ভাবি নিরুপায়, কি করে কোথায় যায়,
বীরবাহু মনে মনে অই কথা তুলিছে॥

হেন কালে দেখে দূরে, বেলা ধূধূ ধূধূ করে,
হেরিয়া কুণ্ঠিতমনে সেই মুখে চলিল।
তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসি, ক্রমশ নিকটে আসি,
চক্ষু মেলি মনোহর দ্বীপ এক হেরিল॥
নন্দন-কানন সম, উপবন মনোরম,
তাহে শোভা করে হেরি তীরে গিয়া উঠিল।
যেন অমরের পতি, হারায়ে অমরাবতী,
ঘৃণা লজ্জা ভরে অধঃমুখে বনে চলিল॥
লতা পুষ্প ফল শোভা, যাহে মুনি-মনোলোভা,
না পারে সে বনশোভা শোকানল নাশিতে।
শিশু যদি শোক পায়, ভুলালে সে শোক যায়,
জ্ঞানিচিত্তশোকানল নাহি ঘুচে বাঁচিতে॥
যেই জন শিশুকালে, মা বলে জননীকোলে,
ছুটোছুটি করে আসি স্তন্য পান করেছে।
যেই জন নিশাভাগে, নারী সনে অনুরাগে,
নিরমল পূর্ণমাসী শশধরে হেরেছে॥
পীড়াতুর শয্যাগত, প্রাণবায়ু ওষ্ঠাগত,
হয়ে যেবা প্রিয়জন-প্রিয়ভাষা শুনেছে।
গৃহবাসে কিবা সুখ, প্রবাসেতে কি অসুখ,
বনবাসে কি যাতনা সেই জন বুঝেছে॥
সেই যন্ত্রণার ভার, বহে বীর অনিবার,
তাহে অতি ব্যাকুলিত হারা পত্নী ভাবিয়ে।
বীর্য্যবিন্দু আছে যার, সেই জন বুঝে সার,
আছে বা না আছে শোক অই শোক জিনিয়ে॥
তাহে মহাবীর্য্যবান, ক্ষত্রিকুলে অধিষ্ঠান,
তাহে রাজবংশধর বয়োগর্ব্বে গর্ব্বিত।
তাহে রণে পরাজিত, প্রণয়িনী অপহৃত,
এমন সন্তাপ কিসে হবে বল স্থগিত॥
হীনবীর্য্য হলে পরে, বুঝি বা সে শোকভরে,
উন্মাদ হইত কিম্বা আত্মহত্যা সাধিত।

মহাতেজধারী বীর, তাই আছিলেন স্থির,
শালতরু রহে যেন হয়ে বজ্রদণ্ডিত ॥
গম্ভীর প্রকৃতি যার, বাহ্যে স্বল্প শোক তার,
কিন্তু হৃদে নিরবধি চিন্তা-ফণী দংশিছে।
মেঘের সৃজন যেন, নহে চক্ষে দরশন,
কিন্তু বাষ্প নিরবধি শূন্য ভেদি উঠিছে ॥
বীরবাহু-শোকভার, বাহিরিতে নারি আর,
অন্তঃশীলা ভাবে শেষে উথলিতে লাগিল।
নয়নের জ্যোতিঃ হারা, ধরিয়ে উদাসী ধারা,
জনশূন্য কাননেতে ধীরে ধীরে চলিল ॥
যে পথ দেখিতে পায়, সেই পথে চলে যায়,
সুপথ কুপথ কিছু নাহি করে গণনা।
শীতল তরুর তলে, শীতল তড়াগজলে,
কভু বসে, কভু ভাসে, সমভাবে রয় না ॥
নাহি সংখ্যা কত বার, ভ্রমিল নৃপকুমার,
দ্বীপখণ্ড চতুর্ভাগ সমুদায় ঘেরিয়া।
সে কি তাঁর বাসস্থান, যাঁর দর্পে কম্পমান,
ছিল মহা মহা বীর ভূভারত ব্যাপিয়া ॥
অই ভাবে পর্য্যটন, ইতস্ততঃ কত ক্ষণ,
করি বীর তরুতলে অধোমুখে বসিল।
হেন কালে দিবাকর, লুকায়ে প্রখর কর,
দূরেতে সাগরগর্ভে ধীরে ধীরে পশিল ॥

কদিনের কষ্টভোগে আচ্ছন্ন শরীর।
ভাবিতে ভাবিতে ঢুলে পড়িলেন বীর ॥
হেন কালে অকস্মাৎ সংগীতের ধ্বনি।
শুনা গেল বামাস্বরে, মধুর গাঁথনি ॥
একেবারে চারি দিক্ পূরিয়া উঠিল।
নিদ্রা ভাঙ্গি রাজপুত্র শ্রবণে মোহিল ॥

আড়ষ্ট হইয়া রায় কায়মনচিতে।
মোহিনী সংগীত স্বর লাগিলা শুনিতে॥
দেবী উপদেবী কিবা অপ্সরী কিন্নরী।
কে গাহিল অই মধু সংগীতলহরী॥
কিছুই বুঝিতে নারি ব্যাকুল অন্তর।
কি শুনিল রাজপুত্র ভাবিয়া কাতর॥
অনতিবিলম্বে হেরে নারী ছয় জনা।
ধবল বসন পরা কনকবরণা॥
করে বীণা সুমধুর হৃদে মতিমালা।
তার পাশে দুই বেণী করিছে উজলা॥
গণ্ড গ্রীবা নেত্রশোভা শ্রুতি দন্তপাঁতি।
ওষ্ঠাধর পয়োধর নাসাননভাতি॥
মনোলোভা শোভা কিবা বাহু কটিদেশ।
মৃদু গতি সুবলনি তরুণ বয়েস॥
আরক্ত অরুণ পদ শ্যাম ধরাতলে।
যেন ভাসে কোকনদ নীল হ্রদজলে॥
চপল নয়নে চেয়ে দেখেন রাজন।
মানবী বেশেতে এরা এল কোন জন॥
ও দিকে মানবরূপ হেরিয়া সে বনে।
রমণী কজনে দেখে চকিত নয়নে॥
এ চাহে উহার মুখ না সরে ভারতী।
দাঁড়াইয়া রহে যেন পাষাণ মূরতি॥
নৃপতিতনয় তবে বিনয় বচনে।
কহিলেন মৃদুভাষে প্রিয় আলাপনে॥
কেবা বট দেখা দিলে এমন সময়।
কিবা জাতি কিবা নাম কোথা বা আলয়॥
মানব-সন্তান আমি বিধাতা বিমুখ।
বিপাকে পড়িয়া তাই পাই বহু দুখ॥
মায়াবিনী-বেশে কেবা দিলে দরশন।
ঘুচাহ মনের ধাঁধা কহিয়া বচন॥

বলিতে বলিতে কথা শশী দেখা দিল।
বীণা বাজাইয়া বামা সবে লুকাইল ॥
অপূর্ব্ব রমণীকার্য্য দেখিয়া শুনিয়া।
যামিনী পোহান ভূপ ভাবিয়া ভাবিয়া ॥
ঘুচিল নিশির ঘোর অরুণ উঠিল।
তীরে আসি পূর্ব্বমুখে চাহিয়া রহিল ॥

দেখিতে উষার খেলা, নৃপসুত ভোর বেলা,
ভ্রমিতে লাগিলা বনে বনে।
পশু পক্ষী আদি মেলি, সকলেতে করে কেলি,
দেখি হরষিত হন মনে ॥
পরিমল-ভরে ভারী, সে ভার সহিতে নারি,
পুষ্পদল পত্র পরে হেলি।
অধরে ঈষৎ হাস, খুলিয়ে বুকের বাস,
সমীরণ সহ করে কেলি ॥
পাখীতে ধরিছে তান, শুনি উথলিছে প্রাণ,
পবন মাতিয়া ফেরে ঘুরে।
হেন কালে রাজসুত, মহা কুতূহলযুত,
নারীগণে দেখিলেন দূরে ॥
ধীরেতে নিকটে গিয়ে, তরুপাশে দাঁড়াইয়ে,
কৌতুকে দেখেন মহামতি।
শেফালি বকুলকুল, আদি নানাজাতি ফুল,
শোভে উভে কদম্ব সংহতি ॥
তৃণ শৈবালের দল, ঢাকিয়াছে ধরাতল,
লতিকা বেষ্টিত চারি পাশ।
কণ্ঠায় ফুলের মালা, বাহুতে ফুলের বালা,
হৃদি'পরে ফুলময় বাস ॥
সকলি ফুলের সৃষ্টি, সদা হয় ফুলবৃষ্টি,
চারি দিক্ ফুলে ঢাকা রয়।

কদম্ব তরুর মূলে, সাজায়ে কমল ফুলে,
ফুলবেদী ’পরে বসি রয় ॥
অঞ্জলি অঞ্জলি করি, ফুল রাখে শিরোপরি,
কভু হৃদে করয়ে স্থাপন।
নয়নেতে অশ্রু ঝরে, স্নেহেতে আদর করে,
কত ভাবে করিছে যতন ॥
ছয় জনে মুখে মুখে, বসি রহে মনোদুখে,
সদা হয় পুষ্প বরিষণ।
মিলায়ে বীণার তান, খেদস্বরে করে গান,
শুনিয়া দ্বিভেদ হয় মন ॥
নারী-কীর্ত্তি মনোহর, নিরখিয়া বীরবর,
নিকটে গেলেন যুবরায়।
করপুটে বেদীপাশে, দাঁড়ায়ে বিনীত ভাষে,
মৃদুস্বরে চান পরিচয় ॥
নিরখিয়া চমকিয়া, গানেতে বিশ্রাম দিয়া,
নারীগণে উঠে যেতে চায়।
অনেক মিনতি করি, বুঝায়ে অনেক করি,
নারীগণে বসাইলা রায় ॥
অনুরোধ-ডোরে বাঁধা, দ্বিমনা লাগিল ধাঁধা,
রমণীমণ্ডলী পড়ে গোলে।
কিছু পরে কোন জন, শুন তবে দিয়া মন,
বলে আরম্ভিলা মধু বোলে ॥

“বরুণতনয়া, পাতালে ধাম।
ভগিনী কজনা, শুনহ নাম ॥
‘মুকুতাবিলাসী,’ ‘রতনকান্তি’।
‘তরঙ্গবাহিনী,’ ‘নয়নভ্রান্তি’ ॥
‘প্রবালমালিনী,’ কজনা এই।
‘নলিনীনয়না,’ ভনিছে যেই ॥

বিষময় বায়ু, শোষিতেছে আয়ু,
পতিতা ফণার তলে।
নারী কয় জনা, মুদিতনয়না,
ভাসিছে জলধিজলে॥
ক্ষণেক অতীত, যদ্যপি হইত,
একেবারে যেতো প্রাণ।
নৃপতি-নন্দন, লয়ে শরাসন,
গুণেতে আঁটিল বাণ॥
দিয়া ডানি আঁখি, নিরখি নিরখি,
সতেজে নিক্ষেপে তীর।
তিলার্দ্ধ ভিতরে, ফণা ভেদ করে,
অহিযুগে মারে বীর॥
ত্যজিয়া তখন, অসি শরাসন,
ঝাঁপ দিয়া পড়ে নীরে।
অহি-দেহ ধরি, আনে করে করি,
টানিয়া তুলিল তীরে॥
পরে অসিখান, লয়ে খান খান,
করিয়া কুণ্ডল কাটে।
অচেতন তনু, নৃপ-অঙ্গজনু,
খুলে নিল পাটে পাটে॥
খুলে ধীরি ধীরি, রাখে সারি সারি,
কখানি রজত-দেহ।
দেখে সেই কায়া, প্রাণে ধরে মায়া,
না কান্দি না রহে কেহ॥
আঁখি ছল্ ছল্, তুলে আনি জল,
ঢালে শিরে বীরবর।
সলিলে সিঞ্চিত, পুষ্প সুবাসিত,
রাখিল চেতনাকর॥
ঘোর হলাহল, ঘেরে কণ্ঠস্থল,
রহিল সে দিনভোর।

ঘুচিল জ্বলন, জাগিল চেতন,
হইল যখন ভোর ॥
চেতন পাইয়া, উঠিয়া বসিয়া,
নারী কয় জনে কয় ।
তুমি মহাশয়, অতি দয়াময়,
মনুষ্য বুঝি বা নয় ॥
না হলে কেমনে, সঁপিলে জীবনে,
স্বদেহ অকুতোভয়ে ।
করুণা করিলে, প্রাণদান দিলে,
বিনা স্বার্থপর হয়ে ॥
অহে নরবর, বল অতঃপর,
কেমনে তুষিব মন ।
কিবা উপকার, করিব তোমার,
দিব কিবা ধন জন ॥

শুনি বীরবাহু কন, দিবে কিবা ধন জন,
জগতের সুখ-নীরে সন্তরণ করেছি ।
পিয়েছি সম্পদ্-রস, শিরেতে ধরেছি যশ,
স্নেহরসে স্নান করি সুখে কাল হরেছি ॥
মিটেছে সম্ভোগ সাধ, অপযশ অপবাদ,
দৈব বিড়ম্বনা-পাশে এবে বাঁধা পড়েছি ।
থেকে বীর্য্য বাহুবল, ভাগ্যদোষে অসম্বল,
হয়ে শৈলশৃঙ্গ-চাপা সিংহ মত রয়েছি ॥
প্রতি-উপকারে মন, যদি কৈলে রামাগণ,
দ্বিধাচ্ছেদ করি তবে চিন্তাভার নাশহ ।
কোন্ দিকে কোন্ পুর, কান্যকুব্জ কত দূর,
কদিনের পথ হবে সবিশেষ বলহ ॥
যদি জান বল আর, হেমলতা নাম তার,
সেই নারী কোন্ ভাবে কার কাছে রয়েছে ।

কি করে সে রাত্রি দিবা, প্রাণে বাঁচি আছে কিবা,
শোক-চিতানলে পুড়ে তনুত্যাগ করেছে ॥
সে নারী আমার প্রিয়া, তারে হরে লয়ে গিয়া,
নষ্ট ভাবে দুষ্ট রিপু সংগোপনে রেখেছে।
যদি তারে কোন জন, করে থাক দরশন,
বল তবে প্রেয়সীর কিবা দশা হয়েছে ॥
অশ্রুপাতে দুই আঁখি, গেছে কিম্বা আছে বাকি,
কিম্বা প্রিয়া একেবারে অভাগারে ভুলেছে।
অস্থি মাংস ঠাঁই ঠাঁই, এখনো কি হয় নাই,
এখনো কি ম্লেচ্ছবংশ ধরা মাঝে রয়েছে ॥
দুরন্ত দস্যুর কাজ, করিয়ে পাঠানরাজ,
এখনো কি যমহস্তে পরিত্রাণ পেয়েছে।
মা গো ও মা জন্মভূমি! আরো কত কাল তুমি,
এ বয়সে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে।
পাষণ্ড যবন দল, বল আর কত কাল,
নিদয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে ॥
কতই ঘুমাবে মা গো, জাগো গো মা জাগো জাগো,
কেঁদে সারা হয় দেখ কন্যা পুত্র সকলে।
ধুলায় ধূসর কায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়,
একবার কোলে কর ডাকি গো মা মা বলে ॥
কাহার জননী হয়ে, কারে আছ কোলে লয়ে,
স্বীয় সুতে ঠেলে ফেলে কার সুতে পালিছ।
কারে দুগ্ধ কর দান, ও নহে তব সন্তান,
দুগ্ধ দিয়ে গৃহমাঝে কালসর্প পুষিছ ॥
মোরে দিলে বনবাস, প্রিয়া আছে কার পাশ,
হায় কত পীড়া পাও হে সুধাংশুবদনে!
কোথা বসো কোথা যাও, কিবা পর কিবা খাও,
হায় পুনঃ কত দিনে জুড়াইব নয়নে ॥

বিস্মিত রমণীদল দেখিয়া শুনিয়া।
কিঞ্চিৎ বিলম্বে কহে সুস্থির হইয়া॥
কামিনী লাগিয়া তব কামনা পূরাব।
হেমলতা অন্বেষণে পৃথিবী বেড়াব॥
বিরল তটিনী-তট, হ্রদ, সরোবর।
অরণ্য, নিকুঞ্জ, মাঠ, মরু, মহীধর॥
প্রাতঃ, সন্ধ্যা, নিশা, উষা, মধ্যাহ্ন সময়।
ভ্রমিব খুঁজিব তাঁরে জানিহ নিশ্চয়॥
নিরুদ্বেগে বীরবর থাক এই বনে।
ত্বরায় আসিব ফিরে, ভাবিহ না মনে॥
চলিলাম বীর তব নারী-অন্বেষণে।
মঙ্গল বারতা আনি জুড়াব শ্রবণে॥
হেরিব কেমন তিনি যাঁর স্বামী তুমি।
বুঝি বা তেমন আর ধরে নাকো ভূমি॥
কেন ভাব যুবরাজ যুবতী লাগিয়া।
কামনা পূরাব তব কামিনী আনিয়া॥
বলিয়া চলিয়া গেল কুমারীর দল।
নৃপতিনন্দন গেলা যথা বনস্থল॥
একা বীরবর রহিলেন সেই বনে।
পূর্ব্বকথা সমুদয় উথলিল মনে॥

মানসে গমন, নৃপতিনন্দন,
হেরিল জনমস্থল।
নদ, হ্রদ, গিরি, ধীরি ধীরি ধীরি,
দেখা দিল দলে দল॥
যে শিখরে বনে, মৃগয়া কারণে,
অনুচর সনে গেলা।
যে তটিনী-কূলে, যে তরুর মূলে,
বসিয়া কাটিলা বেলা॥

যে তড়াগ-জলে, বয়স্যের দলে,
লয়ে করেছিলা কেলি।
যত স্নেহাস্পদ, প্রিয় প্রেমাস্পদ,
উঠিলা একত্রে মেলি ॥
রণবীর তাত, রাণী চন্দ্রা মাত,
বধূকোলে দেখা দিলা।
ভগ্নী পরিজন, প্রিয় সখীগণ,
স্মৃতিপথে আরোহিলা ॥
প্রেম-অশ্রুধারা, তিতি নেত্র-তারা,
গণ্ডদেশ বহি পড়ে।
তাপিত হৃদয়, নৃপতি-তনয়,
কাঁদে যত মনে পড়ে।
পিতা নরপাল, কেন এ জঞ্জাল,
আমি এ কাঙ্গাল বেশে।
ভ্রমিয়া বেড়াই, যথা তথা ঠাঁই,
পড়িয়া থাকি বিদেশে ॥
এ কি চমৎকার, কোথা গৃহদ্বার,
কোথা আমি বনবাসী।
সে নিকুঞ্জবনে, প্রমোদ-কাননে,
বৃথা মুঞ্জে পুষ্পরাশি ॥
বৃথা গুঞ্জে অলি, পিক কলকলি,
বৃথা মন্দানিল বয়।
বৃথা শিখিদ্বয়, প্রদোষ সময়,
বকুলতলায় রয় ॥
বৃথা বারি'পরে, কুমুদ বিহরে,
ইঙ্গিতে নেহারে শশী।
বৃথা ধরাতল, হন সুশীতল,
নীহারের রসে রসি ॥
বৃথা কেতকিনী, হয়ে পাগলিনী,
মাতায় বিপিনবাসী।

তরু আলিঙ্গিতা, বৃথা তরুলতা,
ঢলিয়া পড়য়ে হাসি ॥
কোথা সে আমার, এই সব যার,
পুনঃ কি সে জনে পাব।
এ অমা ঘুচিবে, সে শশী উঠিবে,
পুনঃ কি সে সুধা খাব ॥

বলিয়া কাঁপিয়া তাপিত হৃদয়ে, শিখর উপরে উঠিল।
জগত যুড়িয়া এমন সময়ে, নিবিড় আঁধারে ঢাকিল ॥
ক্রমশ সরিয়া সাগর ভিতরে মলিন তপন ডুবিল।
দেখিতে দেখিতে গগন মাঝেতে রজনীভূষণ ভাসিল ॥
পুলকিত দেহে বীর-চূড়ামণি বিষম চিন্তায় পড়িল।
ভাবিতে ভাবিতে সকলি ভুলিয়া অপূর্ব্ব স্বপন দেখিল ॥
যেন ভূমণ্ডল অনল-শিখায় চলাচল সহ দহিছে।
উনপঞ্চাশৎ পবন যেমন তাহার সহিত বহিছে ॥
দশদিক্পাল নিজগণ সঙ্গে উর্দ্ধমুখে সবে ছুটিছে।
খেচর ভূচর জলচর আদি হুতাশ অন্তরে হাঁকিছে ॥
রেণুময় ধরা বারি বায়ু রেণু রেণু রেণু হয়ে উড়িছে।
চরাচর পুরে হাহাধ্বনি শুধু পুনঃ পুনঃ পুনঃ উঠিছে ॥
সেই সর্ব্বভুক্-শিখা-প্রান্তদেশে এলায়িত কেশে দাঁড়ায়ে।
নবীনা কামিনী যেন পাগলিনী রহে ভুজযুগ বাড়ায়ে ॥
অশ্রুপূর্ণ আঁখি সেই পাগলিনী শিশু এক করে ধরিয়া।
"ধর বংশধরে, পুত্র কোলে কর" বলি যেন দিল ফেলিয়া ॥
বলি বহ্নিগর্ভে প্রবেশিল রামা বীরেন্দ্র বিপদ্ গণিল।
ত্যজি দীর্ঘশ্বাস "হায় রে অদৃষ্ট" বলিয়া ঢলিয়া পড়িল ॥

প্রসারিত কর পদ অধোভাগে শির।
শিখর হইতে নীচে পড়ি গেলা বীর ॥
অভ্রভেদী গিরিচূড়া দৃষ্টি-অগোচর।
নিম্নদেশে ভীম নাদে গর্জ্জিছে সাগর ॥

কেশাগ্র পশিলে সেই অগাধ জীবনে।
বসুন্ধরা বীরশূন্য হতো সেই ক্ষণে॥
কিন্তু ভাগ্যবলে সেই দণ্ডে সেই স্থানে।
অকস্মাৎ দেখা দিল নারী ছয় জনে॥
দেখিল সুন্দর রূপ নর একজন।
পবনবেগেতে শূন্যে হতেছে পতন॥
হেরিয়া সদয় মনে কয় জনে মেলি।
ক্রোড় পাতি বসিয়া রহিলা উরু মেলি॥
নিমেষ ভিতরে সেই নারী-উরুদেশে।
অচেতন দেহখানি প্রবেশিল এসে॥
নিসাড় শরীর সেই মুদিত নয়ন।
বদন নেহারি চমকিত রামাগণ॥
নয়নে নয়নে বাঁধা রহে পরস্পর।
গণ্ড বহি অশ্রুবারি বহে নিরন্তর॥
পশ্চাতে চিনিতে পারি করে হায় হায়!
বলে মরি এ কি হেরি মরি এ কি দায়!
কমল-লাঞ্ছন করে কমল তুলিয়া।
নীরস কমল-আস্যে ধীরেতে সেঁচিয়া॥
কমল আসন হতে তুলি দুটি পাতা।
তাহাতে সংলগ্ন কৈলা দুটি বাহুলতা॥
যেন মহার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু পাশে।
ছয় লক্ষ্মী মৃদু মন্দ ব্যজন বিন্যাসে॥
দণ্ড দুই গত পরে জাগিল চেতন।
উন্মীলিত নেত্রে বীর করে নিরীক্ষণ॥
স্বপন দর্শনপ্রায় দেখে সারি সারি।
বিমল গগনে ভাসে সুধাংশুলহরী॥
কখন ভাবেন ছয় অচলা চপলা।
একত্রেতে বসি যেন করিতেছে খেলা॥
কভু ভাবে যেন বিধি বিরলে বসিয়া।
নিজ মনোরমা রামা সৃজন করিয়া॥

না হইয়া তৃপ্তমন দেন বিসর্জ্জন।
পুনর্ব্বার নবনারী করেন সৃজন॥
বিচিত্র ভাবিয়া শেষে উঠিয়া বসিল।
দেখিয়া মোহিনীগণ প্রফুল্ল হইল॥
জ্ঞানের অঙ্কুর হেরি মিলাইয়া তান।
বীণাযন্ত্র করে ধরি আরম্ভিল গান॥
এমনি মধুর স্রোত তাহাতে বহিল।
শুনি বীণাপাণি দেবী অন্তরে মোহিল
মনোল্লাসে বাগীশ্বরী ত্যজিয়া স্বরূপ।
আবির্ভূতা হইলেন ধরি বাক্যরূপ॥
কবিকণ্ঠে তাই দেবী করেন নিবাস।
বাগীশ্বরী নাম তাই ভুবনে প্রকাশ॥
অমরমোহন সেই শুনি বীণাবাণী।
বীরবাহু পুনর্ব্বার লভিলা পবাণী॥

সহাস বদনে, কমল আসনে,
নৃপতিনন্দনে বসায়ে।
মৃদু মন্দ হাসি, অধরে প্রকাশি,
পিকরব ভাষ শুনায়ে॥
মধু মধু স্বরে, গলে গলে ধরে,
বলে নৃপবরে ভেব না।
পেয়েছি তোমার, আশার আধার,
ঘুচাব এবার যাতনা॥
শুন হে স্বরূপ, হেরিলাম ভূপ,
অপরূপ-রূপ কামিনী।
ভাগীরথীতীরে, যামিনী গভীরে,
দাঁড়ায়ে মন্দিরে মোহিনী॥
রূপে রাজরাণী, বেশে কাঙালিনী,
গোময়ে দামিনী যেমনি।

আকুল-লোচনা, বিশীর্ণা বিমনা,
বিয়োগ-বাসনা-কারিণী ॥
অতি মনোহর, শিশু-শশধর,
হৃদয় উপর রাখিয়া।
চপলনয়না, পলাতে বাসনা,
দেখিছে ললনা চাহিয়া ॥
হেরে হয় মনে, যেন বা মদনে,
হৃদয়ে যতনে ধরিয়া।
যমে দিতে ফাঁকি, নিরখি নিরখি,
ধাইছে চমকি ছুটিয়া ॥
বলে "ওহে নাথ, দেও হে সাক্ষাৎ,
লহ তব সাথ আমারে।
এ যাতনা-ভার, সহে না'ক আর,
দিনু সমাচার তোমারে ॥
ওহে সুধারাশি, করুণা প্রকাশি,
মম তাপ নাশি যাও হে।
আছেন যেখানে, আমার কারণে,
তুমি সেইখানে ধাও হে ॥
তাঁর অনুগতা, দাসী হেমলতা,
হয়েছে অনাথা বলিও ;
বাঁধি কারাগারে, নিবান্ধব পুরে,
রিপু রাখে তাঁরে কহিও ॥
তব বংশধরে, হৃদয়েতে ধরে,
তব নাম করে কাঁদিছে।
অহে নিশাপতি, মম এ দুর্গতি,
সদা দিবা রাতি জ্বলিছে ॥
তাঁহারে ভাবিয়ে, আশাপথ চেয়ে,
মনেরে বুঝায়ে রেখেছি।
বাসনা পূরাব, তনয়ে দেখাব,
পরাণ যুড়াব ভেবেছি ॥

শুন হে পবন, তুমি হে ভ্রমণ,
কর হে ভুবন ব্যাপিয়া।
যথা মম পতি, তথা কর গতি,
মম এ দুর্গতি ভাবিয়া॥
শূন্যোপরে আর, বাস অন্য যার,
মিনতি সবার চরণে :
করুণা করিয়া, সমাচার দিয়া,
সঙ্গে আন গিয়া সে জনে॥"
অই কথা মুখে, সদা মনোদুখে,
ধীরে অধোমুখে কাঁদিছে।
নীলোৎপলদল, নয়নকমল,
উথলিয়া জল বহিছে॥
এই দেখ রায়, হেরিনু যাহায়,
কাজ কি কথায় শুনিয়ে।
অপরূপ রূপ, দেখে সেই রূপ,
আনিলাম ভূপ আঁকিয়ে॥
এই কথা বলে, কুমারী সকলে,
কোলে দিল ফেলে তুলিয়ে॥
নিরখি কুমার, চুম্বি বারম্বার,
হৃদয় উপর ধরিল।
যেন ফাঁকি দিয়ে, যমে পরাজিয়ে,
কারে লুকাইয়ে রাখিল॥
দণ্ড দুই পরে, চিত্র হৃদে ধরে,
কুমারীগণেরে বলিল।
চল সেই স্থানে, যুড়াইব প্রাণে,
দেখিব কেমনে বাঁচিল॥

অপরূপ রূপছটা, প্রচারি প্রচুর ঘটা,
নব রসে নৃপতিনন্দনে সুখে ভুলায়ে।

পুরাইতে মনোরথে, চলিলা জলধি-পথে,
অঞ্চলে বাদাম তুলি বায়ুভরে দুলায়ে॥
তড়িতের আভা সম, শোভা ধরি অনুপম,
উত্তরিল তড়িতের বেগে গঙ্গাপুলিনে।
সৃষ্টি সৃজিতের শোভা, নানাবিধ মনোলোভা,
দেখে নব নব ভাব প্রমুদিত নয়নে॥
নূতন পুরুষ নারী, নূতন ভূষণ তারি,
নূতন বসন ঘর গিরিগুহা কানন।
তাহে নব দারুদাম, তাহে পুষ্প অভিরাম,
তাহে ফল সুরসাল অপরূপ ঘটন॥
নব নদী নব নদ, নব দীঘি নব হ্রদ,
নব পাখী ডালে বসি নব তান উগারে।
গগনে নূতন তারা, নূতন নূতন ধারা,
দেখে দশদিক্‌ময় নাহি পায় বিচারে॥
নব ভাবে দ্রবীভূত, হয়ে হিন্দু রাজসুত,
ম্লেচ্ছ অধিকারে আসি দিল্লীপুরী লভিল।
গঙ্গার উত্তর তীরে, পরশি গঙ্গার নীরে,
দিল্লীশ্বর-অট্টালিকা শোভা করে দেখিল॥
সুবর্ণ রচিত কেতু, যেন সুবর্ণের সেতু,
তদুপরি সারি সারি শশিকলা প্রতিমা।
তার অধোভাগে যত, মণি মুক্তা মরকত,
দুলিয়া ছাদের ধারে প্রকাশিছে গরিমা॥
সেই প্রাসাদের ধারে, দাঁড়াইয়া এক দ্বারে,
সমুখের সুবর্ণের আবরণ খুলিয়া।
কঙ্কাল বিগতপ্রাণা, দাঁড়াইয়া এক জনা,
বিমর্ষ বিমনা ভাবে বাহু'পরে হেলিয়া॥
অধোদিকে দরশন, অনিমেষ দু নয়ন,
নিরবধি অশ্রুবারি দর দর দরিছে।
রাহুগত শশধরে, যেন বিলোকন করে,
বিমুদিত ইন্দীবর জলাশয়ে ডুবিছে॥

বাম কক্ষে সুপ্রকাশ, কুমার সদৃশাভাস,
সুকুমার মনোহর শিশু কোলে খেলিছে।
ধরিয়া জননী-গলে, আধ বোলে মা মা বলে,
মার মুখে মুখ দিয়ে করতালি তালিছে॥
হেরিয়া তনয় দারা, প্রেমেতে বহিল ধারা,
পুলকিত দেহে লোম কণ্টকিত হইল।
উজলে বিশাল আঁখি, উতলা পরাণ-পাখী,
আলিঙ্গন-অভিলাষে বাহুযুগ খুলিল॥
আনন্দে প্রফুল্লকায়, দাঁড়াইলা যুবরায়,
সাগরতনয়াগণে একে একে নমিল।
এখন বিদায় চাই, স্মরি যেন দেখা পাই,
এই নিবেদন ঐ শ্রীচরণে রহিল॥
তথাস্তু বলিয়া তবে, বর দিলা নারী সবে,
পরে রাজতনয়েরে পদ্মাসনে বসায়ে।
প্রবাল মুকুতা চুনি, গুণে গাঁথি গুণি গুণি,
সবে হাতে হাতে ধরি দিল শিরে পরায়ে॥
দেবকন্যা-বর লও, পূর্ণমনস্কাম হও,
অরি দমি দারা সুতে উদ্ধারিয়া আনহ।
স্বরাজ্যে গমন করি, বসুন্ধরা যশে ভরি,
ক্ষত্রিয়-কুলের নাম অকলঙ্ক করহ॥
পুনঃ প্রণমিলা রায়, সাগর-দুহিতা যায়,
নৃপতিনন্দন-গুণ বীণা-তানে ধরিয়া।
সেই সুমধুর স্বর, সমীরণে করি ভর,
হেমলতা-শ্রুতিমূলে প্রবেশিল আসিয়া॥
শুনি চমকিয়া ধনী, দেখে চেয়ে নরমণি,
ঊর্দ্ধমুখে নদীতটে সেই দিকে নেহারে।
হেরি রোমাঞ্চিত কায়, তরুণী শিহরি তায়,
পাষাণ-প্রতিমা সমা রহে বাহ্য আকারে॥
কুমার উপায় ভাবে, কিসে দারা সুতে পাবে,
ক্ষণেক ভাবিয়া শেষে রাজপথে চলিল।

হেথা রামা সচেতন, না হেরিয়া প্রাণধন,
বিস্ময়ে বিরস ভাবে নিরাসনে বসিল ॥

জীবন-সঙ্কট-স্থলে, একা বীরবাহু চলে,
অনুবল নাহি অন্য জন।
হৃদয়ে নাহিক ত্রাস, বীরমদে মনোল্লাস,
দিল সিংহদ্বারে দরশন ॥
দেবতার বেশ ধরা, দেবমাল্য শিরে পরা,
দেখে ভ্রমে দাঁড়াইল দ্বারী।
"পাতসাহে দরশন, করিবারে আগমন,
এই ভেট ভেজ রে আমারি ॥"
নকীব ফুকারি ধায়, সুলতান সমীপে যায়,
করপুটে সমাচার কহে।
"মল্যুক আলম্‌গীর, পরিরূপা এক বীর,
সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া রহে ॥
রাজ-পরিচ্ছদ তাঁর, মণিমাল্য চমৎকার,
কিরীট-সদৃশ শোভে শিরে।
কটিতটে দুলায়িত, অসি খড়্গ সুনিশিত,
পৃষ্ঠদেশে সজ্জিত তূণীরে ॥
ভাবে বুঝি অনুমান, রাজকুলে অধিষ্ঠান,
পড়িয়াছে কোন বা বিপাকে।
আপনারে দরশন, করিবারে আগমন,
নিবেদিতে কহিল আমাকে ॥"
শুনি পাতসাহ কন, কর তাঁরে আনয়ন,
বুঝিব সে ফেরে বা কি ফেরে।
সুলতান-আদেশ পায়, নকীব ফিরিয়া যায়,
বীরবরে আনে সঙ্গে করে ॥
মহাতেজা মহাবীর, নেহারিয়া আলম্‌গীর,
বসিবারে ইঙ্গিত করিল।

বুঝি অনুচরগণ, আনি স্বর্ণসিংহাসন,
বীরবাহু পশ্চাতে রাখিল ॥
না পরশি সে আসন, ক্রোধ করি সম্বরণ,
ব্যঙ্গভাবে দর্প করি কন।
শুন ম্লেচ্ছ অধিরাজ, আসনে নাহিক কাজ,
এই মত করিয়াছি পণ ॥
রণে জয় যত ক্ষণ, না করিব উপার্জ্জন,
তত ক্ষণ আসন না লব।
এই দৃঢ় ব্রত ধরি, দিগন্ত ভ্রমণ করি,
জিনিয়াছি রাজপুত্র সব ॥
তুমি ম্লেচ্ছ মহীপাল, ক্ষত্রিবংশ-মহাকাল,
পৃথিবী পূরিয়া তব যশ।
যেই বীরবাহু-ডরে, কাঁপিত অসুর নরে,
তাঁরে রণে করিয়াছ বশ ॥
ধরিয়াছ তাঁর নারী, তার নাকি রূপ ভারি,
পরস্পর এই কথা জানি।
আলমগীর তব পাশে, আসিয়াছি রণ আশে,
আপনারে ধন্য করে মানি ॥
সেই নিরুপমা নারী, রণে জিনে লব তারি,
হারি যদি নিজ নারী দিব।
কক্ষযুদ্ধে মম পণ, সমতুল্য সহ রণ,
অন্য জনে কভু না ভেটিব ॥
যদি থাকে মান ভয়, যদ্যপি সাহস হয়,
আশু রণে ভেটহ আমারে।
নতুবা আনিয়া তায়, মম পদে দেহ রায়,
অপযশ ঘুচিবে সংসারে ॥
সে ত চুরি করা ধন, জান ত চোরা রাজন,
চোরা ধন বাটপাড়ে লয়।
প্রকাশিব বাহুবল, পাঠাইব রসাতল,
অধর্ম্মের ধন নাহি রয় ॥

শুন হে যবনপতি, যদি চাহ দিব্য গতি,
বীর আলিঙ্গনে তোষ মোরে।
সত্য সত্য সত্য কই, যদি ক্ষত্রিসুত হই,
এই খড়্গে নিপাতিব তোরে॥
যদি কাপুরুষ হও, আমার শরণ লও,
রাজকন্যা কর পরিহার।
ত্যজ রাজসিংহাসন, ত্যজ অসি শরাসন,
লোকালয়ে থাকিও না আর॥
বলি কৈলা নিষ্কাশন, সূর্য্যদীপ্তি দরশন,
শাণিত কৃপাণ করতলে।
যেন দেব পুরন্দর, ঐরাবতে করি ভর,
অশনি নিক্ষেপে ধরাতলে॥
ক্ষান্ত হৈল ভীম নাদ, শত্রুগণে পরমাদ,
ভাবে কে আইল ছদ্মবেশে।
সময়ে দৈবের বশ, বিনা রণে অপযশ,
বিস্তর চিন্তিয়া কহে শেষে॥
অন্তর কম্পিত ডরে, বাহ্যে আস্ফালন করে,
বলে রে বর্ব্বর শোন্ বাণী।
মুহূর্ত্তে কাটিয়া মুণ্ড, করিতে পারি রে খণ্ড,
কেবল লোকের লাজ মানি॥
কেবা পিতা কোথা বাস, জাতি বৃত্তি অপ্রকাশ,
রাখি রণ মাগিলি আসিয়া।
তোরে রে করিলে নাশ, না হইবে ধর্ম্ম হ্রাস,
বরং পুণ্য পাপী-বিনাশিয়া॥
কিন্তু রণে দিলে ক্ষান্ত, কুযশ হবে একান্ত,
বিপক্ষ হাসিবে সর্ব্বক্ষণ।
স্বজাতি-গৌরব যাবে, হিন্দুকুল শোভা পাবে,
আস্পর্দ্ধা করিবে দুষ্ট জন॥
অতএব তোর সনে, ভেটিব রে কঙ্করণে,
যেবা হও ছদ্মবেশধারী।

সমুচিত ফল পাবি, শমনভবনে যাবি,
তথা পাবি মনোমত নারী ॥
বলি ভঙ্গ দিল বার, উজির আদেশে তাঁর,
রাজপুত্রে দিল বাসস্থান।
বহু দেশ দেশান্তর, ঘুষিল এ সমাচার,
জানিল সমূহ রাজস্থান ॥
নানা রূপ গুণ যুত, হিন্দু ম্লেচ্ছ রাজসুত,
দিল্লীধামে আসি দেখা দিল।
লোকে পূর্ণ রাজধানী, দিবানিশি বাদ্যধ্বনি,
কোলাহলে নগর পূরিল ॥

ক্রোশ যুড়ি রণভূমি হইল নির্ম্মাণ।
চারি দিকে উচ্চ মঞ্চ বসিবার স্থান ॥
স্তবকে স্তবকে রহে মঞ্চের বিধান।
পৃথক্ পৃথক্ ভাগে হিন্দু মুসলমান ॥
লৌহ ধাতুময় মঞ্চ সুবর্ণে মণ্ডিত।
রতন ঝালর তাহে করে চমকিত ॥
রক্ত চন্দ্রাতপ ছটা মস্তক উপরে।
তাহে মণি মরকত ঝলমল করে ॥
অমূল্য বসন দেহে শ্রবণে কুণ্ডল।
হিন্দু ম্লেচ্ছ রাজগণ মণ্ডলে মণ্ডল ॥
মস্তকে মুকুটশ্রেণী তারকার মালা।
কটিদেশে কটিবন্দে কৃপাণ উজালা ॥
ত্রিকোটি দেবতা যেন লঙ্কেশ-সভায়।
স্ববাহনে সজ্জীভূত হয়ে শোভা পায় ॥
রণভূমি শিরোভাগে বিচিত্র কাণ্ডার।
তাহার ভিতরে রহে রমণী-ভাণ্ডার ॥
দেবেন্দ্রভবনে যেন দেব-বিলাসিনী।
সেইরূপ শোভা পায় যত বিনোদিনী ॥

কাণ্ডারের বহির্ভাগে রণভূমিস্থলে।
স্বতন্ত্র সোনার মঞ্চ ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ জ্বলে॥
ম্লানমুখী নারী এক তাহার উপরে।
করেতে কপোল রাখি ভাবিছে কাতরে॥
যেন সুধাহীন শশী খসে ভূমিতলে।
যেন সীতা রাবণের রথে কাঁদি চলে॥
এই ভাবে বহুবিধ জনসমাবেশ।
দুই দিকে দুন্দুভির ধ্বনি হয় শেষ॥
সাজ রে সাজ রে স্বরে বাজে ভেরি তূরী।
অমনি প্রহরীদল দাঁড়াইল ভূরি॥
উত্তর দক্ষিণে শেষে প্রচণ্ড কিরণ।
দুই সূর্য্য সম দোঁহে দিল দরশন॥
শিরোদেশে শিরস্ত্রাণ করে করপাল।
বামে বর্ম্ম পৃষ্ঠে তূণ ভল্ল সুবিশাল॥
সিংহের গর্জ্জনে দোঁহে ছাড়ে সিংহনাদ।
কেশরী-কুঞ্জরে যেন ঘোর বিসম্বাদ॥
শুনি চমকিয়া লোকে সবিস্ময়ে চায়।
ভয়ে হেমলতা-তনু শুখাইয়া যায়॥
না পড়ে চক্ষের পাতা ঘন বহে শ্বাস।
কি হবে কপালে ভাবি মনে গণে ত্রাস॥
হেন কালে হুহুঙ্কারে করি আস্ফালন।
সমরে মাতিল দোঁহে ভীমদরশন॥

রণতরঙ্গে, বিহরে রঙ্গে,
ঘন ঘোর রব করে রে।
করিছে ঝম্প, ধরণীকম্প,
করাল কৃপাণ ধরে রে॥
যেন কৃতান্ত, করিতে অন্ত,
শূলপাণি শূল ধরে রে।

যেন চামুণ্ডা, ঘুরায়ে খাণ্ডা,
রক্তবীজাসুরে মারে রে ॥
কাঁপায়ে বর্ম্ম, ঠুকিছে চর্ম্ম,
অসি ঝন্ ঝন্ ফেরে রে।
করিয়া লক্ষ্য, অরাতি-বক্ষ,
দোঁহে দোঁহাকারে ঘেরে রে ॥
ভীম দাপটে, অস্ত্র সাপটে,
অসি ঝন্ ঝন্ করে রে।
খড়্গ ধমকে, বহ্নি চমকে,
ভূমি টলমল টলে রে ॥
কোপে কম্পিত, অসি উত্থিত,
করি বীরবাহু ঝাঁপে রে।
যবন-মুণ্ড, করিয়া খণ্ড,
ভূমিতলে আনি পাড়ে রে ॥
পরমানন্দে, ভূপালবৃন্দে,
সাধু সাধু সাধু বলে রে।
কাঁপায়ে সিন্ধু, হরিষে হিন্দু,
জয়বাদ্য করি চলে রে ॥

কাটিয়া যবনমুণ্ড ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।
যবন-ভূপালবৃন্দে সম্বোধন করে ॥
কহিলেন বীরবাহু মহাবীরদাপে।
কেশরীগর্জ্জনে যেন মহারণ্য কাঁপে ॥
অরে রে নিষ্ঠুর জাতি পাপিষ্ঠ বর্ব্বর।
পূরাব যবন-রক্তে শমন-খর্পর ॥
সাক্ষাতে হেরিলি কার কত বাহুবল।
এবে রে যবনরাজ্য গেল রসাতল ॥
করতল দিল্লীপুরী করেছি রে আজি।
আরো দেখাইব শীঘ্র অসি ভল্ল বাজি ॥

আমি রে ক্ষত্রিয়পুত্র নহি রে যবন।
পালিব ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রাখি নিজ পণ॥
প্রিয়ার উদ্ধার ম্লেচ্ছরাজ্য ভস্মসাৎ।
অথবা সংগ্রামে দেহ করিব নিপাত॥
এই যে করেছি সত্য কভু না ছাড়িব।
সদলে সম্মুখরণে পুনশ্চ সাজিব॥
যত দিন ম্লেচ্ছহীন না হইবে দেশ।
তত দিন না ছাড়িব সংগ্রামের বেশ॥
না ভেটিব হেমলতা না হেরিব সুতে।
ম্লেচ্ছ নাম যত দিন জাগিবে ভারতে॥
বলি রুধিরাক্ত অসি ফিরায়ে শিরেতে
হিন্দু-নরপালগণে কহেন ক্রোধেতে॥
ধিক্ ক্ষত্রিকুলে ধিক্ হিন্দুরাজগণ।
একেবারে বীর্য্য বলে দিলে বিসর্জ্জন॥
জগদ্বিখ্যাত কুলে জন্মিয়া ভারতে।
সমর্পিলে রাজ্য দেশ বিপক্ষ-করেতে॥
নারিলে বিধর্ম্মীগণে রণে পরাজিতে।
বৃথায় মানবজন্ম লাগিলে হরিতে॥
থাকে যদি বীর্য্য বল সাজ হে সমরে।
হের দুষ্ট ম্লেচ্ছদল আস্ফালন করে॥
পূর্ব্বকালে মহীতলে ক্ষত্রিয়-মণ্ডল।
প্রচণ্ড প্রতাপে রিপু কৈল করতল॥
সেই চন্দ্রসূর্য্যবংশ অবতংস হয়ে।
শান্তভাবে যপ কাল বৈরীদণ্ড লয়ে॥
কেন তবে কুরুক্ষেত্রে কর তীর্থ জ্ঞান।
কেন তবে নিজধর্ম্মে কর অভিমান॥
কেন পর অসি চর্ম্ম বর্ম্ম শিরস্ত্রাণ।
তূণ, ধনু, বীরধটি কেন পরিধান॥
যদি এ জগতে যশ চাহ চিরকাল।
যদি এড়াইতে চাহ বিপক্ষ-জঞ্জাল॥

যদি চাহ অকণ্টকে ভুঞ্জিবারে রাজ।
এস হে সমরে সাজি রিপুঞ্জয় সাজ॥
এস রাখি রাজ্য দেশ শাসি ধরাতল।
দেখ চেয়ে রণবেশে বিপক্ষের দল॥

হত ম্লেচ্ছ মহীপাল, কুপিল যবন দল,
নাশিবারে বিপক্ষেরে ক্রোধভরে চলিল।
দেখি হিন্দুরাজগণ, হয়ে ক্রোধান্বিত মন,
মহাক্রোধে রিপুদলে সমরেতে ভেটিল॥
জ্বলিল সমরানল, কাঁপিল ধরণীতল,
একেবারে শত শূর সমরেতে মাতিল।
সিংহনাদ ধনুর্ঘোষে, বাসুকি টলিল ত্রাসে,
অসি ভল্ল বাণ খড়্গে নভোদেশ ঢাকিল॥
ভয়ঙ্কর-দরশন, ধায় অস্ত্র অগণন,
রণভূমি ভীষণ শ্মশানসজ্জা সাজিল।
কাটা মুণ্ড কাটা কর, কাটা পদ কাটা ধড়,
গভীর শোণিতস্রোতে শত শত ভাসিল॥
কেহ করে হাহাকার, কেহ বলে মার মার,
ভীম শব্দ কোলাহলে স্বর্গ মর্ত্ত পূরিল।
হুয়া রবে ডাকে শিবা, বায়সেরা ঊর্দ্ধগ্রীবা,
ভয়ঙ্কর রণভূমি ঘোররূপে ঘেরিল॥
রুধিরে বহিল ফেনা, মাতিল শমন-সেনা,
ঊর্দ্ধভাগে বিকট গৃধিনী দল উড়িল।
বাজিল তুমুল রণ, দুই পক্ষ বীরগণ,
মরি বাঁচি পণ করি যুঝিবারে লাগিল॥
হারিল যবন দল, হিন্দুপক্ষে কোলাহল,
বিজয় হুঙ্কার নাদে চরাচর পূরিল।
রণে রিপু পরাজয়, করি হিন্দু রাজচয়,
বীরবাহু সঙ্গে আসি আলিঙ্গন করিল॥

সর্ব্ব জনে সম্ভাষিয়ে, নিজ পরিচয় দিয়ে,
অতঃপর বীরবর আদি অন্ত কহিল।
তখন ভূপতিগণ, মহা আনন্দিত মন,
দিল্লীরাজসিংহাসনে অভিষেক করিল॥
যথাবিধি উপহারে, সন্তোষিয়া সবাকারে,
সমূহ ভূপালে ভেট নানাবিধ ভেটিল।
বিদায় লইয়া রায়, মহিষী নিকটে যায়,
বিরস বিধুরা রামা নিরাসনে হেরিল॥
কাঁদিয়া সে বিনোদিনী, ধরণী লুটায়ে ধনী,
প্রাণেশ্বর-পদতলে কর যুড়ি নমিল।
সাদরে সম্ভাষ করি, হৃদয়ে হৃদয় ধরি,
পুলকিত দেহে বীর প্রমদারে তুলিল॥

কাঁদিয়া তখন, হেমলতা কন,
প্রেমে গদ গদ বাণী।
আজি সুপ্রভাত, অয়ি প্রাণনাথ,
পুনঃ দেহে এল প্রাণী॥
অসুখ-শর্ব্বরী, তিরোহিত করি,
সুখ-প্রভাকর চায়।
হৃদয় ভিতরে, পরাণে কি করে,
বুঝিতে নারি হে রায়॥
এ ষোড়শ মাস, ছিল অপ্রকাশ,
আজি হেরি দিনমণি।
অই দেখ চেয়ে, সরোবর ছেয়ে,
বিকসিত কমলিনী॥
আজি অকস্মাৎ, অই শুনি নাথ,
কোকিল ঝঙ্কার করে।
আজি ধরাতলে, নিরখি সকলে,
অপরূপ শোভা ধরে॥

গত কল্য প্রাতে, যাহার সাক্ষাতে,
পেয়েছি অপার শোক।
আজি সেই জন, করি দরশন,
পেতেছি পরমলোক॥
যেই চন্দ্রানন, করি বিলোকন,
দিবস রজনী গেলো।
আজি সেই ধন, করি পরশন,
আরো সুখবোধ হলো॥
করি প্রণিপাত, এই ধর নাথ,
জীবন সফল কর।
দুখের তনয়, সুখের সময়,
হৃদয় মাঝারে ধর॥
আমি অভাগিনী, আজন্ম দুখিনী,
জানি নাকো তোমা বই।
তোমারি আশায়, এমন দশায়,
নিবান্ধব-পুরে রই॥
কৌমারী দশায়, সখী ক জনায়,
শিখিলাম শিশুপাঠ।
প্রথম যৌবনে, সহচরী সনে,
শিখিলাম গীত নাট॥
যৌবন মাঝারে, প্রণয়ে তোমারে,
সেবেছি ধরম পালি।
পরে পরবাসে, মনের হুতাশে,
সাজায়েছি ফুলডালি॥
তোমারি কারণে, যবন-ভবনে,
সহিত যবনবালা।
তরুমূলে জল, উষা সন্ধ্যাকাল,
দিয়াছি গেঁথেছি মালা॥
সুল্‌তান-আগারে, ফুল যোগাবারে,
আছিল আমার ভার।

তোমারি কারণ, নৃপতি-নন্দন,
সহিয়াছি দাসীভার ॥
আহা কত বার, সুচিক্কণ হার,
গাঁথিয়ে সুন্দর করি ।
বকুলের তলে, বসি ধরাতলে,
কেঁদেছি হৃদয়ে ধরি ॥
সকলি সফল, আজি মহাবল,
মিটেছে মনের সাধ ।
এখন বাসনা, পূরাব কামনা,
ঘুচাব কুলের বাদ ॥
রাজার দুহিতা, রাজার বনিতা,
জনম ক্ষত্রিয়কুলে ।
অশুচি যবন, করি পরশন,
ধরিয়া আনিল চুলে ॥
আমার গরিমা, তোমার মহিমা,
টুটিল আমারি তরে ।
সে কলঙ্করাশি, সমূলে বিনাশি,
যশ রাখি ক্ষিতি ভরে ॥
তোমার মহিষী, তোমার প্রেয়সী,
যেই নারী হতে চায় ।
অণু মাত্র দাগ, অহে মহাভাগ,
নাহি যেন থাকে তায় ॥
অনলে প্রবেশ, করিব প্রাণেশ,
ঘুচাব বেদনা তব ।
মানের গৌরব, কুলের সৌরভ,
প্রাণ দিয়ে কিনি লব ॥
নারী হেমলতা, সতী পতিব্রতা,
ঘুষিবে ভুবনত্রয় ।
ভূপতি-মণ্ডলে, নিয়ত সকলে,
বলিবে তোমার জয় ॥

এত বলি নন্দনের চন্দ্রানন চেয়ে।
অশ্রুধারা পড়ে হেমলতাগণ্ড বেয়ে॥
প্রমদার সাহঙ্কার ভারতী শুনিয়া।
প্রমাদ গণিল বীর বিষাদ ভাবিয়া॥
কখন বাখানে মনে প্রেয়সীহৃদয়।
কখন অন্তরে হয় করুণা উদয়॥
কভু খেদে পূর্ব্বকথা করিয়া স্মরণ।
প্রমদারে আলিঙ্গিয়ে করেন রোদন॥
নানামত বাক্যে বীর সান্ত্বনা করিল।
তথাপি প্রেয়সীপণ অন্যথা নহিল॥
মোহবশে মহীপতি নীরব রহিলা।
পতিরে প্রণমি রামা কাতরে চলিলা॥
প্রবেশি মহিলাপুরে সখী সম্বোধনে।
তুষি দিল্লীরাজকন্যা প্রেম-আলিঙ্গনে॥
এত দিন দুই জনে ছিলাম সজনি।
অদ্যাবধি একাকিনী পোহাবে রজনী॥
আজি আর প্রিয়সখি অভাগিনী তরে।
যপিতে হবে না নিশি কাতর অন্তরে॥
বিদায় জনমশোধ দেহ আলিঙ্গন।
আজি সখি পাপদেহ করিব পতন॥
অকলঙ্ক কুলে কালি রাখিব না আর।
ঘুচাইব বল্লভের কুযশের ভার॥
চিতার দহনে দেহ অশুচি শুধিব।
ভূমণ্ডলে ক্ষত্রিকুলখ্যাতি প্রকাশিব॥
প্রিয় সখি এক মাত্র করি নিবেদন।
মা'র সম স্নেহে শিশু করিহ পালন॥
বলিতে বলিতে আঁখি করে ছল্‌ছল্‌।
অনর্গল রাজকন্যাচক্ষে বহে জল॥

সজনী-প্রতিজ্ঞা শুনি, অন্তরে বিষাদ গুণি,
দিল্লীশ্বর-কন্যা কাঁদি সখী-করে ধরিল।
এমন বিষম পণ, সজনি রে কি কারণ,
কে তোমারে হেন কথা বল দেখি বলিল॥
প্রাণপতি আজি তোর, সংহার করিয়া চোর,
মিটাইতে মনসাধ তোর পাশে আসিল।
বুঝিবারে তাঁর মন, তাই কি করিলি পণ,
এত কষ্টে তাঁর ভাগ্যে এই ফল ফলিল॥
ছি ছি সখি এ কি কথা, দিও না রে এত ব্যথা,
নিদয় হইয়া আমা সবাকারে ভুলো না।
অই দেখ মা মা বলে, শিশু তোর আসে চলে,
উহারে জনমশোধ পরিহার করো না॥
সখি রাজস্থানময়, সবে তোমা সতী কয়,
পরিচয় দিতে আর হবে না রে তোমারে।
যে ভাবে রিপুর ঘরে, আছিলে পরাণ ধরে,
সেই কথা চিরদিন ঘুষিবে এ সংসারে॥
সজনি বিনয় করি, এই দেখ্ হাতে ধরি,
এ বিষম পণে আর মনে স্থান দিও না।
ক্ষত্রিকুল-চূড়ামণি, তাঁরে শোক দিয়া ধনি,
ভারতের লোকে আর বিপাকেতে ফেল না॥
তুমি কৈলে তনুত্যাগ, রাজপুত্র মহাভাগ,
সংসারে বিরাগ করি রাজ্যপদ ত্যজিবে।
পুনঃ হিন্দু রাজগণে, ম্লেচ্ছ পরাজিবে রণে,
পুনর্ব্বার এই রাজ্য করতল করিবে॥
তাই বলি ত্যজ পণ, রাজকার্য্যে দেহ মন,
পতি সহ দিল্লীরাজসিংহাসনে বসিয়া।
প্রজার পালন কর, রিপু-অহঙ্কার হর,
রাখ ধরাতলে নাম ম্লেচ্ছদল শাসিয়া॥
এইরূপে নানামত, সান্ত্বনা করিয়া কত,
ঘুচাইল হেমলতা-প্রাণনাশ-বাসনা।

দি[illegible] সনে, হরিষ বিষাদ মনে,
পতি-পাশে ধীরে ধীরে চলিলেন ললনা ॥
বীরবাহু হর্ষমন, প্রমদারে আলিঙ্গন,
করি রাজপুত্রগণে নিমন্ত্রিয়া আনিলা।
সকলের অনুমতি, পাইয়া সানন্দ মতি,
হেমলতা সনে দিল্লী-সিংহাসনে বসিলা ॥
লোকেতে আনন্দময়, নগরে উৎসব হয়,
বীরবাহু রাজপদে অভিষেক হইল।
হেমলতা বাম পাশে, রতিরূপ পরকাশে,
জয় জয় কোলাহলে চারি দিক্ পূরিল ॥

সম্পূর্ণ

নলিনী-বসন্ত

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি কালে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন সু-আবৃত্তি ও সু-অধ্যাপনার দ্বারা বাংলা দেশের শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী সমাজে শেক্সপীয়রকে অভাবনীয় প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিলেন। তাহার ফলে বাঙালীর মাতৃভাষায় শেক্সপীয়রের নাটকের গল্প ও সম্পূর্ণ নাটক পড়িবার আগ্রহ জন্মে। ১৮৪৮ (?) সনে গুরুদাস হাজরার 'রোমিও এবং জুলিএটের মনোহর উপাখ্যান' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শেক্সপীয়রের নাটকের অথবা গল্পের অনুবাদ ও অনুসরণ প্রবলভাবে চলিতে থাকে। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ (১৮৫২), ই. রোয়েব (Roer, ১৮৫৩) প্রভৃতি গল্পপ্রচারে এবং হরচন্দ্র ঘোষ নাটকপ্রচারে প্রথমেই উৎসাহিত হন, ভাষান্তরিত নাটকের নামকরণে হরচন্দ্র বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছিলেন; ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত 'মার্চেণ্ট অব ভেনিসে'র নাম দিয়াছিলেন 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস নাটক', ১৮৬৪ সনে প্রকাশিত 'রোমিও এণ্ড জুলিয়েট'এর বাংলা রূপের নাম হইয়াছিল 'চারুমুখ-চিত্তহরা নাটক'। হেমচন্দ্র এই হিড়িকেই 'টেম্পেস্ট'কে 'নলিনী-বসন্ত'-রূপে দাঁড় করান ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। দীর্ঘ ২৭ বৎসর পরে ১৮৯৫ সনে তিনি 'রোমিও-জুলিয়েত' বাহির করিয়াছিলেন। সমালোচকদের মতে তাঁহাব যৌবনের কীর্তিই অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

'নলিনী-বসন্তে'র (পৃ. সংখ্যা ১১৪) আখ্যাপত্র এইরূপ :—

নলিনী-বসন্ত / নাটক। / মহাকবি সেক্‌সপিয়র কৃত / টেম্পেষ্ট্‌ নামক নাটক অবলম্বনে / বিরচিত। / "Sweeter Shakespeare, Fancy's child, / Warbling his native wood-notes wild." / "ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।" / কলিকাতা। / শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে / ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। / সন ১২৭৫ সাল।

স্বতন্ত্রভাবে এই পুস্তকের আর সংস্করণ হয় নাই।

নলিনী-বসন্ত

নাটক

"Sweetest Shakespeare, Fancy's child,

Warbling his native wood-notes wild."

"ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।"

স্ত্রীপুরুষদিগের নাম

চিত্রধ্বজ	...	...	গুজরাটের রাজা।
কৃপ	...	..	তস্য ভ্রাতা।
বৈজয়ন্ত	...	...	কঙ্কনের রাজা।
অনন্ত	...	...	তস্য ভ্রাতা এবং কঙ্কনরাজ্যাপহারক।
বসন্ত	...	...	গুজরাটের যুবরাজ।
প্রচেতা	...	...	গুজরাটরাজের বৃদ্ধ মন্ত্রী।
ভরত, বিজয়	...	...	গুজরাটভূপতির দুই জন সভাসদ্।
উদয়	...	...	গুজরাটের রাজভাণ্ডারী।
তিলক	...	...	গুজরাটভূপতির জনৈক ভৃত্য।
নলিনী	...	...	বৈজয়ন্তের কন্যা।
সুমালী	...	...	প্রধান পরি।
বর্ব্বট	...	...	বৈজয়ন্তের ভৃত্য।

শচী, লক্ষ্মী, চপলা ইত্যাদি, ছদ্মবেশধারী অন্যান্য পরিগণ

প্রস্তাবনা

নট। বৈজয়ন্ত নামে রাজা কঙ্কনভূপতি
নিরবধি যাদুবিদ্যা করি আলোচনা,
হারাইল রাজ্যদেশ, ভ্রাতার কপটে ;
ভাসিয়া সাগর নীরে, অরণ্য পুলিনে,
বালিকা কন্যার সহ দ্বাদশ বৎসর,
করিল অজ্ঞাত বাস, পড়িয়া বিপাকে,
পরে কুহকের শক্তি প্রকাশি অসীম
বিপক্ষ দমন করি ফিরিল স্বদেশে।
এ আখ্যান চমৎকার শুন মন দিয়া
শুনিলে কৌতুক হবে চিত্ত বিনোদিয়া।

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সমুদ্রে ঝড় বৃষ্টি, সেই ঝড়ে একখানি জাহাজ ভগ্ন ও মগ্ন হইতেছে।

(দ্বীপের উপরিভাগে সমুদ্রের কিনারায় বৈজয়ন্ত এবং নলিনীর প্রবেশ)

নলি। দেখ পিতা, চেয়ে দেখ—অশান্ত সাগরে,
তরঙ্গ ছুটেছে কত ভয়ঙ্কর বেগে
ভৈরব নিনাদ করি ;—শূন্য অন্ধকার,
দেখ গো মেঘের ঘটা অবনী নাশিতে,
জলদ উগারে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার।
ক্রোধেতে অধীর যেন গভীর জলধি
উথলি উঠিছে তাই পাতাল ত্যজিয়া,
নিবাইতে মেঘানল তরঙ্গ-আঘাতে।
পিতা গো, নিবার মায়া—মায়ামন্ত্রে যদি
তুলে থাক এ ঝটিকা, কর শান্ত তবে—
কর শান্ত, কর দেব—অশান্ত সাগরে।
আহা! সে তরণীখানি কিবা মনোহর!
তার গর্ভে মনোহর কতই পরাণী
অবশ্য ছিল গো পিতা ;—সকলি সংহার
হলো কি সাগরগর্ভে পলক ভিতরে!
মরি মরি অভাগারা কতই চীৎকার
করিল গো মৃত্যুকালে—বিদারিল হিয়া!—
হায়! তারা মরিল কি সাগরের জলে?
হায় রে! আমার যদি দেবতার বল
থাকিত, তা হলো আমি গণ্ডূষে শুষিয়া,
জলধিজঠরে তারা পশিবার আগে,
শুখাতাম জলধিরে—অথবা পাতালে
পাঠাইয়া বাঁধিতাম দুরন্ত সাগরে।

বৈজ। স্থির হ মা—স্থির হ ;—অনিষ্ট ঘটে নি।

নলি। কি দুর্দ্দিন !—হায় !

বৈজ। কেন, বাছা, হতেছিস এতই উতলা ?
ঘটে নাই অমঙ্গল অনিষ্ট কাহার ;—
প্রাণাধিকা দুহিতা রে, তোরই জন্যে সব।
হা সরলে ! জান না মা—কে আমি, কে তুমি,
এসেছি কোথায় হোতে ;—ভাবিস্ গো শুধু,
আমি ক্ষুদ্র বৈজয়ন্ত তোমার জনক,
এই ক্ষুদ্র গিরিগুহা-কুটীরনিবাসী।

নলি। অন্য কিছু জানিতেও, পিতা গো, কখন
হয় নাই অভিলাষ।

বৈজ। এবে তোরে আরো কিছু হবে গো জানাতে ;
খুলে রাখি আগে এই মায়া-পরিচ্ছদ ;—
(নে ত মা, খুলে দে ত।) (পরিচ্ছদ রাখিয়া)
—থাক্ অইখানে
থাক্ রে কুহকী তুই।—মুছাও নয়ন
মা তোমার, হও শান্ত, কর চিন্তা দূর ;—
ব্যাকুল হয়েছে চিত্ত যে দুর্যোগ দেখে,
সংযোগ করেছি তার হেন সুকৌশলে,
হয় নাই কারু দেহে লোমান্ত নিপাত।
জলমগ্ন তরীমাঝে যাদের চীৎকার
শুনিয়া, অন্তরে তোর লাগিল আঘাত,
প্রাণে বেঁচে, প্রাণাধিকে, আছে গো সকলে।
বসো মা, কিঞ্চিৎ এবে শুনাব তোমায়।

নলি। কত বার, পিতা তুমি, বলিবে বলিলে ;
বলিতে আরম্ভ করি বলিলে না আর,
বারংবার অনুনয় করিলাম কত,
সময় হয় নি বল্যে নিরস্ত হইলে।

বৈজ। সে সময়, ওরে বাছা, হয়েছে এখন,
এখনি শুনাব তোরে শ্রবণ ভরিয়া ;—

হাঁ৷ নলিন্, হাঁ৷ গা, তোর পড়ে কি গা মনে
এ গুহাতে আসিবার বিবরণ কিছু ?
কোন কথা আগেকার আছে কি স্মরণ ?
বুঝি বা তা মনে নাই—তখন শৈশব
ছিলি তুই, তিন বর্ষ পূর্ণ হয় নাই।

নলি। হাঁ৷ পিতা, পড়ে মনে।

বৈজ। বল্ মা, প্রকাশি বল্, কি আছে স্মরণ
কিবা অবয়ব তার—গৃহ কি মানব ?

নলি। অনেক দিনের, পিতা, কথা সে সকল,
দেখি যেন স্বপ্নবৎ আঁধার আঁধার,
দীপ্তাকার নহে তত ;—বোধ হয় যেন
দাসী ছিল চারি পাঁচ, সেবিত আমায় ;—
ছিল না কি ? হাঁ৷ গা ?

বৈজ। ছিল গো মা, ছিল তোর অনেক কিঙ্করী ;
চারি পাঁচ নয় স্তুধু ; কিন্তু বল দেখি
এ সব রয়েছে চিতে অঙ্কিত কি রূপে ?
নিবিড় তিমিরময় কালের জঠরে
আরো কি দেখিছ বলো।—হেথা আসিবার
আগেকার কথা যদি হতেছে স্মরণ,
স্মরণ থাকিবে তবে কিরূপে এখানে
আসিলে বা কত দিন ?

নলি। সে কথাটি মনে নাই।

বৈজ। নলিনী রে, হলো আজ দ্বাদশ বৎসর,
নরপতিকুলে তোর জনক সুমতি
ছিল সুবিখ্যাত রাজা কঙ্কন প্রদেশে।

নলি। হাঁ৷ গা—তুমি না আমার পিতা।

বৈজ। তোমার জননী, বাছা, পতিব্রতা সতী ;
তিনি কহিতেন তুমি দুহিতা আমার ;
তব পিতা কঙ্কনের সিংহাসনপতি,

বংশের প্রদীপ তুমি একমাত্র তাঁর ;—
তুমি বাছা রাজার নন্দিনী।

নলি। হা বিধাতঃ—হা বিধাতঃ! কুচক্রে কি তবে
স্বদেশ হারায়ে মোরা এসেছি এখানে ;—
অথবা সে আমাদেরই সৌভাগ্যের গুণে।

বৈজ। দুই বটে—অরে বাছা, বলিলি যা তাই ;—
কুচক্রে স্বদেশহারা—ভাসিয়া সাগরে,
অনুকূল ভাগ্যবলে এসেছি এখানে।

নলি। হায়! পিতা—মনে নাই—না জেনে সন্তাপ
দিয়াছি তোমায় কত ;—ভাবিতে সে কথা,
ও গো, হৃদয় বিদরে।—পিতা, তার পর ?

বৈজ। তোর খুল্লতাত, সুতে, মোর সহোদর—
অনন্ত তাহার নাম—হা রে নরাধম!—
ভাই হয়ে, শোন্ গো শোন্, ভাই হয়ে কত
বিশ্বাসঘাতক হলো ;—এ জগতে যারে
প্রিয়তম ভাবিতাম তুমি ছাড়া, সুতে!
তারি হাতে সঁপিলাম রাজত্বের ভার ;
সুবিখ্যাত যে রাজত্ব জনপদ মাঝে,
বৈজয়ন্ত নরপাল শাস্ত্রে অদ্বিতীয়,
গৌরবে সম্ভ্রমে যথা ভূপতি-সমাজে।—
নিরবধি বিরলেতে বিদ্যার চালনে,
থাকিতাম ভ্রাতৃকরে রাজ্যভার দিয়া ;—
অবশেষে বিষধর বিশ্বাসঘাতক—
তোর সেই খুল্লতাত—শুন্চ কি ?

নলি। শুন্চি গো।

বৈজ। সুনিপুণ ক্রমে হলো শাসন-কৌশলে ;—
কারে অনুগ্রহ কারে নিগ্রহ করিতে,
কার পদোন্নতি আর কার অধোগতি,
কি ভাবে করিতে হয় সকলি শিখিল ;
তখন কুটিল ভাব ধরিল দুর্ম্মতি ;

ছিল যারা অনুগত, ভুলায়ে তাদের
হস্তগত করিল সে গড়ে পিটে নিয়ে,
অমাত্য আত্মীয়গণে কুমন্ত্রণা দিয়ে।
আপনার হাতে পেয়ে রাজার ভাণ্ডার,
দান বিতরণ করে রাজার প্রসাদ,
স্বইচ্ছায় সকলের চিত্ত নোয়াইল;
ভক্ত হলো রাজ্যসুদ্ধ উপাসক তার।
আশ্রিত থাকিয়া লতা তরুদেহে যথা
আচ্ছন্ন করিয়া শেষে শুখায় সে তরু,
সেইরূপে রাজদেহ ঢাকিয়া আমার,
হরিল দেহের তেজ—করিল নীরস;—
শুন্‌চ গা?

নলি। শুন্‌চি পিতা।

বৈজ। শোন্ গো, অনন্য মনে শোন্ গো এ কথা;
জ্ঞানতরু চিত্তক্ষেত্রে রোপণ করিতে,
বিদ্যারূপ কিরণেতে হৃদয় মণ্ডিতে,
থাকিতাম এইরূপে নির্জ্জনে একাকী;
যশঃপ্রভা সে বিদ্যার কত দেশান্তরে
উজ্জ্বল হতো গো আজ নির্জ্জনে না হলো।—
সেই অবসর পেয়ে দুর্ম্মতি চণ্ডাল
অনন্তের হৃদয়েতে খলতা জন্মিল;—
তার প্রতি বিশ্বাসের ইয়ত্তা ছিল না,
তারো এবে না রহিল খলতার সীমা;—
ভাণ্ডারেতে ছিল যত সঞ্চিত বিভব,
লুটিয়া দৌরাত্ম্য করি উপার্জ্জিল যত,
মুক্ত হস্তে, অকাতরে ছড়াতে লাগিল;
হয়ে রাজপ্রতিনিধি, পেয়ে রাজপূজা,
ভ্রমে আপনারে ভুলে ভাবিতে লাগিল
কঙ্কন-ভূপতি যেন সত্যই হয়েছে।
যথা আপনার ছলে ভুলিয়া আপনি

অসত্যকে সত্য ভাবে মিথ্যুক যে জন ;—
বাহ্যাকারে ছিল রাজা—রাজপ্রতিনিধি,
রাজবেশে আড়ম্বরে করিত ভ্রমণ,
আশা বৃদ্ধি হলো তাই আকাশ ধরিতে।—
শুন্‌চ না ?

নলি। যে জন বধির, সেও শোনে গো এ কথা।

বৈজ। অবশেষে আমারে সে ভাবিল অসার,—
(হায় রে অভাগা আমি) মম গ্রন্থাগার
ভাবিল আমার পক্ষে রাজত্ব বিপুল।
রাজত্ব-শাসনে আমি নিতান্ত অপটু,
বৃথা তবে ছদ্মবেশে কি কারণে থাকা,
ভাবি, কপটতা দূর করিল দুর্ম্মতি,
হরিল সে সিংহাসন দুরাত্মা অধম।
করিল গুজ্‌রাট সনে সন্ধির বন্ধন
হোতে তার পদানত—দিতে উপহার
অঙ্গীকার করিল সে অনভিজ্ঞ চোর ;—
তার কিরীটের তলে কিরীট নোয়াতে,
লুটাতে কঙ্কন রাজ্য—(হা পোড়া কঙ্কন,
ভাগ্যে যাহা ঘটে নাই কখন রে তোর)—
লুটায়ে ফেলিতে তোরে শত্রু-পদতলে।

নলি। হা অদৃষ্ট !

বৈজ। এই সন্ধি ;—পরে এই সন্ধি অনুসারে
ঘটাইল যে ঘটনা, শুনে বল বাছা,
নরাধম সে চণ্ডাল ভাই কি আমার ?

নলি। পিতামহী গুরুজন, কু ভাবিতে নাই ;
কিন্তু পিতা, কুলাঙ্গার কুপুত্র কখন
জনমে সোনার গর্ভে ?

বৈজ। শুন সুতে তার পর। হেন সন্ধি পেয়ে,
চিরশত্রু আমার সে গুজ্‌রাটভূপতি
তখনি সম্মতি দিল ;—সন্ধির নিয়ম—

রাজপূজা, রাজকর (মনে নাই কত)
গুজ্‌রাটপতিকে দিবে মম সহোদর,
তার বিনিময়ে সেই গুজ্‌রাটভূপতি,
নির্ব্বাসিত করে দিয়ে তোমায় আমায়,
আমার ভ্রাতার হস্তে করিবে অর্পণ,
সম্পদ্, ঐশ্বর্য্য সহ কঙ্কন প্রদেশ।
অতঃপর এক দিন গুজ্‌রাটের সেনা,
নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন গভীর নিশীথে,
বেড়িল নগর-সীমা ;—খুলিল আপনি
স্বহস্তে নগরদ্বার অনন্ত পামর।
সেই অন্ধকার রাত্রি তোমায় আমায়,
নিয়োজিত ছিল যারা সে কার্য্য সাধিতে,
ধরিয়া নিমিষ মধ্যে নিঃউদ্দেশ হলো।
কত কান্না, তুমি বাছা, কাঁদিলে তখন।

নলি। হা অদৃষ্ট !—মনে নাই—পিতা গো আমার
কাঁদিতে বাসনা হয় বারেক আবার ;
হায় হায় কে না কাঁদে—হায় এ কথায় !

বৈজ। আরো কিছু শুন তবে বুঝিতে পারিবে
উপস্থিত এ ঘটনা, নতুবা নিষ্ফল
কহিলাম যত কিছু।

নলি। সেই দণ্ডে, হ্যাঁ গা, পিতা, প্রাণে না বধিয়ে
কেন তারা ক্ষান্ত হলো ?

বৈজ। অরে বাছা, তত দূর সাহস ধরিতে
পারে নাই পাষণ্ডেরা,—কঙ্কনে আমায়
এত ভাল বাসিত গো প্রজারা সকলে।
অথবা সে অভিসন্ধি ছিল না তাদের
কিম্বা লোক-অপবাদ এড়াবার তরে
গোপনে সাধিতে কার্য্য মনস্থ করিল,
(সংক্ষেপেতে বলি শুন) ;—সে দুরাত্মাগণ
আসিয়ে সাগরতটে, ভাসাইয়ে ডিঙি,

ক্রোশেক দু ক্রোশ পথ বাহিয়ে চলিল ;
পরে এক তরিকাষ্ঠ অতি জীর্ণকায়া
জীবন-শঙ্কায় যাহা মূষিকও ত্যজেছে,
তাহে ফেলি চণ্ডালেরা স্বদেশে ফিরিল।
চতুর্দ্দিকে হুহুঙ্কারে তরঙ্গ ছুটিল
গ্রাসিতে সে ভগ্ন তরি—ভয়েতে অস্থির,
বারিধির পানে চেয়ে কাঁদিলাম কত।
পবনদেবের কাছে কতই মিনতি
করিলাম গলবস্ত্রে ;—আমার দুঃখেতে
কাঁদিতে লাগিল বায়ু নিশ্বাস ছাড়িয়া ;
হায় রে, অদৃষ্টগুণে সে স্নেহ আমার
অনিষ্টের হেতু হলো।

নলি। তখন কি গলগ্রহ হয়েছিনু, পিতা।

বৈজ। মা, তুমি তখন—
দেবকন্যা তুল্য হয়ে বাঁচালে আমায়।
আমার চক্ষের জল সাগরের জলে
পড়িতে লাগিল যত—ঘন ঘন ফোঁটা,
তুমি বাছা, দেবদত্ত সাহসে নির্ভয়,
হাসিয়ে মধুর হাসি, শিখালে আমায়
সাহসী হইয়া চিত্তে ধৈরজ ধরিতে।

নলি। হ্যাঁ গা পিতা, কি উপায়ে এখানে উঠিনু ?

বৈজ। অরে বাছা,
জগত-ঈশ্বর যিনি, তাঁহারই কৃপায় ;—
সঙ্গে ছিল খাদ্যদ্রব্য মিষ্ট জল কিছু
দয়া ভেবে তরিমধ্যে সঙ্গে দিয়াছিল
গুজরাটের রাজমন্ত্রী, প্রচেতা দয়ালু,
আমাদিগে দেশান্তর করিবার ভার
আছিল যাহার প্রতি ;—পরিণাম ভেবে
পরিধেয় বস্ত্র কিছু সঙ্গে দিয়াছিলা,
এত দিন তাহাতেই হয়েছে সুসার ;

রাজত্ব হইতে আমি গ্রন্থ ভালবাসি ;
গ্রন্থাগার হ'তে তাই বাছি কতিপয়
পুঁথি সঙ্গে দিয়াছিলা।

নলি। কখনো তাঁহার সঙ্গে দেখা যদি হয়।

বৈজ্ঞ। (সুমালীর প্রতি) হয়েছে, বিলম্ব নাই—
(নলিনীর প্রতি) বসো গো মা তুমি ;
শোন এর পরিণাম ; আসি এই স্থানে
গ্রহণ করিনু তোর শিক্ষকের ভার ;
রাজার নন্দিনীগণ পায় না অনেকে,
পেয়েছ যে উপকার শিক্ষায় আমার ;
হেন গুরু ঘটে নাও ভাগ্যেতে তাদের,
বৃথামোদে করে তারা বৃথা কালক্ষয়।

নলি। মঙ্গল করুন পিতা, ঈশ্বর তোমার ;
এবে দেব কহ শুনি কি হেতু এ ঝড়
উঠাইয়ে ঘটাইলে এ হেন দুর্য্যোগ ;
সে কথা জাগিছে চিত্তে এখনও আমার।

বৈজ্ঞ। থাক্ আজ এই অবধি ;—এবে শুভ গ্রহ
হয়েছে আমার, বাছা,—পড়েছে খর্পরে
দুরন্ত বিপক্ষগণ, এসেছে এ দেশে ;
এ শুভ গ্রহের ফল এখন যদ্যপি
না লভি, তা হল্যে আর এ জন্মে পাব না ;—
আর সুধাইও না বাছা, হয়েছ নিদ্রালু,
নিদ্রা যাও ক্ষণকাল,—নিদ্রার বিশ্রাম
মহৌষধ জীবনের।—

(নলিনী নিদ্রিত)

—সাধ্য কি এড়াতে,
আগেই তা জানি আমি। সুমালি—সুমালি।
আয় বাপ, কাছে আয়—নিশ্চিন্ত হয়েছি।

সুমালীর প্রবেশ

সুমা। জয় প্রভু,—জয় নাথ—জয় দেব, জয় ;—
আকাশে উড়িতে কিবা পাতালে ডুবিতে,
অনলে পশিতে কিবা মেঘেতে চড়িতে,
কুণ্ডলী বাঁধিয়া যবে ওঠে সে আকাশে,—
কি আজ্ঞা করুন প্রভু!

বৈজ্ঞ। সুমালি!—প্রণালীমত বলেছিনু যথা
অনুষ্ঠান করেছ ত?

সুমা। প্রভু, তার বর্ণ বিন্দু অন্যথা করি নে ;—
উঠিলাম রাজপোতে জ্বলিতে জ্বলিতে ;
কখন গলুইমুখে কখন পিছাড়ে,
কখন চাতালে আর কখন বা খোলে,
কখন বা মাস্তুলের ডগায় ডগায়,
এই জ্বলি এক ঠাঁই—এই অন্য ঠাঁই,
এই আছি এই নাই, আবার মিশাই
হঠাৎ একত্র হয়ে ;—অবাক্ সবাই
চাহিয়া রহিল যেন ভেক্কী-ভেকা হয়ে।
ভীমনাদ ভয়ঙ্কর বজ্রের আগেতে
ছোটে যে বিদ্যুৎলতা, সেও দ্রুতগতি
নহে তত ক্ষণস্থায়ী, চকিতা চপলা ;—
গন্ধক পোড়ার গন্ধ, তার ধুনো পোড়া
স্তূপাকার ধূমরাশি, দুর্গন্ধ বাতাস,
কড়ি ফাটা, কাঁড়ি ফাটা, শব্দ ভয়ঙ্কর,
হলকে হলকে বহ্নি জলধি বেষ্টিল ;
অভয় সমুদ্র ঢেউ অস্থির ভয়েতে,
পাতালে বরুণহস্তে ত্রিশূল কাঁপিল।

বৈজ্ঞ। সাবাস, সুমালি!—সাবাস!—
এ বিপদে স্থিরবুদ্ধি স্থিরচিত্ত হয়ে
ধৈর্য্য ধরে তার মধ্যে ছিল কি রে কেহ?

সুষমা। কেউই না ;—
ভয়াকুল হতবুদ্ধি উন্মাদের প্রায়,
হতাশ হইয়া ত্যজি অগ্নিময় পোত,
দাঁড়ি মাঝি ভিন্ন সবে সমুদ্রে পড়িল,—
সাগরের ফেনামাখা তরঙ্গের মাঝে।
ভয়ে কদম্বের ফুল মস্তকের চুল
বসন্ত, রাজার পুত্র, রোমাঞ্চ শরীর,—
"প্রেতরাজ্য শূন্য আজ, প্রেতবৃন্দ যত
সমাগত এই স্থানে" বলি উচ্চস্বরে
পড়িল সাগরগর্ভে সকলের আগে।

বৈজ। বাপ আমার—বেশ!
কিন্তু বাপ, এ দুর্য্যোগ কিনারার কাছে
করেছ ত সংঘটনা ?

সুষ। প্রভু, অতি কাছে।

বৈজ। ওরে পরি, তারা সবে নির্ব্বিঘ্নে ত আছে ?

সুষমা। প্রভু গো,—
কাহারই মস্তকের চুলটি খসে নি,
বস্ত্র পরিচ্ছদে কারো দাগটি লাগে নি,
বরং অধিক আরো উজ্জ্বল হয়েছে :
দলে দলে সকলেরে ফেলেছি ছড়ায়ে
এ দ্বীপের চতুর্দ্দিকে,—যথা আজ্ঞা তব ;
আপনি তুলিয়া আনি গুজরাটতনয়ে
শীতল ছায়াতে একা বসায়ে এসেছি :
বসিয়া জলের ধারে শীতল বাতাসে,
বাঁধি বুকে এইরূপে দুই বাহুলতা,
ফেলিতেছে ঘন ঘন সুদীর্ঘ নিশ্বাস।

বৈজ। রাজপোত, দাঁড়ি মাঝি, অন্য অন্য আর
বহরের যত পোত কোথায় রেখেছ ?

সুষমা। এ দ্বীপের প্রান্তভাগে রাজার জাহাজ
লুকায়ে থুয়েছি সেই গভীর সুঁতিতে,

এক দিন, প্রভু যথা, ডাকিয়ে আমায়,
কহিলা আনিতে বারি রক্ষঃহ্রদ হ'তে
যে হ্রদের তীব্র বারি তপ্ত অতিশয়
চক্রাকারে ঘুরিতেছে যুগযুগান্তর ;
অন্য অন্য যত পোত অতি ক্ষুণ্ণভাবে
চলেছে গুজ্‌রাট-মুখে একত্রে জুটিয়া,—
ভারতসমুদ্রে ভাসি ধীরে।

বৈজ। সকলি প্রণালীমত করেছ, সুমালি!
কিন্তু বাপ, কিছু বাকি আছে,—বেলা কত ?

সুমা। দুই প্রহর অতীত হয়েছে।

বৈজ। চার দণ্ড বেশী হউক,—এর বেশী নয় ;
সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে কিন্তু সাঙ্গ করা চাই,
অবশিষ্ট এখনো যা আছে।

সুমা। আঃ—আবার খাটুনি ?
কষ্ট দিচ্চ এত ; কিন্তু মনে যেন থাকে
করেছ কি অঙ্গীকার।—

বৈজ। কি ?—ফের অবাধ্য ?—কি চাস ?

সুমা। দাসত্ব মোচন।

বৈজ। এখনি কি ?
নিয়মিত কাল পূর্ণ হয় নি এখন,
এরি মধ্যে ?—চুপ।

সুমা। প্রভু! আমি কত কাজ করেছি তোমার ;
প্রতারণা করি নাই মিথ্যা কথা বোলে ;
যথাসাধ্য প্রাণপণে দিবা রাত্রি খাটি,
কথার অবাধ্য নহি তিলার্দ্ধ কখন।
তোমারি গো শ্রীমুখের এই আজ্ঞা ছিল,
নিয়মিত সময়ের এক বর্ষ আগে
আমারে নিষ্কৃতি দিবে।

বৈজ। উদ্ধার করেছি তোরে কি যন্ত্রণা হতে,
সে সব ভুলিলি বুঝি ?

সুমা। ভুলি নাই, প্রভু !

বৈজ। নিঃসন্দেহ ভুলেছিস্ ,—এখন তোমায়
সাগরের ফেনামাখা তরঙ্গে ছুটিতে,
বায়ুর পশ্চাতে শূন্যে গগনে উড়িতে,
হিমাচ্ছন্ন পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে,
আমি আজ্ঞা করি তাই—বড় কষ্ট হয়।

সুমা। না, প্রভু!

বৈজ। পাপাত্মা—অসত্যবাদি!—মিথ্যা কথা তোর।
এখন সে ত্রিজটাকে ভুলে গেলি বুঝি ?
পাপিষ্ঠা ডাকিনী সেটা, দেখ্‌লে ঘৃণা হতো,
অতি বৃদ্ধা—পরহিংসা, পরদ্বেষ করো,
হয়েছিল শীর্ণদেহ অস্থিচর্ম্মসার ;
চল্‌তে গেলে মাজাভাঙ্গা ধনুকের মত
মাটিতে আসিয়ে তার কপাল ঠেকিত,
দন্তহীন যষ্টি হাতে দৃষ্টি মিটি মিটি,
বিষম ডাকিনী সেটা—তারে ভুলে গেলি ?

সুমা। না প্রভু, ভুলি নাই।

বৈজ। ভুলিস্ নে ?—বল্ শুনি, বল্ কোথা তবে
জন্মেছিল সে ডাকিনী।

সুমা। উদয়পুরেতে।

বৈজ। বটে ?—হা পাষণ্ড!—মাসে মাসে তোকে
চেতাইতে হবে দেখি—সব ভুলে গেলি ;—
থাকিত উদয়পুরে বিকটা ত্রিজটা,
জানিত সে ছিটেফোঁটা, মন্ত্র তন্ত্র কত,
সমুদ্রে জোয়ার ভাটা চন্দ্র সূর্য্যোদয়
করাইতে পারিত সে—সাধ্য ছিল এত ;
অত্যাচার অপকার লোকের অহিত
করেছিল কতই যে—সে সব শুনিতে
শ্রবণ রোধিতে হয়।—তাই সে দুষ্টারে
দূর করে দিয়াছিল দেশছাড়া করো

উদয়পুরের লোক—প্রাণে না বধিল
গর্ভবতী বোলে সেটা ;—ক্যামন রে, ঠিক্ কি না ?

সুমা। ঠিক প্রভু !

বৈজ্ঞ। এইখানে দাঁড়ি মাঝি ত্রিজটারে আনি,
রাখিয়া চলিয়া গেল ;—তুই রে সুমালি—
আমার কিঙ্কর এবে,—তোরি মুখে শোনা—
ছিলি তার কেনা দাস ;—অতি সুকুমার
কোমল শরীর তোর—কদর্য্য, কঠিন
পালিতে তাহার আজ্ঞা করিতিস হেলা ;
তাই তোরে সে ডাকিনী—ক্রোধে অন্ধ হয়ে—
বান্ধিয়া রাখিল এক তালবৃক্ষ চিরে,
অন্য যত বলবান্ ভৃত্য সহকারে।—
ছিলি সেই বৃক্ষে গাঁথা দ্বাদশ বৎসর,
ইতোমধ্যে ত্রিজটার প্রাণত্যাগ হলো,
তুই বদ্ধ রহিলি সে বৃক্ষের ভিতরে ;
জাঁতার শব্দের ন্যায় ঘর্ঘর নির্ঘোষ
করিতিস কণ্ঠশ্বাসে বৃক্ষমধ্য হতে ;
জনপ্রাণী কেহ—ছিল না তখন হেথা,
একটা সুধু পশুবৎ কিম্ভুত আকার
মনুষ্য আকৃতি মাত্র—অরণ্যে ভ্রমিত।
ত্রিজটার বেটা সেটা—

সুমা। বটে বটে,—সেই বর্ব্বট।

বৈজ্ঞ। হ্যাঁ রে মূর্খ—আমিও তাই বল্‌চি—সেই সে
সেই বর্ব্বট—আমার যে কিঙ্কর এখন ;—
হেথা এসে কি দুর্দ্দশা দেখিলাম তোর,
কি নরকভোগ, ওরে, মনে কি তা পড়ে ?
তোর সে চীৎকারে—ডাকিত বনের বাঘ,
চিররোষপরবশ ভল্লুকও কাঁদিত।
সে দুর্গতি হোতে কভু পাবি যে নিস্তার
ভরসা ছিল না তার (গতায়ু ত্রিজটা)

আমি মন্ত্রবলে তোরে করিনু উদ্ধার ;
তালবৃক্ষ পুনর্ব্বার দুই খণ্ড করি
মোচন করিনু তোর বন্ধনের দশা।

সুমা। প্রভু, দণ্ডবৎ—বাঁচায়েছ প্রাণদান দিয়ে।

বৈজ। বিরক্ত করিবি যদি পুনর্ব্বার তুই
অবজ্ঞা করিয়ে আজ্ঞা—পুনঃ বৃক্ষ চিরে
বান্ধিয়া রাখিব তোরে ;—দ্বাদশ বৎসর
মরিবি চীৎকার করে ;— দেখ, সাবধান।

সুমা। প্রভু! ক্ষমা কর, আর আমি অবাধ্য হব না ;
পালিব তোমার আজ্ঞা—যে আজ্ঞা করিবে!

বৈজ। তা হলে৷ দুদিন পরে দাসত্ব ঘুচাব।

সুমা। তাই ত বটে—এ না হলো মনিব কি হয়,
বল প্রভু, শীঘ্র বল, কি আজ্ঞা তোমার!

বৈজ। যা এখন—নাগকন্যা রূপ ধরে আয় ;
অন্য কারু নাহি হবি দৃষ্টির গোচর
তুই আর আমি ছাড়া।—যা, শীঘ্র যা!

(সুমালীর প্রস্থান)

উঠ গো মা প্রাণাধিকে নলিনি আমার,
ঘুমায়েছ অনেক ক্ষণ।

নলি। পিতা গো, তোমার
শুনিয়া অদ্ভুত কথা নিদ্রা আকর্ষিল।
অবসন্ন নিদ্রাভারে এখনও অলসে
এলায়ে পড়িছে অঙ্গ, ভূমিতে লুটায়ে।

বৈজ। এসো মা, আমার সঙ্গে আলস্য ত্যজিয়ে,
বর্ব্বটের কাছে যাই ;—ব্যাটা কি বজ্জাৎ,
করিছে দাসত্ব, তবু ভুলেও কখন
মিষ্ট কথা মুখে নাই।

নলি। পিতা! সেটা অতি পাপী।
মুখ দরশনে তার মহাপাপ হয়।

বৈদ্য। কি করিবে বল মা, সে না হল্যে ত নয়,
বারি আনে, কাষ্ঠ ভাঙে, অগ্নি জ্বেলে দেয়,
কত দিকে আমাদের করে সে সুসার।—
ওরে ওঃ—ও বর্ব্বট ;—পাদুকাবাহক
বেটা মৃত্তিকার ঢিপি—কথা নেই যে?

বর্ব্বট। (ভিতর হইতে) ঢের কাঠ তোলা আছে।

বৈদ্য। বেরো বল্‌চি—পাজি ব্যাটা—ঢের কাজ আছে।
বেরুলি?—

পরির পুনঃপ্রবেশ।

বাঃ—সুমালি বাঃ—উত্তম সেজেছ।
শোন বলি—(কানে কানে কথা।)

সুমা। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

বৈদ্য। ওরে ও পাপিষ্ঠ—ওরে ভূতের জন্মিত—
বেরো বল্‌চি।

বর্ব্বটের প্রবেশ।

বর্ব্ব। কচুপাতা ঢল্ ঢল্, শিশিরের জল,
তাতে মাকড়ের নাল, সাপের গরল,
উঠিয়ে কাকের ডাকে মা বেটি আমার
করিত যে মন্ত্র পড়ে ঔষুধ যোগাড়,
উহাদের দুজনার মাথায় পড়ুক,
চোক কান নাক মুক পুড়ুক পুড়ুক।

বৈদ্য। দেখিস্, এর শাস্তি আজ রাত্রে পাবি তুই,
হাতে, পায়ে, বুকে, পিঠে বাতের কামড়ে,
কাণামাছি বোল্‌তা ডাঁস সারা রাত্রি ধর্য্যে
দংশিবে রে আজ তোরে—বিন্ধিতে থাকিবে।
ভিম্‌রুলের চাক যথা—তেম্‌নি হবে ফুলে
সর্ব্বাঙ্গ—শরীর তোর।

বর্ব্ব। ঈস্—তাই বলে আমি বুঝি ভাত খাব না।–
ত্রিজটার বেটা আমি—আমারই এ দ্বীপ—
আমারই ত রাজ্য দেশ অধিকার এই।
এসেছিলি এই দেশে প্রথমে যখন
যত্ন করে সমাদর করিতিস্ কত ;
গায়ে বুলাতিস্ হাত ;—খাওয়াতিস্ কত
ভিজে টসটসে ফল ;—আকাশের আলো
দিনে রেতে যে দুটোয় ঘুরে ঘুরে ওঠে,
ছোট বড় সে দুটোর নাম শিখাতিস্ ;
তখন তুহারে আমি বাসিতাম ভাল ;
কি আছে কোথায় হেথা দেখায়েছি তাই
মিঠে মিঠে বারি ঝরা পাহাড়ে পাহাড়ে,
কোথায় উর্ব্বরা মাটি কোথা মরুভূমি—
শু খেয়েছি দেখায়েছি।—
ত্রিজটা মায়ের ছিল ছিটে ফোঁটা যত—
মাকড় শেকড় ব্যাঙ বিষের আধার—
পড়ুক তোদের ঘাড়ে, ধরুক মড়ক।
আগে রাজা ছিনু হেথা, এখন তোদের
একমাত্র প্রজা আমি হয়েছি এ দেশে ;
তোরাই করিস ভোগ বিপুল এ দ্বীপ,
আমারে রাখিস ফেলে শূকরের মত
কঠিন গহ্বর এই পর্ব্বত ভিতরে।

বৈজ। অরে ব্যাটা, মিথ্যাবাদি, ভালোর খবিস,
প্রহারেরই বশ তুই—পড়ে না কি মনে
কত স্নেহ করিতাম রাখিতাম কাছে
থাকিতিস্ একসঙ্গে কুটীরেতে শুয়ে ;
কিন্তু তুই নরাধম, ইচ্ছিলি হরিতে
কন্যার কৌমার ধর্ম্ম অধর্ম্ম আচারে ;—
তাই তোরে দূর করে দিয়াছি এখানে।

বর্ব্বর। উঁ,—হুঁ—হুঁ—কি বল্‌ব! কি স্থযোগই গেছে;
তুই যদি সে সময়ে বাদী না হতিস্,
এত দিনে এ রাজ্যেতে আমার মতন
ছোট ছোট বর্ব্বটের হাট বসে যেতো।

বৈজ্ঞ। পাপিষ্ঠ, পাতকী,—তুই অতি নরাধম।—
কত যত্নে দিয়াছি যে কত উপদেশ,
দণ্ডে দণ্ডে অহরহ, সব মিথ্যা হলো!—
অরে পশু, আগে তুই পশুতুল্য ছিলি,
কুক্কুর, শৃগাল, ছাগ, মেষের সদৃশ,
ছিল তোর কণ্ঠস্বর তাৎপর্য্যবিহীন,
আমি তোরে মনুষ্যের ভাষা শিখায়েছি,
কিন্তু তোর জাতিধর্ম্ম এমনি কুৎসিত,
ভদ্রের স্থসাধ্য নহে তোর সঙ্গে থাকা;
না বধে পরাণে তোরে রেখেছি যে হেথা
এই তোর ঢের ভাগ্য।

বর্ব্বর। ভাষা শিখয়েছ! বড়ই কাজ করেছ! গালমন্দ দিতে মজবুত হয়েছি—তুই ওলাউটোয় মর্—তোকে মড়ক ধরুক।

বৈজ্ঞ। দূর হ ব্যাটা পাজি নচ্ছার—দূর হ; কাঠ আন্‌গে যা;—ভাল চাস্ ত শীগ্‌গির যা।—শিউরে উঠ্‌লি যে?—দেখ্, যদি আলিস্যি করিস ত এখনি এমনি বাত ধরিয়ে দেব যে, পাঁজরের এক একখানা হাড় খোড়া যাবে—আর এমনি চীৎকার কর্‌বি যে, বনের পশুগুলো স্থদ্ধ কাঁপতে থাক্‌বে।

বর্ব্বর। না, দোহাই তোমার, আমায় মাপ কর। (স্বগত) কি করি, যা বলে করতে হয়;—ব্যাটার এমনি দাপট যে, আমার মায়ের গুরুর ইষ্টিদেব ভোলাচণ্ডেশ্বরকে স্থদ্ধ পায়ের তলায় ফেলে থেঁথ্‌লে মারতে পারে।

বৈজ্ঞ। যা ব্যাটা—তবে যা।

(বর্ব্বটের প্রস্থান)

গান বাদ্য করিতে করিতে অদৃশ্যভাবে সুমালীর প্রবেশ ;
ঐ শব্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বসন্তের প্রবেশ।

সুমালীর গান।

রাগ ললিত—তাল আড়াঠেকা।

দিবা হলো অবসান ডুবিছে মিহির ;
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর।
মেঘের বরণ জল, সাগরেতে শতদল,
এ কি কামিনীর ছল, গ্রাসে করিবর।
পত্র 'পরে চারি ধারে, সখীগণে নৃত্য করে,
করতালি দিয়ে করে, উড়ায় ভ্রমর।
ছড়ায়ে কুন্তল-পাশ, অধরে মধুর হাস,
পবনে উড়ায় বাস, ভুলাতে অমর।
এসো কে দেখিতে যাবে, এ মায়া ফুরায়ে যাবে,
এখনি ভানু ডুবিবে, আসিবে তিমির।
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর॥

বস। হেন গীত বাদ্যধ্বনি কোথা হৈতে হয়—
আকাশে না মহীতলে ?—বাজিছে না আর ;
হবে বুঝি এ দ্বীপেরই কোন দেবালয়ে।
বসিয়া ছিলাম খেদে সাগরের তটে,
ভাবি জনকের কথা অশ্রুময় আঁখি,
হেন কালে যেন গীত সাগর হইতে
স্রোতে ভাসি, কূলে উঠি, শ্রবণে পশিল,
অমনি হইল শান্ত সুমধুর স্বরে
আমার চিত্তের আর তরঙ্গের বেগ ;
আইলাম সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে শুনিতে,
কিম্বা যেন আকর্ষণ করিয়া আনিল।
যাই হোক—নাই আর, নীরব হয়েছে,
না না,—আবার অই—অই যে বাজিছে।

সুমালীর গান।

রাগিণী আলেয়া—তাল আড়াঠেকা।

কি হবে কাঁদিলে ভবে কেহ চিরজীবী নয় ;
ভূপতি শকতিহীন করিতে শমনজয়।
গভীর গভীর জলে, তব পিতা দৈববলে,
সৌরভ গৌরব ভুলে, হয়ে আছে শবকায়।
অই শুন শঙ্খধ্বনি, পাতালে নাগকামিনী,
সে দেহ তুলিয়ে আনি, অন্ত্যেষ্টি করিতে যায়।
যোজন যোজন পথ, যাও হে ধরণীনাথ,
পুরাইতে মনোরথ, দেখিতে পাইবে তায়।

বস। আমারই যে জলমগ্ন পিতার বারতা
শুনাইছে এই গীত।—দেবকীর্ত্তি ইহা ;—
হেন সুমধুর ধ্বনি ভূমণ্ডলে কোথা।—
আবার বাজিছে অই।

বৈজ। দেখ্ নলিন—দেখ্ এ দিকে—দাঁড়ায়ে ওখানে—
হ্যাঁ গা বল্ দেখি ও কি ?

নলি। তাই ত গা।—কি গা ও—পরি বুঝি হবে ?
আহা মরি। অপরূপ কিবা মনোহর।
দেখিছে কি চারি দিকে, চেয়ে চেয়ে দেখ,—
পরিই ও বটে, পিতা।

বৈজ। অরে বাছা, পরি নয় ;—আমাদেরই মত
নিদ্রাহার-অভিলাষী—আমাদেরই মত
আছে সর্ব্ব জ্ঞানেন্দ্রিয় ;—ওই সুপুরুষ
ছিল সেই জলমগ্ন তরণী ভিতরে ;
হয়েছে মলিন কিছু শোকের উত্তাপে।
(চিন্তাই সৌন্দর্য্যরূপ কুসুমের কীট)
তা না হল্যে বাখানিতে পারিতে উহারে
সুন্দর পুরুষ বলি।—সঙ্গীহারা হয়ে,
তাহাদের অন্বেষণে ফিরিছে একাকী।

নলি। দেবতা বলিলে বুঝি বলিতে বা পারি ;
পৃথিবীর কোন বস্তু এমন সুন্দর
চক্ষে কভু দেখি নাই।

বৈজ। (স্বগত) এই যে, যা ভেবেছিনু ;—সুমালি রে,
আর দুটি দিন পরে তোর দাসত্ব ঘুচাব।

বস। বুঝিলাম এতক্ষণে, এঁরি সন্নিধানে,
গীত বাদ্য হয় নিত্য—দেবকন্যা ইনি ;
করযোড়ে, হে সুন্দরি! করি হে মিনতি,
নিবাস কি এই দেশে—কহ কৃপা করি।
কৃপা করি মোরে কিছু শিখাইয়ে দেও
এ দেশের রীতি নীতি প্রথা ব্যবহার ;
শেষে করি নিবেদন—একান্ত জানিতে
মনের বাসনা যিটি—কহ বিনোদিনি,
হয়েছে কি পরিণয়—আছ বা কুমারী ?

বৈজ। কুমারীই বটে,—তাতে আশ্চর্য্যটা কি ?

বস। এ কি! অ্যাঁ!—আমারই যে স্বদেশীয় ভাষা!—
হায় যদি থাকিতাম স্বদেশে এখন,
হোতাম সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ আমিই সে দেশে।

বৈজ। কি বললি ?—সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ হোতিস সে দেশে,
এ আস্পর্দ্ধা শোনে যদি গুজ্‌রাটভূপতি
কি হবে বল্‌ দেখি তবে ?

বস। শুনায়ে গুজ্‌রাট নাম, তুমি হে যাহারে
করিলে বিস্ময়াপন্ন, হয়েছে এখন
সে অভাগা পিতৃহীন ;—পিতাও আমার
স্বর্গে বসি শুনিছেন আমার এ কথা—
স্বর্গে গিয়াছেন তিনি তাই কাঁদিতেছি।
আমিই গুজ্‌রাটপতি হয়েছি এখন ;
জলধি-জীবনে পিতা মগ্ন যে অবধি
করিতেছি অশ্রুপাত—বিগলিত ধারা
দেখ চিহ্ন এখনো রয়েছে।

নলি। হায়! হায়! কি বেদনা!

বস। সত্য কহি ডুবেছেন জলধি-জীবনে ;
সঙ্গে যত পারিষদ, তারাও ডুবেছে ;
অপূর্ব্ব তনয় সঙ্গে কঙ্কনভূপতি
পিতা পুত্র একসঙ্গে মরেছে ডুবিয়া।

বৈজ। (স্বগত) অরে মূঢ়, কঙ্কনের প্রকৃত ভূপতি—
অপূর্ব্ব সহস্র গুণ তনয়া তাহার—
এই দণ্ডে পারে তোরে যথা শাস্তি দিতে।—
দর্শনেই শুভদৃষ্টি হয়েছে দোঁহার ;
সুমালি রে, তোরে এর পুরস্কার দিব,
দাসত্ব ঘুচায়ে তোর।
(বসন্তের প্রতি) অরে ধূর্ত্ত শঠ,
শোন্ বলি—হেথা আয়।

নলি। কেন পিতা, এঁর প্রতি কঠিন এমন ?
মানব-জাতিতে আমি হেরিনু নয়নে
ইনিই তৃতীয় ব্যক্তি ;—ইনিই প্রথম,
কাঁদিল যাঁহার জন্যে হৃদয় আমার ;—
করুণা উদয় হোক পিতার হৃদয়ে,
আমার মনের মত হোক তাঁর মন।

বস। হও যদি, হে সুন্দরি, তুমি হে কুমারী,
অন্যে যদি মনোবাঁধা নাহি দিয়া থাক,
বসাব তোমায় তবে করিয়া বরণ
গুজরাটের সিংহাসনে।

বৈজ। থাম্—থাম্—
(স্বগত) দুজনার প্রেমে বাঁধা পড়েছে দুজনে ;
অযতন করে পাছে ভাবিয়ে সুলভ,
সুলভ না ভাবে যায় তাহাই ঘটাব।
(প্রকাশে) শোন্—বলি ; সাবধানে, যা বলি তা শোন্ ;
স্বনাম গোপন করে মিথ্যা পরিচয়
দিয়াছিস হেথা এসে গুপ্তচর হয়ে,

ছদ্মবেশে এসেছিস ছলিতে আমারে,
রাজ্য হরে লতে মোর—

বস। ধর্ম্মসাক্ষী কহিতেছি—কখনই নয়।

নলি। এ হেন মন্দিরে, আহা, মন্দ কি কখন
লুকায়ে থাকিতে পারে ; কিম্বা এ ভবনে
মন্দ এসে থাকে যদি—উৎকৃষ্ট সমূহ
করিবে সদাই দ্বন্দ্ব সে মন্দে তাড়াতে,
এ মন্দির হোতে দূরে।

বৈজ। (বসন্তের প্রতি) আয়, তুই সঙ্গে আয়।—
তুমিও নলিনী
এর জন্যে অনুরোধ করো না আমায়,
রাজদ্রোহী এই ব্যক্তি।—আয় সঙ্গে আয় ;
হস্ত পদে দিব তোর লৌহের শৃঙ্খল,
লবণ-সলিল পানে পিপাসা জুড়াবি ;
শুষ্ক তৃণ ফল মূল বল্কল নীরস
অসার ধান্যের খোসা, চণক, মটর,
জলশুক্তি আদি তোর সুখাদ্য হইবে ;—
আয়—চলে আয়।

বস। নড়িব না এক পদ—শত্রুর প্রতাপ
না বুঝিব যত ক্ষণ—পাব পরিচয়
আমা হোতে বলবান্ বিপক্ষ আমার।

(অসি নিষ্কোষ করিল এবং তৎক্ষণাৎ যাদুমন্ত্রে স্তম্ভিত হইল)

নলি। পিতা, ইনি বীর্য্যশালী মহাবংশোদ্ভব,
নিদারুণ এ পরীক্ষা এঁর যোগ্য নয়।

বৈজ। কি ?—কি ?—কি আস্পর্দ্ধা !—
পাদুকা হইতে তুই অধম হইয়ে
আমারে শিখাতে চাস ?—
(বসন্তের প্রতি) ওরে রাজদ্রোহি !
তুলে রাখ্—তুলে রাখ্—বোঝা গেছে তেজ,
বৃথা আড়ম্বরই সার তলবার খোলা,

চালিতে সামর্থ্য নাই—ধিক্ থাক্ তোরে ;
কৃপাণ লুকাইয়ে রাখ্ পিধান ভিতরে ;
সামান্য যে এই যষ্টি ইহারি আঘাতে
এই দণ্ডে পারি তোরে নিরস্ত্র করিতে ।

নলি । কৃতাঞ্জলি করি পিতা, ক্ষম গো উহাঁরে ।

বৈজ । যা—যা—বস্ত্র ছাড়্ ।

নলি । হও গো সদয় পিতা—প্রতিভূ ইহাঁর
আমিই থাকিনু, আর্য্য !

বৈজ । চুপ কর্—ফের যদি কথাটি কহিবি,
ভর্ৎসনা করিব তোরে ; ঘৃণা জন্মে, ছি ছি
তোর ব্যবহার দেখে ;—এত অনুরোধ !
এই শঠের জন্যেতে ! ভেবেছিস্ বুঝি—
এটা আর বর্ব্বটেরে হেরিয়ে নয়নে—
হেন সুপুরুষ আর ত্রিভুবনে নাই ।
হা রে নির্ব্বোধ মেয়ে—অনেকের কাছে
বর্ব্বটের তুল্য এটা অতি কদাকার,
এর তুলনায় তারা দেবতাবিশেষ ।

নলি । পিতা, আমার এই ভাল, এর চেয়ে আর
শ্রেষ্ঠতর দেখিবার নাহিক বাসনা ;
হেন নীচগতি—প্রণয় আমার যেন
চিরদিনই থাকে ।

বৈজ । (বসন্তের প্রতি) আয় চলে আয়,—
পুনঃ তোর বাল্যাবস্থা দেখি যে আগত,
বল বীর্য্য শরীরেতে বিন্দুমাত্র নাই,
হস্ত পদ দেখি যেন হয়েছে অবশ ।

বস । সত্যই হয়েছে তাই ;—শরীর দুর্ব্বল
হয়েছে অবশ যেন নিশার স্বপনে ।
কিন্তু প্রতিদিন যদি পাই একবার
দেখিতে ও বিধুমুখ কারাগার হোতে
ভুলিব সকল দুঃখ, সর্ব্ব মনস্তাপ—

জনকের মৃত্যুশোক, বন্ধুর বিচ্ছেদ,
এ দেহের দুর্ব্বলতা, দুর্ব্বাক্য উহার।
সসাগরা পৃথিবীর অন্য যত ভাগ ;
থাক্ লয়ে অন্য সবে স্বাতন্ত্র্য সুখেতে,
বিশ্বভূমণ্ডল সেই কারাই আমার।

বৈজ। (স্বগত) ধরেছে বিষের তেজ—ধরেছে ধরেছে ;
বড় কাজ সুমালি রে, করেছিস বাপ।
(প্রকাশে) আয়, চলে আয় দোঁহে পশ্চাতে পশ্চাতে ;—
(জনান্তিকে) সুমালি, শোন বলি।

নলি। (বসন্তের প্রতি)
মহাশয় !—স্থির হউন—জনক আমার,
এখন যেরূপ তুমি দেখিছ উহাঁরে,
স্বভাবে সেরূপ উনি নন।

বৈজ। (জনান্তিকে সুমালীর প্রতি)
স্বাধীন হবি রে তুই—দাসত্ব ঘুচিবে ;
পর্ব্বতশিখরে যথা বায়ুর হিল্লোল
অবাধে ভ্রমণ করে—তুইও ভ্রমিবি,
আমার কথার বাধ্য থাকিস যদ্যপি।

সুমা। অবাধ্য তিলেক মাত্র হব না তোমার।

বৈজ। (সুমালীর প্রতি) এসো তবে ;
(বসন্ত এবং নলিনীর প্রতি)
তোরা দোঁহে পেছু পেছু আয়।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দ্বীপের অন্য এক ভাগ

চিত্রধ্বজ, মন্ত্রী প্রচেতা, অনন্ত, রূপ, ভরত এবং
বিজয় প্রভৃতির প্রবেশ।

মন্ত্রী। মহারাজ প্রফুল্ল হউন ;—মহারাজের আহ্লাদের বিষয়, আর আমাদেরও বটে, যে রক্ষা পাওয়া গিয়াছে ;—তার চেয়ে ক্ষতিটা যৎসামান্য বলতে হবে।—এমন শোক তাপ ত সকলেরই হয় ;—মাঝিমাল্লা বণিক্-ব্যাপারীদের ঘরে প্রত্যহই ত এরূপ একটা না একটা অসুখের কারণ ঘটে ; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, আমরা রক্ষা পেয়েছি ;—সহস্রে ক'জনের ভাগ্যে এমনটি ঘটনা হয় ? মহারাজ, তাই বলি, বিবেচনা করে দেখুন, অসুখের চেয়ে আমাদের আহ্লাদেরই বিষয় বল্‌তে হবে।

চিত্র। অহে, ক্ষান্ত হও।

রূপ। গা জুড়য়ে দিচ্ছেন আর কি!

অন। ও ছাড়বে না।

মন্ত্রী। মহারাজ!—

অন। অই শোনো।

মন্ত্রী। মহারাজ, শোকার্ত্ত হল্যে কি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়!

চিত্র। অহে, ক্ষমা দেও।

মন্ত্রী। ভাল, আর বলব না ;—কিন্তু মহারাজ, তবু—

অন। ও থামবে না।

রূপ। আর—ওর জিব্‌টাও সড় সড় করছে, সুর ধল্লে বলে।

ভর। যদিও দৃশ্যত এ দেশটি মরুভূমির তুল্য—

রূপ। কিন্তু তবুও—তার পর ?

ভর। তবুও জল বায়ু অতি উত্তম ;—অতি স্নিগ্ধ, শীতল।

অন। বটে বটে—ঠিক এঁচেছ, দিল্লীর লাড্ডুর মতন।—তার পর ?

ভর। ক্যামন পরিষ্কার সুগন্ধি বায়ুর হিল্লোল বচ্ছে!

রুপ। আহা! যেন বারাণসীর সুগন্ধি পয়ঃপ্রণালীর সৌরভ নির্গত হচ্চে।

অন। কিম্বা যেন সুন্দরবনের সুবাসিত কর্দ্দমের পরিমল ছুট্‌ছে।

মন্ত্রী। জীবনের সমস্ত উপাদেয় সামগ্রীই এখানে সুলভ।

অন। কেবল অন্ন জলেরই কিঞ্চিৎ অভাব।—তার পর?

মন্ত্রী। আহা! তৃণগুলি কেমন রসাল এবং সুন্দর শ্যামবর্ণ।

রুপ। আহা! যেন উলুখাকড়ার সমুদ্র হয়ে রয়েছে।

অন। আর মাটির রংটাও দিব্বি—পাথুরে কয়লার মত কালো, কাঁকর কুলুই আর কোথাও নেই বললেই হয়।

রুপ। না—তা ওঁর ভুলে ঠিক্ আছে—এক চুল তফাৎ হবার যো কি।

মন্ত্রী। কিন্তু আশ্চর্য্য এই (কথাটা বিশ্বাসের বহির্ভূত বললেই হয়)—যে—

রুপ। ওঁর সকল কথাই প্রায় সত্যের বহির্ভূত।

মন্ত্রী। আশ্চর্য্য এই যে, আমাদের পরিধেয়গুলি সমুদ্রের জলে আর্দ্র হয়েও ঠিক তেম্‌নি আছে, লবণসলিলে নিমজ্জিত হয়ে কলঙ্কিত হওয়া দূরে থাকুক্, বোধ হয়, যেন আন্‌কোরা নূতন রং করা, এখনি পাট ভাঙা হয়েছে। বিবাহের দিবস সিংহলে যখন পরিধান করা গিছ্‌ল—ঠিক যেন তেম্‌নিই আছে।

রুপ। মরি আর কি, বিবাহটা কি শুভ ক্ষণেই হয়েছিল, আর পুনর্যাত্রাটা ক্যামন নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হলো।

মন্ত্রী। এম্‌নি ধারা যদি গুটিকত দ্বীপ পেতুম।

অন। কি হে মন্ত্রী—কি বল্‌চ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা—বল্‌চি কি—রাজকন্যা—শ্রীবিষ্ণু—সিংহলের বর্ত্তমান রাজমহিষীর বিবাহের দিবস পরিধেয়গুলি যেমন পরিপাটি ছিল, এখনও ঠিক তেম্‌নি আছে।—মহাশয়! আমার এই উত্তরীখানি ঠিক্ তেম্‌নিই আছে না?—মহারাজ, আপনকার কন্যার বিবাহের দিবস এইখানি পরিধান করেছিলাম।

চিত্র। একে অঙ্গ জ্বলে মন্ত্রি, কেন দগ্ধ কর?—
তোমার এ বাক্য যেন কণ্টক বিঁধিছে

আমার শ্রবণপথে,—হায় রে কপাল !
হেন দেশে অভাগিনী কন্যার বিবাহ
না হওয়াই ছিল ভাল ;—পড়ে এ জঞ্জালে,
ফিরিতে সিংহল হোতে প্রাণের তনয়ে
হারালাম, হা অদৃষ্ট ! জলধি-সলিলে ;
কন্যাকেও চক্ষে আর পাব না দেখিতে ;
গুজরাট হইতে এত দূরেতে সিংহল ;
হা পুত্র ! গুজরাট-কঙ্কন-অধিকারী !
কোন্ জলজন্তু তোরে করেছে রে গ্রাস !

মন্ত্রী। মহারাজ ! কুমারের বাঁচাও সম্ভব।—
চলেছেন দেখিলাম তরঙ্গ-বাহনে,
তুরঙ্গমে সাদী যেন অবলীলাক্রমে ;
বৈরিতা করিতে যত আসিছে ছুটিয়া
তরঙ্গ হুঙ্কার করি—দূরেতে নিক্ষেপ
করিছেন দুই ধারে, বাহু প্রসারিয়া।
অটল উন্নত শির তরঙ্গ উপরে,
চলেছেন মহাবেগে বাহুদণ্ডে বাহি
যথায় সমুদ্রতট তরঙ্গ-খনিত,
হেঁট হয়ে আছে তাঁরে ক্রোড়েতে তুলিতে।

চিত্র। না, মন্ত্রি—নাই আর বসন্ত আমার।

কৃপ। তুমিই ত এ সকল বিপদের মূল—
আহা ! সে ত কন্যা নয় !—ভারত-উজ্জ্বলা !
তারে কি না দিলে এক অসভ্যের হাতে,
বর্ব্বর সিংহলবাসী ;—ভোগো তারি ফল ;
ইহ জন্মে কন্যাকেও পাবে না দেখিতে।

চিত্র। ক্ষমা দে ভাই।

কৃপ। আমরা ত সকলেই, গললগ্ন বাসে,
কৃতাঞ্জলি পুটে, কত করিনু নিষেধ,
মেয়েটারও, তাতে আহা, অনিচ্ছাই কত ;
এবে তার প্রতিফল যথেষ্ট হয়েছে—

জম্মের মতন—হারাইলে পুত্রধনে,
করিলে বিধবা কত প্রতিপ্রাণা সতী
গুজ্‌রাট-কঙ্কনে।—

চিত্র। তেতোধিক মনস্তাপ আমারও হে তাই।

মন্ত্রী। মহাভাগ, কৃপ সত্যই বল্‌ছেন, কিন্তু বাক্যগুলি কিছু কঠোর প্রয়োগ করা হচ্চে, এ সমস্ত অবিনীত বাক্য এ সময়ের যোগ্য নয়। দগ্ধ স্থানে নবনী না দিয়ে এ যেন লবণ নিক্ষেপ করা হচ্চে।

কৃপ। ভালো—হচ্চে ত হোচ্চে—তোমার কি ?

অন। কেন, আজকালের চিকিৎসাই ত ঐরূপ।

মন্ত্রী। আপনাদের যখন এরূপ বৈষম্যভাব, তখন সময়টা নিতান্ত দুঃসময়ই দেখ্‌ছি।

কৃপ। দুঃসময় !

অন। তার ত কথাই নাই।

মন্ত্রী। মহাশয়! এ দ্বীপটি দেখে আমার মনে বড় আহ্লাদ হচ্চে।

কৃপ। কেন হে মন্ত্রি, কেন বল দেখি।

মন্ত্রী। মহাশয়, বাল্যকালাবধি আমার বাসনা আছে যে, আমি একবার রাজত্ব করি; কিন্তু প্রাচীন দেশ মাত্রেই, রাজারাজড়াদের এত ভিড় যে, তার ভেতর মাথা গুঁজে প্রবেশ করাই ভার; তাই চিরকালটা মনে মনে ভাবতুম যে, ওরি মধ্যে একটি ছোটখাটো নিরেলা দেশ পাই ত সেইখানে একবার রাজত্ব করে নি, আর কেমন করে রাজত্ব কত্তে হয়, একবার দেখাই। এই দ্বীপটি দেখচি, তার সম্যক্ উপযুক্ত স্থান। এইখানে কতকগুলি প্রজার বসতি করয়ে তাদের উত্তমরূপ তরিবত দিতে পাল্লে একটি আশ্চর্য্য জনপদের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন দেশনিবাসীদিগের যে সমস্ত কুসংস্কার আছে, তার কিছুমাত্র এখানে প্রবেশ কত্তে দি না। আমার সে রাজ্যে বিবাহরূপ কুপ্রথা থাকে না, ধন সম্পত্তিতে স্বত্বাস্বত্বের প্রভেদ থাকে না, স্বেচ্ছাধীন সকল স্ত্রীই সকল পুরুষের ভোগ্যা—সকল পুরুষই সকল স্ত্রীর কাম্য, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই চৌষট্টি কলায় ব্যুৎপন্ন,—হিংসা দ্বেষ, বিবাদ বিসম্বাদ, যুদ্ধ বিগ্রহ রাজ্যমধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হয়;—প্রতারণাশূন্য সত্যবাদী জনগণ পরহিতৈষী পরোপকারী হয়;—স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্মজ্যোতিতে সকলেই নিরুদ্বেগ শান্তচিত্ত থাকে।

রোগ, শোক, তাপ, চিন্তা, দারিদ্র্য সমূলে নির্ম্মূল হয় এবং সুখ স্বচ্ছন্দ সর্ব্বত্রে বিরাজিত হয়ে প্রীতি সম্পাদন করে।

কৃপ। মন্ত্রী, যা বলেছ, মিছে নয়—এই স্থানটিই তার উপযুক্ত—আর তুমিই এখানকার ভূপালের উপযুক্ত পাত্র। এই দেশেই গাধা পিটলে ঘোড়া হয়।

অন। আর ওঁর রাজ্যে বাস কল্লেই জ্যান্ত মানুষ গাধা হয়।

চিত্র। আঃ—কি আপদ্! এ যে বিষম যন্ত্রণা দেখ্‌ছি; এক দণ্ডকাল কি চুপ করে থাক্‌তে পার না?

(অদৃশ্যভাবে সুমালীর প্রবেশ এবং গভীর বাদ্যধ্বনি।
চিত্রধ্বজ, কৃপ এবং অনন্ত ব্যতিরেকে সকলেই নিদ্রিত হইল)

চিত্র। অ্যাঁ;—এরি মধ্যে নিদ্রাগত হলো এরা সবে!
আমার চক্ষেতে কেন নিদ্রা না আইল;
বিষম চিন্তার দাহ হইতে তা হল্যে
বাঁচিতাম ক্ষণকাল—হতেম সুস্থির—
আঃ! চক্ষু দুটো মুদে আসছে।

কৃপ। মহারাজ! নিদ্রা যান;—এসেছেন যদি
বিরামদায়িনী নিদ্রা করুণা করিয়ে,
অবহেলা করে, দেব, ঠেল না উঁহারে।

অন। নিদ্রা যান মহারাজ! আমরা দুজনে
জাগিব প্রহরী হয়ে।

চিত্র। বাধিত করিলে বড়,—নিদ্রার আবেশে
হয়েছে অবশ অঙ্গ—

(নিদ্রিত এবং সুমালীর প্রস্থান)

কৃপ। দেখি নাই কখন ত অদ্ভুত এমন!
বলা কওয়া ছিল যেন সেই ভাবে এরা
একত্রে নিদ্রিত হলো।

অন। এ দেশের বারি আর বাতাসের গুণে
হয় বুঝি এইরূপ।

কৃপ। আমাদের চক্ষে তবে নিদ্রা নাই কেন?

অন। আমারো ত নিদ্রা-ইচ্ছা হতেছে না কিছু ;
সর্ব্বাঙ্গ শরীরে স্ফূর্ত্তি আছে ত তেমতি ;
ঘুমায়ে পড়িল এরা ঐক্য হয়ে যেন ;
কিম্বা যেন বজ্রাঘাতে একত্রে মরিল ;
অহে কৃপ মহোদয়, তুমি হে এখন,—
থাক্ থাক্, সে কথায় কাজ নাই আর—
তবু যেন লক্ষ্য হয় তব মুখশ্রীতে
অতুল মহত্ত্বছটা—দেখিতেছি যেন
পড়িতেছে তব শিরে আকাশ হইতে
সুবর্ণ মুকুট খসে।

কৃপ। কি হে, তুমি জাগ্রত কি ?

অন। শুনচ না কি কথা ?

কৃপ। শুনচি বটে ; কিন্তু এ যে স্বপ্নের প্রলাপ—
নিদ্রিতের অসঙ্গত বাক্য এ তোমার।
কি বলছিলে তুমি ?—কি আশ্চর্য্য নিদ্রা ইহা,
তুই চক্ষু উন্মীলিত জাগ্রতের প্রায়,
কথা কয়, চলে যায়, দাঁড়ায়ে রয়েছে ;
গভীর নিদ্রার ঘোরে তবু অভিভূত !

অন। আমি হে নিদ্রিত নই, অহে মহাভাগ,
তোমারি সৌভাগ্য আছে অগাধ নিদ্রায়।
এর চেয়ে মৃত্যু ভাল—জেগে নিদ্রা যাও ?

কৃপ। এ ত নয় নিদ্রিতের নাসিকার ধ্বনি,
সে শব্দ এরূপ নয়—অর্থ আছে এতে।

অন। অহে কৃপ, কৌতুকের সময় এ নয় ;
ত্যজেছি এখন আমি স্বভাব চঞ্চল,
অবধান কর যদি আমার কথায়,
আমারি মতন হবে উৎসাহে উৎসাহী ;
দ্বিগুণ রুধির-স্রোত বহিবে অঙ্গেতে
দ্বিগুণ বাড়িবে পদ নিমেষ মধ্যেতে।

কৃপ। স্রোতহীন বারিতে কি স্রোত বহে কভু।

অন। বহে যদি পারে কেহ—
আমি বহাইব স্রোত তোমার শরীরে।
কৃপ। দেখ তবে পার যদি ভাটা ফিরাইতে;
একটানা চিরকাল আমার এ দেহে
আলস্যই কুলগত স্বধর্ম্ম আমার।
অন। অহে কৃপ, তোমার এ ব্যঙ্গ উপহাসে,
ক্রমে আরো সে বাসনা হতেছে প্রবল;—
"জড়ালে ফাঁসের গিরো, যত খোল তায়,
তত আরো ফাঁসে ফাঁসে গিরো বসে যায়,"
জান না ত এ প্রবাদ—জানিতে যদ্যপি
ত্যজিতে এ ব্যঙ্গভাব, হইতে উদ্‌যোগী।
অসাহসী পুরুষেরা এইরূপে বটে
ভয় কিম্বা আলস্যেতে অধঃপাতে যায়।
কৃপ। বলে যাও—বলে যাও;—দেখিয়া তোমার
মুখের ভঙ্গিমা আর চখের ইঙ্গিত,
বোধ হয় যেন কোন দুর্জ্জয় বাসনা
প্রজ্বলিত হয়ে তব অন্তর দহিছে।
অন। শোন তবে, শোন বলি, ভ্রাতুষ্পুত্র তব
মরেছে অগাধ জলে—মরেছে নিশ্চয়;
যতই বলুক অই চতুর প্রচেতা,
ভুলাইতে ভূপতিরে উপন্যাস-কথা।—
আরে ধূর্ত্ত ব্যবসায়ী, মিথ্যা কথা কয়ে
কাটাইলি চিরকাল জঠরের দায়ে,
আজ মলে কাল তোরে কেহ না খুঁজিবে;
ঘুমায়ে সাঁতার দেওয়া তোমারো যেমন,
রাজপুত্র বেঁচে থাকা নিশ্চয়ই তেমন।
কৃপ। অনন্ত হে, সে আশ্বাস নাহিক আমার।
অন। সে আশ্বাস না থাকাই তোমার আশ্বাস;
সে আশা নির্ম্মূল কিন্তু এত উচ্চ আশা
উদয় হয়েছে সেই নিরাশা অম্বরে

অতি উচ্চ বাসনাও সে আশা শিখরে
আরোহিতে নাহি পারে অনেক আয়াসে—
রাজপুত্র বেঁচে নাই—তোমারো ত মত ?

কৃপ। না—সে জীবিত নাই।

অন। ভাল, তবে বল দেখি রাজসিংহাসনে,
সে অভাবে অধীশ্বর কে হবে গুজ্‌রাটে ?

কৃপ। রাজকন্যা কলাবতী।

অন। কি বললে—অ্যাঁ ? কলাবতী ?—সিংহলেতে যিনি ?
কুমেরুকেন্দ্রেতে এবে অবস্থিতি যাঁর ?
পাবে না যে এ সংবাদ, সংবাদ না দিলে
সূর্য্যদেব বার্ত্তাবহ হইয়ে আপনি,
কিম্বা সদ্যোজাত শিশু শ্মশ্রুধারী হয়ে ?
যার জন্যে সাগরের জঠরে ডুবিয়া
বাঁচিয়াছি কেহ কেহ দৈব নিবন্ধনে ;—
অহে কৃপ, বিধাতার কৌশল এ সব,
তোমা আমা দুজনার গৌরব বাড়াতে।

কৃপ। এ আবার কি ?—কি বল্‌চ হে ?
সত্যই ত কলাবতী সিংহল-মহিষী
গুজ্‌রাটের অধীশ্বরী বসন্ত অভাবে ;
সিংহলো গুজ্‌রাট হোতে দূর কিছু বটে।

অন। এত দূর—ভাবিলে ত মানে না বিশ্বাস
পুনর্ব্বার আসিবে সে, গুজ্‌রাট নগরে ;
থাক্ সে সিংহলে পড়ে ;—কৃপ হে, জাগ্রত
হও তুমি ;—বল এরা কাল নিদ্রাগত ;—
ওই যে নিদ্রিত দেখ, উহাঁরও সদৃশ
রাজকার্য্যে সুনিপুণ সম্ভ্রান্ত কুলীন
আছে ত অপর আরো গুজ্‌রাটধামেতে ;
সদা নিরর্থকভাষী অই যে প্রচেতা,
আছে ত অনেক লোক উহারো মতন ;
কাজ কি অন্যের কথা—আমিই ত আছি ;

অহে কৃপ মহাভাগ, যদি হে তোমার
হইত আমার মত দুর্জ্জয় বাসনা,
ইহাদের এ নিদ্রায় কতই উচ্চেতে
উঠিতে পারিতে তবে—বুঝেছ কি ?

কৃপ। বুঝি—বুঝি।

অন। বোঝ তবে সে ঐশ্বর্য্য, অতুল সম্পদ্
তোমারই এ বাসনার অনুগামী কি না ?

কৃপ। তুমিই না হরেছিলে তোমার ভ্রাতার
কঙ্কনের সিংহাসন ?

অন। হরেছিনু বটে ;—তাই দেখ না এখন
কেমন সেজেছে অঙ্গে রাজপরিচ্ছদ ;
পূর্ব্বে ভৃত্যগণ যত ভ্রাতার আমার
আমারই সদৃশ ছিল—এক্ষণে আমার
তাহারাই হয়েছে হে আমার কিঙ্কর।

কৃপ। কিন্তু ওহে, ধর্ম্মজ্ঞান করে যে নিষেধ।

অন। ধর্ম্মজ্ঞান!—অহে কৃপ, এ দেহের মাঝে
কোন্‌খানে সে বিচিত্র জ্ঞানের নিবাস ?
এখানে ?—না এখানে ?—না অন্য কোন স্থানে ?
আমি কিন্তু ভাল জানি আমার হৃদয়ে
নাহি সে দেবের বাস ;—সহস্র তেমন
ধর্ম্মজ্ঞান এসে যদি করিত নিষেধ
লভিতে কঙ্কনরাজ্য—চূর্ণ করে তায়
ফেলিতাম পদতলে।—পড়িয়া ভূতলে
অই যে তোমার ভাই—কি ভেদ উহাতে—
বলো হে, কি ভেদ ওতে মৃত্তিকাতে আর ?
নিদ্রা আর মরণেতে প্রভেদই বা কি ?
তখনও ত শান্ত হয়ে থাকিবে ঘুমায়ে।—
এই ক্ষুদ্র ছুরিকার আঘাতে উহারে
এ জন্মের মত পারি নিদ্রিত করিতে।
তুমিও নিমেষ মধ্যে অই প্রাচীনেরে,

চিরনিদ্রা-অভিভূত করিতে হে পার।
তা হল্যে ও মৃৎপিণ্ড, লোকালয় মাঝে
পারে নাকো আমাদের নিন্দা রটাইতে,
অন্য ওরা যত—বোঝে ওরা কালাকাল,
তুচ্ছ ইঙ্গিতের বশ কুক্কুরের মত,
অন্নমুষ্টি পেলে সবে হবে পদানত।

কৃপ। অহে বন্ধু প্রিয়তম! দৃষ্টান্তের স্থল
করিব তোমায় আমি—তুমি হে যেরূপে
লভিলে কঙ্কনরাজ্য, আমিও তেমতি
লভিব গুজরাট দেশ;—খোল তরবার—
এক চোটে এড়াইবে করদের দায়;
জীয়ে রবে যত দিন অমাত্য প্রধান
আমি রাজা, তুমি মন্ত্রী, হবে হে আমার।

অন। এক সঙ্গে খোল তবে;—আমিও যখন
উঠাইব তীক্ষ্ণ অসি—তুমিও উঠাইও
প্রচেতার বক্ষঃস্থল দৃঢ় লক্ষ্য করি।

কৃপ। ওহে, শোন—(গোপনে কথোপকথন)।

অদৃশ্যভাবে সুমালীর প্রবেশ।

সুমা। তুমি আমার প্রভুর পরম হিতৈষী বন্ধু; তোমার আসন্ন বিপদ্, আমার প্রভু যাদুবিদ্যার প্রভাবে সমস্ত অবগত হয়ে তোমাদের সকলের জীবন রক্ষার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন;—নতুবা তাঁর সঙ্কল্প নিষ্ফল হয়।

(প্রচেতার কর্ণমূলে)

তুমি নিদ্রাগত, দুরাত্মারা যত
ষড়্‌যন্ত্র কত করে কুমন্ত্রণা;
বাঁচিতে বাসনা থাকে ঘুমাইও না;
ত্যজ নিদ্রা ঘোর শিয়রেতে চোর,
উঠ উঠ আর নিদ্রা যেও না।

অন। এসো তবে;—আর কেন, বিলম্বে কি কাজ?

মন্ত্রী। (জাগ্রত হইয়া)
হে বিজয়ী সুরবৃন্দ, রক্ষা কর ভূপে।

চিত্র। অ্যাঁ—া—া;—ও কি?—অহে ও—ওঠো, সকলে ওঠো;—তোমাদের তলবার খোলা কেন? আর মুখশ্রীই বা অমন পাণ্ডাশবর্ণ কেন?

মন্ত্রী। কেন? কি?—কি?—ব্যাপারটা কি?

কৃপ। মহারাজ! আপনার বিঘ্নবিনাশন
করিতে দুজনে মোরা ছিলাম প্রহরী;
হেন কালে বৃষধ্বনি অতি ভয়ঙ্কর,
কিম্বা যেন ঘোরতর কেশরিগর্জ্জন
পশিল শ্রবণপথে; সে ভৈরব নাদ
এই মাত্র শুনিলাম—এখনো ভয়েতে
হতেছে হৃদয় কম্প—
মহারাজ! শোনেন নি কি?

চিত্র। কই—আমি ত শুনি নি।

অন। অহো!—কি ভৈরব নাদ!—
রাক্ষসেরও হৃৎকম্প হয় সে হুঙ্কারে;—
বাসুকি অস্থির হন;—বোধ হলো যেন
সহস্র মাতঙ্গ-অরি একত্রিত হয়ে
করিতেছে হুহুঙ্কার।

রাজা। মন্ত্রি!—তুমি শুনেছিলে?

মন্ত্রী। সত্য কহি মহারাজ, গুন্ গুন্ ধ্বনি
শুনিলাম কর্ণমূলে,—অপূর্ব্ব তেমন
পূর্ব্বে কভু শুনি নাই।—সেই শব্দ শুনে
ভাঙিল নিদ্রার ঘোর, উঠিনু জাগিয়া;
পরশিনু তব অঙ্গ বিকট চীৎকারি,
দেখিলাম অসিহস্তে দাঁড়ায়ে উহাঁরা;
শব্দ হয়েছিল সত্য—কিন্তু মহারাজ,
সতর্ক হইয়া এবে থাকাই উচিত,
অথবা কুস্থান এই পরিত্যাগ করা।

রাজা। এসো তবে এ কুস্থান করি পরিহার,
অভাগার অন্বেষণে স্থানান্তরে যাই।

মন্ত্রী। মহারাজ! যুবরাজ আছেন নিশ্চয়
এ দ্বীপেরই কোন স্থানে,—এ সঙ্কট হোতে
ত্রিকোটি দেবতা তাঁরে করুন উদ্ধার।

রাজা। হও তবে অগ্রসর।

সুমা। (স্বগত) প্রভুর নিকটে গিয়ে বল্‌তে হবে সব।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দ্বীপের অন্য এক ভাগ।

কাষ্ঠের বোঝা মাথায় বর্ব্বটের প্রবেশ।

(মেঘের গর্জ্জন)

বর্ব্ব। মরুক—ব্যাটা বৈজনো মরুক;—সর্ব্বাঙ্গে কুড়িকুষ্ঠী হয়ে মরুক—ব্যাটা আমায় এক দণ্ড আলিস্যি রাখতে দেয় না—খাট্‌তে খাট্‌তে মনু। গাল দিচ্চি, তার পরিগুলো সব শুন্‌চে—শুনুক্;—গাল না দিয়ে যে থাক্‌তে পারি নে।—সেগুলো এখনি এসে জ্বালাতন কর্‌বে এখন। কান টান্‌বে, চুল টান্‌বে, চিম্‌টি কাট্‌বে, কাদায় ফেলে দেবে—ভয় দেখাবে,—না হয় ত আলেয়া সেজে অন্ধকারে পথ ভুল্‌য়ে দেবে। কথায় কথায় ব্যাটা সেইগুলোকে আমার উপর নেল্‌য়ে দেয়;—কখন বাঁদর হয়ে এসে মুখ ভেঙচায়, আঁচড়ায়, কামড়ায়,—ঝালাপালা করে মাললে; —না হয় যে পথ দিয়ে যাচ্চি, সেই পথের মাঝখানে সজারুর মত হয়ে পড়ে থাকে—আর মাড়্‌য়ে ধল্লেই—উঃ, প্যাঁট প্যাঁট করে ফুট্‌য়ে দেয়;—আবার না হয় ত সাপের মত জিব লক্ লক্ করে ফোস্ ফোস্ করে চোটাতে থাকে। ব্যাটারা আমায় ক্ষেপ্‌য়ে তুল্লে।—অই রে—ঐ—আস্‌চে।

তিলকের প্রবেশ।

(মাথার বোঝা ফেলে বর্ব্বটের ভূতলে শয়ন)

তিল। আবার মেঘ ডাক্‌চে—ঝড় ওঠবার উজ্জুগ হচ্চে—যাই কোথা!—এখানে ঝোপঝাপ কিছুই দেখ্‌চি নে; কোথায় লুকুই।—বাপ রে—মেঘের যে ফাঁত্নি, বোধ হচ্চে মুষলের ধারে বৃষ্টি হবে।—আবার যদি তেম্‌নিধারা বজ্রাঘাত হয়—মাথা গোঁজবার একটুকু স্থান নেই—আ—গ্যাল—এটা কি?—কি এটা পড়ে রয়েছে? মানুষ, না কচ্ছপ? জ্যান্ত, না মরা?—উঃ—কি দুর্গন্ধ—মরা কচ্ছপই বটে—কিন্তু বড় নূতনতর দেখ্‌ছি!—আমি যদি এই সময় একবার কলকাতায় যেতে পাত্তুম, আর এই কচ্ছপটাকে রংচঙে করো মানুষের ন্যাজ বেরয়েচে বলে মাঠের ধারে একটা তাঁবু ফেলে বস্‌তে পাত্তুম ত কত পয়সাই সাত হতো;—সেখানকার বাবুরা আজকাল ভারি হুজুকে হয়ে উঠেছে; ঘোড়ার নাচ, বিবির নাচ, ভূত নাবান, সং নাচান নিয়ে বড়ই সাখরচে হয়ে পড়েচে—কিন্তু এ দিকে একজন ভিকিরি এলে এক মুটো চাল যোটে না।—টোলচৌপাড়িগুলো একবারে লোপ পাবার যো হয়েছে, তবুও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এক পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন না।—সত্যই ত এটা জ্যান্ত যে!—এ কচ্ছপ নয়, এই দেশেরই মানুষ, বজ্রাঘাতে এমনি হয়ে পড়েচে। (মেঘের গর্জ্জন।) হায় হায়, আবার ঝড় উঠল—যাই, এইটের পিঠের তলায় লুকুই গে—এখানে ত অন্য কোন আশ্রয় দেখচি নে—বিপদে কত রকম লোকের সঙ্গেই মিত্রতা হয়—ঝড়টা যতক্ষণ থাকে, এরই পিঠের নীচে পড়ে থাকি।

মদের বোতল হাতে গান কর্‌তে কর্‌তে উদয়ের প্রবেশ

উদয়। (গান)

ও আমার আদরিণী প্রাণ
চলো যাবে গঙ্গাস্নান
হাঠখোলাতে তোমায় আমায় খাব পাকা পান—
চলো আদরিণী প্রাণ।

উঁহুঁ—এ সুরটোই হচ্চে না।

(পুনর্ব্বার গান)

বকুল গাছে শিমূল ফুল
চাঁদের কানে হীরের দুল
বছর ষোলো বয়স হলো চামর চোঁচা চুল।
পায়ে তার যোড়া মল
হাতে বাজু পলার ফল
তাইরে নারে তাইরে নারে না।

দূর হোক্—এই আমার ধন্বন্তরি—

(মদ্যপান)

বর্ব্ব। উ—উ;—অরে আর টিপিস নে, তোর পায়ে পড়ি।

উদ। অ্যাঁ—এ আবার কি? এ কি ভূতের দেশ না কি? তুই কি আমায় কচি ছেলে পেয়েচিস্ যে, চারটে পা দেখ্য়ে ভয় দেখাবি—সমুদ্দুরে সাঁতার দিয়ে ভূতের ভয়ে কি আঁতকে পড়তে হবে না কি?—বাবা, আমি উদয়চাঁদ—

বর্ব্ব। উ—উ—আমায় সাল্লে—চিম্‌টে মাল্লে।

উদ। এটা এই দেশেরই চারপেয়ে মানুষ, বাতিকের জ্বর হয়েছে।—কিন্তু আমাদের দেশের বুলি শিখলে কোত্থেকে?—যাই হউক, ব্যাটাকে এর একটুকু খাইয়ে দিয়ে বাঁচাতে হল্যো;—গুজ্‌রাটে নিয়ে যেতে পাল্লে বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ হবে।

বর্ব্ব। তোর পায়ে পড়ি—আমাকে আর পেড়াপীড়ি করিস্ নে—আমি এখনি কাট নিয়ে যাচ্চি।

উদ। এইবার জ্বরের ধমকটা এসেছে, তাই এলোমেলো বক্‌চে; বোতল থেকে ফোঁটা কত দিতে হলো; পেটে যদি কখন না পড়ে থাকে ত গলা থেকে নামতে না নামতেই সেরে যাবে;—এটাকে বাঁচাতে পাল্লে হয়।

বর্ব্ব। বুঝেছি, তোর কাঁপুনিতেই বুঝেছি, আর বেশি ক্ষণ থাক্‌বি নি—বৈজনো তোকে ডাকছে।

উদ। ওরে ও—ধর্, হাঁ কর্; যা খেতে দিচ্চি, এমন আর পাবি নে—তোর জ্বরের কাঁপুনিকে এখুনিই কাঁপ্‌য়ে তুল্‌বে—হাঁ কর্ ব্যাটা, হাঁ কর্—আপনার পর জানিস নে;—ফের—হাঁ কর্।

তিল। ক্যামন্ হল্যো। চেনা লোকের মতন গলাটা যে! বোধ হচ্চে যেন—কিন্তু সে যে ডুবে মরেচে। রাম রাম! এগুলো সকলি ভূত। গুরুদেব রক্ষা কর।—

উদ। আ সর্ব্বনাশ; চারটে পা, দুরকম কথা—এ যে বড় আশ্চর্য্য জানোয়ার দেখচি—সাম্‌নের মুখে ভাল বলে, আবার পেছনের মুখে গাল দেয়। যদি বোতলের সবটুকু দিলে ভাল হয়, তবে তাও করব। আয়—তোরও মুখে একটুক ঢেলে দি আয়।

তিল। কে ও—উদয়!—

উদ। আমার নাম ধরে ডাকে যে; দুর্গা দুর্গা—এটা জানোয়ার নয়—ভূত—পড়ে থাক্—ওটাকে ঘাঁট্‌য়ে কাজ নি।

তিল। উদয় কি?—বলি অহে, যদি উদয় হও, তবে একবার আমায় ছোঁও দেখি, আমার সঙ্গে কথা কও দেখি! আমি তিলক—তোমার পরম বন্ধু তিলক।

উদ। যদি সত্যি হও ত বের্‌য়ে এসো; ছোট দুটো পা ধরে টানি—দেখি যদি তিলক হয়, তবে এই দুটোই তার পা।—আরে তাই ত, সেই ত বটে। আরে তুই—এখানে কোত্থেকে—এ কচ্ছপটার পিটের নীচে সেঁধুলি কিসে?

তিল। আমি ভেবেছিনু ওটা মরা—বাজপোড়া;—কিন্তু ভাই উদয়—তুমি মরেছিলে নয়?—এখন মনে হচ্চে যেন মরো নি, ঝড়টা গেছে কি? আমি ঝড়ের ভয়েই এটার নীচে সেঁধিয়ে ছিনু। সত্যি বল্ ভাই, জ্যান্ত আছিস, না মরেছিস।—উদয়! দেশের লোক দুজন বেঁচেছে—উদয়! দুজন বেঁচেছে—মাগছেলেকে খপর দেবার লোক ছেল না—আ—বাঁচলুম।

উদয়। অহে, অমন করে নাড়াচাড়া দিও না—পেটটা বড় সহজ অবস্থায় নেই।—

বর্ব্ব। ভেকধারী পরি যদি না হয় ত এরা বড় সরেস লোক;—ইনি ত দেবতাবিশেষ—আর সঙ্গে যে জলটুকু ছিল, সেটুকুও মধু।—আমি ওঁর কাছে একবার ভূমিষ্ঠ হই—

উদয়। তিলক, তুই ক্যামন করে পার হয়েছিস—সত্যি বল্—এই বোতল ছুঁয়ে বল্। আমি একটা মদের কুঁপোয় বসে ভাসতে ভাসতে এসেছি।

বর্ব্ব। আমাকে দেও—আমি ছুঁয়ে দিব্বি কচ্চি যে—আজ থেকে তোমার চরণের গোলাম আমি—

তিল। আমি সাঁতরে এসেছি—জান ত আমি জলের পোকা।

উদ। তবে ধর—এইতে মুখ দিয়ে দিব্বি কর।

তিল। অহে উদয়, আরো আছে—না এই?—

উদ। এই কি? গোটা পিপেটাই রয়েছে, কিনারার ওপর একটা পাহাড়ের ভেতর লুকিয়ে রেখে এসেছি। যত চাস্ খাস্—জলছত্তর্ কল্লেও ফুরবে না—ক্যামন রে জানোয়ার—তোর বাতিক শ্লেষ্মাটা ক্যামন?

বর্ব্ব। হ্যাঁ গা—তুমি আকাশ থেকে নেমে এসেছ বুঝি।

উদ। না রে না—চাঁদের ভেতর থেকে এসেছি—দেখিস্ নে—চাঁদের ভেতর একটা মানুষ বসে থাকে—আমিই সে।

বর্ব্ব। হ্যাঁ, হ্যাঁ—তবে তোমাকে দেখেছি বৈ কি। আমার মনিবের একটি মেয়ে আছে—সেই তো আমাকে চাঁদের ভেতর তোমাকে দেখিয়েছেলো;—সেই একটা হরিং কোলে করে তুমিই বুঝি বসে থাক?

উদ। বেশ বলেচ বাবা, বেশ বলেচ—আর একটুকু খাও।

তিল। কি জ্বালা, এটা ত ভারি গর্দ্দভ দেখছি।

বর্ব্ব। এখানকার যত ভাল ভাল জায়গা সব দেখাব, তুমি আমায় চাকর রাখবে বলো?

তিল। হা—হা—হা;—দম ফেটে গেল—আর কত হাস্‌বো—ব্যাটাকে ঠেঙাতে ইচ্ছা কর্‌চে—কিন্তু জানোয়ারটা মাতাল হয়ে পড়েছে—পাপিষ্ঠি—কদাকার।

বর্ব্ব। কোন্ শালা আর তার চাকরি করবে—ব্যাটা বেধড়ক বজ্জাৎ—বয়ে গেচে কাট বয়ে মর্‌তে—আমি এই ঠাকুরের তল্পিদার হবো;—ও গো, তোমাকে এখানকার সব সন্ধান বলে দেব—কাঠ বয়ে দেব—মাছ ধরে দেব—ফল পেড়ে দেব—ভাল মিঠেন জল এনে দেব—আমি তোমারই পায়ের জুতো—

হাড় জুড়োল—খাট্‌নি গেল,
কলা দেখিয়ে বুনো পালাল—
আর ত যাব না।

থাক্‌গে পড়ে মনিব ব্যাটা,
খুঁজে নিগ্‌গে পারে যটা,
তার কপালে মুড়ো ঝাঁটা
হা—হা—হাঃ।

তিল। বাপ রে—কি চীৎকার ; এটা কি জানোয়ার হ্যা ?

বর্ব্ব। পেয়েছি নূতন মনিব, সুখে থাকুক
আর ত যাব না,
আমি আর—আর ত যাব না ;
মাছ ধর্‌তে, ঘুনি পাত্‌তে ধেউড় কাঁধে কর্যে,
আমি ত আর ত যাব না।
খুঁজে নিগ্‌গে—অন্যকে সে
কঃ—কঃ—কঃ—কলাটি আমার—
আমি আর ত যাব না।

উদ। বেশ বাবা—চলো আগে আগে চলো।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বৈজয়ন্তের কুটীরের সম্মুখভাগ।

বৃহৎ এক খণ্ড কাষ্ঠ স্কন্ধে করিয়া বসন্তের প্রবেশ

বস। অনেক আমোদাহ্লাদ আছে এ সংসারে
বহু কষ্ট ব্যতিরেকে সম্ভোগ না হয় ;—
কিন্তু সে কষ্টের কষ্ট আনন্দে ঘুচায়।
কার্য্য অনুরোধে কভু উঞ্ছবৃত্তি কর্যে
অসম্ভব ফললাভ অকস্মাৎ হয়।—
যে কাজে প্রবৃত্ত এবে, আমা হেন জনে
ইহা কি সম্ভবে কভু ?—কিন্তু ভৃত্য যাঁর,
এ দাসত্ব যাঁর জন্যে—সেই শশিমুখী

মৃত দেহে প্রাণদান, নিরানন্দে সুখ,
করিছেন বিতরণ—আনন্দরূপিণী।
আহা! কি দয়ার দেহ, কোমল হৃদয়!
যেমন কঠিন হিয়া পিতার তাঁহার
তার শতগুণ দয়া প্রিয়ার আমার।
এইরূপে কাষ্ঠখণ্ড সহস্র গণিয়া
বহিয়া রাখিতে হবে স্তূপেতে সাজায়ে—
হায় কি নিষ্ঠুর আজ্ঞা!—যখনি প্রেয়সী
এসে দেখে এ দুর্দ্দশা, নয়নের জলে
বক্ষঃস্থল ভাসে—আর কেঁদে কেঁদে বলে—
"হেন ভাগ্যে হেন দশা ঘটাইল বিধি।"
কর্‌চি কি ভ্রমেতে ভুলে প্রেমের প্রলাপে!
কিন্তু এই সুবোধ চিন্তাই আমার
জীবনের সুধামৃত,—মগ্ন যতক্ষণ
থাকি আমি এ চিন্তায়, শ্রান্তি ভুলি সব।

নলিনীর প্রবেশ এবং কিঞ্চিৎ দূরে অস্পষ্টভাবে বৈজয়ন্তের প্রবেশ।

নলি। কি অভাগ্যি! হা অদৃষ্ট!—ওগো ক্ষণকাল
তিষ্ঠ তুমি এই স্থানে—কর ক্লান্তি দূর।
ঘন ঘন ঘর্ম্মবিন্দু ছুটিছে ললাটে—
হায় রে কি পরিতাপ!—বজ্রানলে কেন
দগ্ধ হয়ে ছারখার না হয় এ সব?
দিতেছে যেমন কষ্ট, আগুনে জ্বলিয়া
পুড়ে ছারখার হোক্!—পাঠে মগ্ন পিতা,
ওগো এই অবসর—দণ্ড দুই কাল
তুমি নিরুদ্বেগে থাক।

বস। হায়! প্রিয়ে—এখনি যে সূর্য্য অস্ত হবে,
আসিবে তিমির নিশি, সন্ধ্যা না হইতে
শ্রম সাঙ্গ করা ভাল।

নলি। ক্ষণেক তিষ্ঠ গো তুমি—আমি লয়ে যাই,
থুয়ে আসি কাষ্ঠভার তোমার হইয়ে ;—
দেও, ও বোঝাটি দেও আমার মাথায়।

বস। না না, হৃদয়েশ্বরি! তাও কি সম্ভবে ?
নবনী-অধিক অই কোমল অঙ্গেতে
তুমি ব্যথা পাবে, আর আমি রব বসে!
তার চেয়ে পৃষ্ঠদণ্ড খণ্ড হোক মোর—
শিরা, অস্থি, মাংসপেশী চূর্ণ হয়ে যাক্।

নলি। এ কাজ করিতে যদি তোমাকেই সাজে,
কি লাজ আমার তবে—আমায় সাজিবে ;
তোমা হোতে শীঘ্র আরো পারিব করিতে ;—
আমার সাধের কষ্ট সহজে সহিব,—
তোমার অনিচ্ছা এতে—কষ্ট হবে কত !

বৈজ্ঞ। (স্বগত) বোঝা গেছে, বোঝা গেছে—
বিহঙ্গ আমার পড়েছে ব্যাধের জালে।

নলি। আহা! তুমি নিতান্তই কাতর হয়েছ!

বস। না ধনি ! না সীমন্তিনি! তুমি হেন শশী
উদয় হয়েছ যবে দুখের নিশিতে,
এ নিশি প্রফুল্লতম উষাই আমার।
প্রিয়ে! নামটি কি ?—অন্য ইচ্ছা নাই ওহে
তব নাম লয়ে ধেয়াব পরমেশ্বরে,
তাই এ জিজ্ঞাসা ;—প্রিয়ে! নামটি কি ?

নলি। নলিনী—
ও মা, আমি কি কল্লেম—পিতার নিষেধ
বিস্মৃত হলেম, হায় !

বস। ধন্য ধনি হে নলিনি! এ জগতে তুমি
অমূল্য বস্তুর সার—আশ্চর্য্যের চূড়া—
হে সুন্দরি! এ বয়সে শুনেছি অনেক
কামিনীর কণ্ঠস্বর পীযূষলহরী,
শ্রবণকুহর ভরো পিয়াসা জুড়ায়ে ;

দেখেছি নিমেষশূন্য নয়নে অনেক
রমণীর অপরূপ রূপের মাধুরী ;
কিন্তু আহা, নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল এমন
একাধারে সর্ব্বগুণ চক্ষে দেখি নাই ;
রূপে গুণে সকলেরি কলঙ্কের লেশ
আছে কিছু—তুমি প্রিয়ে স্বর্গের প্রতিমা !
প্রাণেশ্বরি ! প্রজাপতি গঠিলা তোমায়
ব্রহ্মাণ্ডের রূপ গুণ একত্র করিয়া ।

নলি । অন্য রমণীর রূপ নয়নে হেরি নে ;
আপনারি প্রতিবিম্ব হেরেছি দর্পণে ;
পুরুষও দেখেছি যাহা অধিক তা নয়—
পিতা আর তুমি ভিন্ন—তুমি হে সুহৃৎ—
অন্যে কভু দেখি নাই ;—অন্যত্রে কিরূপ
মানবের অবয়ব, তাহাও জানি নে ;
কিন্তু কহিতেছি সত্য কৌমারের নামে—
যে কৌমার সবে মাত্র সম্পদ্ আমার—
তোমার সঙ্গিনী ভিন্ন পৃথিবী ভিতরে
অন্য কারো অনুগামী হোতে ইচ্ছা নাই ;
ভেবেও পাই না ধ্যানে তুলনা তোমার ।
কিন্তু বৃথা কেন হেন প্রগল্ভা হতেছি,
বারম্বার ভুলিতেছি পিতার নিষেধ ।

বস । প্রাণের নলিনি !—আমি রাজার তনয় ;
অথবা নৃপতি বুঝি হয়েছি এখন—
আমি কি হে করিতাম দাসত্ব স্বীকার,
জঘন্য এমন বৃত্তি ?—নিকটে আসিতে
পারিত কি এইরূপে মক্ষিকা সকল ?
শুন বলি মন খুলে, কি হেতু হে তবে,
এ দাসত্ব করি আমি—কি হেতু মস্তকে
বহি, এ কষ্টের ভার—ও চন্দ্রবদন—
কি সুধা যে আছে হোথা বুঝিতে না পারি—

দেখিলাম যে মুহূর্ত্তে, অমনি পরাণ
ছুটিল তোমার অই চরণ সেবিতে ;
তোমারি জন্যেতে প্রিয়ে, দাসত্ব আমার।

নলি। আমারে কি ভাল বাস ?

বস। চন্দ্র, সূর্য্য, বসুন্ধরা—সাক্ষী হও সবে,
সত্য যদি বলি তবে বাঞ্ছাসিদ্ধি করো,
প্রতারণা মিথ্যা যদি থাকে এ কথায়,
তবে যেন আশাতৃষ্ণা সব মিথ্যা হয়,—
এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মাঝে সবার উপরি,
ভাল বাসি, ভক্তি করি, তোমায় সুন্দরি !

নলি। হায় রে অবোধ মন !—আনন্দ সংবাদে
কাঁদিতেছি কেন আমি !

বৈজ। (স্বগত) আজি এ দোঁহার প্রেম জগতে দুর্লভ
একত্র মিলন হলো !—হে ত্রিদিববাসী,
প্রসন্ন হইও দেব, এদের সন্তানে।

বস। কাঁদ্‌চ কেন ?

নলি। কাঁদি, নাথ, আপনারি হীনতা ভাবিয়ে ;
মনে করি দিয়ে যাহা পূরাই বাসনা,
মনে করি নিয়ে যাহা জুড়াই জীবন,
দিতে নারি, নিতে নারি, সাহস করিয়া।
দূর হোক্ এ কথায়—বৃথা এ সকল !
গোপন করিতে চাই যতই ইহাতে,
ততই প্রকাশে আরো মনের বেদনা—
যা রে লজ্জা, কপটতা, দূর হয়ে যা,
এসো সরলতা দেবি, বসো রসনায়,
মনের বাসনা যাহা প্রকাশিয়া দেও।—
হৃদয়বল্লভ তুমি, আমি ভার্য্যা তব,
যদি হে সম্মত হও—নতুবা তোমার
দাসী হব যত কাল পরাণে বাঁচিব ;

সম্মত না হোতে পার সঙ্গিনী করিতে,
কিঙ্করী করিতে কিন্তু নারিবে এড়াতে।

বস। প্রিয়তমে প্রাণপ্রিয়ে!—তোমারি হে আমি
থাকিলাম পদাশ্রিত জন্ম জন্ম কাল।

নলি। তবে তুমি পতি হল্যে?

বস। কারাবন্দী ব্যগ্র যথা বন্ধন ত্যজিতে,
তেমতি আগ্রহ সহ হলাম তোমারি;
এই ধর করশাখা দিলাম, প্রেয়সি!

নলি। আমারো পরাণ, আমি, অহে প্রাণনাথ!
দিলাম ইহারি সঙ্গে;—বিদায় এখন,
অর্দ্ধ দণ্ড পরে এসে করিব সাক্ষাৎ।

বস। বিদায়—জীবিতেশ্বরি! (আলিঙ্গন)

[উভয়ের প্রস্থান]

বৈজ। (স্বগত) আহ্লাদ বিস্ময়ে এরা মোহিত হয়েছে;
না সম্ভবে এ আনন্দ আমারে কখনো;
কিন্তু মম অদৃষ্টেতে হবে না'ক আর
এমন সুখের দিন!—এখন পাঠেতে
বসিয়া করিগে পুনঃ অন্য আয়োজন;
হবে শীঘ্র সমাপিতে, সন্ধ্যা না হইতে।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বর্ব্বট, উদয় এবং তিলকের প্রবেশ।

বর্ব্ব। কর্ত্তা, আজ্ঞা হয় ত আমার সেই কথাটা বলি।

উদ। শুন্‌বো বই কি, বল্; হাঁটু পেতে বোস্, বসে, যোড়হাত করে্য বল্—ওমরাও সাহেবদের কাছে খোসামুদে ওমেদওয়ার বাবুরা যেমন করে্য বলে, তেম্‌নি করে্য বল্;—ধর্, আগে একটুকু খেয়ে নে।

তিল। অহে! ওটাকে আর দিও না; ব্যাটা মর্‌বে যে—চোক দুটো বসে গেছে।

উদ। অহে! ও কি তেম্‌নি জানোয়ার—আজকাল ভাল মানুষের ছেলেদের দু চার বোতল ওল্‌ড-টমেই কিছু হয় না, তা এই আদ্‌মানুষ আদ্‌-জানোয়ারটার এতে কি হব্যে!—অ্যাঁ, তার পর?

তিল। ও কি!—ও হল্যো না;—ওমরাও সাহেব সুবোরা ওমেদওয়ার বাবুদের যেমন করে দু এক ঘা জুতোর গুঁতো দিয়ে আলাপকুশল করে, তেমনি ধারা দু এক ঘা দেও, তবে ত হবে।

বর্ব্ব। তোকে দু এক ঘা দিগ্;—এই দেখ্, আমিই না হয় দু এক ঘা দি।

তিল। পাজি—বজ্জাৎ—যত বড় মুখ, তত বড় কথা।

বর্ব্ব। দেখ্‌লে—দেখ্‌লে—আমায় গালাগালি দিচ্চে—কর্ত্তা মশায়, ওকে তুমি কিছু বল্‌বে না?

উদ। ওহে তিলক—থেমে যাও, সাবধানে কথাবার্ত্তা কও। ও আমার ভৃত্য, অপমানের কথা সইতে পারে না।—বল্, তুই কি বল্‌ছিলি বল্।

অদৃশ্যভাবে সুমালীর প্রবেশ।

বর্ব্ব। বলেছিই ত, আমি একজন নিষ্ঠুর পাষণ্ডের হাতে পড়েছি;—সে বেটা ভেল্কি জানে, আমাকে যাদু কর্য্যে ফাঁকি দিয়ে আমার হাত থেকে এই রাজ্যটা কেড়ে নিয়েছে।

সুমা। দূর—মিথ্যুক।

বর্ব্ব। তুই মিথ্যুক—তোর বাপ মিথ্যুক—দাঁতকেলানে বাঁদর।

উদ। তিলক! ফের যদি ওর কথায় বাগ্‌ড়া দেও ত এক কিলে দু পাটি দাঁত উপড়ে ফেল্‌ব।

তিল। আমি ত কিছুই বলি নে।

উদ। তবে চুপ কর্;—বল্, তুই বল্।

বর্ব্ব। সেই হাড়্‌পেকে বাজীকর ভেল্কি কর্য্যে আমার হাত থেকে রাজ্যটা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে;—তাকে যদি জব্দ কর্‌তে পার;—আমি জানি, তুমি পারবেই—ও পোড়ারমুকো হনুমানের মতন ত নয়—ভয়েই

উদ। ঠিক্ ঠিক্, তা বই কি।

বর্ব্ব। তা হল্যে তুমিই এখানকার রাজা, আর আমি তোমার মোড়ল হবো।

উদ। তাই ত রে—ক্যামন্ করে সেটা হয় বল্ দেখি—একবার তাকে দেখাতে পারিস্?

বর্ব্ব। মশাই গো, এক্ষণি, এক্ষণি;—সে ঘুম্য়ে থাকবে, আর আমি তোমাকে তার কাছে ছেড়ে দেব—কাছে না গিয়ে মাথায় এক ঘা গুলবসান লাঠি আচ্ছা কর্য়ে বস্য়ে দিলেই—

সুমা। তোর বাপের সাধ্যি—ব্যাটা মিথ্যুক!

বর্ব্ব। আ মলো—এটা কি নচ্ছার। দূর কচুখেকো—কলাপোড়াটি খাও,—মশায়, একে ঘা-কত দেও ত, আর ঐ বোতলটা কেড়ে নেও ত। ব্যাটা বোদা জল খেয়ে মর্‌বে এখন—কোন্ শালা ওকে পাহাড়ের ঝরণা দেখ্য়ে দেবে।

উদ। তিলক, আর বাড়াবাড়ি না;—ফের যদি আধখানি কথা মুখে আন ত মাইরি বলচি, মাথাটা কিলিয়ে আটখানা করে ফেলব।

তিল। কই, আমি কি বল্‌চি—কিছুই ত বলি নি;—কাজ নেই বাবু, সরে দাঁড়াই।

উদ। ক্যান বল্লি নে যে, ও মিছে কথা বল্‌চে।

সুমা। তুই মিছে কথা বল্‌ছিস্।

উদ। আমি? হ্যাঁ রা শালা, আমি?—তবে এই ঢ্যাখ্ (মুষ্টি-প্রহার)—ক্যামন, আর একবার বলে দেখ্ না, আমি মিছে কথা বল্‌চি?

তিল। কই, এমন কথা ত আমি বলি নে। কানের মাথা খেয়েছ—বোতলটার মুখে আগুন; মদ খেলে এম্‌নিই হয় বটে—বাপ ভাই জ্ঞান থাকে না; তোমার হাতে কুড়িকুষ্ঠি হয় না? আর এই পাজি নচ্ছার কানকাটাটাকে যমে ধরে না?

বর্ব্ব। হা—হা—হা!

উদ। বল্, তুই বল্, যা তুই সরে দাঁড়া।

বর্ব্ব। বেশ বেশ, ভাল করে ঘা কত দেও—তার পর আমিও একবার উত্তম মধ্যম কর্‌ব।

উদ। যাও, সরে দাঁড়াও।—বল্, তুই বল্—তার পর?

বর্ব্ব। সে প্রত্যহ দুপুরবেলা ঘুমোয়; সেই সময় না গিয়ে, পুঁথিগুলো

সরিয়ে ফেলে, মাথায় ঘা কত লাঠি, না হয় পেটে একটা বাঁশের ডগালি, না হয় ত তোমার ঐ ছোরাখানা দিয়ে গলাটা দুচির কল্লেই অক্কা পাবে। কিন্তু সাবধান, আগে তার সেই পুঁথিগুলো সাত্‌ করতে হবে, সেগুলো না থাক্‌লে আমিও যেমন মন্দ, সেও তেম্‌নি। সে ব্যাটা সবায়েরই দুচোখের বিষ—কিন্তু সাবধান, পুঁথিগুলো আগে পুড়িয়ে ফেলো, সেইগুলোতেই ব্যাটার বেতালসিদ্ধি; তাই থেকে কি বিড়বিড় করে পড়ে, আর একবারে দু শ, চার শ ভূত, প্রেত, দানা, দক্ষি এসে উপস্থিত হয়—আর যা বলে, তাই করে।—আবার তাও বলি, তার যে একটি মেয়ে আছে, যেন টুক্‌টুকে মাকালফল। আমি ত মেয়েমানুষ কখন দেখি নে—কেবল ত্রিজটা মাকেই দেখেছি—তা মনে হয়, যেন আকাশ পাতাল তফাৎ।

উদ। অ্যাঁ, বলিস্‌ কি? অ্যামন সুন্দরী!

বর্ব্ব। মাইরি বল্‌চি;—সে তোমারই উপযুক্ত—বিছানা আলো করে থাক্‌বে—আর সোনার চাঁদ সব ছেলে বিয়োবে।

উদ। অরে কচ্ছপদাস, আমি সে ব্যাটাকে মার্‌বই মার্‌ব; আর সেই সুন্দরীকে (হরি হরি) রাণী কর্যে এখানকার রাজা হব। তুই আর তিলক, দুজন আমার সুবেদার হবি; ক্যামন্‌ তিলক এতে মত আছে ত?

তিল। তুমি যা বল্‌ছ, তার কি আর অন্যথা?

উদ। তাই ত বটে, এসো একবার কোলাকুলি করি;—তোমার গায়ে হাত তুলে কাজটা ভাল করি নে; অমনধারা এলোমেলো আর কখন বকো না।

বর্ব্ব। তবে আর দেরি ক্যান—সে এখুনি ঘুমবে—চল যাই।

(অন্তরীক্ষে গান বাদ্য)

উদ। ও কি?

তিল। তাই ত—কেও—কেউ কোথাও নেই—এ যে—

উদ। কে রে তুই? হাত পা থাকে ত এখনি দেখা দে, আর না হয় ত এই যমের বাড়ী যা— (শূন্যে অস্ত্রাঘাত)

তিল। গুরুদেব, রক্ষা কর!

উদ। মলে ত আর কোন শালার কর্জ্জ শুধ্‌তে হবে না;—তা ভয় কি—দুর্গা দুর্গা!

বর্ব্ব। তোমরা ভয় পেয়েছ না কি?

উদ। না রে বর্ব্বট, আমি না—

বর্ব্ব। ভয় কি গো; এ দেশেতে শব্দ মনোহর
হয় নিত্য দিবানিশি গীত বাদ্যধ্বনি,
কখন কঠোর, কভু মধুর ঝঙ্কার;
অনিষ্ট ঘটে না তাতে, সুধাবৃষ্টি হয়;
কভু বাজে শত শত বেহালা সেতার
মৃদু মৃদু মধুস্বরে;—কভু ধীরে ধীরে
ললিত কণ্ঠের স্বর শ্রবণ জুড়ায়।
জাগি যদি নিদ্রাভঙ্গে, নিদ্রালু করিয়া
করে দেহ অবসন্ন নিদ্রায় আবার।
স্বপনে কতই দেখি আশ্চর্য্য অদ্ভুত—
গগন ফাটিয়া যেন হীরক কাঞ্চন
ঢালে শিরে রাশি রাশি—যেন বা কখন
অমরাবতীর দ্বার দেখায় খুলিয়া।
নিদ্রাভঙ্গ হলে আর কিছুই থাকে না;
কাঁদি কত সেই স্বপ্ন দেখিতে আবার।

উদ। বাহবা, বড় মজার রাজত্ব পাব—নিখরচায় গান বাজনা শুন্‌ব—বহুত আচ্ছা।

বর্ব্ব। বৈজনোকে মাল্লে তার পর ত।

উদ। সে ত হবেই; রয়ে, রয়ে—সে কথা ভুলি নে, মনে আছে।

তিল। অহে ঐ শব্দটা চলে যাচ্ছে। চলো, আমরাও ওর সঙ্গে সঙ্গে যাই—তার পর দেখা যাবে।

উদ। চল্‌ রে বর্ব্বট, চল্‌—এগো। আমি এই বাজ্‌য়েকে একবার দেখতে পাই, বাহবা—ক্যামন বাজাচ্চে!

তিল। উদয়, যাবে ত এগও, আমি তোমার পেছু পেছু যাই।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দ্বীপের অন্য এক ভাগ।

চিত্রধ্বজ, মন্ত্রী প্রচেতা, কৃপ এবং অনন্ত প্রভৃতির প্রবেশ।

মন্ত্রী। (উপবেশন করিয়া) মহারাজ! অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন—আমি আর পারি নে; আমার জীর্ণ অস্থিগুলো জরজর হয়েছে; হাত, পা, কোমর যেন ভেঙে পড়্‌চে; আমি একটুকু না বস্‌লে আর চল্‌তে পারি নে।

চিত্র। বৃদ্ধ মন্ত্রি, তোমাকে দোষ দেব কি, উৎসাহভঙ্গ হয়ে আমিই শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। বসো, একটুক বিশ্রাম কর। এইখানেই আমি আশা ভরসা পরিত্যাগ কল্লেম;—মিছে আর কেন ঘুরে বেড়ান; যার জন্যে এত কষ্ট, সে সমুদ্রে ডুবেছে, পৃথিবীতে অন্বেষণ কল্লে আর কি হবে;—হা পুত্র!

অন। (জনান্তিকে) যত হতাশ্বাস হয়, ততই ভাল;—অহে কৃপ, একবার ব্যর্থ হয়েছে বল্যে সঙ্কল্পটা ছেড়ো না।

কৃপ। ফের একবার সুযোগ পেলে হয়, এবার আর এড়াবে না।

অন। তবে আজ রাত্রেই;—কেন না, ওরা পথশ্রান্তিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—আজ তত সজাগ থাক্‌বে না।

কৃপ। ভাল, তবে আজই।—থাক্, আর ও কথায় কাজ নাই।

[গম্ভীর অদ্ভুত বাদ্যধ্বনি; এবং অদৃশ্যভাবে শূন্যে বৈজয়ন্তের প্রবেশ। অন্নব্যঞ্জনের পাত্রহস্তে নানাবিধ অদ্ভুতাকার লোকের প্রবেশ। অন্নব্যঞ্জনের পাত্রাদি রাখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নৃত্য এবং নম্রভাবে আকারেঙ্গিতে রাজাকে ভোজনে আহ্বান করিয়া সকলের প্রস্থান]

চিত্র। অহে অমাত্য, শোনো,—এ আবার কিরূপ বাদ্য!

মন্ত্রী। আহা—অতি আশ্চর্য্য—চমৎকার!

কৃপ। এমন তামাসা ত কখন দেখি নাই—এ কি অসম্ভব!—কারো মুখে শুন্‌লে এ সব কি বিশ্বাস হতো? কিন্তু এখন আর কিছুতেই অপ্রত্যয় কর্‌ব না,—বুকে মাথা, কন্ধকাটা প্রভৃতির যে সব গল্প শোনা গিয়েছে, তা এখন ত সকলিই সত্য মনে হয়। বোঝা গেছে, দেশবিদেশ

না বেড়য়ে, সোণারবেণেদের মত মাগমুখো হয়ে বসে থাকলেই কুঁজড়ো হয়ে যেতে হয়।

মন্ত্রী। কি আশ্চর্য্য! গুজ্‌রাটে গিয়ে এ কথা বল্লে কি কেউ প্রত্যয় যাবে যে, অমুক দেশে এরূপ কিম্ভূতকিমাকার মানুষ দেখে এসেছি?—কিন্তু কথা ত মিথ্যা নয়—এরা ত এই দেশেরই লোক বটে। যাই হউক, আকার অবয়বে যতই কেন বিকৃতাঙ্গ হউক না, সভ্য জাতি বলে যত জাতি গর্ব্ব করেন, তাদের অনেকের চেয়ে এরা সহস্রগুণে ভদ্র।

বৈজ। (জনান্তিকে) সাধু পুরুষ—যা বল্‌চ, সত্যই বটে;—কেন না, উপস্থিত যে কজনের মধ্যে তুমি বসে রয়েছ, এরা সকলেই নরাধম দুর্ম্মতি।

চিত্র। তাই ত, আমি কিছুই ভেবে উঠতে পার্‌চি নে;—এমন আকৃতি—এমন অঙ্গভঙ্গি—এমন শব্দ—কথা না কয়ে এরূপ সদালাপ ত কোথাও দেখি নে।

বৈজ। (জনান্তিকে) এখন না হে—এখন না—যাবার সময় যত পার, সুখ্যাতি করো।

অন। ক্যামন আশ্চর্য্যরূপে মিল্‌য়ে গেল।

কৃপ। যাক না কেন—আহার-সামগ্রীগুলো ত রেখে গেছে, আর আমাদের ক্ষুধা নেই, তাও ত নয়। মহারাজ, যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদ গ্রহণ করতে আজ্ঞা হয়।

চিত্র। না—আমি ত না।

কৃপ। ভয়ের কারণ নাই; যখন আমাদের গোঁপদাড়ি ওঠে নি, তখন কত কথাই অলীক, অসম্ভব, গালগপ্প মনে কর্‌তুম;—এখন ত স্বচক্ষেই সব দেখলেন। রাক্ষস পিশাচ, দানা দত্যিদের যে সব কথা শোনা যেতো, সে সব পাহাড়ী বুনো ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়।

চিত্র। কপালে যাই থাক্‌—আহার করি;—না হয় এই আমার শেষ আহার হবে।—সুখের দিন যা, তা ত ফুরয়ে গেছে।—ভাই কৃপ—কঙ্কনভূপতি অনন্ত—এসো, তোমরাও এসো।

(বজ্রনাদ এবং বিদ্যুৎ। রাক্ষসবেশে সুমালী পরির প্রবেশ এবং অকস্মাৎ অন্নব্যঞ্জন অদৃশ্য হইল)

সুমা। স্বজাতিহিংস্রক, অরে পাপী তিন জন!
ইহকালে সুখভোগ নাহি রে তোদের;—

অদৃষ্টই মূলাধার, এ মহীমণ্ডলে ;
যেমন দুষ্ক্রিয়া তার উপযুক্ত ফল
পেয়েছিস এত দিনে।—সর্ব্বগ্রাসী দেব
সাগরও তোদের নিজ উদরে না ধরে,
উগারি ফেলেছে এই জনশূন্য দ্বীপে,
লোকালয়ে থাকিবার অযোগ্য ভাবিয়ে।

(রাজা, রূপ প্রভৃতি কর্ত্তৃক অসি নিষ্কোষিত করা এবং তদ্দৃষ্টে সুমালীর উক্তি)

সুমা। হতভাগ্য জন যত এইরূপে বটে
আপনার মৃত্যুবাঞ্ছা আপনিই করে ;
আত্মঘাতী হয় কেহ রজ্জুতে ঝুলিয়া,
কেহ বা সলিলে ডোবে ; অরে ও নির্ব্বোধ !
নিয়তির সূত্র লয়ে, ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে
ভ্রমণ করি আমরা ;—এ দেহে কি হয়
অস্ত্রাঘাতে রক্তপাত ;—যে ধাতুনির্ম্মিত
তোদের এ করবাল, উহাতে যেমন
বায়ুতে আঘাত করা, কিম্বা জলদেহে,
আমারো দেহেতে ওর প্রহার তেমতি ;
পক্ষটিও খসিবে না উহার আঘাতে—
অনুচরগণও মম অভেদ্য সকলি ;
আঘাতের সম্ভাবনা যদিও থাকিত,
দেখ্ তা ফুরায়ে গেছে—নিস্তেজ শরীর
অস্ত্র উঠাইতে এবে সামর্থ্যবিহীন।
শোন্ বলি—(এই কথা বলিতেই আসা)
বৈজয়ন্ত সাধু ছিল কঙ্কনভূপতি,
তোরা তিন জনে মিলি তাড়াইলি তায়,
অকূল সাগরজলে করিলি নিক্ষেপ,
বালিকা কন্যার সহ তারে ভাসাইলি ;
তারি পুরস্কার ইহা, স্বর্গবাসী যত
(ভুলিবার নয় তাঁরা) এত দিন পরে,

বৈমুখ তোদের প্রতি ; তাঁদেরি আজ্ঞায়
ক্ষিতি, তেজ, বায়ু আদি জীব জন্তু যত
সকলে করিছে এবে তোদের বৈরিতা।
সেই পাপে, চিত্রধ্বজ, নির্ব্বংশ হইলি,
হারালি প্রাণের পুত্র ; আরো মনস্তাপ
পাবি তুই যত দিন থাকিবি সংসারে ;
দিন দিন যাতনায় হবে আয়ুক্ষয়—
অকস্মাৎ মরণের সুখও না ভুঞ্জিবি।
তাঁদের আজ্ঞায় আমি দিলাম এ শাপ।
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাঁদের
ক্রোধানল নিবারণ করিবার হেতু
অকৃত্রিম অনুতাপে হৃদয় শুধিয়া
পাপপথ পরিত্যাগ কর ভবিষ্যতে,
ইহা ভিন্ন নাহি আর—না করিবি যদি
অনন্ত যাতনা তবে পাবি পদে পদে।

[বজ্রনিনাদ এবং পরির অদৃশ্য হওন, পরে মৃদু বাদ্যধ্বনি সহকারে নৃত্য করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত বিকৃত শরীরীদের প্রবেশ এবং ভোজনপাত্রাদি লইয়া প্রস্থান]

বৈজ। বেশ বাবা সুমালি, বেশ—এই রাক্ষসের আচরণটা অতি পরিপাটি হয়েছে, তোমার অনুচরেরাও যার যে কর্ম্ম, অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করেছে। এত দিনে আমার কুহকশিক্ষা সার্থক হল্যো, শত্রুপক্ষ সকলেই হস্তগত এবং উন্মত্তপ্রায় হয়েছে।—দুর্ম্মতিরা কিছু কাল এই যন্ত্রণা ভোগ করুক ;—আমি এক্ষণে রাজকুমার বসন্ত এবং প্রাণাধিকা নলিনীর নিকট গমন করি।

[বৈজয়ন্তের শূন্য হইতে প্রস্থান]

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ, কি হল্যো! অমন কর্য়ো ঊর্দ্ধনেত্র হয়ে একদৃষ্টিতে দাঁড়ায়ে ক্যান ? হা জগদীশ্বর!

চিত্র। ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর!—শুনিলাম কানে,
সাগর-তরঙ্গ যেন হুঙ্কারি কহিল,—
সমীরণ সেই কথা নিনাদিল যেন,—
বজ্রনাদ গভীর ভৈরব ভীম নাদ

শুনাইল বৈজয়ন্ত ভূপতির নাম ;
তাই বলি প্রাণাধিক বসন্ত আমার
ডুবেছে সমুদ্রজলে, এ জন্মের মত ;—
যাই তবে আমিও সে অতল সলিলে,
কর্দ্দমশয্যায় পুত্র পড়িয়া যেখানে।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান]

কৃপ। আসে যদি একে একে, সহস্র রাক্ষসে
একা পারি বিনাশিতে।

অন। আমি হই সহকারী তবে সে যুদ্ধেতে।

[উভয়ের প্রস্থান]

মন্ত্রী। সকলেই হতাশ্বাস, উন্মত্ত হয়েছে,
মনোগত পাপ এবে জ্বলিছে অন্তরে ;
কালব্যাপী বিষ যথা কাল বিলম্বেতে।—
দ্রুতগামী যত জন আছ হে তোমরা
যাও দ্রুত পাছে পাছে—নিবার গে ত্বরা ;
না জানি কি কোরে বসে উন্মত্ত-প্রমাদে।

বৈজ। এসো হে সকলে এসো।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বৈজয়ন্তের কুটীরের সম্মুখভাগ।

বৈজয়ন্ত এবং বসন্তের প্রবেশ।

বৈজ। কঠিন যাতনা বাপু দিয়াছি তোমায় ;
কিন্তু তার বিনিময়ে তেমতি দুর্লভ
দিয়াছি অমূল্য ধন প্রাণের দুহিতা ;
সংসারের সার বস্তু জীবন আমার ;
এই ধর পুনর্ব্বার করি সম্প্রদান।
বুঝিতে তোমার প্রেম, এত যে যাতনা

দিলাম অশেষ ক্লেশ, সহিলে সে সব,
দেখাইলে প্রণয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা।
সাক্ষী হও সুরবৃন্দ করি সম্প্রদান
অমূল্য দুহিতা-রত্ন দুর্ল্লভ জগতে।
হেসো না হে যুবরাজ, পশ্চাতে জানিবে
শতমুখে বাখানিয়া ফুরাতে নারিবে।

বস। অপ্রত্যয় এ কথায় হবে না আমার,
আকাশবাণীতে যদি বিপরীত কয়।

বৈজ। দিলাম হে ধর তবে মম উপহার,
আমার দুহিতা-রত্ন—মহা যত্নে তুমি
করেছ যা উপার্জ্জন, ধর সেই ধন ;
কিন্তু যদি হোম যাগ বিধানের আগে
কৌমার-কলিকা চূর্ণ করহ উহার,
করিলাম অভিশাপ, তবে এ বিবাহে
ফুটিবে না প্রণয়ের সুরভি কুসুম,
ফলিবে না প্রেমতরু, ক্রমে শুখাইবে ;
বন্ধ্যা রবে চিরকাল কলহ বিবাদে,
বিষদৃষ্টি দোঁহাকার দোঁহারে পুড়াবে ;
জন্মিবে কণ্টকরূপ ঘৃণা, মনান্তর,
এ বিবাহে পরিণামে গরল উঠিবে।

বস। ঘোর অন্ধকার পুরী নিবিড় কানন,
দিবস, রজনী, কিবা সময় সুযোগে,
কোন স্থানে, কোন কালে, কভু যদি হয়
এ ভাবের ভাবান্তর—ভ্রমে যদি কভু
ভুলি এ পবিত্র প্রেম মদনের মদে,
তবে যেন যত আশা কামনা করেছি
ভুঞ্জিতে প্রণয়-সুধা দীর্ঘজীবী হয়ে,
হৃদয়ের জ্যোৎস্নারূপ সন্তানে হেরিতে—
সব যেন ভস্ম হয় দাবদগ্ধ প্রায়।

বৈজ্ঞ। সাধু পুত্র, সাধু, সাধু—একত্রে দুজনে
বসো বাপু এই স্থানে কর সদালাপ ;
তোমারি এখন এই দুহিতা আমার।—
সুমালি!—কোথা রে তুই, আয় বাপ আয়,
সুমালি!—

পরির প্রবেশ।

সুমা। এই যে এসেছি প্রভু।
বৈজ্ঞ। বেশ, বাপ, বেশ ;
রাক্ষসের কৌতুকটি অতি পরিপাটি
দেখায়েছ অনুচর পরিগণ সহ,
তাহারাও দেখায়েছে অদ্ভুত কৌশল।
সেইরূপ আর এক আশ্চর্য্য কৌতুক
দেখাইতে হবে পুনঃ, আছি প্রতিশ্রুত
কন্যা জামাতার কাছে,—যাও শীঘ্র যাও,
দলবল সঙ্গে লয়ে শীঘ্র এসো ফিরে ;
যাও শীঘ্র যাও।—
সুমা। যাব তড়িতের ন্যায়, ফিরিব চকিতে।
বৈজ্ঞ। বাপ আমার, যাও শীঘ্র—এসো শীঘ্র ফিরে ;
দেখো, আমি না ডাকিলে এসো না নিকটে।
সুমা। বুঝেছি বুঝেছি, আর বলিতে হবে না।

[প্রস্থান]

বৈজ্ঞ। সাবধান, দেখো যেন সত্য রক্ষা হয়।
প্রমত্ত বিলাসে অত অধৈর্য্য হইও না ;
হৃদয়ে জ্বলিলে শিখা, সহস্র শপথ
তৃণতুল্য দগ্ধ হয় তিলার্দ্ধ ভিতরে ;
ধৈর্য্য ধর, নতুবা যে সঙ্কল্প করেছ
ব্রাহ্মণায় নম বলি কর উদ্‌যাপন।
বস। ভয় নাই মহাশয়, শোণিত-উত্তাপ
শীতল করিতে স্নিগ্ধ প্রণয়ের বারি

হৃদয়ে রেখেছি তুলে—সতীত্ব যেমন
পতিহীনা রমণীর হৃদয় মাঝারে।

বৈজ। সাধু—সাধু!—
সুমালি রে, আয় তবে বেশ ভূষা করো্য।
কথাটি কইও না কেহ, দেখ স্থির হয়ে।

লক্ষ্মী এবং চপলার বেশে দুই জন পরির প্রবেশ।

লক্ষ্মী। ও গো চপলা, ভাল আছিস ত? স্বর্গের সকলে ভাল আছেন ত?—তোদের রাণী শচী কোথায়? রতি এবং কামদেব এখন কি তাঁর কাছেই থাকে, না সেই বিবাদ উপলক্ষ্য করো্য অমরাবতী পরিত্যাগ করেছে?

চপ। আপনি ভাল আছেন?—বৈকুণ্ঠনাথের প্রসন্নভাব? আমাদের সকল মঙ্গল বটে, অমরনাথের সঙ্গে মন্মথের যে মনান্তর হয়েছিল, ভালয় ভালয় মিটে গিয়েছে—এখন রতির সঙ্গে তিনি অমরাবতীতেই আছেন।

লক্ষ্মী। ওরে চপলে!—শচীর সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে আমার ইচ্ছা হয়েছে, অনেক দিন দেখা হয় নি, তুই একবার তাঁরে সমাচার দিয়ে আয় না;—তুই ত পলকে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ কর্‌তে পারিস। ইন্দ্রধনুরূপ ছটা মাথায় দিয়ে মেঘের কোলে কত খেলাই খেলাস—তা যা না একবার। কিন্তু দেখিস, বিলম্ব করিস নে—মেঘের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল্যে তোর ত আর কিছুই মনে থাকে না—শচীদূতি, যা একবার, যা।

চপ। আর যেতে হবে না, অই তিনি আস্‌ছেন।

লক্ষ্মী। তাই ত, শচীই যে। চলনেই টের পেয়েছি। স্বর্গের রাণী না হল্যে, অমন সদর্প পদবিন্যাস আর কার?

শচীর প্রবেশ।

শচী। কে ও, নারায়ণী?—শ্রীকান্তের কুশল? আজ আমার সুপ্রভাত, কত দিনের পর সাক্ষাৎ হল্যো।—অমরনাথ সে দিনও তোমাদের কথা বল্‌ছিলেন—আমাদের একবারে ভুলে গেছেন। অমরাবতীতে ত আর পদার্পণ হয় না।—তবে এখানে কি মনে করো্য?

লক্ষ্মী। এই নববিবাহিতা দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছি। চলো, ছুজনে গিয়ে আশীর্ব্বাদ করে আসি।—এ ছুটি অতি পুণ্যাত্মা।

শচী। চল, চল।

লক্ষ্মী। (ধান দূর্ব্বা লইয়া)

করি আমি আশীর্ব্বাদ, থাক দোঁহে নিরাপদ,
অচলা ভাণ্ডারে থাক ধন।
সুবৃষ্টি-পালিত ধরা, তরু লতা ফলে ভরা,
শস্যভার করুক বহন।
বসন্ত নিয়ত বাস, পরিয়া কুসুমবাস,
আসিয়া থাকুক ধরাতলে,
দেখ সন্তানের মুখ, ঘুচুক সকল দুখ,
পাল অন্নে দরিদ্র কাঙালে।
এই আশীর্ব্বাদ লও জন্ম জন্ম সুখী হও,
নারায়ণে ভেবো ইহকালে।

শচী। অনন্ত যৌবন, লভ দুই জন,
রাজ্য সুশাসন, প্রজার পালন,
সদানন্দ মন, কর সর্ব্বক্ষণ,
নিরাপদে কাল হর ;
বিপক্ষের কাল, স্বপক্ষের বল
প্রতাপে প্রবল, দেশমুখোজ্জ্বল
সম্প্রীতি কুশল, প্রণয়ে সরল
ঐশ্বর্য্য কিরীট পর,
এই আশীর্ব্বাদ করি নিরাপদ
অতুল সম্পদ্, আহ্লাদ আমোদ
লয়ে থাক নারী নর।

বস। অদ্ভুত কৌতুক ইহা দৃশ্য মনোহর,
সুশ্রাব্য মধুর ভাষ শুনিতে কোমল ;
বুঝি বা ইহারা সবে হবে দেবযোনি।

বৈজ। দেবযোনি বটে এরা—অন্ধকূপ হত্যে
মন্ত্রবলে আনিয়াছি রহস্য দেখাতে।

বস। ইচ্ছা হয় এই স্থানে থাকি চিরকাল।
এহেন অদ্ভুত জায়া, প্রবল শ্বশুর—
হবে এ কৈলাসধাম কিম্বা স্বর্গপুর।

বৈজ। থামো বাপ, কানে কানে লক্ষ্মী আর শচী
পরামর্শ করিতেছে অতি মৃদুস্বরে ;
আরো বুঝি হবে কিছু ;—
(স্বগত) প্রায় বিস্মরণ
হয়েছিনু দুষ্টমতি বর্ব্বটের কথা ;
ষড়্‌যন্ত্র করেছে সে বধিতে আমারে,
সহকারী দস্যু সহ, দুরাত্মা পামর ;
এত ক্ষণ বুঝি তারা এসেছে কুটীরে।
(পরিদিগের প্রতি)
পরিপাটি রহস্যটি হয়েছে হে বাপু,
এখন গমন কর সকলে স্বস্থানে।

বস। হঠাৎ এরূপ কেন হলেন উতলা ?
দেখ প্রিয়ে, পিতা তব ক্রোধেতে অধীর
হয়েছেন অকস্মাৎ।

নলি। তাই ত গা, কেন হেন ? কখন ত আগে
দেখি নাই ক্রোধানল জ্বলিতে এমন।

বৈজ। অহে বাপু, ভয় নাই, স্থিরচিত্ত হও ;
লীলা হলো সমাপন।—এ রঙ্গভূমিতে
সেজেছিল যত পরি করি নটবেশ,
বায়ুর পুত্তলি তারা মিশিল বায়ুতে,—
মিশিয়া হইল লীন তরল আকাশে।
হবে লীন এইরূপে, ইহাদেরি মত,
মাটির পুত্তলি যত মানব এ ভবে ;
পাষাণের অট্টালিকা অভ্রভেদী চূড়া,
দেউল, মন্দির, মঠ, উন্নত শরীর,
রাজনিকেতন কিংবা দেব-অট্টালিকা
আভাময়ী, রত্নময়ী—চূর্ণ হয়ে যাবে।

এই যে মহীমণ্ডল ফণীন্দ্র-আসনে,
পয়োধি, পর্ব্বত, বৃক্ষ, প্রাণিবৃন্দ সহ,
এও ধ্বংস হবে শেষে—চিহ্নটি না রবে।
অসার স্বপ্নের ন্যায় নিদ্রায় বেষ্টিত
অনিত্য আমরা সবে অনিত্য জগতে।—
বিরক্ত হইও না বাপু, অথর্ব্ব হয়েছি,
সদা তিক্ত হয় চিত্ত জরাজীর্ণ দেহে।—
ইচ্ছা যদি হয় তবে প্রবেশি গুহায়
বিশ্রাম কর গে দোঁহে ;—আমি ক্ষণকাল,
এই স্থানে বেড়াইয়া শীতল বাতাসে,
জুড়াই উত্তপ্ত তনু।

নলি এবং বস। শান্তিলাভ অচিরাৎ হউক তোমার।

[উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ]

বৈজ্ঞ। সুমালি, নিকটে আয়, বিদ্যুতের গতি।—
যাও, গৃহে যাও দোঁহে।—

সুমালীর প্রবেশ।

সুমা। প্রভুর কি ইচ্ছা? স্মরণ মাত্রে ভৃত্য উপস্থিত।

বৈজ্ঞ। অহে সুমালি! দুষ্ট বর্ব্বটের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ কর্‌বার কি?

সুমা। আপনি যখন কন্যা জামাতাকে রহস্য দেখাচ্ছিলেন, সে কথা আমারও মনে হয়েছিল ; কিন্তু পাছে বিরক্ত হন ভেবে আপনাকে বলতে সাহস করি নাই।

বৈজ্ঞ। সেই পাজি নচ্ছারদের কোথায় ফেলে এসেছ বল্‌ছিলে?

সুমা। আপনাকে ত বলেছি, সুরাপানে সকলেই যেন মত্ত হয়ে উঠেছে ; ভারি ঝাঁজ, কাছে এগোয় কার সাধ্যি ; বাতাস মুখে লাগ্‌চে, মাটি পায়ে ঠেক্‌চে, তাতেই আস্ফালনের ধুম দেখে কে? হয় তো বাতাসেই ঠেঙাচ্চে, নয় তো মাটিতেই লাথি মাচ্চে। যেন কতই বাহাদুর হয়েছে। কিন্তু তবুও বজ্জাতেরা আসল মতলবটা ভোলে নি। তাই দেখে আমি বেহালাবাদ্য আরম্ভ কল্লুম। বাজনা শুনেই একবারে মোহিত হয়ে গেল। ঘোটকশাবকেরা যেমন নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু বিস্তার করো

স্তব্ধ হয়ে শোনে, তারাও তেমনি করে্য শুনতে লাগলো। বাজনা শুনে এমনি মোহিত হলো যে, গাভীবৎসসকল যেমন হাম্বা রব শুনে গাভীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছোটে, তাহারাও তেমনি কণ্টকাকীর্ণ কুশাচ্ছন্ন বনের ভেতর দিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটতে লাগলো। পরিশেষে আপনকার কুটীরের বাহিরে পচা পানা পুষ্করিণীর ভিতর প্রবেশ কর্‌য়ে ছেড়ে দিলুম; সেই পুষ্করিণীর গাঢ় পঙ্কে বদ্ধ হয়ে, একগলা জলে দাঁড়ুয়ে সকলে ছট-ফট কর্‌ছে।

বৈজ্ঞ। উত্তম করেছ; ঐরূপ অদৃশ্যভাবেই আমার কুটীর হতে মন্ত্রপূত পরিচ্ছদটা নিয়ে এসো—দস্যুদের ধরতে হবে।

সুমা। যে আজ্ঞা।—

[প্রস্থান]

বৈজ্ঞ। নারকি—পিশাচ—দুরাত্মার এমনি অসৎ প্রকৃতি যে, কতই যত্ন পরিশ্রম কল্লুম—কত উপদেশই দিলুম, সকলই ব্যর্থ—সকলই নিষ্ফল হল্যো। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে যত কুশ্রী আর কদাকার হচ্চে, অন্তঃকরণটাও তেম্‌নি ক্রূর হচ্চে। সব ব্যাটাকে উত্তমরূপ শাস্তি দিতে হবে—যেন চীৎকার করতে করতে নিশ্বাস রোধ হয়ে প্রাণত্যাগ করে।

সুমালীর পরিচ্ছদ লইয়া পুনঃ প্রবেশ।

দেও—পর্‌য়ে দেও।

(উভয়ের অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি)

আর্দ্রদেহ বর্ব্বট, উদয় এবং তিলকের প্রবেশ।

বর্ব্ব। দোহাই তোমাদের, একটুকু আস্তে আস্তে পা ফেল। ইঁদুর বেরালটি পর্য্যন্ত যেন টের না পায়। এখন আমরা তার কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করেছি।

উদ। অরে ব্যাটা কচ্ছপ—তুই না বলেছিলি, তোদের পরি কারু অনিষ্ট কর্‌তে জানে না, তবে আমাদের এ দুর্দ্দশা হলো ক্যান? ব্যাটা আলেয়ার মত ঘুর্‌য়ে মেরেছে—বাপ!

তিল। অরে ও! আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন ঘোড়ার প্রস্রাবের মতন দুর্গন্ধ বেরুচ্চে—উঃ—কি দুর্গন্ধ; থুঃ—থুঃ—

উদ। তাই ত, আমারও ত দেখছি—অরে ও, আমার সঙ্গে ভণ্ডামি? দেখ্—

বর্ব্ব। মশাই গো, রাগ করবেন না, এ কষ্ট এখনি ঘুচ্‌বে—কত আশ্চর্য্য অমূল্য সামগ্রী পাবে, তার আর কি বল্‌ব। একটুক ধীরে ধীরে কথা কও—দুপুর রাত্রের মত দেখ, সব নিসাড় হয়েছে।

তিল। যাই হউক বোতলটা সেই পুকুরে রইল—

উদ। কি লজ্জার কথা;—এমন সর্ব্বনাশ কি মানুষের হয়।

তিল। ভিজে ঢোল হয়েছি—তাতেও কিছু এসে যায় না, কিন্তু বোতলটা—অরে ব্যাটা কুঁজকুম্মাণ্ড—এই কি তোর পরি কারু মন্দ করতে জানে না।

উদ। যাই—বোতলটা আনি গে—না হয় মাথা ভেজে ভিজ্‌বে।

বর্ব্ব। মশাই—স্থির হউন;—এই যে দেখ্‌ছেন, এটি তার গুহা-প্রবেশের দ্বার—নিঃশব্দে ইহাতে প্রবেশ করুন। একবার যদি তাকে মার্‌তে পারেন—তবে আর এ রাজত্ব কোথা যায়—প্রভু গো, আমি তোমার গোলাম।

উদ। আয়, তবে আয়;—আমার গায়ের রক্তটা তেতে উঠ্‌ছে—হাতটা নিস্‌পিস্‌ কচ্চে—ব্যাটার মাথাটা গুঁড়ো করে ফেল্‌ব।

তিল। অহে উদয়—রাজচক্রবর্ত্তী উদয়—সম্ভ্রান্ত কুলপ্রদীপ উদয়—ছ্যাখ—ছ্যাখ—হেথা কি বহুমূল্য রাজপরিচ্ছদ ছ্যাখ—

বর্ব্ব। ছুঁইও না—ছুঁইও না—আরে ও পড়ে থাক্—ছুঁইও না—দূর হোক্।

তিল। অরে ধূর্ত্ত কচ্ছপবাচ্ছা—জানি রে, আমরা জানি—রাজ-পরিধেয় বস্ত্র আমরা চিনি—উদয় হে ছ্যাখ ছ্যাখ—

উদ। তিলক—খোল্ বল্‌চি—আমাকে দে—নৈলে এখনই তোর মুণ্ডুপাত করব।

তিল। না না—এ তোমারি ত—এই নেও।

বর্ব্ব। চুলোয় যাও!—ওগুলো এখন পড়ে থাক্ না—তুচ্ছ কাপড়-চোপড় নিয়ে এত ব্যস্ত ক্যান?—তাকে আগে খুন করো তার পর যা ইচ্ছে হয় করো। একবার যদি জেগে ওঠে ত তুলরাম খেলুয়ে দেবে

এখন—ঘাড়মোড় মুচ্‌ড়ে বাতের ব্যথায় ছট্‌ফট্‌য়ে দেবে—গ্যালো আর কি—সর্ব্বনাশ হল্যো।

উদ। অরে কচ্ছপ—থাম্—থাম্;—তুই এইগুলো নিয়ে যা—আমাদের মদের পিপেটা যেখানে আছে, সেইখানে রেখে আয়।

তিল। নে—হাতে একটুকু খড়িমাটি মাখ্—ব্যাটার হাত ত নয়, যেন ধানসিজনো হাঁড়ির তলা।

বর্ব্ব। আমি ওতে নেই;—মরণ আর কি—মিছেমিছি সময়টা যাচ্চে;—হু ব্যাটা হাবাতের হাতে পড়ে প্রাণটা গেলো।

উদ। ধর্—ধর্—আল্‌গা করে ধরিস্;—নৈলে এখনি তোকে এ দ্বীপ হোতে বহিষ্কৃত করে দেব;—ধর্—এটাও নিয়ে যা—

তিল। তবে এটাও নে।

উদ। এটাও নে যা—

রাক্ষসমূর্ত্তি কতিপয় পরি সঙ্গে লইয়া সুমালীর প্রবেশ
এবং উহাদিগকে বেষ্টন।

বৈজ। বাঁধ্—হাতে পায়ে গলায় লোহার শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধ্, অন্ধকূপের ভিতর নিয়ে যা;—পিছমোড়া করে বাঁধ্, বুকে পিঠে কোঁকে বাত ধর্‌য়ে দে—আর সাপের ফণা ধরে চাদ্দিক্ থেকে চোটাতে আরম্ভ কর্।—পাজি—নেমোখারাম—চোর—ডাকাত ব্যাটারা—নে যা, বেটাদের অন্ধকূপে নে যা।—

[উহাদিগকে লইয়া পরিদিগের প্রস্থান]

সুমা। ঐ—শোন—চীৎকার শোন—

বৈজ আচ্ছা করে্য শাস্তি দেবে, যেন চিরকালের জন্য স্মরণ থাকে।—তুমি আর খানিক ক্ষণ আমার কাছে থাকো; এখন শত্রু সকল হস্তগত হয়েছে—আমারও পরিশ্রমের শেষ হয়ে এসেছে;—আর দণ্ডেক দু দণ্ড পরেই তোমার দাসত্ব মোচন করব।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বৈজয়ন্তের কুটীরের সম্মুখভাগ।

বৈজয়ন্ত এবং সুমালীর প্রবেশ।

বৈজ। অব্যর্থ কুহকমন্ত্র ফলিছে অবাধে ;
আজ্ঞাবহ পরিগণ খাটিতেছে সবে ;
সময় সরলভাবে করিছে গমন ;—
হলো বুঝি এত দিনে ব্রত উদ্‌যাপন ;—
বেলা কত ?

সুমা। দিবাকর অস্তপ্রায়, অপরাহ্ণ শেষ,
যে সময়ে আমাদের শ্রম অবসান
হবে কহেছিলা, প্রভু !

বৈজ। বলেছিনু বটে, যবে উঠাইনু ঝড় ;
সে কথা নিষ্ফল, পরি, হবে না আমার ;
কিন্তু বাপ, বল দেখি কোথায় এখন,
কি ভাবে গুজ্‌রাটপতি সঙ্গিগণ সহ
করিছে সময়ক্ষেপ ?

সুমা। কুটীরের চতুর্দ্দিক্ করিয়া বেষ্টন,
বজ্রাঘাত ঝঞ্ঝাবাত বেগ নিবারিতে,
আছে যে শালের বন, তাহারি ভিতরে
গতিশক্তিহীন;সবে আছে বন্দী হয়ে।
হস্তপদে রজ্জু বাঁধা, বাঁধিয়া যে রূপে
দিয়াছিলা মোর ঠাঁই, আছে সেই ভাবে।
তথায় ভ্রাতার সহ গুজ্‌রাটভূপতি
সঙ্গে তব সহোদর—উন্মাদ হয়েছে।
অনুচরগণ যত, কুণ্ঠিত সকলে,
সশঙ্কিত হয়ে সবে করিছে আক্ষেপ।

নিতান্ত অধীর শোকে সেই বৃদ্ধ নর,
যাঁরে প্রভু সাধু ধন্য প্রচেতা নামেতে
করেছিলা সম্বোধন ;—হেমন্ত ঋতুতে
শিশিরের নীরধারা, শরবনে যথা,
শীষ বয়ে পড়ে ধীরে, শ্মশ্রু বয়ে তাঁর
পড়িতেছে ধীরে ধীরে অশ্রুবিন্দুকণা।

বৈজ। সত্য কি র‍্যা, পরিরাজ ?

সুমা। মানবশরীর হল্যে, আমারো হৃদয়
বিদীর্ণ হইত সেই যাতনা দেখিয়া।

বৈজ। বায়ুর শরীর তোর, সুমালি রে, তুই
তাদের দুঃখেতে এত আর্দ্রচিত্ত হলি ;
আমার স্বজাতি তারা—তাদেরি মতন
শোকে তাপে জ্বলে অঙ্গ—আমি কাঁদিব না ?
আমার মাংসের দেহ বিদীর্ণ হবে না ?
বিস্তর অহিত আর বিস্তর যাতনা
দিয়াছে করেছে তারা অসংখ্য প্রকারে,
ভুলিব সে সমুদায়, করিব মার্জ্জনা।
এ দুরন্ত ভূমণ্ডলে, মানব জাতিতে
ক্ষমাই পরম ধর্ম্ম—পরম দুর্লভ।
অনুতাপে তাপিত যে, তারে দণ্ড দেওয়া
ভ্রান্তমতি মানবের কভু বিধি নয়।—
দেও গে বন্ধন খুলে, যাও হে সুমালি,
কুহক বন্ধন আমি করিনু মোচন,
হবে পুনঃ সচেতন এখনি তাহারা।

সুমা। যাই তবে, এইখানে আনি গে তাদের।

বৈজ। অহে ও পর্ব্বতবাসী পরি যত জন,
ভ্রম যারা পর্ব্বতের নির্ঝরের ধারে,
কাননে, কন্দরে কিম্বা নদনদীতীরে—
অহে পরি যত জন, সমুদ্র-বিলাসী,
সদা রঙ্গ কর যারা সমুদ্রপুলিনে,

তরঙ্গের পাছে পাছে ছুটে ছুটে যাও,
ভাটিয়া তরঙ্গ যবে সাগরে লুকায়,
আবার যখন ছুটে ওঠে সে পুলিনে
তরঙ্গের আগে আগে ছুটিয়ে পালাও !—
গগনবিহারী পরি, নৃত্য কর যারা
মাঠে মাঠে জ্যোৎস্না রেতে, তৃণে রেখা দিয়ে,*
প্রভাতে হরিণী যত আসে সে মাঠেতে
ঘ্রাণ পেয়ে সে তৃণেতে মুখ না পরশে।
তোমরাও, অহে যত, দশ দণ্ড পরে
রজনীতে ভেকছত্র কর প্রস্ফুটিত।—
তোমাদেরি সকলের সাহায্যেতে আমি,—
আমি যে দুর্ব্বল জীব, সামান্য মানব,—
তুলেছি প্রলয় ঝড় দিবা দ্বিপ্রহরে
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডরশ্মি ধূমাচ্ছন্ন করে্য ;—
নীলাম্বর, নীল-অম্বু সাগরের সনে
বাধায়েছি ঘোর রণ ;—ইন্দ্রের বজ্রেতে
জ্বালায়েছি হুতাশন ;—দ্বিখণ্ড করেছি
প্রকাণ্ড শালের কাণ্ড সে বজ্র-আঘাতে—
অস্থির করেছি ধরা বাসুকির শিরে।
উঠায়েছি প্রেতবৃন্দ প্রেতরাজ্য হোতে
মহাশক্তি যাদুমন্ত্রে করে্য আজ্ঞাবহ।
কিন্তু সে দুরন্ত বিদ্যা ত্যজিলাম আজ,
ত্যজিলাম এই দণ্ডে—মুহূর্ত্ত মাত্রেক
আনিতে অমর-বাদ্য জাপিব ইহারে ;
চেতাইতে পুনর্ব্বার মন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত
করিয়াছি যত জনে ;—এখনি তা হবে—

* পূর্ব্বকালে ইংলণ্ডের সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ঐরূপ রেখাসকল পরিদিগের দ্বারা অঙ্কিত হইত ; এবং রজনীযোগে উহারা দলবদ্ধ হইয়া সেই রেখা-সকলের মধ্যে নৃত্য করিত। এই রেখামধ্যস্থিত তৃণ স্পর্শ করিতে কেহ সাহসী হইত না।

পরে খণ্ড করি এই যষ্টি শত ভাগে
গভীর মেদিনীগর্ভে রাখিব পুঁতিয়া;
কুহকের গ্রন্থমালা করিব নিক্ষেপ
অগাধ সাগরজলে।

[গভীর বাদ্যধ্বনি;—উন্মত্তপ্রায় চিত্রধ্বজের সঙ্গে প্রচেতা, এবং তদবস্থ কৃপ ও অনন্তের সঙ্গে ভরত এবং বিজয়কে লইয়া সুমালীর পুনঃপ্রবেশ। বৈজয়ন্ত কর্তৃক অঙ্কিত যাদুরেখার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলের স্তম্ভিতভাবে অবস্থিতি;—তদ্দৃষ্টে বৈজয়ন্তের উক্তি]

বৈজ। গম্ভীর বাদ্যের স্বরে চিত্তের উদ্বেগ
হয় শান্ত অচিরাৎ—অসুস্থ তোমরা
কর শান্ত চিত্তবেগ সে গম্ভীর স্বরে।
কুহক-নিগড়ে বদ্ধ করেছি অচল,
থাক সবে এই স্থানে—থাক দাঁড়াইয়া।
সাধুত্তম প্রচেতা হে, নিরখি তোমায়
আমারো নয়নে ধারা বহে অনর্গল।—
প্রভাত-কিরণে যথা ভাঙে নিশাঘোর
ভাঙিছে যাদুর ঘোর তেমতি এদের,
চেতনার জ্যোতিঃ ক্রমে পশিছে অন্তরে,
ভ্রমে যাহা অন্ধকার ছিল এতক্ষণ।
অহে বন্ধু, রাজভক্ত প্রচেতা প্রবীণ,
দিব শোধ যত ধার ধারি হে তোমার,
কথায়, কার্য্যেতে পারি—অহে চিত্রধ্বজ।
তুমি হে নির্দ্দয় হয়ে বিবিধ যাতনা
দিয়াছ আমায়, আর কন্যারে আমার;
ছিলে তাতে সহযোগী তুমিও হে কৃপ,
তাই হেন মনস্তাপ পাও হে এখন।
অনন্ত রে, তুই সহোদর ভাই হয়ে,
মায়া দয়া একেবারে সকলি ভুলিলি,
দুষ্ট দুরাশার বশ হয়ে দুরাত্মন্।
এখানে আসিয়া পুনঃ কৃপের সংহতি

(এ অসহ্য চিন্তানলে চিত্ত দহে তাই)
মন্ত্রণা করিলি তোর সম্রাটে বধিতে—
তোরেও করিনু ক্ষমা !—এখনো আমায়
চিনিতে নারিছে এরা, একদৃষ্টে আছে !
সুমালি হে, নিয়ে এসো শাণিত কৃপাণ,
নিয়ে এসো গুহা হোতে মাথার মুকুট,
দেখা দিব কঙ্কনের ভূপতির বেশে ;
শীঘ্র আনো, শীঘ্র তব দাসত্ব ঘুচাব ।

গান করিতে করিতে সুমালীর পুনঃপ্রবেশ ।

সুমা । যে কুসুমে মধুপান করে মধুমাছি,
আমিও সে কুসুমের মধুপানে আছি ;
ধুতুরা ফুলেতে শুয়ে সুখেতে ঘুমাই ;
ডাকে যবে দিবা-অন্ধ সুধাংশুরে পাই ;
বাতুলির পৃষ্ঠে চড়ি বেড়াই আকাশে
গ্রীষ্মকালে বিশ্বমাঝে মনের উল্লাসে ;
এবে পুনঃ উড়ে উড়ে কত গীত গাব,
ফুলে ভরা তরুশাখা আনন্দে নাচাব ।

বৈজ । বেশ বাপ, বেশ !—কিন্তু শুন রে সুমালি
অন্তরে বেদনা পাব বিহনে তোমার,
তবু সত্য করিলাম—দাসত্ব ঘুচাব ।
ক্ষণকাল থাক বাপ, অদৃশ্য অমনি,
অই বেশে যাও এবে রাজপোত যথা,
দেখিবে কাণ্ডারী যত, গুল্ম আচ্ছাদিত,
আনো গে তাদের হেথা জাগ্রত করিয়া ;
দেখো, শীঘ্র ফিরে এসো—

সুমা । না পড়িতে দুই বার নিশ্বাস তোমার,
আনিব তাদের হেথা—

[প্রস্থান]

মন্ত্রী। ভয়ঙ্কর দেশ ইহা—অনন্ত যাতনা,
অদ্ভুত, আশ্চর্য্য যত—সকলি এখানে!—
হে বিধাতঃ, কর ত্রাণ এ কুস্থান হোতে।

বৈজ। অহে চিত্রধ্বজরাজ! দেখ চক্ষু মেলি,
বৈজয়ন্ত নরপতি সম্মুখে দাঁড়ায়ে;
কঙ্কনের অধিকারী সেই দুঃখী আমি
যারে দুঃখ দিলে এত—এখনো জীবিত,—
পরিচয় দিতে তার, করি আলিঙ্গন।—
করি আবাহন, আসি কুটীরে আমার
আতিথ্য সৎকার লহ সঙ্গিগণ সহ।

চিত্র। বৈজয়ন্ত হও, কিম্বা হও অন্য কিছু,
মায়ার পুত্তলী মাত্র প্রপঞ্চ অলীক,
দেখিলাম হেথা যত—না পারি বুঝিতে।
কিন্তু শোণিতের স্রোত শরীরীর ন্যায়
বহিছে শরীরে তব;—দেখিয়া তোমায়,
তাও বলি—চিত্তদাহ কমেছে অনেক,
ক্ষিপ্তপ্রায় এতক্ষণ ছিলাম যাহাতে;—
এ যদি যথার্থ হয় অদ্ভুত এ কথা।
দিলাম তোমার রাজ্য ফিরিয়া তোমারে,
ক্ষম দোষ এ মিনতি এখন আমার।
কিন্তু যদি যথার্থ ই বৈজয়ন্ত তুমি,
কিরূপে এখানে এলে? বাঁচিলে কিরূপে?

বৈজ। অহে বন্ধু নরোত্তম, এসো হে অগ্রেতে
করি অই বৃদ্ধদেহে স্নেহ-আলিঙ্গন—
এ জগতে সাধু নাই তুলনা তোমার।

মন্ত্রী। কি আশ্চর্য্য!—
সত্য, কি প্রপঞ্চ, ইহা বুঝিতে না পারি।

বৈজ। এখনো এ মায়াময় দ্বীপের প্রভাবে
ভ্রমে অন্ধ আছ সবে,—অপ্রত্যয় তাই
করিতেছ অসংশয়ে সংশয় ভাবিয়া।—

এসো হে বান্ধবগণ, প্রবেশ কুটীরে।
(জনান্তিকে রূপ ও অনন্তের প্রতি)
তোমরাও এসো—অহে, তোমা দোঁহাকারে
ইচ্ছা হল্যে এই দণ্ডে পারি দণ্ড দিতে ;
রাজদ্রোহী অপরাধে অখণ্ড্য প্রমাণে,
ভূপতির কোপানলে পারি নিক্ষেপিতে।
মিথ্যা কথা চাতুরীর সময় এ নয়,
ক্যামন হে, সত্য কি না ?

রূপ। (স্বগত) এ ব্যাটা মানব নয়—মায়াবী রাক্ষস।
নতুবা মনের কথা জানিল কিরূপে ?

বৈজ। মিথ্যা নয়, বুঝেছি তা ;—অরে ও চণ্ডাল,
সোদর বলিতে তোরে জিহ্বা দগ্ধ হয়,
তোরও গুরু অপরাধ করিনু মার্জ্জনা ;—
এখন আমার রাজ্য ফিরে দে আমায়,
ভেবে দেখ্ দিতে হবে, এবে নিরুপায়।

চিত্র। বৈজয়ন্ত, যদি তুমি কহ বিবরণ
কিরূপে বাঁচিলে প্রাণে ?—ভেটিলে কিরূপে
আমাদের সঙ্গে হেথা কহ বিস্তারিয়া ;
হবে না'কো দণ্ড ছয়, তরী ভগ্ন হয়ে
পড়িছি এ দেশে মোরা—হারায়েছি হায় !
(স্মরিতে বিদরে বুক সে দারুণ কথা)
প্রিয়তম প্রাণাধিক বসন্ত কুমারে।

বৈজ। হায়! কি দুঃখের কথা!

চিত্র। বৈজয়ন্ত! জন্মশোধ গিয়াছে ফুরায়ে
জীবনের যত সাধ—ফিরিবার নয়।
সে জ্বালা জুড়াতে স্থান নাহি ভূমণ্ডলে।

বৈজ। চিত্রধ্বজ! আমিও হে তোমার মতন
হয়েছি জীবনশূন্য তনয়া হারায়ে।
কিন্তু ক'রে আরাধনা, শান্তির প্রসাদে
শীতল করেছি দগ্ধ তাপিত হৃদয়ে ;—
বুঝি তুমি করো নাই আরাধনা তাঁর।

চিত্র। কি বলিলে বৈজয়ন্ত ?—কন্যা হারায়েছ ?
হায় রে বিধাতঃ, হায় !—কি নিষ্ঠুর তুই !
আমি কেন না ডুবিনু ? বাঁচিল না তারা ?
রাজা রাণী হতো আজ গুজ্‌রাট নগরে
থাকিত যদ্যপি দোঁহে !—কবে হারায়েছ
অহে, দুহিতা তোমার ?

বৈজ। এই ঝড়ে।—
দেখিতেছি এরা সবে হতচিত্ত হয়ে,
করিছে বিস্ময়জ্ঞান সহসা মিলনে,
ভাবিছে নয়নে যাহা করিছে দর্শন
নয়নের ভ্রম তাহা। বদনের স্বর
আপনার বাক্য কি না, ভাবিয়ে অস্থির।
অহে মতিভ্রান্তগণ, বৈজয়ন্ত আমি,
সেই কঙ্কনের পতি, তোমরা যাহারে
করেছিলে দেশত্যাগী কঙ্কন হইতে;
আশ্চর্য্য দৈবের শক্তি, পেয়ে পরিত্রাণ
দুরন্ত সাগর হতে, এসেছি এ দেশে
রাজত্ব করিতে এই জনশূন্য দ্বীপে।
পশ্চাতে বলিব সব, সময় এ নয়,
এক দিনে সে আখ্যানো হবে না'কো শেষ;
এখন প্রবেশ সবে কুটীর ভিতরে—
রাজ-অট্টালিকা এই এখন আমার,
দাস দাসী নাহি হেথা, প্রজাও বিরল।
যথাসাধ্য সমাপিব অতিথি সৎকার;—
গুজ্‌রাটভূপতি, তুমি রাজ্য ফিরে দিলে,
আমিও কিঞ্চিৎ দিব বিনিময়ে তার;
অথবা যেরূপ তৃপ্ত করিলে আমায়,
রাজ্য দিয়ে পুনর্ব্বার—আমিও তেমতি,
করিব তোমায় তৃপ্ত আশ্চর্য্য দেখায়ে।

(গুহার দ্বারোদ্‌ঘাটন এবং দাবাক্রীড়ারত নলিনী ও বসন্তকে সন্দর্শন)

নলি। প্রাণনাথ! ফাঁকি দিলে?

বস। না প্রেয়সি, না—ব্রহ্মাণ্ড পেলেও নয়।

নলি। ব্রহ্মাণ্ড ত দূরে থাক্, দশটি রাজ্য পেলে,
যুদ্ধ-বিগ্রহেতে নাথ, নিরস্ত হবে না;—

চিত্র। এ যদি অসত্য হয়, পুনরায় তবে
পাব আমি পুত্রশোক—মরিবে তা হলে্য
এক পুত্র দুই বার।

রূপ। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য!—অসম্ভব!—কখনো সে নয়

বস। মিথ্যা তবে জলধিরে শাপান্ত করিনু,
বিভীষিকা দেখাইলা সমুদ্র আমায়।
আহা শান্ত বারিনিধি প্রশান্ত হৃদয়!

(পিতার চরণে প্রণত)

চিত্র। ওঠো পুত্র, ওঠো বাপ, করি আশীর্ব্বাদ
চিরসুখে সুখী হও।

নলি। ও মা, ও মা—এ কি দেখি!—অপরূপরূপ
এত প্রাণী কোথা থেকে আইল এখানে!
আহা, কি লাবণ্যছটা!—মানব এমন
সুন্দর আকৃতি, তা তো স্বপ্নেও জানি নে।
ধন্য ভাগ্যবতী ধরা, নিবাসে যেখানে
এহেন সুন্দর জীব!—অতি রম্য স্থান
সেই নবীন পৃথিবী।

বৈজ্ঞ। হা রে পাগলিনী মেয়ে! নবীন পৃথিবী
তোমারি নিকটে শুধু।

চিত্র। হ্যাঁ বসন্ত! যাঁর সঙ্গে ক্রীড়ারত ছিলে,
ও রমণী কোন্ জন—মানবী না দেবী?
ওঁরি আশীর্ব্বাদে পুনঃ হলো কি সাক্ষাৎ?
হবে না'কো প্রহরেক পড়েছ এ দেশে,
এরি মধ্যে এত গাঢ় জন্মেছে প্রণয়?

বস। দেবী নয়, মানবী গো,—ইঁহারি নন্দিনী—
ইনিই কঙ্কনপতি, সুখ্যাতি যাঁহার

শুনিতাম জনরবে, চক্ষে দেখি নাই।
দৈবগুণে এ রমণী আমারি এখন ;—
করিয়াছি মনোনীত না করো জিজ্ঞাসা,
জিজ্ঞাসা করিতে আশা ছিল না যখন,
ভেবেছিনু যে সময়ে হারায়েছি পিতা।—
প্রাণদান দিয়াছেন ইনিই আমার,
কন্যাদানে হয়েছেন পিতার সমান।

মন্ত্রী। এত ক্ষণ মনে মনে আহ্লাদে রোদন
করিতেছিলাম তাই বাক্য নাই মুখে,
নতুবা কল্যাণ আমি করিতামি আগে।
হে ত্রিদিববাসিগণ, কটাক্ষ করিয়া
রাখ সুখে এ দোঁহারে—কর চিরজীবী।
তোমাদেরি নিয়োজিত ভবিতব্য বলে
একত্রেতে সমাগত হয়েছি সকলে।

চিত্র। তথাস্তু—তথাস্তু, মন্ত্রি!

মন্ত্রী। কঙ্কনভূপতি ত্যক্ত কঙ্কন হইতে
হল্যো কি ইহারি জন্যে?—গুজরাট নগরে,
হবে বল্যো অধিকারী বংশাবলী তাঁর?
কি আনন্দ!—কি আনন্দ!—হীরার অক্ষরে
লেখা থাক্ এ আখ্যান পাষাণে গ্রথিত—
"যে যাত্রায় কলাবতী সিংহলে মহিষী,
বসন্ত তাঁহার ভ্রাতা হয়ে নিরুদ্দেশ
করিল রমণীলাভ কষ্টের প্রবাসে;
জনশূন্য দ্বীপমাঝে, দৈবশক্তিবলে
বৈজয়ন্ত হারা রাজ্য পাইল আবার।"—
আমরাও যত জন প্রাণে প্রাণে বেঁচে
হইলাম যে যেমন ছিলাম পূর্ব্বেতে।

চিত্র। এসো মা, এ দিকে এসো—এসো পুত্র এসো;
আশীর্ব্বাদ করি দোঁহে, চিরজীবী হও;—

এ আনন্দে আনন্দিত যে না হবে আজ,
জন্ম জন্ম নিরানন্দ থাকে যেন তার।

মন্ত্রী। তথাস্তু—তথাস্তু!

দাড়ি মাঝিদের লইয়া সুমালীর পুনঃপ্রবেশ।

দেখুন মহারাজ, ও দিকে দেখুন—এরা কোত্থেকে! অরে ব্যাটা পাজি, জাহাজের উপর যে বড় গলাবাজী কচ্ছিলি—মাটিতে পা দিয়ে যে এখন আর মুখে কথাটি নেই।—খপর কি বল্?

মাঝি। প্রথম সুখপর এই যে, মহারাজ এবং তাঁহার সঙ্গিগণকে নিরাপদে দেখছি;—তার পর এই যে জাহাজখানি—যাহা ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে মনে করেছিলুম যে, ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে, এখনও নিটুট আছে—একগাছি দড়াও আল্‌গা হয় নি—দেশ থেকে ছাড়্‌বার সময় যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনিটিই আছে।

সুমা। (জনান্তিকে) প্রভু দেখুন—আমি গিয়ে কত কাজ করেছি।

বৈজ। বেশ বাবা—বেশ।

চিত্র। এ সকল ভৌতিক ব্যাপার, স্বাভাবিক নয়, ক্রমশঃ দেখ্‌চি আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য বাড়্‌চে। তার পর এখানে কিরূপে এলি?

সঃ দাঁ। আমি স্পষ্ট সজাগ ছিলুম, এমন যদি বুঝতে পাত্তুম, তা হল্যে মহারাজকে সব ভেঙে বল্‌তুম; কিন্তু আমরা যেন ঘুমের ঘোরে মড়ার মতন হয়ে কতকগুলো খড় চাপা পড়েছিলুম (ক্যামন কর্য়ে যে তার ভেত্তর সেঁধুলুম বল্‌তে পারি নে;) কিন্তু তেম্‌নি হয়ে পড়েছিলুম; তার পর এই খানিকক্ষণ হল্যো চাদ্দিক থেকে একবারে চীৎকার, কান্না, শিখ্‌লির ঝন্‌ঝনি, আর নূতনতর কত যে ভয়ানক শব্দ হত্যে লাগ্‌ল, তাতেই ঘুম ভেঙে দেখি যে, হাতের পায়ের বাঁদন খুলে গেছে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের চাঁচাছোলা চক্‌চকে জাহাজখানি দেখ্‌তে পেলুম; মাজির পো তাই না দেখে হাত পা তুলে নাচ্‌তে আরম্ভ কল্লে। তার পর চকের পাতা ফেল্‌তে না ফেল্‌তে যেন ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখ্‌তে দেখ্‌তে এইখানে এসে উপস্থিত হয়েছি।

সুমা। (জনান্তিকে) প্রভু গো, ভাল হয় নি।

বৈজ্ঞ। বেশ হয়েছে, অতি পরিপাটী হয়েছে ; অতি সত্বরেই তোমার দাসত্ব মোচন কর্‌ব।

চিত্র। এমন আশ্চর্য্য ত কখন দেখিও না, শুনিও না ; এ ত স্বাভাবিক ব্যাপার বল্যে বোধ হয় না। আকাশবাণী না হল্যে ত এর নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই বোঝা যাবে না।

বৈজ্ঞ। মহারাজ, এই সব আশ্চর্য্য ব্যাপার ভেবে ভেবে বিভ্রান্ত হবেন না ; সাবকাশ মতে অতি শীঘ্রই আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ করব, তখন বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে, এ সকলি সম্ভব—কিছুই অসম্ভব নয়। এক্ষণে নিরুদ্বেগ, প্রফুল্লচিত্ত হউন, এবং যে কিছু ঘটনা হয়েছে, ইষ্টসাধনের জন্যই হয়েছে জ্ঞান করুন। (জনান্তিকে) সুমালি! এ দিকে এসো ;—বর্ব্বট এবং তার সঙ্গীদের বন্ধন মোচন করে দেও গে।—মহারাজের কোন অসুখ হচ্চে না ত ? আপনকার অনুচরদের মধ্যে এখনও দু এক জন বাকি আছে, স্মরণ হচ্চে না কি ?

বর্ব্বট, উদয় এবং তিলককে লইয়া সুমালীর পুনঃপ্রবেশ।

উদ। লোকে আমার আমার করে্য কেনই মরে ; সবাই যেন পরের জন্যেই ভাবে—আপনার জন্যে ভাববার কোন প্রয়োজন নেই—কপালই মূল। বাবা জানোয়ার—তুই কি বলিস!

তিল। এই যদি আমার ঘাড়, আর এই আমার গর্দ্দান হয়, তবে যা দেখ্‌ছি, তা ত বড় মন্দ নয়।

বর্ব্ব। ও আমার মায়ের বাপ! বাস্‌ রে বাস্‌—উঃ! কি বড় বড় পরি—ক্যামন সুশ্রী, আমার মনিবও ত কম নয়। কিন্তু ভয় হচ্চে, পাছে আবার বাত ধর্‌য়ে দেয়।

উদ। কি গো অনন্তদেব—বলেন কি—এ দিকে দেখেছেন—এমন জিনিস কি কড়িতে কিন্‌তে মেলে।

অন। তাই ত—এটা কচ্ছপও নয়, মানুষও নয় ;—বাজারে নিয়ে গেলে বেচ্‌তে পারা যায়—তার আর ভুল নাই।

বৈজ্ঞ। এদের চাপটাপগুলো ভাল করে দেখুন, তা হল্যেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন।—কিন্তু এই ব্যাটা—এই কিম্ভূতকিমাকার ভূতটা—আমারি লোক—ওর মা বেটা ঘোর ডাইনী ছিল, জোয়ারভাটা এবং চন্দ্রের উদয়

অভ্যুদয়, আপনার আজ্ঞাধীন করে তুলেছিল। এই ক ব্যাটায় মিলে আমার বিস্তর দ্রব্যাদি অপহরণ করেছে, এবং এই নচ্ছার পাজিটা আমায় মার্‌বার জন্যে ওদের সঙ্গে একজুটী হয়ে কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল।

বর্ব্ব। (স্বগত) যা, এইবার প্রাণটা গেলো!—যত ব্যাটা পরিকে দিয়ে আমার হাড়গুলো থুর্‌বে দেখ্‌ছি।

চিত্র। এ কে—আমার ভাণ্ডারী উদয় মাতাল না?

অন। এখনও মদে চুর্‌চুরে রয়েছে—মদ পেলে কোথায়? অরে, তোদের এ দশা কোত্থেকে ঘট্‌ল!

তিল। আর কোত্থেকে! মাথাটা যে মাথায় আছে, এই ঢের।

রূপ। অরে উদয়—তোর কি?

উদ। আর কি! গায়ের মাস গায়েই যে আছে, এই আমার বাপের ভাগ্যি।

বৈজ। তুই এই দেশের রাজা হবি নে?

উদ। আর কাজ নেই মশাই! যা হয়েছি, তারই ঘা সুধ্‌রতে এখন কদ্দিন যাবে। তোমার দুটো পায়ে চারটে গড়—বাপ।

বৈজ। ব্যাটার বাইরেও যেমন, ভেতরেও তেম্‌নি;—যা ব্যাটা যা, এই দুজনকে নিয়ে কুটীরটি ভালো করো ঝেড়েঝুড়ে সাজ্‌য়ে রাখ্‌ গে—ভাল চাস্‌ ত যা।

বর্ব্ব। এক্ষণি যাচ্চি—এমন কর্ম্ম আর কর্‌ব না। ঘাট হয়েছে, দোহাই তোমার—আমায় মাপ করো!—আমার মতন গাধা কি আর দুটি আছে, এই মাতালটাকে দেবতা ভেবেছিলুম—আর এই ভাঁড়টাকে পূজো করবার উজ্জুগ্‌ করেছিলুম।—ছি ছি—ধিক্‌ থাক্‌—আমাকে ধিক্‌ থাক্‌।

বৈজ। যা, শীগ্‌গির যা।

চিত্র। যা, তোরাও যা, দ্রব্যসামগ্রী যেখানকার যা এনেছিস্‌, রেখে দিগে যা।

উদয়। আনি নি বড়—সাত্‌ই করেছি।

[বর্ব্বট, তিলক এবং উদয়ের প্রস্থান]

বৈজ। মহারাজ, অনুগ্রহ করে্য সহচরবর্গের সঙ্গে একবার আমার কুটীরে পদার্পণ করুন;—অদ্য রাত্রি তথায় বিশ্রাম করে্য শ্রান্তি দূর করুন।

আমি দেশত্যাগী হবার পর এই দ্বীপে আসা অবধি যে সকল ঘটনা হয়েছে, সমুদয় বিবৃত করো্যে কৌতুকে কালাতিপাত করাব। কল্য প্রাতে আপনকার জাহাজের নিকট লয়ে যাবো; পরে আপনাকে গুজ্‌রাটে অবতরণ করো্যে দিয়ে কঙ্কনে প্রত্যাগমন করব।—এখন আমার আর অন্য বাসনা নাই, কেবল গুজ্‌রাটে এঁদের দুজনের বিবাহোৎসব সমাধানান্তে কঙ্কনে গিয়ে পরকালের চিন্তায় কালাতিপাত করি, এই আমার বাসনা।

চিত্র। তোমার জীবনবৃত্তান্ত অতি কৌতুকাবহ হবে, তার সন্দেহ নাই।

বৈজ। আমি আদ্যোপান্ত সমুদয় শ্রবণ করাব এবং নির্ব্বিঘ্নে সকলকে স্বদেশে প্রত্যানয়ন করব—দেখবেন সমুদ্র সুস্থির থাক্‌বে—সুবায়ু সঞ্চালিত হবে—জাহাজখানি বায়ুমুখে নির্ব্বিঘ্নে অতি দ্রুত গমন করতে থাক্‌বে।

(জনান্তিকে) সুমালি। বাপ আমার। দেখো বাপ, তোমার এই ভার ;—এই কাজটি শেষ করো্যে, তার পর আকাশ পাতাল যেখানে খুসি উড়ে যেইও—তোমার দাসত্ব মোচন কল্লাম—আশীর্ব্বাদ করি, সুখে থাক।—আসুন, আপনারা আসুন।

[সকলের প্রস্থান]

যবনিকা পতন।

কবিতাবলী

[১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম খণ্ড ও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম প্রকাশিত]

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয় - সাহিত্য - পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা-৬
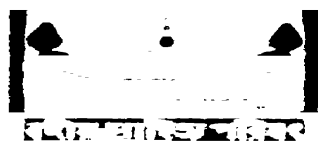
ভূমিকা

অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার 'কবি হেমচন্দ্র' পুস্তকের "উপক্রমণিকা"য় বলিয়াছেন :—

> হেমবাবুর জন্ম-সময়ে (৬ই বৈশাখ, ১২৪৫ সালে) কোন কিছু ভাঙ্গিতে পারিলেই কৃতবিদ্য আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। সমাজ ভাঙ্গিতে হইবে, ধর্ম্ম ভাঙ্গিতে হইবে, প্রথা ভাঙ্গিতে হইবে, চরিত্র ভাঙ্গিতে হইবে, সদাচার ভাঙ্গিতে হইবে। এমন কি, অনাচারে, অত্যাচারে স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া, অকালে কালস্রোতে ডুবিতে পারাও যেন সেই সময়ে গৌরবের বিষয় বলিয়া ধারণা হইত। আর এখন, হেমবাবুর মৃত্যু-সময়ে (১৩১০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ) বোধ হয়, যেন সিকস্তির পর একটু পয়স্তি হইতেছে। ভাঙ্গনের পর যেন একটু অন্য দিকে গড়নের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই ভাঙ্গন-গড়নের মাঝ-খানে হেমবাবুর জীবন।...তাঁহার কবিতাতেও এই ভাঙ্গন-গড়ন...অনুস্যূত আছে।

'কবিতাবলী'তে বিশেষ করিয়া এই ভাঙন-গড়নের বিচিত্র লীলা দেখিতে পাই। 'কবিতাবলী'র কবিতাগুলির জন্ম যেমন বিচিত্র, একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশও ততোধিক বিচিত্র। সেগুলির প্রকাশক্রম পরিবর্তিত এবং পাঠ পরিবর্ধিত ও পরিত্যক্ত হইয়া 'কবিতাবলী'র (১ম খণ্ড) সূচীপত্র বিভিন্ন সংস্করণে যে কত বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

'কবিতাবলী'র সূত্রপাত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায়, ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ১৭ মাঘের সংখ্যায় হেমচন্দ্রের "হতাশের আক্ষেপ" প্রকাশে। এই সময়ে নানা হাত ঘুরিয়া গবর্মেণ্ট-আশ্রিত এই পত্রিকাটি মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইতে থাকে। এই পত্রিকায় কবিতা-প্রকাশের রীতি ছিল না। ভূদেব সম্পাদক হওয়ার পরেও কয়েক সংখ্যায় কোনও কবিতা ছিল না। ভূদেবের দ্বিতীয় জামাতা উত্তরপাড়া-নিবাসী হাইকোর্টের উকিল বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হেমচন্দ্রের কাব্যের ভক্ত ছিলেন, এই সূত্রে উভয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে। বামাচরণের যত্নে ও উৎসাহে ভূদেব শেষ পর্যন্ত 'এডুকেশন গেজেটে' কবিতা ছাপিতে রাজী হন এবং ১৭ মাঘ, ১২৭৫ তারিখের পত্রেই ঘোষণা করা হয়—"এখন হইতে পত্রে লব্ধনামা সুলেখকগণের রচিত পদ্য প্রকাশিত হইবে।" সেই

সংখ্যাতেই হেমচন্দ্রের "হতাশের আক্ষেপ" বাহির হয়। ১২৭৭ বঙ্গাব্দে (১৮৭০) 'কবিতাবলী'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশ পর্যন্ত 'এডুকেশন গেজেটে' উহার সর্বসমেত চৌদ্দটি কবিতার মধ্যে মোট তেরটি এই এই তারিখে বাহির হয় :—

১।	হতাশের আক্ষেপ	১২৭৫	১৭ মাঘ
২।	জীবন-সঙ্গীত	"	২ ফাল্গুন
৩।	বিধবা [বিধবা রমণী]	"	১৬ ফাল্গুন
৪।	যমুনাতটে	"	২৮ চৈত্র
৫।	কোন একটি পাখীর প্রতি	১২৭৬	২৬ বৈশাখ
৬।	লজ্জাবতী [লজ্জাবতী লতা]	"	১৬ শ্রাবণ
৭।	মদন-পারিজাত	{ "	২৭ চৈত্র
		১২৭৭	৩ বৈশাখ
৮।	জীবন-মরীচিকা	"	৩০ "
৯।	ভারত-বিলাপ	"	২৮ জ্যৈষ্ঠ
১০।	প্রিয়তমার প্রতি	"	২৫ আষাঢ়
১১।	ভারত-সঙ্গীত	"	৭ শ্রাবণ
১২।	গঙ্গার উৎপত্তি	"	৫ কার্তিক
১৩।	ভরত পক্ষীর প্রতি [চাতক পক্ষীর প্রতি]	"	২৬ কার্তিক

১২৭৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা 'অবোধ-বন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত "ইন্দ্রের সুধাপান" কবিতাটি উপরের তেরটি কবিতার গোড়ায় যোজিত হইয়া 'কবিতাবলী'র সূচী প্রস্তুত হয়। [ ]-এ প্রদত্ত পরিবর্তিত নামগুলি পুস্তকে দেওয়া হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭৯। আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

> কবিতাবলী। / শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় / প্রণীত। / শ্রীবামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় / কর্তৃক / এডুকেশন গেজেট ও অবোধবন্ধু হইতে / পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / কলিকাতা। / শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে / ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। / সন ১২৭৭ সাল।

বেঙ্গল লাইব্রেরিতে বই দাখিল করিবার তারিখ ২১ নবেম্বর ১৮৭০— ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ৭ অগ্রহায়ণ।

'কবিতাবলী' প্রকাশ-প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র সরকার অনেক কৌতুকাবহ খবর দিয়াছেন :—

> এই পদ্যগুলি ভূদেব-পরিচালিত এডুকেশন গেজেটের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া স্থানে স্থানে কবির লেখা কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছিল। ৭৭ সালের

প্রথম হইতে কবি জাতীয় জীবন পরিচালনে বদ্ধ-পরিকর। প্রসিদ্ধ "ভারত-সঙ্গীত" বোধ করি, ৭৭ সালের প্রথমেই প্রেরিত হইয়া থাকিবে। এরূপ পদ্য প্রকাশিত করিতে ভূদেববাবু হেমচন্দ্রকে নিরস্ত করেন। কবি, কোন উত্তর না দিয়া "ভারত-বিলাপ" লিখিলেন। তাহাতে আক্ষেপ করিলেন :—

"ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার ;"

কবির আক্ষেপে সম্পাদকও আক্ষিপ্ত হইয়া "ভারত-সঙ্গীত" প্রকাশিত করিলেন। তখন ভারত-সঙ্গীতের শীর্ষস্থলে, "ভারতবর্ষে যখন মোগল বাদসাহদিগের" ইত্যাদি কৈফিয়ৎ ছিল না। কবিতার মধ্যেই শিবজীর নাম ছিল—এখন নাই।

"শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলি
শিবজি, নয়নে হানিয়ে বিজলি"—

এইরূপ ছিল। এই পদ্য প্রকাশিত হওয়ার পর মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সে সকল কথা পরে বলিতেছি। সরকার বাহাদুর বিশেষ করিয়া এই পদ্যটির অনুবাদ করাইলেন। অনুবাদক রবিন্‌সন যবন শব্দের অনুবাদে লিখিলেন foreigner, আর শিবজীর স্থানে লিখিলেন Sewji. ছোটলাট বাহাদুর স্বহস্তে পত্র লিখিয়া ভূদেববাবুর কৈফিয়ৎ তলব করিলেন,—কেন এমন পদ্য এডুকেশন গেজেটে ছাপা হয়? ভূদেববাবু বলিলেন, প্রকাশিত না করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কবিতাতে ঐতিহাসিক ভারতবাসীর এক সময়ের মনের ভাব সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার উপর কবিতাটি বড় সুন্দর, এমন কবিতা প্রেরিতস্তম্ভে স্থান দেওয়া যে মন্দ, তাহা কিরূপে বুঝিব? Shivajiর নাম কবিতাতে স্পষ্ট আছে, অনুবাদক Sewji করিয়া গোল করিয়াছেন। বিশেষ, যবন শব্দে মুসলমান; অনুবাদক foreigner করিয়া আরও গোল বাড়াইয়াছেন। এই কৈফিয়তে গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইলেন,—তবে অনুবাদক বেচারাকে ক্রটি-স্বীকার করিতে হইল।—'কবি হেমচন্দ্র', ২য় মুদ্রণ, পৃ. ৯-১০

সুতরাং দ্বিতীয় সংস্করণে "ভারত-সঙ্গীত" কবিতাটি বর্জ্জিত হয়। এই সংস্করণও বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহির করেন ১২৭৮ সালে। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৪। ইহাতে 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত নিম্নলিখিত কবিতাগুলি নূতন সংযোজিত হয়। নামসহ প্রকাশের তারিখ পাশে পাশে দেওয়া হইল :—

১।	পদ্মের মৃণাল	১২৭৭	৬ ফাল্গুন
২।	প্রলয়	১২৭৮	১০ আষাঢ়
৩।	উন্মাদিনী	„	৬ শ্রাবণ
৪।	অশোকতরু	„	১০ ভাদ্র
৫।	কুলীন কন্যাগণের আক্ষেপ	„	২৪ „
৬।	ভারত-কামিনী	„	৩১ „

"কুলীন কন্যাগণের আক্ষেপ"-এর নাম পুস্তকে "কুলীনমহিলা-বিলাপ" করা হয়। 'বীরবাহু' কাব্যের আরম্ভাংশও "প্রভাত কাল" শিরোনামায় দ্বিতীয় সংস্করণে যুক্ত হয়। প্রথম সংস্করণের "ভারত-সঙ্গীত" বাদে ১৩টি ও "প্রভাত কাল" সহ উপরের ৬টি দ্বিতীয় সংস্করণে মোট এই ২০টি কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়।

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন হেমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হাইকোর্টের উকিল শ্রীউমাকালী মুখোপাধ্যায় ১২৮৩ বঙ্গাব্দে। পুস্তকের নাম দেওয়া হয়—'কবিতাবলী। (সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত)', পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২১৯। ইহাতে দ্বিতীয় সংস্করণের "প্রভাত কাল" কবিতাটিকে বাদ দিয়া নিম্নলিখিত ১৩টি কবিতা যোগ করিয়া মোট ৩২টি কবিতা দাঁড়ায়, কবিতাগুলির নামের পাশে প্রথম প্রকাশের স্থান ও কালও দেওয়া হইল ঃ—

১।	ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পূজা	বঙ্গদর্শন	১২৭৯ পৌষ
২।	দেবনিদ্রা (অসম্পূর্ণ)	„	„ ভাদ্র
৩।	পরশমণি	„	„ মাঘ
৪।	কমল-বিলাসী	„	১২৮১ আষাঢ়
৫।	ভারতভিক্ষা (একেবারে পুস্তিকাকারে), ১২৮২ সাল, ১৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫, পৃ. ১৮		
৬।	অন্নদার শিবপূজা	বঙ্গদর্শন	১২৮০ জ্যৈষ্ঠ
৭।	ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার	„	„ চৈত্র
৮।	এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী	„	১২৮১ আশ্বিন
৯।	দুর্গোৎসব	„	১২৮০ আশ্বিন
১০।	[মধুসূদনের] স্বর্গারোহণ	„	১২৮০ ভাদ্র
১১।	সুহৃৎ-সমাগম [সুহৃৎ-সঙ্গম]	„	১২৮২ অগ্রহায়ণ
১২।	কামিনী-কুসুম	„	১২৮৯ বৈশাখ
১৩।	কাল-চক্র	এডুকেশন গেজেট	১২৭৮ ২৬ ফাল্গুন

নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিতরণের জন্য তৃতীয় সংস্করণের কয়েকটি পুস্তকের শেষে "ভারত-সঙ্গীত" ও "তুষানল" এই দুইটি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছিল। "তুষানল" তৎপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ পরে ১৩২৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশ করেন। আমরা পরিষৎ-সংস্করণে সেখান হইতেই কবিতাটি সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

'কবিতাবলী' প্রথম ভাগ পঞ্চম সংস্করণ "বিদ্যালয়-পাঠ্য" এইরূপ চিহ্নিত হইয়া ১২৮৭ বঙ্গাব্দে (পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৬৮) বাহির হয়। তাহাতে পরিষৎ-সংস্করণের ক্রমহিসাবে "ভারত-সঙ্গীত" পর্যন্ত ২৫টি কবিতা প্রকাশিত হয়। সূচীপত্রে "স্কুলপাঠ্যের অনুপযোগী কয়েকটী বিষয় এবার পরিত্যক্ত হইল।" বলিয়া মুদ্রিত ছিল। শেষে আরও নয়টি কবিতা দিয়া বর্ধিত আকারে এই সংস্করণই প্রচার করা হয়। ইহাতে তৃতীয় সংস্করণের ৩২টি ছাড়া "কুহুস্বর" ও "ভারত-সঙ্গীত" যুক্ত হইয়া মোট ৩৪টি কবিতা দাঁড়ায়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৮। আমরা পরিষৎ-সংস্করণে এইটিকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছি। ইহার ৩৪টি কবিতার সহিত "তুষানল" যোগ করিয়া পরিষৎ-সংস্করণে প্রথম ভাগে মোট ৩৫টি কবিতা দাঁড়াইয়াছে। "কুহুস্বর" কবিতাটি সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'র ১২৮৪ আষাঢ় সংখ্যায় "ভুলো না ও কুহুস্বর,—ভুলো না আমায়" নামে বাহির হয়।

"বিদ্যালয়-পাঠ্য" 'কবিতাবলী'র দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১২৯৭ সালে।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবিতাবলী' "First Edition (Revised)" প্রকাশ করেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কবিতা নির্বাচন করেন। নিম্নলিখিত কবিতাগুলি ইহাতে স্থান পায় :—

১। যমুনাতটে ২। পদ্মের মৃণাল ৩। জীবন-সঙ্গীত ৪। লজ্জাবতী লতা ৫। জীবন-মরীচিকা ৬। অশোক-তরু ৭। চাতক পক্ষীর প্রতি ৮। পরশ-মণি ৯। গঙ্গার উৎপত্তি ১০। চিন্তাকুল যুবা ১১। শচী বিলাপ ১২। কাশী-দৃশ্য ১৩। বৃত্রাসুর বধ ১৪। শিশুর হাসি ১৫। আশাকানন ১৬। স্বর্গারোহণ ১৭। দধীচির অস্থিদান ১৮। সতীশূন্য কৈলাস।

উপরের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর হেমচন্দ্রের যাবতীয় কাব্যগ্রন্থ হইতেই এই নির্বাচন করিয়াছিলেন, শুধু

'কবিতাবলী' হইতে নয়। অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রকাশিত 'কবিতাবলী'র একটি সংস্করণ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২।০ + ১২০। "উপক্রমণিকা" ৩২ পাতা ধরিয়া বাংলা কাব্য-অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা আছে। ১৮৯৮ সনের সংস্করণের অধিক ইহাতে নিম্নলিখিত ৭টি কবিতা দেওয়া হইয়াছে :—

১। ছায়াময়ী ২। আলোক ৩। জন্মভূমি ৪। ধনবান ৫। ইন্দ্রের কৈলাস যাত্রা ৬। দেবগণের মন্ত্রণা ৭। বিভু কি দশা হবে আমার।

'কবিতাবলী' দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হয় ১২৮৬ সালে। ইহার একটিমাত্র সংস্করণ দেখিয়াছি। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭৭। আখ্যাপত্রটি এই :—

কবিতাবলী / দ্বিতীয় খণ্ড। / শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় / প্রণীত। / প্রথম সংস্করণ। / "The soul is dead that slumbers." / *Longfellow.* / কলিকাতা। / ৩৫ বেনিয়াটোলা লেন, পটলডাঙ্গা, / রায় যন্ত্রে, / শ্রীবিপিন বিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত, / এবং / ১৪ কালেজ স্কোয়ার, রায় প্রেস্ ডিপজিটরীতে / প্রকাশিত। / ১২৮৬ সাল।

বেঙ্গল লাইব্রেরিতে দাখিল করার তারিখ ১ জানুয়ারি ১৮৮০। ইহাতে কোনও সূচীপত্র নাই। আমরা এই একমাত্র সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ করিয়াছি।

হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' সম্পর্কে বিরুদ্ধে ও স্বপক্ষে বহু আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, ইংরেজী কাব্যের ধারা ধরিয়া নানা বিষয়ের অবতারণা করিয়া তিনি বাংলার তদানীন্তন কাব্য-সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটাইয়াছেন এবং আমাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়াছেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'কবিতাবলী'র প্রথম প্রকাশের পরেই 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'-এর সমালোচক সর্বপ্রথম স্বীকার করেন—

> These poetical pieces are amongst the best specimens of Bengali poetry we have recently seen. The versification is nearly faultless, the sentiments are not always commonplace, and the imagery shows good taste in the writer.

মধুসূদনের বিয়োগ-শোকপ্রকাশ করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকে রাজটীকা পরাইয়া দেন ১২৮০ সালের (ইং ১৮৭৩) ভাদ্রের 'বঙ্গদর্শনে'— "মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক।"

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মনস্বী রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা'য় স্বীকার করেন—

> এক্ষণকার কবিদিগের মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ দ্বারা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার রচিত ভারত-সঙ্গীত অতি চমৎকার। উহা স্বদেশ-প্রেমাগ্নিতে চিত্তকে একেবারে প্রজ্বলিত করিয়া তুলে এবং তূরীধ্বনির ন্যায় মনকে উত্তেজিত করে।...আমার মতে হেমচন্দ্রবাবুর সকল কবিতার মধ্যে গঙ্গার উৎপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট...।

রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার *Literature of Bengal*-এ (পৃ. ১১৮) বলেন :—

> Hem Chandra Banerji is the Nestor among the living poets...His spirited verse, full of fire and of feeling, won the admiration of the reading public even when the fame of Madhu Sudan was in the ascendant ; his patriotic lyric on India is known by heart to a large circle of readers...

সুতরাং অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, হেমচন্দ্রের প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ পাদে প্রবল ছিল, রবীন্দ্রনাথও যে এই প্রভাবে অতিরিক্ত মাত্রায় পড়িয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার প্রথম স্বাক্ষরিত কবিতায় আছে। পরে ধীরে ধীরে রবিদীপ্তির পূর্ণপ্রকাশে হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' নিশান্তে তারাদলের মত কি ভাবে অবলুপ্ত হইতে থাকে সে ইতিহাসও লিখিত হয় নাই।

এতদ্‌সত্ত্বেও, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে হেমচন্দ্র স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত আছেন ও থাকিবেন, এই 'কবিতাবলী'ই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি হইয়া থাকিবে। এই প্রসঙ্গে 'বঙ্গবাণী'র লেখক কবি শশাঙ্কমোহন সেনের উক্তি (২য় খণ্ড, পৃ. ২২) প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—

> ...এই কবিতাবলী একদিকে কবি-হৃদয়ের প্রকৃত ইতিহাস। হেমচন্দ্র সর্ব্বত্র সরল ; তাঁহার বাক্যভঙ্গীর মধ্যে কোথাও কোন বক্রতা নাই ; সর্ব্বত্র ভিতরের মানুষটাকে স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। দুই শ্রেণীর খণ্ড কবিতা পরিদৃষ্ট হইবে। এক শ্রেণীর কবিগণ ভাবাবিষ্ট হইলে ভাবের স্বরূপ-তত্ত্বে প্রবেশ করেন ; সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলে, সে সৌন্দর্য্যের কারণ-স্থান কোথায়, তাহা খুঁজিবার জন্য প্রয়াসী হন। অপরশ্রেণীর কবি ভাব এবং সৌন্দর্য্যের আবেশ লাভ করিয়া, পাঠকের অভ্যন্তরে কেবল উহাকে সংক্রামিত করার

উদ্দেশ্যেই লেখনী গ্রহণ করেন। তাঁহাদের লেখা প'ড়িয়া সংস্পর্শ-ক্রমেই অপরেরা আবিষ্ট এবং মুগ্ধ হয়; এবং কবি যে স্বয়ং মুগ্ধ হইয়াছেন, পাঠকের এই ধারণা তাঁহাদের কাব্যের প্রতিষ্ঠাবিষয়ে সবিশেষ সাহায্য করে। হেমচন্দ্র শেষোক্ত শ্রেণীর কবি। এই শ্রেণীর কাব্য-রসিকের সমক্ষে হেমচন্দ্রের কবিতাবলী চিরদিন নিশিগন্ধার মতই সৌরভ প্রদান করিবে।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার 'হেমচন্দ্র' প্রথম খণ্ডের ১৯১-২৪৯ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ২১৩-২৫৪ পৃষ্ঠায় 'কবিতাবলী'র প্রত্যেকটি কবিতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

সূচী

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

কবিতাবলী

প্রথম খণ্ড

ক বতাবলী

ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পূজা

(১) ক

(প্রয়োগ)

সুদূর পশ্চিমে—ছাড়িয়া গান্ধার,
ছাড়িয়া পারস্য, আরব-কান্তার—
সাগর, ভূধর, নদী-নদ-ধার,
দেখ কি আনন্দে বসেছে ঘেরে;
বীণাযন্ত্র করে বাণী-পুত্রগণ,
ছাড়িছে সঙ্গীত জুড়ায়ে শ্রবণ,
পূরিছে অবনী, পূরিছে গগন—
মধুর মধুর মধুর স্বরে।

(শাখা) খ

অরে তন্ত্রী, তুই বীণার অধম—
তুইও বাজিতে কর্ রে উদ্যম;
(বাঁশরী যেমন রাখাল-অধরে,)
বাজ্ রে নীরব ভারত-ভিতরে—
বাজ্ রে আনন্দ-স্ফুরিত স্বরে।

(পূর্ণ কোরস্) গ

প্রভাতে অরুণ উদয় যবে,
তখনি সুকণ্ঠ বিহগ সবে,

(ক) প্রধান বিষয় সম্বন্ধে প্রধান গায়কের উক্তি।

(খ) গায়ক সংশ্লিষ্ট দুই কিম্বা তিন জনের উক্তি।

(গ) অন্তর হইতে অন্য কয়েকজন শুনিতে শুনিতে উহারা যেন আপনাদিগের মনের ভাব প্রকাশ করিতেছে, এইরূপ অনুভব করিতে হইবে।

রঞ্জিত গগনে বিভাস হেরে,
আসিয়া শিখর, পল্লব ঘেরে ;
গাহিয়া ভাস্কর-বিমান আগে,
সুস্বরলহরী ছড়ায় রাগে ;
গোধূলি-আকাশে তমসা-রেখা
পড়িলে, তাদের না যায় দেখা।—
প্রভাত-অরুণ উদয় যবে,
তখনি বিহঙ্গ ডাকে রে সবে,
তখনি কানন পুরে সুরবে।

(২)

(প্রয়োগ)

কবি-রঙ্গভূমি এই না সে দেশ ?
ঋষিবাক্যরূপ লহরী অশেষ
বহিছে যেখানে—যেখানে দিনেশ
অতুল উষাতে উদয় হয় ?
যেখানে সরসী-কমলে নলিনী,
যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী,
যেখানে শরৎচাঁদের চাঁদিনী,
গগন-ললাট ভাসায়ে বয় ?

(শাখা)

তবে মিছে ভয় ত্যজ রে সংশয়,
গাও রে আনন্দে পূরায়ে আশয়—
যে রূপে মায়েরে কমল-আসনে,
দিয়া শতদল রাতুল চরণে,
অমর পূজিলা নন্দন-বনে।

(পূর্ণ কোরস্)

কেন রে সাজাবি কুসুম-হার ?
ভারতে শারদা নাহিক আর!

অযোধ্যা নীরব—বাজে না সে বীণ্,
বাজে না সে বাঁশী—নীরব উজ্জীন্ ;
নাহি সে বসন্ত-সুরভি-ঘ্রাণ,
গোকুলে নাহি সে কোকিল-গান ;
গৌড়-নিকুঞ্জে সুগন্ধ উঠে না ;
নীল-অচলে মলয় ছুটে না ;
নাহি পিক এক ভারত-বনে,
গিয়াছে সকলি বাণীর সনে—
কেন রে সাজাবি কুসুম-বনে ?

(৩)

(প্রয়োগ)

শ্বেত শতদল তেমতি সুন্দর
রাখ থরে থরে মৃণাল-উপর,
আরক্ত কমল, নীল পদ্মথর,
মিশাও তাহাতে চাতুরি ক'রে ;
কারুকার্য্য করি রাখ মঞ্চতলে,
কেতকী-কুসুম, পারিজাতদলে,
ঝালর করিতে ঝুলাও অঞ্চলে
রসালমঞ্জরী গাঁথি লহরে।

(শাখা)

ঘের চারি ধার মাধবীলতায়,
চামেলি, গোলাপ বাঁধ তার গায়,
কস্তূরী চন্দনে করিয়া মিলন
মাধবীলতায় কর রে সিঞ্চন—
মাতুক সুগন্ধে সুর-ভবন।

(পূর্ণ কোরস্)

রচিল আসন অমরগণে ;—
কন্দর্প আইল ষড়্ ঋতু সনে ;

আপনি সুমন্দ মলয়-বায়
সুগন্ধ বহিয়া হরষে ধায় ;
ত্যজিয়া কৈলাস-ভূধর-শৃঙ্গ,
মহেশ আইলা দেখিতে রঙ্গ ;
শ্রীপতি আইলা কমলা-সনে,
অমর-আলয়ে প্রফুল্ল মনে ;
দেবেন্দ্র-ভবনে আনন্দকায়
দেবর্ষি, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ধায়,—
শচী-সহ ইন্দ্র সুখে দাঁড়ায়।

(৪)

(প্রয়োগ)

শোভিল সুন্দর কুসুম-আসন,
মনের আহ্লাদে বিধাতা তখন,
ত্যজি ব্রহ্মলোক করিলা গমন,
ধ্যানেতে বসিলা আসন-পাশে ;
যথা পূর্ব্ব দিকে—অরুণ উদয়,
ব্রহ্মমুহূর্ত্তে (করে) দিক্ শিখাময়,
ক্রমে চতুর্মুখ সেইরূপ হয়—
দেহেতে অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশে

(শাখা)

দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটে,
ব্রহ্মার ললাট হ'তে জ্যোতি ছুটে,
অপরূপ এক সুশুভ্র-বরণা,
অমরী উঠিল হাতে করি বীণা—
মুখে নিত্য সুখে বেদ-ঘোষণা।

(পূর্ণ কোরস্)

ফিরে কি আবার সে দিন হবে ?
মুনিমত-ভেদ ঘুচিবে যবে !

শুনে বেদগান বাণীর স্বরে,
হবে জয়ধ্বনি অমরাপুরে ?—
নামে রে যখন তপন-রথ,
মলিন গগনে—কে রোধে পথ ?
খসিলে গগন-তারকা হায়,
পুনঃ কি উঠি সে আকাশে ধায় ?
উজানে কখনো ছুটে কি জল ?
ফিরে কি যৌবন করিলে বল ?
বিহনে সামর্থ্য আশা বিফল !

(৫)

(প্রয়োগ)

বেদমাতা বাণী আসন উপরে,
মনের হরষে পূজিলা অমরে ;
উল্লাসে মহেশ, উন্মত্ত অন্তরে,
পঞ্চ মুখে বেদ করিলা গান ;
আপনি বিধাতা হইলা বিহ্বল,
আনন্দে তুলিয়া শ্বেত শতদল
দিলা শ্বেতভুজে—দেবতা সকল
হইলা হেরিয়া মোহিত-প্রাণ ।

(শাখা)

দেব-জয়ধ্বনি উঠিল অমনি,
বেদের সঙ্গীত মিশিয়া তখনি
বীণাধ্বনি সহ প্রবাহ বহিল—
ভারতে আনন্দে কতই শুনিল,
কত সুখ-তরি ভাসায়ে দিল !

(পূর্ণ কোরস্)

কে বলিল পুনঃ পাবে না তায় ?
হারান মাণিক পাওয়া কি না যায় ?

হয়, যায়, আসে মায়ার ভবে,
রাহুগ্রহ-ছায়া ক দিন রবে ?
এ জগত-মাঝে ক'রো না ভয়,
সাহস যাহার তাহারি জয় ;
দেখো না দেখো না দেখো না পাছে,
আগে দেখ চেয়ে কত দূর আছে ;
অই দেখ দূরে ভারতী-মন্দিরে
উড়িছে নিশান ভারত-তিমিরে,—
আর কি উহারে পাবে না ফিরে

(৬)

(প্রয়োগ)

ক্রমে যত কাল বহিতে লাগিল,
শারদা পূজিতে মানব ছুটিল,
কবি নামে খ্যাত ধরাতে হইল
মধুরছন্দময় মানবগণ ;
আইল প্রথমে আর্য্যকুল-রবি,
জগতবিখ্যাত শ্রীবাল্মীকি কবি—
দিলেন শারদা করুণার ছবি
হাতে তুলে তাঁর, প্রফুল্ল-মন ।

(শাখা)

সে ছবি হেরিয়া আরো কত জন
আসিল পূজিতে মায়ের চরণ—
আসিল হোমর যুনানী-নিবাসী,
সঙ্গে দ্বৈপায়ন—নিরখিল আসি
অপূর্ব্ব কোদণ্ড, কৃপাণ-রাশি ।

(পূর্ণ কোরস্)

বাজায়ে আনন্দে সমর-তূরী,
যাও কবিদ্বয় অবনীপুরী ;

শুনায়ে মধুর অমর-ভাষ,
ঘুচাও মানব-মনের ত্রাস ;
দেখাও মানবে ভুবনত্রয়
ভ্রমিয়া আনন্দে—ক'রো না ভয়।
না যাও কেবল কৃতান্ত-ধামে—
যোহানা মিল্‌টন, ডানটি নামে,
আসিবে পশ্চাতে শূর দুই জন,
সে পুরী খুলিয়া দেখাবে তখন ;
দেখাবে তাহার অনলময়
অসীম বিস্তার, অনন্ত ভয়—
হেরিবে আতঙ্কে ভুবনত্রয়।

(৭)

(প্রয়োগ)

পরে অদভুত প্রাণী দুই জন
আইল পূজিতে শারদা-চরণ—
ক্ষিতি, ব্যোম, তেজ, সমুদ্র, পবন,
সকলি তাদের কথায় বশ।
ডাকিলা শারদা আনন্দে দু'জনে,
বসাইলা নিজ কুসুম-আসনে :
অমূল্য বীণাটি দিলা এক জনে,
দিলা অন্য জনে নবধা রস।

(শাখা)

যাদুকর-বেশে চমকি ভুবন
নিজ নিজ দেশে ফিরিলা দু'জন ;
এক জন তার সে বীণার স্বরে,
মেঘে করি দূত প্রিয়া-মনঃ হরে,
এক জন বসি এভনের তীরে
অমৃত বিতরে অমর নরে।

(পূর্ণ কোরস্)

বিজন মরুতে সাজায়ে হেন
এ ফুল-মালিকা গাঁথিলে কেন ?
আর কি আছে সে সুরভি-ঘ্রাণ,
আর কি আছে সে কোকিল-গান ?
আর কি এখন সুগন্ধময়
গউড়-নিকুঞ্জে মলয় বয়,
মুকুন্দ, ভারত, প্রসাদে শেষ,
সুখায়ে গিয়াছে সুধার লেশ ;
আজি রে এ দেশ গহন বন,
গহন কাননে কেন বা এ ধন
রাখিলে ভুলাতে কাহার মন ?

(প্রয়োগ)

কেন বা রাখিব, এই না সে দেশ ?—
কবি-রঙ্গভূমি—লহরী অশেষ
বহিছে যেখানে—যেখানে দিনেশ
অতুল উষাতে উদয় হয় ?
যেখানে সরসীকমলে নলিনী,
যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী,
যেখানে শরৎচাঁদের চাঁদিনী,
গগন-ললাট ভাসায়ে বয় ?

দেবনিদ্রা

কোন মহামতি মানব-সন্তান,
বুঝিতে বিধির শাসন-বিধান,
অধীর হইল বাসনানলে ;-

"অবনী ত্যজিয়া অমর-আলয়ে
প্রবেশি দেখিবে দেবতানিচয়ে—
দেব পুরন্দর, রবি, হুতাশন,
বায়ু, হরি, হর, মরালবাহন,
দেখিবে ভাসিছে কারণ-জলে।

২

দেখিবে কারণ-সলিলে ভাসিয়া
চলেছে কিরূপে নাচিয়া নাচিয়া
পরমাণু-রেণু সময় বয়ে।
দেখিবে কিরূপে আয়ুর সঞ্চার,
দেহের প্রকৃতি, কালের আকার,
জ্যোতিঃ, অন্ধকার, জগতস্বরূপ,
নিয়তি-শৃঙ্খল দেখিবে কিরূপ—"
ভাবিতে লাগিল অধীর হয়ে।

৩

"আয় রে মানব"—সহসা অমনি,
পূরি শূন্যদেশ হ'লো দৈবধ্বনি—
বাজিল দুন্দুভি, নাদিল অশনি,
খুলিল অমর-আলয়-দ্বার ;
ছুটিল আলোক ত্রিলোক পূরিয়া,
অপূর্ব্ব সৌরভ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া
উচ্ছ্বাসে বহিল,—শ্রবণ ভরিল
মধুর অমর-সঙ্গীত-ভার।

৪

মানবনন্দন অমর-ভবনে,
প্রবেশি তখন পুলকিত মনে,
দেখিল নিরখি অমরালয় ;
গগন-মণ্ডলে অজস্র কেবলি,
মধুর নিনাদে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী,

দেখিল ছুটিছে,—আশে পাশে তার,
পরি-কন্যাগণ করিয়া ঝঙ্কার
সাধিছে বাদন মাধুরীময়।

তপন-মণ্ডল গগন-প্রাঙ্গণে,
কিরণ-সমুদ্র যেন বা শোভনে,
শিখার তরঙ্গ ছুটিছে তায়।
দেখিল আনন্দে সে কিরণ উঠি
অনন্ত অনন্ত যোজনেতে ছুটি
করিছে ভ্রমণ—পড়িছে ভাতিয়া
কিরণের রজ্জু যেন বা গাঁথিয়া,
সহস্র সহস্র গ্রহের গায়।

৬

আদিত্য ঘেরিয়া চলেছে ঘুরিয়া,
বিধুর মণ্ডল দেখিল আসিয়া,
দেখিল তাহাতে সুধার হ্রদ;
সে হ্রদ-সুধাতে পিপাসা মিটাতে,
প্রণয়-বিধুর, হৃদয়-ব্যথাতে,
অসংখ্য গন্ধর্ব্ব, দানবমণ্ডলী,
কূলেতে বসিয়া অতি কুতূহলী,
আনন্দে ভুঞ্জিছে মধুর মদ।

৭

সুখে নিদ্রা যায় দেবতা সকলে,
গিরি, উপবন, কানন, কমলে,
ত্রিদশমণ্ডলে সৌরভ বয়;—
অমর নীরব, নাহি কলরব,
শূন্যেতে কেবলি মধুর সুরব

সঙ্গীত ঝরিছে, ত্রিদিব পূরিছে,—
"শান্তি—শান্তি—শান্তি" শবদ হয়।

দেব-অট্টালিকা, চন্দ্রাতপতলে,
দেব আখণ্ডল পারিজাত গলে,
অতুল মহিমা বদনে ভাতি ;
অপূর্ব্ব শয়নে সুখে নিদ্রা যায়,
পদতলে ইন্দ্র-মাতঙ্গ ঘুমায়,
চৌদিক ঘেরিয়া দামিনী খেলায় ;
পুষ্কর প্রভৃতি মেঘেতে ভাতি।

মহাতেজস্কর, প্রচণ্ড ভাস্কর
ঘুমায় অম্বরে, খুলিয়া সুন্দর
সহস্রকিরণ কিরীট-ভূষা।
অঙ্গ হ'তে ঝরে অপূর্ব্ব সুষমা,
জলধনু-তনু জিনিয়া উপমা,
নিকটে স্যন্দন, অরুণ, উষা।

১০

খুলে মৃগ-চিহ্ন, অতুলিত শোভা,
অমল সুন্দর তনু মনোলোভা,
শশাঙ্ক ঘুমায় কিরণজালে।
সে তনু দেখিতে কিন্নর-কুমার,
কত শত দল, অপূর্ব্ব আকার,
রয়েছে দাঁড়ায়ে বিস্ময়ে পূরিয়া—
সুধার সুগন্ধে আনন্দে মাতিয়া,
উড়িছে চকোর অযুত পালে।

১১

শশী-তনুছটা পড়িছে উথলি,
দেব-ক্রীড়াবন নন্দন উজলি—
মেরু, মন্দাকিনী, তরু-চূড়ায় ;
কুসুম-আকৃতি অপ্সরা, কিন্নরী,
কর, বক্ষ, ক্রোড়ে, বাদ্যযন্ত্র ধরি,
শুয়ে সারি সারি লতা-পুষ্প 'পরে,
বিমল চন্দ্রমা-কিরণে বিহরে,—
পারিজাত-ফুলে শচী ঘুমায়।

১২

ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিদ্রিত,—
মানব-কুমার সভয়ে চকিত,
শুনিল গম্ভীর জীমূতনাদ।
দেখিল আতঙ্কে নয়ন ফিরায়ে
গগন-উপান্তে, একত্রে জড়ায়ে,
খেলিছে অসংখ্য বিজুলি-ছাঁদ।

১৩

অধোদেশে তার, অনন্ত বিস্তার,
কারণ-জলধিপরি বীচিহার,
উথলিছে রঙ্গে, প্রসারি ধারা ;
গহ্বরে গহ্বরে, উপকূল-ধারে,
প্রচণ্ড হুঙ্কারে মারুত প্রহারে,
ভাঙ্গিতে যেন বা বন্ধন-কারা।

১৪

উপকূল-ধারে, অনলকুণ্ডেতে,
শিখর-প্রমাণ শিখার শুণ্ডেতে,
অনল উঠিছে গগনভালে,

যেন ঐরাবত ছুটিয়া পবনে,
ঘোর আকর্ষণে গম্ভীর গর্জ্জনে,
জলস্তম্ভ ধরি শুণ্ডেতে উগরি,
ফেলিছে তুলিছে জলদজালে।

১৫

কারণসাগরে, পরমাণু-করে,
অনাদি পুরুষ বসি ধ্যানভরে,
ছাড়িছে নিশ্বাস—জন্মিয়া তায়,
অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়া,
অসীম অনন্ত আকাশে উঠিয়া,
ছুটিছে অনল-স্ফুলিঙ্গ-প্রায়।

১৬

কত সূর্য্য, তারা, কত বসুমতী,
স্বর্গ, মর্ত্ত কত, অস্ফুট-মূরতি,
ভাসিয়া চলেছে কারণ-জলে ;—
কত বসুন্ধরা, রবি, শশী, তারা,
জগতব্রহ্মাণ্ড, হয়ে রূপহারা,
খসিয়া পড়িছে, সলিলে ডুবিছে,
কারণ-বারিধি অতল তলে।

১৭

সে বারিধি হ'তে চলেছে ছুটিয়া
দেখিল মানব পুলকে পূরিয়া,
কালের তরঙ্গ বিপুলকায় ;
বহিছে দ্বিধারে, দ্বিবিধ প্রকারে,
এক ধারা 'পরে, মানব আকারে,
কতই পরাণী ভাসিয়া যায়।

১৮

অমল কমলে ভাসিছে সকলে,
ধনুঃধারী কেহ, কারো করতলে
লেখনী পুস্তক বিস্তৃত রয়।
ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিদ্রিত,
জগতে শুধুই ইহারা জাগ্রত,
"মা ভৈ—মা ভৈ" গভীর উচ্ছ্বাসে,
স্বজাতি ডাকিয়া চলেছে উল্লাসে—
কালের তরঙ্গ করিয়া জয়।

১৯

সে নরমণ্ডলে মানব-কুমার,
স্বজাতি হেরিল কত আপনার,
পুলকে পুরিল মোহিত হয়ে ;—
বাজিল দুন্দুভি সহসা অমনি,
সুদূর গগনে হ'লো দৈববাণী,—
"দেখ রে মানব এ দিকে চেয়ে।"

২০

দেখিল চমকি অন্য ধারা-তীরে,
গভীর চিন্তায় পদ ফেলি ধীরে,
চলেছে ধরিয়া প্রবাহ-ধারা
প্রাণী কয় জন পুলকিতচিত,
"মা ভৈ" নিনাদ শুনিয়া স্তম্ভিত,
দেব-ছটা যেন বদনে ভরা।

২১

পশ্চাতে তাঁদের করি জয়ধ্বনি,
চলেছে কতই মানব-পরাণী।
ভেরী-শঙ্খনাদে করি ঘোর ধ্বনি,
সাগর-হুঙ্কারে উথলে গীত ;

উথলে সঙ্গীত-নিনাদ গভীর—
"হোক না কেন সে মাটির শরীর,
মানবের জাতি কখনও লীন,
হবে না সমূলে ক্ষিতি যত দিন—
তবে রে পরাণী কেন ভাবিত ?"
ডাকিছে আবার আনন্দ-আরবে—
"সময়-বিজয়ী প্রাণী যারা সবে,
গাও রে উল্লাসে অমর-গীত।—

২২

"দেব-অংশে জন্ম, পর দেবমালা,
কর মর্ত্তভূমি জগতে উজালা;
দনুজারি-তেজে অবনী-অঙ্কেতে,
কর সিংহনাদ বিজয়-শঙ্খেতে,
জাগুক জগতে মানব-নাম;
জাগুক ত্রিদিবে দেবতামণ্ডলী,
দানব গন্ধর্ব্ব হ'য়ে কুতূহলী,
দেখুক চাহিয়া ভবিষ্য খুলিয়া,
ত্রিলোক-উজ্জ্বল মানব-ধাম!"

২৩

সে গীতের সহ ঘন ঘোর স্বরে,
বাজে শৃঙ্গনাদ, শুনিল অন্তরে,
দেখিল চাহিয়া নর-কুমার—
শত শত দলে পরাণী সকলে,
করি সিংহনাদ মহাগর্ব্বে চলে,
বলে উচ্চৈঃস্বরে ধরণীমণ্ডলে—
"একতার সম কি আছে আর।"

২৪

"একতার গুণে বিজিত অমরে
কত কাল দৈত্যে যুঝিলা সমরে ;
দৈত্যকুলে নাশ করি, মুণ্ডমালা
পরে মহাকালী দনুজারিবালা,
নিঃদৈত্য করিয়া অমরবাস ।
একতা সাধিতে এ মর-ভবনে,
কত মহাজন প্রাণ দিয়া রণে,
গেল স্বর্গে চলি দিয়া নরবলি,
অবনী-দানবে করিয়া নাশ ।

২৫

"এ মর্ত্তপুরীতে সেই ধন্য জাতি,
একতার জ্যোতি বদনেতে ভাতি,
তেজোগর্ব্ব ধরি থাকে নিজ বাসে,
হেরে পুত্র দারা প্রাণের হরযে,
হাসিতে কাঁদিতে করে না ভয় ;
করে না কখন পাদ্যঅর্ঘ্য দান,
পর-পদতলে হয়ে ম্রিয়মাণ,
কৃতাঞ্জলি করে, ভীরুতার স্বরে,
বলে না কখন ঘাতকে জয় ।

২৬

"একতাই মর্ত্তে মানব-সম্বল,
একতা-বিহনে পরেরি সকল,
দারা পুত্র গৃহ যা আছে তোর ।
সে ধন বিহনে আলয়-বিপিনে,
জীবন-আস্বাদ পাবি নে পাবি নে—
দিবস শর্ব্বরী সকলি ঘোর ।"

২৭

হরষিত-তনু কদম্বের প্রায়,
মানবনন্দন দেখে পুনরায়,
সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময় আকৃতি,
প্রাণী কয় জন প্রফুল্ল নয়ন,
প্রকৃতি-প্রতিমা করিয়া ধারণ,
করিয়া ধারণ বায়ু, জলধারা,
শনি, শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি, তারা,
রাহু, রবি, কেতু, শশীর পরিধি,
অথবা পৃথিবী, অতল জলধি,—
গায়িছে ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন-গীতি।

২৮

"তেজঃপিণ্ডবৎ, ধূম, বাষ্পময়,(১)
ছিল এ ধরণী ধাতু-শস্যালয়,
ক্রমে মৃণময়, মীন-কূর্ম্মবাস,
তৃণ, তরু, মৃগ, মনুর আবাস,—
সাজিল ধরণী অপূর্ব্ব-কায়।
চল চল যাই পৃথিবীর সনে,
দিবাকর-পাশে দেখিব গগনে,
এই শশধর, আরো কত ক্ষিতি,
চারি চন্দ্র-শোভা ঘেরে বৃহস্পতি;
জ্যোতি-উপবীত প'রে মনোহর,
লয়ে সপ্ত শশী ভ্রমে শনৈশ্চর;
ভ্রমে কেতুমালা তপনে বেড়িয়া,
অনন্ত গগনে পরিধি আঁকিয়া;—
তারকা-কুসুম ছড়ান তায়।"

(১) একণকার বৈজ্ঞানিকদিগের মতে আদিতে পৃথিবী জলময় ছিল, কিন্ত এ বিষয়ে এখনও কিছু স্থির হয় নাই।

২৯

"ফিরাব বেগেতে পবনের গতি,
তরল বায়ুতে শবদ-শকতি
রাখিব স্থাপিয়া, দেখিব খুলিয়া
রবির কিরণ-গঠন-প্রথা ;
আনিব নামায়ে ভীষণ অশনি
পৃথিবী উপরে,—বাসব-শিঞ্জিনী
বাঁধিব সুন্দর দামিনী-লতা।
চল চল যাই পৃথিবীর সনে,
দিবাকর-পাশে দেখিব গগনে,
তারকা-কুসুম ছড়ান তায়।"
গায়িতে গায়িতে চলেছে সকলে
এই মহাগীত, ভীম কোলাহলে—
নিয়তি-শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া পায়

(অসম্পূর্ণ)

লজ্জাবতী লতা

ছুঁইও না ছুঁইও না, উটি লজ্জাবতী লতা।
একান্ত সঙ্কোচ ক'রে, এক ধারে আছে স'রে,
ছুঁইও না উহার দেহ, রাখ মোর কথা।
তরু লতা যত আর, চেয়ে দেখ চারি ধার
ঘেরে আছে অহঙ্কারে—উটি আছে কোথা!
আহা ওইখানে থাক, দিও না ক ব্যথা।
ছুঁইলে নখের কোণে, বিষম বাজিবে প্রাণে,
যেও না উহার কাছে খাও মোর মাথা।
ছুঁইও না ছুঁইও না, ওটি লজ্জাবতী লতা।

২

লজ্জাবতী লতা উটি অতি মনোহর।
যদিও সুন্দর শোভা, নাহি তত মনোলোভা,
তবুও মলিন বেশ মরি কি সুন্দর।
যায় না কাহার পাশে, মান মর্য্যাদার আশে,
থাকে কাঙ্গালির বেশে একা নিরন্তর।—
লজ্জাবতী লতা উটি মরি কি সুন্দর!
নিশ্বাস লাগিলে গায়, অমনি শুকায়ে যায়,
না জানি কতই ওর কোমল অন্তর।—
এ হেন লতার হায়, কে জানে আদর!

৩

হায় এই ভূমণ্ডলে, কত শত জন,
দণ্ডে দণ্ডে ফুটে উঠে অবনীমণ্ডল লুটে,
শুনায় কতই রূপ যশের কীর্ত্তন।
কিন্তু হেন ম্রিয়মাণ, সদা সঙ্কুচিত-প্রাণ,
রমণী, পুরুষগণে কে করে যতন?
স্বভাব মৃদুল ধীর, প্রকৃতিটি সুগম্ভীর,
বিরলে মধুরভাষী মানসরঞ্জন ;—
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্ভাষণ?
সমাজের প্রান্তভাগে, তাপিত অন্তরে জাগে,
মেঘে ঢাকা আভাহীন নক্ষত্র যেমন।—
ছুঁইও না উহার দেহ করি নিবারণ,
লজ্জাবতী লতা উটি মানসরঞ্জন।

পরশমণি

১

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ?
অই যে অবনীতলে, পরশমাণিক জ্বলে,
বিধাতা-নির্ম্মিত চারু মানব-নয়ন।
পরশমণির সনে, লৌহ অঙ্গ পরশনে,
সে লৌহ কাঞ্চন হয়, প্রবাদ বচন,—
এ মণি পরশে যায়, মাণিক ঝলসে তায়,
বরিষে কিরণধারা নিখিল ভুবন।
কবির কল্পিত নিধি, মানবে দিয়াছে বিধি,
ইহারি পরশগুণে মানব-বদন
দেবতুল্য রূপ ধরি, আছে ধরা আলো করি,
মাটির অঙ্গেতে মাখা সোনার কিরণ !

২

পরশ-মাণিক যদি অলীক হইত,
কোথা বা এ শশধর, কোথা বা ভানুর কর,
কোথা বা নক্ষত্রশোভা গগনে ফুটিত !
কে রাখিত চিত্র ক'রে চাঁদের জ্যোৎসনা ধ'রে,
তরঙ্গে মেঘের অঙ্গে সুখেতে মাখায়ে ?
কেবা এই সুশীতল বিমল গঙ্গার জল
ভারতভূষণ করি রাখিত ছড়ায়ে ?
কে দেখাত তরুকুল, নানা রঙ্গে নানা ফুল,
মরাল, হরিণ, মৃগে পৃথিবী শোভিয়া ?
ইন্দ্রধনু-আলো তুলে সাজায়ে বিহঙ্গকুলে,
কে রাখিত শিখি-পুচ্ছে শশাঙ্ক আঁকিয়া ?

৩

দিয়াছে বিধাতা যাই এ পরশমণি—
স্বর্গের উপমাস্থল, হয়েছে এ মহীতল,
সুখের আকর তাই হয়েছে ধরণী !
কি আছে ধরণী-অঙ্গে, নয়ন-মণির সঙ্গে,
না হয় মানবচিত্তে আনন্দদায়িনী !—
নদীজলে মীন খেলে, বিটপীতে পাতা হেলে,
চরেতে বালুকা ফুটে, তৃণেতে হিমানী,
পক্ষিপাখা উড়ে যায়, পিপীলি শ্রেণীতে ধায়,
কঙ্করে তুষার পড়ে, ঝিনুকে চিক্কণী !
তাতেও আনন্দ হয়— অরণ্য কুজ্‌ঝটিময়,
জ্বলন্ত বিদ্যুৎলতা, তমিস্রা রজনী ।

৪

ইহাই পরশমণি পৃথিবী ভিতরে ;
ইহারি পরশ-বলে সখায় সখার গলে
পরায় প্রেমের হার প্রফুল্ল অন্তরে ;
শিখায়ে প্রেমের বেদ, ঘুচায় মনের ভেদ,
প্রণয়-আহ্নিক করে সুখের সাগরে ।
ধন্য এই ধরাতল, প্রেম-ভোগবতী-জল
পবিত্র করেছে যারে খুলিয়া নির্ঝরে ;
যুগল নক্ষত্র দুটি, যেখানে বেড়ায় ছুটি,
সখারূপে মনোসুখে পৃথিবী-উপরে ।
কোন্ পুণ্যে হেন নিধি, মানবে পায় রে বিধি—
গেল চলে চিরদিন অই আশা ধরে !

অপূর্ব্ব মাণিক এই পরশ-কাঞ্চন !
স্নেহরূপ কত ফুল, ফুটায় মণি অতুল,
ইহার পরশে ধরা আনন্দ-কানন !

জননী-বদনইন্দু, জগতে করুণাসিন্ধু,
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন,
শত শশী-রশ্মিমাখা, চারু ইন্দীবর আঁকা,
পুত্রের অধর ওষ্ঠ নলিন আনন,
সোদরের সুকোমল, স্বসা-মুখ নিরমল,
পবিত্র প্রণয়পাত্র গৃহীর কাঞ্চন—
এই মণি পরশনে, হয় সুখ দরশনে,
মানব-জনম সার সফল জীবন।—
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ?

ভারত-বিলাপ

ভানু অস্ত গেল, গোধূলি আইল,
রবি-কর-জাল আকাশে উঠিল,
মেঘ হতে মেঘে, খেলিতে লাগিল,
গগন শোভিল কিরণজালে ;—

কোথা বা সুন্দর ঘন কলেবর
সিন্দুরে লেপিয়া রাখে থরে থর,
কোথা ঝিকি ঝিকি হীরার ঝালর
যেন বা ঝুলায় গগন-ভালে ॥

সোনার বরণ মাখিয়া কোথায়
জলধর জ্বলে, নয়ন জুড়ায়,
আবার কোথায় তুলারাশি-প্রায়
শোভে রাশি রাশি মেঘের মালা।

হেন কালে একা গিয়ে গঙ্গাতীরে
হেরি মনোহর সে তট উপরে
রাজধানী এক, নব শোভা ধরে,
রয়েছে কিরণে হয়ে উজলা ॥

দ্বিতালা ত্রিতালা চৌতালা ভবন
সুন্দর সুন্দর বিচিত্র-গঠন
রাজবর্ত্ম পাশে আছে সুশোভন
গোধূলিরাগেতে রঞ্জিত কায়।

অদূরে দুর্জ্জয় দুর্গ গড়খাই,
প্রকাণ্ড মূরতি, জাগিছে সদাই,
বিপক্ষ পশিবে হেন স্থান নাই,
চরণ প্রক্ষালি জাহ্নবী ধায় ॥

গড়ের সমীপে আনন্দ-উদ্যান,
যতনে রক্ষিত, অতি রম্য স্থান,
প্রদোষে প্রত্যহ হয় বাদ্যগান,
নয়ন শ্রবণ তনু জুড়ায়।

জাহ্নবীসলিলে এ দিকে আবার
দেখ জলযান কাতারে কাতার
ভাসে দিবানিশি—গুণবৃক্ষ যার
শালবৃক্ষ ছাপি ধ্বজা উড়ায় ॥

অহে বঙ্গবাসী, জান কি তোমরা?
অলকা-জিনিয়া হেন মনোহরা
কার রাজধানী? কি জাতি ইহারা?—
এ সুখ সৌভাগ্য ভোগে ধরায়।

নাহি যদি জান, এস এইখানে,
চলেছে দেখিবে বিচিত্র বিমানে
রাজপুরুষেরা বিবিধ বিধানে—
গরবে মেদিনী ঠেকে না পায় ॥

অদূরে বাজিছে "রুল ব্রিটানিয়া"
শকটে শকটে মেদিনী ছাইয়া

চলেছে দাপটে ব্রীটনবাসীয়া—
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আছে কোথায় ।

হায় রে কপাল, ওদেরি মতন
আমরাই কেন করিতে গমন
না পারি সতেজে—বলিতে আপন
যে দেশে জনম, যে দেশে বাস ?

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই,
ফুটিয়ে ফুকারি বলিতে না পাই—
এমনি সদাই হৃদয়ে ত্রাস ॥

কি হবে বিলাপ করিলে এখন,
স্বাধীনতা-ধন গিয়াছে যখন,
মনের মাহাত্ম্য হয়েছে নিধন*
তখনি সে সাধ ঘুচে গিয়াছে ।

সাজে না এখন অভিলাষ করা,
আমাদের কাজ সুধু পায়ে ধরা,
মস্তকে করিয়ে দাসত্বের ভরা
ছুটিতে হইবে ওদেরি পাছে ।

হায় বসুন্ধরা তোমার কপালে
এই কি ছিল মা, পড়ে কালে কালে
বিদেশীর পদে জীবন গোঁয়ালে,
পূরাতে নারিলে মনের আশা ।

রূপে অনুপম নিখিল ধরায়
করিয়া বিধাতা সৃজিলা তোমায়,
দিলা সাজাইয়া অতুল ভূষায়—
তোর কিনা আজি এ হেন দশা ।

* প্রথম সংস্করণের পাঠ : "চোরে শিরোমণি করেছে হরণ"

হায় রে বিধাতা, কেন দিয়াছিলি
হেন অলঙ্কার ? কেন না গঠিলি
মরুভূমি ক'রে,—অরণ্যে রাখিলি,
এ হেন* যাতনা হতো না তায়।

তা হ'লে এখানে করিত না গতি
পাঠান, মোগল, পারস্য দুর্ম্মতি,
হরিতে ভারত-কিরীটের ভাতি,
অভাগা হিন্দুরে দলিতে পায়।†

এই যে দেখিছ পুরী মনোহর
শতগুণ আরো শোভিত‡ সুন্দর,
এই ভাগীরথী ক'রে থর থর
ধাইত তখন কতই সাধে।

গাইত তখন কতই সুস্বরে
এই সব পাখী তরু শোভা ক'রে,
কতই কুসুম পরিমলভরে
ফুটিয়া থাকিত কত আহ্লাদে॥

আগেকার মত উঠিত তপন,
আগেকার মত চাঁদের কিরণ
ভাসিত গগনে, গ্রহ তারাগণ
ঘুরিত আনন্দে ঘেরিয়া ধরা।

* প্রথম সংস্করণের পাঠ : "এ হেন" স্থলে "দাসত্ব"

† প্রথম সংস্করণে এই স্তবকটি নিম্নলিখিত মত ছিল—

"পাঠান, মোগল, ব্রিটনবাসী
তা হলে এখানে বার বার আসি
দিত না যাতনা গলে দিয়া ফাঁসী—
পড়িতে হতো না কাহার পায়॥"

‡ প্রথম সংস্করণের পাঠ : "শোভিত" স্থলে "হইত"

যখন ভারতে অমৃতের কণা
হ'তো বরিষণ, বাজাইত বীণা
ব্যাস বাল্মীকি,—বিপুল বাসনা
ভারত-হৃদয়ে আছিল ভরা ॥

যখন ক্ষত্রিয় অতীব সাহসে
ধাইত সমরে মাতি বীররসে,
হিমালয়চূড়া গগন পরশে
গাইত যখন ভারত-নাম।

ভারতবাসীরা প্রতি ঘরে ঘরে
গাইত যখন স্বাধীন অন্তরে
স্বদেশ-মহিমা পুলকিত স্বরে,—
জগতে ভারত অতুল ধাম ॥

ধন্য ব্রিটানিয়া ধন্য তোর বল,
এ হেন ভূভাগ ক'রে করতল,
রাজত্ব করিছ ইঙ্গিতে কেবল—
তোমার তেজের নাহি উপমা।

এখন কিঙ্কর হয়েছি তোমার
মনের বাসনা কি কহিব আর,
এই ভিক্ষা চাই কর গো বিচার—
অথর্ব্ব দাসীরে করো গো ক্ষমা

দেখ্ চেয়ে দেখ্ প্রাচীন বয়সে
তোর পদতলে পড়িয়ে কি বেশে
কাঁদিছে সে ভূমি, পূজিত যে দেশে
কত জনপদ গাহি মহিমা।

আগে ছিল রাণী ধরা-রাজধানী,
স্মরণে যেন গো থাকে সে কাহিনী,

এবে সে কিঙ্করী হয়েছে দুখিনী
বলিয়ে দম্ভ করো না গরিমা ॥

তোমারো ত বুকে কত শত* বার
রিপু-পদাঘাত করেছে প্রহার,
কালেতে না জানি কি হবে আবার—
এই কথা সদা করিও ধ্যান ।†

বিধবা রমণী

১

ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে !
না হলে এমন দশা নারী আর কই রে ;
মলিন বসনখানি অঙ্গে আচ্ছাদন,
আহা দেখ অঙ্গে নাই অঙ্গের ভূষণ ।
রমণীর চির-সাধ চিকুর-বন্ধন,
হ্যাদে দেখ সে সাধেও বিধি-বিড়ম্বন ।
আহা কি চাঁচর কেশ পড়েছে এলায়ে !
আহা কি রূপের ছটা গিয়াছে মিলায়ে !
কি নিতম্ব কিবা উরু, কিবা চক্ষু কিবা ভুরু,
কি যৌবন মরি মরি শোকে দগ্ধ হয় রে !

২

কুসুম চন্দনে আর নাহি অভিলাষ ;
তাম্বূল কর্পূরে আর নাহি সে বিলাস ;

* প্রথম সংস্করণের পাঠ : "কত শত" স্থলে "কত কত"

† এই স্তবকটির পরে প্রথম সংস্করণে নিম্নলিখিত আর একটি স্তবক ছিল—
"ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার
ঝাজিত গরজে, উথলি আবার
উঠিত ভারতে ব্যথিত প্রাণ ।"

বদনে সে হাসি নাই, নয়নে সে জ্যোতিঃ ;
সে আনন্দ নাই আর মরি কি দুর্গতি !
হরিষ বিষাদ এবে তুল্য চিরদিন ;
বসন্ত শরত ঋতু সকলি মলিন !
দিবানিশি একি বেশ, বার মাস সেই ক্লেশ ;
বিধবার প্রাণে হায় এতই কি সয় রে !

৩

হায় রে নিষ্ঠুর জাতি পাষাণ-হৃদয়,
দেখে শুনে এ যন্ত্রণা তবু অন্ধ হয়,
বালিকা যুবতী ভেদ করে না বিচার,
নারী বধ ক'রে তুষ্ট করে দেশাচার।
এই যদি এ দেশের শাস্ত্রের লিখন,
এ দেশে রমণী তবে জন্মে কি কারণ ?
পুরুষ দুদিন পরে আবার বিবাহ করে
অবলা রমণী ব'লে এতই কি সয় রে ?

৪

কেঁদেছি অনেক দিন কাঁদিব না আর ;
পুরাইব হৃদয়ের কামনা এবার।—
ঈশ্বর থাকেন যদি করেন বিচার
করিবেন এ দৌরাত্ম্য সমূলে সংহার ;
অবিলম্বে হিন্দুধর্ম্ম ছারখার হবে !
হিন্দুকুলে বাতি দিতে কেহ নাহি রবে।
দেখ রে, দুর্ম্মতি যত চিরম্লেচ্ছ-পদানত—
বিধবার শাপে হায় এ দুর্গতি হয় রে।

৫

হায় রে আমার যদি থাকিত সম্পদ,
মিটাতাম চিরদিন মনের যে সাধ ;

সোনার প্রতিমা গ'ড়ে বিধবা নারীর,
রাখিতাম স্থানে স্থানে ভারতভূমির ;
বিদেশের স্ত্রী পুরুষ এদেশে আসিত,
পতিব্রতা ব'লে কারে নয়নে হেরিত।
লিখিতাম নিম্নদেশে "কি স্বদেশে কি বিদেশে
এমন আর ধরাতলে নাই রে !"

৬

সে ধন সম্পদ নাই দরিদ্র কাঙ্গাল,
অনাথ-বিধবা-দুঃখ রবে চিরকাল
আমার অন্তরে গাঁথা ; যখনি দেখিব
সুগন্ধ কুসুমে কীট তখনি কাঁদিব ;
রাহুগ্রাসে শশধর, নক্ষত্র-পতন
যখনি দেখিব, হায়, করিব স্মরণ
বিধবা নারীর মুখ ! হায় রে বিদরে বুক
ইচ্ছা করে জন্মশোধ দেশত্যাগী হই রে।
ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে ॥

জীবন-সঙ্গীত

বলো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন ;
দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার
ব'লে জীব করো না ক্রন্দন।
মানব-জনম সার এমন পাবে না আর
বাহ্য দৃশ্যে ভুলো না রে মন।
কর যত্ন হবে জয় জীবাত্মা অনিত্য নয়
অহে জীব কর আকিঞ্চন।
করো না সুখের আশ, পরো না দুখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয় ;

সংসারে সংসারী সাজ করো নিত্য নিজ কাজ
ভবের উন্নতি যাতে হয়।
দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির ;
সহায় সম্পদ বল সকলি ঘুচায় কাল
আয়ু যেন শৈবালের নীর।
সংসার-সমরাঙ্গণে যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে
ভয়ে ভীত হইও না মানব ;
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান যায় যাবে যাক প্রাণ
মহিমাই জগতে দুর্লভ।
মনোহর মূর্ত্তি হেরে অহে জীব অন্ধকারে
ভবিষ্যতে করো না নির্ভর ;
অতীত সুখের দিনে পুনঃ আর ডেকে এনে
চিন্তা ক'রে হইও না কাতর।
সাধিতে আপন ব্রত স্বীয় কার্য্যে হও রত
একমনে ডাক ভগবান ;
সঙ্কল্প সাধন হবে ধরাতলে কীর্ত্তি রবে
সময়ের সার বর্ত্তমান।
মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে ক'রে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধ'রে
আমরাও হবো বরণীয়।
সময়-সাগর-তীরে পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে
আমরাও হব হে অমর ;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে অন্য কোন জন পরে
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
করো না মানবগণ বৃথা ক্ষয় এ জীবন
সংসার-সমরাঙ্গণ-মাঝে ;
সঙ্কল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

পদ্মের মৃণাল

১

পদ্মের মৃণাল এক, সুনীল হিল্লোলে,
দেখিলাম সরোবরে ঘন ঘন দোলে—
কখন ডুবায় কায়, কভু ভাসে পুনরায়,
হেলে দুলে আশেপাশে তরঙ্গের কোলে—
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।
শ্বেত আভা স্বচ্ছ পাতা, পদ্ম শতদলে গাঁথা,
উলটি পালটি বেগে স্রোতে ফেলে তোলে—
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।
এক দৃষ্টে কত ক্ষণ, কৌতুকে অবশ মন,
দেখিতে শোকের বেগ ছুটিল কল্লোলে—
পদ্মের মৃণাল এক তরঙ্গের কোলে।

২

সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি ;
পদ্ম, জল, জলাশয় ভুলিয়া সকলি,
অদৃষ্টের নিবন্ধন ভাবিয়া ব্যাকুল মন—
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি !
রাজা রাজমন্ত্রী-লীলা, বলবীর্য্য স্রোতশীলা,
সকলি কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি ?—
অই মৃণালের মত নিস্তেজ সকলি !
অদৃষ্ট বিরোধী যার, নাহি কি নিস্তার তার,
কিবা পশু পক্ষী আর মানবমণ্ডলী ?—
লতা, পশু, পক্ষী সম মানবেরো পরাক্রম,
জ্ঞান, বুদ্ধি, যত্ন, বলে বাঁধা কি শিকলি ?—
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি !

৩

কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল
শাসন করিত যারা অবনীমণ্ডল ?
বল বীর্য্য পরাক্রমে ভবে অবলীলাক্রমে,
ছড়াইত মহিমার কিরণ উজ্জ্বল—
কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল ?
বাঁধিয়ে পাষাণস্তূপ, অবনীতে অপরূপ,
দেখাইলা মানবের কি কৌশল বল—
প্রাচীন মিসরবাসী কোথা সে সকল ?
পড়িয়া রয়েছে স্তূপ অবনীতে অপরূপ,
কোথা তারা, এবে কারা হয়েছে প্রবল
শাসন করিতে এই অবনীমণ্ডল ।

৪

জগতের অলঙ্কার আছিল যে জাতি ;
জ্বালিল উন্নতি-দীপ অরুণের ভাতি ;
অতুল্য অবনীতলে এখনো মহিমা জ্বলে,
কে আছে সে নরধন্য কুলে দিতে বাতি ?—
এই কি কালের গতি, এই কি নিয়তি !
ম্যারাথন্, থার্ম্মপলি হয়েছে শ্মশানস্থলী,
গিরীস আঁধারে আজ পোহাইছে রাতি ;—
এই কি কালের গতি, এই কি নিয়তি !
যার পদচিহ্ন ধ'রে, অন্য জাতি দম্ভ করে,
আকাশ পয়োধি-নীরে ছড়াইছে ভাতি—
জগতের অলঙ্কার কোথায় সে জাতি !

৫

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যার কোথায় সে রোম ?
কাঁপিত যাহার তেজে মহী, সিন্ধু, ব্যোম !

ধরণীর সীমা যার, ছিল রাজ্য অধিকার,
সহস্র বৎসরাবধি একাদি নিয়ম—
দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ আজি কোথায় সে রোম।
সাহস-ঐশ্বর্য্যে যার, ত্রিভুবন চমৎকার—
সে জাতি কোথায় আজি, কোথা সে বিক্রম?
এমনি অব্যর্থ কি রে কালের নিয়ম।
কি চিহ্ন আছে রে তার, রাজপথ দুর্গে যার,
পৃথিবী বন্ধন ছিল, কোথায় সে রোম?—
নিয়তির কাছে নর এত কি অক্ষম।

৬

আরবের পারস্যের কি দশা এখন?
সে তেজ নাহিক আর, নাহি সে তর্জ্জন।
সৌভাগ্য-কিরণজালে, উহারাই কোন কালে
করেছিল মহাতেজে পৃথিবী শাসন।—
আরবের পারস্যের কি দশা এখন।
পশ্চিমে হিস্পানীশেষ, পূবে সিন্ধু হিন্দুদেশ,
কাফর যবনবৃন্দে করিয়া দমন—
উল্‌কা-সম অকস্মাৎ হইল পতন।
"দীন" ব'লে মহীতলে, যে কাণ্ড করিলা বলে,
সে দিনের কথা এবে হয়েছে স্বপন—
আরবের উপন্যাস অদ্ভুত যেমন।

৭

আজি এ ভারতে, হায়, কেন হাহাধ্বনি!
কলঙ্ক লিখিতে যার কাঁদিছে লেখনী।
তরঙ্গে তরঙ্গে নত পদ্মমৃণালের মত,
পড়িয়া পরের পায় লুটায় ধরণী।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার-ধ্বনি!

জগতের চক্ষু ছিল, কত রশ্মি ছড়াইল,
সে দেশে নিবিড় আজ আঁধার রজনী—
পূর্ণগ্রাসে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি !
বুদ্ধি বীর্য্য বাহুবলে, সুধন্য জগতী-তলে,
ছিল যারা আজি তারা অসার তেমনি।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার-ধ্বনি ?

৮

কোথা বা সে ইন্দ্রালয়, কোথা সে কৈলাস,
কোথা সে উন্নতি-আশা, কোথা সে উল্লাস !
দম্ভে বসুধার 'পরে, বেড়াইত তেজোভরে,
আজি তারা ভয়ে ভীত হয়েছে হতাশ—
কোথা বা সে ইন্দ্রালয়, কোথা সে কৈলাস !
কত যত্নে কত যুগে, বনবাসে কষ্ট ভুগে,
কালজয়ী হলো ব'লে করিত বিশ্বাস—
হায় রে সে ঋষিদের কোথা অভিলাষ !
সে শাস্ত্র, সে দরশন, সে বেদ কোথা এখন ?
পড়ে আছে ইন্দ্রালয়, ভাবিয়া হতাশ ;—
কোথা বা সে হিমালয়, কোথা সে কৈলাস !

৯

নিয়তির গতি রোধ হবে না কি আর ?
উঠিবে না কেহ কি রে উজলি আবার ?
মিসর পারস্য ভাতি, গিরীক রোমীয় জাতি,
ভারত থাকিবে কি রে চির অন্ধকার ?
জাপান জিলগু নিশি পোহাবে এবার !
যত্ন, আশা, পরিশ্রমে খণ্ডিয়া নিয়তি-ক্রমে,
উঠিয়া প্রবল হতে পাবে না কি আর ;—
অই মৃণালের মত সহিবে প্রহার ?

না জানি কি আছে ভালে, তাই গো মা এ কাঙ্গালে
মিশাইছে অশ্রুধারা ভস্মেতে তোমার ;—
ভারত কিরণময় হবে কি আবার ?

১০

তোরো তরে কাঁদি আয় ফরাসী-জননী,
কোমল কুসুম-আভা প্রফুল্লবদনী।
এত দিনে বুঝি সতি, ফিরিল কালের গতি,
হ'লে বুঝি দশাহীন ভারত যেমনি!
সভ্যজাতি মাঝে তুমি সভ্যতার খনি।
হলো যবে মহীতলে রোম দগ্ধ কালানলে,
তুমিই উজ্জ্বল ক'রে আছিলে ধরণী,
বীরমাতা প্রভাময়ী সুচিরযৌবনী।
ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার ছিলে, কতই যে প্রসবিলে
শিল্প নীতি নৃত্য গীত চকিত অবনী—
তোরো তরে কাঁদি আয় ফরাসী-জননী।
বুঝি বা পড়িলে এবে কালের হিল্লোলে,
পদ্মের মৃণাল যথা তরঙ্গের কোলে।

গঙ্গার উৎপত্তি

১

হরিনামামৃত পানে বিমোহিত
সদা আনন্দিত নারদ ঋষি,
গাইতে গাইতে অমরাবতীতে
আইল একদা উজলি দিশি।

২

হরষ অন্তরে মহা সমাদরে
স্বগণ সংহতি অমর-পতি,

করি গাত্রোত্থান করিয়া সম্মান
সাদর সম্ভাষে তোষে অতিথি।

৩

পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া মুনিরে পূজিয়া
চন্দ্রাগ্নি প্রভৃতি অমরগণ;
করিয়া মিনতি কহে ঋষিপ্রতি
"কহ কৃপা করি করি শ্রবণ,

৪

কিরূপে উৎপতি হলো ভাগীরথী
গাও তপোধন প্রাচীন কথা।
বেদের উকতি, তোমার ভারতী,
অমৃত-লহরী-সদৃশ গাথা।"

৫

গুণী-বিশারদ মুনি সে নারদ,
ললিত পঞ্চমে মিলায়ে তান,
আনন্দে ডুবিয়া নয়ন মুদিয়া
তুম্ব বাজাইয়া ধরিল গান।

৬

"হিমাদ্রি অচল দেব-লীলাস্থল
যোগীন্দ্র-বাঞ্ছিত পবিত্র স্থান;
অমর কিন্নর যাহার উপর
নিসর্গ নিরখি জুড়ায় প্রাণ।

৭

যাহার শিখরে সদা শোভা করে
অসীম অনন্ত তুষাররাশি;
যাহার কটিতে ছুটিতে ছুটিতে
জলদ-কদম্ব জুড়ায় আসি।

৮

যেখানে উন্নত মহীরুহ যত
প্রণত উন্নত শিখর-কায় ;
সহস্র বৎসর অজর অমর
অনাদি ঈশ্বর-মহিমা গায়।

৯

সেই হিমগিরি শিখর-উপরি
অঙ্গিরাদি যত মহর্ষিগণ
আসিত প্রত্যহ, ভকতির সহ
ভজিতে ব্রহ্মাণ্ড-আদিকারণ।

১০

হেরিত উপরে নীলকান্তি ধরে
শূন্য ধু ধু করে ছড়ায়ে কায় ;
হেরিত অযুত অযুত অদ্ভুত
নক্ষত্র ফুটিয়া ছুটিছে তায়।

১১

মণ্ডলে মণ্ডলে শনি শুক্র চলে
ঘুরিয়া ঘেরিয়া আকাশময় ;
হেরিত চন্দ্রমা অতুল উপমা,
অতুল উপমা ভানু-উদয়।

১২

চারি দিকে স্থিত দিগন্ত-বিস্তৃত
হেরিত উল্লাসে তুষাররাশি ;
বিস্ময়ে প্লাবিত বিস্ময়ে ভাবিত
অনাদি পুরুষে আনন্দে ভাসি।”

১৩

বলিতে বলিতে আনন্দ-বারিতে
দেবর্ষি হইল রোমাঞ্চ-কায় ;

ঘন ঘন স্বর গভীর প্রখর
তান্‌পুরা-ধ্বনি বাজিল তায়।

১৪

গাইল নারদ ভাবে গদগদ,
"এমন ভজন নাহি রে আর,
ভূধরশিখরে ডাকিয়া ঈশ্বরে
গাইতে অনন্ত মহিমা তাঁর।

১৫

ইহার সমান ভজনের স্থান
কি আছে মন্দির জগতমাঝে;
জলদ গর্জ্জন তরঙ্গ পতন
ত্রিলোক চমকি যেখানে বাজে।

১৬

কিবা সে কৈলাস বৈকুণ্ঠ নিবাস
অলকা অমরা নাহিক চাই;
জয় নারায়ণ বলিয়া যেমন
ভুবনে ভুবনে ভ্রমিতে পাই।"

১৭

নারদের বাণী শুনি অভিমানী
অমরমণ্ডলী বিমর্ষ হয়;
আবার আহ্লাদে গভীর নিনাদে
সঙ্গীততরঙ্গ বেগেতে বয়।

১৮

"ঋষি কয় জন সন্ধ্যা সমাপন
করি এক দিন বসিলা ধ্যানে;
দেবী বসুন্ধরা মলিনা কাতরা
কহিতে লাগিলা আসি সেখানে;

১৯

'রাখ ঋষিগণ— সমূলে নিধন
মানব-সংসার হলো এবার ;
হলো ছারখার ভুবন আমার
অনাবৃষ্টি-তাপ সহে না আর।'

২০

শুনে ঋষিগণ ক'রে দৃঢ় পণ
যোগে দিল মন একান্ত-চিতে ;
কঠোর সাধনা ব্রহ্ম-আরাধনা
করিতে লাগিলা মানব-হিতে।

২১

মানব-মঙ্গলে ঋষিরা সকলে
কাতরে ডাকিছে করুণাময় ;
মানবে রাখিতে নারায়ণ-চিতে
হইল অসীম করুণোদয়।

২২

দেখিতে দেখিতে হলো আচম্বিতে
গগনমণ্ডল তিমিরময় ;
মিহির নক্ষত্র তিমিরে একত্র
অনল বিদ্যুৎ অদৃশ্য হয়।

২৩

ব্রহ্মাণ্ড ভিতর নাহি কোন স্বর,
অবনী অম্বর স্তম্ভিতপ্রায় ;
নিবিড় আঁধার জলধি-হুঙ্কার
বায়ু-বজ্রনাদ নাহি শুনায়।

২৪

নাহি করে গতি গ্রহদল-পতি
অবনীমণ্ডল নাহিক ছুটে ;

নদ-নদী-জল হইল অচল—
নির্ঝর না ঝরে ভূধর ফুটে।

২৫

দেখিতে দেখিতে পুনঃ আচম্বিতে
গগনে হইল কিরণোদয়;
ঝলকে ঝলকে অপূর্ব্ব আলোকে
পূরিল চকিতে ভুবনত্রয়!

২৬

শূন্যে দিল দেখা কিরণের রেখা
তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায়—
ব্রহ্ম সনাতন অতুল চরণ
সলিল-নির্ঝর বহিছে তায়।

২৭

বিন্দু বিন্দু বারি পড়ে সারি সারি
ধরিয়া সহস্র সহস্র বেণী;
দাঁড়ায়ে অম্বরে কমণ্ডলু-করে
আনন্দে ধরিছে কমলযোনি।

২৮

হায় কি অপার আনন্দ আমার
ব্রহ্মসনাতন-চরণ হতে;
ব্রহ্মা-কমণ্ডলে জাহ্নবী উথলে
পড়িছে দেখিনু বিমানপথে।

২৯

গভীর গর্জ্জনে দেখিনু গগনে
ব্রহ্মা-কমণ্ডলু হতে আবার
জলস্তম্ভ ধায়, রজতের কায়,
মহাবেগে বায়ু করি বিদার।

৩০

ভীম কোলাহলে 	নগেন্দ্র-অচলে
সেই বারিরাশি পড়িল আসি ;
ভূধর-শিখর 	সাজিয়া সুন্দর
মুকুটে ধরিল সলিলরাশি ।

৩১

রজত-বরণ 	স্তম্ভের গঠন
অনন্ত গগন ধরেছে শিরে,
হিমানী-আবৃত 	হিমাদ্রি পর্ব্বত
চরণে পড়িয়া রয়েছে ধীরে ।

৩২

চারি দিকে তার 	রাশি স্তূপাকার
ফুটিয়া ছুটিছে ধবল ফেনা ;
ঢাকি গিরিচূড়া 	হিমানীর গুঁড়া
সদৃশ খসিছে সলিলকণা ।

৩৩

ভীষণ আকার 	ধরিয়া আবার
তরঙ্গ ধাইছে অচল-কায় ;
নীলিম গিরিতে 	হিমানী রাশিতে
ঘুরিয়া ফিরিয়া মিশায়ে যায় ।

৩৪

হইল চঞ্চল 	হিমাদ্রি অচল
বেগেতে বহিল সহস্র ধারা ;
পাহাড়ে পাহাড়ে 	তরঙ্গ আছাড়ে
ত্রিলোক কাঁপিল আতঙ্কে সারা ।

৩৫

ছুটিল গর্ব্বেতে 	গোমুখী পর্ব্বতে
তরঙ্গ সহস্র একত্রে মিলি,

গভীর ডাকিয়া আকাশ ভাঙ্গিয়া
পড়িতে লাগিল পাষাণ ফেলি।

৩৬

পালকের মত ছিঁড়িয়া পর্ব্বত
কুঁদিয়া চলিল ভাঙ্গিয়া বাঁধ,
পৃথিবী কাঁপিল তরঙ্গ ছুটিল
ডাকিয়া অসংখ্য কেশরি-নাদ।

৩৭

বেগে বক্রকায় স্রোতঃস্তম্ভ ধায়
যোজন অন্তরে পড়িছে নীচে ;
নক্ষত্রের প্রায় ঘেরিয়া তাহায়
শ্বেত ফেনরাশি পড়িছে পিছে।

৩৮

তরঙ্গনির্গত বারিকণা যত
হিমানী চূর্ণিত আকার ধরে ;
ধূমরাশি প্রায় ঢাকিয়া তাহায়
জলধনু-শোভা চিত্রিত করে।

৩৯

শত শত ক্রোশ জলের নির্ঘোষ
দিবস রজনী করিছে ধ্বনি ;
অধীর হইয়া প্রতিধ্বনি দিয়া
পাষাণ খসিয়া পড়ে অমনি।

৪০

ছাড়ি হরিদ্বার শেষেতে আবার
ছড়ায়ে পড়িল বিমল ধারা ;
শ্বেত সুশীতল স্রোতস্বতীজল
বহিল তরল পারার পারা।

৪১

অবনীমণ্ডলে সে পবিত্র জলে
হইল সকলে আনন্দে ভোর ;
'জয় সনাতনী পতিতপাবনী'
ঘন ঘন ধ্বনি উঠিল ঘোর।"

প্রলয়*

১

ফিরে কি আসিছে প্রলয়ের কাল
নাশিতে পৃথিবী ?—ফিরে কি করাল
বাজিবে বিষাণ ভীষণ নিনাদে ?
জ্বলন্ত আকাশে বিপুল প্রমাদে
ফিরে কি উঠিবে দ্বাদশ রবি ?

২

ভয়ঙ্কর কথা—ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ
করিতে আসিছে প্রচণ্ড হুতাশ—
ভানুর মণ্ডলে তড়িতের শিখা,
গিরি-চূড়াকৃতি, বায়ুপথে দেখা
দিয়াছে অদ্ভুত অনল-ছবি
স্থিরবায়ু ভেদি তড়িত-কিরণ-
রাশি স্তূপাকার করিছে গমন
পৃথিবীর দিকে—আকৃতি ভীষণ
দেখিতে অদ্ভুত অনল-ছবি।

* ১২৮২ সালে সম্পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণকালে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দেখিয়াছিলেন যে, সূর্য্যমণ্ডল হইতে এক অদ্ভুত বিদ্যুতাকৃতি জ্যোতিরেখা নির্গত হইয়া পৃথিবীর দিকে আসিতেছে, প্রায় অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে ; এবং যেরূপ বেগে আসিতেছে, তাহাতে অনতিবিলম্বে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করা সম্ভব। সেই উপলক্ষে ইহা বিরচিত হইয়াছিল।

জ্বলন্ত আকাশে বিপুল প্রমাদে
ফিরে কি উঠিবে দ্বাদশ রবি ?

৩

আসিছে অনল ব্রহ্মাণ্ড উজলি,
(দেখেছে শূন্যেতে পণ্ডিতমণ্ডলী)
জগত ব্রহ্মাণ্ড করিবে গ্রাস।
এ কি ভয়ঙ্কর—বিশ্ব চরাচর,
সোম, শুক্র, বুধ, মহী, শনৈশ্চর,—
বিদ্যুৎ-অনলে হবে বিনাশ।
আকাশের গ্রহ, নক্ষত্রমণ্ডলী
অনলে পুড়িয়া পড়িবে সকলি ;
অখিল ব্রহ্মাণ্ড হবে শূন্যময়,
সমুদ্র, পবন, প্রাণী সমুচয়,—
এমন পৃথিবী হবে বিনাশ।

৪

হবে কি বিনাশ এমন পৃথিবী ?
অথবা যেমন চন্দ্রমার ছবি,
প্রাণিশূন্য মরু হয়ে চিরকাল,
ভ্রমিবে শূন্যেতে হিমানীর তাল—
মানব বিহঙ্গ কিছু না রবে ?
না রবে জলধি, নদ-নদী-জল,
অগাধ সাগর হবে মরুতল,
শীত গ্রীষ্ম ঋতু ফুরাবে সকল,
মানব পতঙ্গ কিছু না রবে ?
না রবে মানব—বিপুল মহীতে
মানবের মুখ পাব না দেখিতে,
পাব না দেখিতে জগতের সার
রূপের প্রতিমা, সুখের আধার

রমণীর মুখ—ভবের ভূষণ
বিধাতার চারু মানস-সৃজন—
চিরদিন তরে বিলীন হবে

বিহঙ্গের স্বর, তরঙ্গ-নির্ঝর,
কুসুমের আভা, ঘ্রাণ মনোহর,
বালকের হাসি, আধ আধ বোল,
ঘনঘটা-ছটা, জলের কল্লোল,
চাঁদের কিরণ, তড়িতের খেলা,
ভানুর উদয়, ভূধরের মেলা,
দেখিতে শুনিতে পাব না আর।
এত যে সাধের এত যে বাসনা,
আশা, অভিলাষ, কিছুই রবে না,
আনন্দ, বিষাদ, ভাবনাকলাপ,
প্রণয়ের সুখ, প্রতাপের তাপ,
ধনের মর্য্যাদা, মানের গৌরব,
জ্ঞানের আস্বাদ, প্রেমের সৌরভ,
কিছু কি রবে না রবে না তার ?

৬

বিরলে বসিয়া এ মহীমণ্ডলে,
উজানে ভাসিয়া কালের হিল্লোলে,
আর কি পাব না সে ভাবে ভাবিতে,
আর কি পাব না সে সবে দেখিতে,
নয়নে কাঁদিয়া, স্বপনে ডুবিয়া,
মানসে ভাবিয়া, পুলকে পুরিয়া,
যে সবে দেখিতে বাসনা হয় !
শিশু-বাল্যকাল, যৌবন সরল,
(কখন অমৃত কখন গরল)

কুটিল প্রবীণ মানব-জীবন,
লহরী লুকায়ে হবে অদর্শন,
এ জীবপ্রবাহ—হবে প্রলয় !

৭

এত যে সহস্র জীবের রতন—
দেবের সদৃশ মহামতিগণ,
যুগে যুগে যুগে পরাণ সঁপিয়া
আকাশ, জলধি, পৃথিবী খুঁজিয়া
জ্ঞান সঞ্চারিল, মানবজাতিতে
আনন্দ নির্ঝর অজস্র করিতে,—
সকলি কি হায় বৃথায় যাবে ?
তবে কি কারণ, বৃথা এ সকল,
এ মানবজাতি, এ মহীমণ্ডল,
এমন তপন, তারা, শশধর,
এত সুখ দুঃখ, রূপ মনোহর—
বিধির সৃজন কেন, কি ভাবে ?

৮

নাহি কি কোনই অভিসন্ধি তার ?—
জীবাত্মা, জীবন, সকলি অসার,
এত যে যাতনা, যাতনাই সার—
শুধুই বিধির সাধের খেলা !
তবে অকস্মাৎ হোক্ রে এখনি
দেহ, পরমায়ু, আকাশ, অবনী,
আঁধারে ডুবিয়া হোক্ ছারখার,
কিবা এ ব্রহ্মাণ্ড, জীব জন্তু আর—
চিরদিন তরে যাক্ এ বেলা !
এ মানবজাতি, এ মহীমণ্ডল
বৃথা এ সকল—সকলি নিষ্ফল—
এই কি বিধির সাধের খেলা !

বিধাতা হে আর ক'রো না সৃজন
এমন পৃথিবী, এমন জীবন ;—
কর যদি প্রভু ধরা পুনর্ব্বার,
মানব সৃজন ক'রো না আর ;
আর যেন, দেব, না হয় ভুগিতে
জীবাত্মার সুখ—না হয় আসিতে,
এ দেহ এ মন ধারণ করিতে,
এরূপ মহীতে কখন আর।

ভারত-কামিনী

অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার—
এই কি তোদের দয়া, সদাচার ?
হয়ে আর্য্যবংশ—অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে !

এখনও ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি ভ্রমেতে ডুবিয়া—
চরণে দলিয়া মাতা, সুতা, জায়া,
এখনো রয়েছ উন্মত্ত হয়ে ?

বাঁধিয়া রেখেছ বামা রাশি রাশি
অনাথা করিয়া—গলে দিয়া ফাঁসি,
কাড়িয়া লয়েছ কবরী, কঙ্কণ,
হার, বাজু, বালা, দেহের ভূষণ—
অনন্ত দুখিনী বিধবা নারী।

দেখ রে নিষ্ঠুর, হাতে লয়ে মালা
কুলীন সধবা অনূঢ়া অবলা
আছে পথ চেয়ে পতির উদ্দেশে,
অসংখ্য রমণী পাগলিনী বেশে—

কেহ বা করিছে বরমাল্য দান
মুমূর্ষুর গলে হয়ে ম্রিয়মাণ
নয়নে মুছিয়া গলিত বারি !

চারি দিকে হেথা ভারত যুড়িয়া,
সরসীকমল যেন রে ছিঁড়িয়া—
কামিনীমণ্ডলী রেখেছ তুলিয়া—
কোমল হৃদয় করেছ হতাশ,
না দেখিতে দেও অবনী আকাশ—
করে কারাবাস জগতে রয়ে।

অরে কুলাঙ্গার, হিন্দু দুরাচার—
এই কি তোদের দয়া, সদাচার ?
হয়ে আর্য্যবংশ, অবনীর সার,
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে ?

এখনও ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি ভ্রমেতে ডুবিয়া—
চরণে দলিছ মাতা, সুতা, জায়া,
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবী-মাঝে।

দেখ না কি চেয়ে জগত-উজ্জ্বল
এই সে ভারত, হিমানী অচল,
এই সে গোমুখী, যমুনার জল,
সিন্ধু, গোদাবরী, সরযূ সাজে ?

জান না কি সেই অযোধ্যা, কোশল,
এইখানে ছিল কলিঙ্গ, পঞ্চাল,
মগধ, কনৌজ—সুপবিত্র ধাম
সেই উজ্জয়িনী, নিলে যার নাম
ঘুচে মনস্তাপ কলুষ হরে ?

এই রঙ্গভূমে করেছিল লীলা
আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী সুশীলা,
খনা, লীলাবতী প্রাচীন মহিলা—
সাবিত্রী ভারত পবিত্র করে।

এই আর্য্যভূমে বাঁধিয়া কুন্তল
ধরিয়া কৃপাণ কামিনী সকল,
প্রফুল্ল স্বাধীন পবিত্র অন্তরে
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ছুটিত সমরে—
খুলে কেশপাশ দিত পরাইয়া
ধনুদণ্ডে ছিলা আনন্দে ভাসিয়া—
সমর-উল্লাসে অধৈর্য্য হয়ে—

কোথা সে এখন অসিভল্লধারী
মহারাষ্ট্র-বামা, রাজোয়ারা নারী ?
অরাতিবিক্রমে পরাজিত হলে
চিতানলে যারা তনু দিত ঢেলে
পতি, পিতা, সুত, সংহতি লয়ে।

বীরমাতা যারা বীরাঙ্গনা ছিল,
মহিমা-কিরণে জগত ভাতিল—
কোথা এবে তারা—কোথা সে কিরণ ?
আনন্দ-কানন ছিল যে ভুবন
নিবিড় অটবী হয়েছে এবে !

আর কি বাজে সে বীণা সপ্তস্বরা
বিজয় নিনাদে বসুন্ধরা ভরা ?
আর কি আছে সে মনের উল্লাস,
জ্ঞানের মর্য্যাদা, সাহসবিভাস
সে সব রমণী কোথা রে এবে ?

সে দিন গিয়াছে—পশুর অধম
হয়েছে ভারতে নারীর জনম ;
নৃশংস আচার, নীচ দুরাচার
ভারত-ভিতরে যত কুলাঙ্গার
পিশাচের হেয় হয়েছে সবে ।

তবে কেন আজও আছে ঐ গিরি
নাম হিমালয়, শৃঙ্গ উচ্চে ধরি ?
তবে কেন আজও করিছে হুঙ্কার
ভারত বেষ্টিয়া জলধি দুর্ব্বার ?
কেন তবে আজও ভারত ভিতরে
হিন্দুবংশাবলী শুনে সমাদরে
ব্যাস বাল্‌মীকি, বারিধারা ঝরে
সীতা, দময়ন্তী, সাবিত্রী-রবে ?-

গভীর নিনাদে করিয়ে ঝঙ্কার,
বাজ্‌ রে বীণা বাজ্‌ একবার,
ভারতবাসীরে শুনায়ে সবে ।
দেখ্‌ চেয়ে দেখ্‌ হোথা একবার—
প্রফুল্ল কোমল কুসুম-আকার
য়ুনানী* মহিলা হয় পারাপার
অকূল জলধি অকুতোভয়ে ।

ধায় অশ্বপৃষ্ঠে অশঙ্কিত চিতে
কানন, কন্দর, উন্নত গিরিতে—
অপ্সরা-আকৃতি পুরুষ-সেবিতা,
সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীতে ভূষিতা—
স্বাধীন প্রভাতে পবিত্র হয়ে ।

আর কি ভারতে ওরূপে আবার
হবে রে অঙ্গনা-মহিমা প্রচার ?—

* অর্থাৎ ইউরোপীয় ।

পেয়ে নিজ মান, পরে নিজ বেশ
জ্ঞান, দম্ভ, তেজে পূরে নিজ দেশ,—
বীর-বংশাবলী-প্রসূতি হবে ?

এহেন প্রকাণ্ড মহীখণ্ড-মাঝে
নাহি কি রে কোন বীরাত্মা বিরাজে-
এখনি উঠিয়া করে খণ্ড খণ্ড
সমাজের জাল করাল প্রচণ্ড—
স্বজাতি উজ্জ্বল করিয়া ভবে ?

চৈতন্য গৌতম নাহি কি রে আর,
ভারত-সৌভাগ্য করিতে উদ্ধার ?—
ঋষি বিশ্বামিত্র, রাঘব, পাণ্ডব,
কেন জন্মেছিলা মহাত্মা সে সব—
ভারত যদি না উন্নত হবে ?

ধিক্ হিন্দুজাতি, হয়ে আর্য্যবংশ,
নরকণ্ঠহার নারী কর ধ্বংস।
ভুলে সদাচার, দয়া, সদাশয়,
কর আর্য্যভূমি পূতিগন্ধময়,
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবী-মাঝে।—

দেখ না কি চেয়ে জগত-উজ্জ্বল
এই সে ভারত, হিমানী অচল,
এই সে গোমুখী, যমুনার জল,
সিন্ধু, গোদাবরী, সরযূ সাজে ?

জান না কি সেই অযোধ্যা, কোশল
এইখানে ছিল কলিঙ্গ পঞ্চাল ?
মগধ, কনৌজ,—সুপবিত্র ধাম
সেই উজ্জয়িনী—নিলে যার নাম
ঘুচে মনস্তাপ, কলুষ হরে ?

এই রঙ্গভূমে করেছিল লীলা
আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী সুশীলা,
খনা, লীলাবতী প্রাচীন মহিলা—
সাবিত্রী, ভারত পবিত্র করে ?

অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার—
এই কি তোদের দয়া, সদাচার ?
হয়ে আর্য্যবংশ, অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে ?

এখন(ও) ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি ভ্রমেতে ডুবিয়া—
চরণে দলিয়া মাতা, সুতা, জায়া,
এখনও রয়েছ উন্মত্ত হয়ে ?

অশোকতরু

১

কে তোমারে তরুবর, করে এত মনোহর,
রাখিল এ ধরাতলে, ধরা ধন্য করে ?
এত শোভা আছে কি এ পৃথিবী-ভিতরে।
দেখ দেখ কি সুন্দর, পুষ্পগুচ্ছ থরে থর,
বিরাজে শাখীর 'পর সদা হাস্যভরে—
সিন্দূরের ঝারা যেন বিটপী-উপরে !
মরি কিবা মনোলোভা, ছড়ায়ে রয়েছে শোভা,
আভা যেন উথলিয়া পড়িছে অম্বরে।—
কে আনিল হেন তরু পৃথিবী-ভিতরে ?

বল বল তরুবর, তুমি যে এত সুন্দর,
অন্তরও তোমার, কি হে, ইহারি মতন ?
কিম্বা শুধু নেত্রশোভা মানব যেমন ?
আমি দুঃখী তরুবর, তাপিত মম অন্তর,
না জানি মনের সুখ, সন্তোষ কেমন ;
তরুবর, তুমি বুঝি না হবে তেমন ?
অরে তরু, খুলে বল, শুনে হই সুশীতল,
ধরণীতে সদানন্দ আছে এক জন,—
না হয় সন্তাপে যারে করিতে ক্রন্দন ।

৩

জানিতাম, তরুবর, যদি হে তব অন্তর,
দেখাতাম একবার পৃথিবী তোমায়—
মানবের মনচিত্রে কি আছে কোথায় !
কত মরু, বালুস্তূপ, কত কাঁটা, শুষ্ক কূপ,
ধূ ধূ করে নিরবধি অন্ধ ঝটিকায়—
সরসী, নির্ঝর, নদী, কিছু নাহি তায় ।
তা হ'লে বুঝিতে তুমি, কেন ত্যজি বাসভূমি,
নিত্য আসি কাঁদি বসি তোমার তলায় ;
ত্যজে নর, ধরি কেন তোমার গলায় ।

৪

তুমি তরু নিরন্তর, আনন্দে অবনী'পর,
বিরাজ বন্ধুর মাঝে, স্বজন-সোহাগে ;
তরুবর, কেহ নাহি তোমারে বিরাগে ।
ধরণী করান পান, সুরস সুধা-সমান,
দিবানিশি বার মাস সম অনুরাগে,—
পবন তোমার তরে যামিনীতে জাগে ।

স্রোতোধারা ধরি পায়, কুলু কুলু করি ধায়,
আপনি বরষা নীর ঢালে শিরোভাগে ;—
তরু রে, বসন্ত তোর স্নেহ করে আগে।

৫

কলকণ্ঠ মধুমাসে, তোমারি নিকটে আসে,
শুনাতে আনন্দে বসে কুহু কুহু রব ;
তরুবর, তোমার কি সুখের বিভব।
তলদেশে মখমল, তৃণ করে ঢল ঢল,
পতঙ্গ তাহাতে সুখে কেলি করে সব,
কতই সুখেতে তরু, শুন ঝিল্লীরব।
আসি সুখে পাঁতি পাঁতি, ছড়ায়ে বিমল ভাতি,
খদ্যোত যখন তব সাজায় পল্লব—
কি আনন্দ তরু তোর হয় অনুভব।

৬

তরু রে, আমার মন তাপদগ্ধ অনুক্ষণ,
কেহ নাই শোকানলে ঢালে বারিধারা ;
আমি, তরু, জগতের স্নেহ-সুখ-হারা।
জায়া, বন্ধু, পরিবার সকলি আছে আমার,
তবু এ সংসার যেন বিষতুল্য কারা ;—
মনে ভাল, কেহ মোরে, বাসে না তাহারা।
এ দোষ কাহারো নয়, আমিই কলঙ্কময়,
আমারি অন্তর হায়, কলঙ্কেতে ভরা—
আমি, তরু, বড় পাপী, তাই ঠেলে তারা।

৭

বড় দুঃখী তরু আমি, জানেন অন্তরযামী,
তোমার তলায় আসি ভাসি অশ্রুনীরে,
দেখিয়া জীবের সুখ ভবের মন্দিরে।

এই ভিন্ন সুখ নাই, তরু, তাই ভিক্ষা চাই,
পাই যেন এই রূপে কাঁদিতে গম্ভীরে,
যত দিন নাহি যাই বৈতরণী-তীরে।
এক ভিক্ষা আছে আর, অন্য যদি কেহ আর,
আমার মতন দুঃখী আসে এই স্থানে,
তরু, তারে দয়া ক'রে তুষিও পরাণে !

যমুনাতটে

১

আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়,
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল !
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুলমধু বয়,
কল কল করে ধীরে তরঙ্গিণী-জল !
কুসুম, পল্লব, লতা নিশার তুষারে
শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়,
জোনাকির পাঁতি শোভে তরু-শাখা'পরে,
নিরিবিলি ঝিঁঝি ডাকে, জগত ঘুমায় ;-
হেন নিশি একা আসি, যমুনার তটে বসি
হেরি শশী দুলে দুলে জলে ভাসি যায়।

কে আছে এ ভূমণ্ডলে, যখন পরাণ
জীবন-পিঞ্জরে কাঁদে যমের তাড়নে,
যখন পাগল মন ত্যজে এ শ্মশান
ধায় শূন্যে দিবানিশি প্রাণ-অন্বেষণে,
তখন বিজন বন, শান্ত বিভাবরী,
শান্ত নিশানাথ-জ্যোতি বিমল আকাশে,
প্রশস্ত নদীর তট, পর্ব্বত-উপরি,
কার না তাপিত মন জুড়ায় বাতাসে।

কি সুখ যে হেনকালে, গৃহ ছাড়ি বনে গেলে,
সেই জানে প্রাণ যার পুড়েছে হুতাশে।

৩

ভাসায়ে অকূল নীরে ভবের সাগরে
জীবনের ধ্রুবতারা ডুবেছে যাহার,
নিবেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে,
হুহু করে দিবা নিশি প্রাণ কাঁদে যার,
সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূরতি,
হেরিলে বিরলে বসি গভীর নিশিতে
শুনিলে গভীর ধ্বনি পবনের গতি,
কি সান্ত্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে।
না জানি মানব-মন, হয় হেন কি কারণ,
অনন্ত চিন্তার গামী বিজন ভূমিতে।

৪

হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন,
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন,
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী?
কেন দিবসেতে ভুলি থাকি সে সকলে
শমন করিয়া চুরি নিয়াছে যাহায়?
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জ্বলে,
প্রাণের দোসর ভাই প্রিয়ার ব্যথায়?
কেন বা উৎসবে মাতি থাকি কভু দিবা রাতি,
আবার নির্জ্জনে কেন কাঁদি পুনরায়?

৫

বসিয়া যমুনাতটে হেরিয়া গগন,
ক্ষণে ক্ষণে হ'লো মনে কত যে ভাবনা,

দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম্ম, আত্মবন্ধুজন,
জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না।
কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ,
কতই বিষাদ আসি হৃদয় পূরিল,
কত ভাঙি, কত গড়ি, কত করি সাধ,
কত হাসি, কত কাঁদি, প্রাণ জুড়াইল
রজনীতে কি আহ্লাদ, কি মধুর রসাস্বাদ,
বৃন্তভাঙা মন যার সেই সে বুঝিল।

চাতক পক্ষীর প্রতি*

কে তুমি রে বল পাখি,
সোনার বরণ মাখি,
গগনে উধাও হয়ে
মেঘেতে মিশায়ে রয়ে,
এত সুখে সুধামাখা সঙ্গীত শুনাও

২

বিহঙ্গ নহ ত তুমি ;
তুচ্ছ করি মর্ত্ত্যভূমি
জ্বলন্ত অনল-প্রায়
উঠিয়া মেঘের গায়,
ছুটিয়া অনিল-পথে সুস্বর ছড়াও

৩

অরুণ উদয়কালে
সন্ধ্যার কিরণ-জালে

* শেলি-বিরচিত স্কাইলার্কের অনুকরণ।

দূর গগনেতে উঠি,
গাও সুখে ছুটি ছুটি,
সুখের তরঙ্গ যেন ভাসিয়া বেড়াও।

৪

আকাশের তারা সহ
মধ্যাহ্নে লুকায়ে রহ,
কিন্তু শুনি উচ্চ স্বরে
শূন্যেতে সঙ্গীত ঝরে ;
আনন্দপ্রবাহ ঢেলে পৃথিবী জুড়াও।

৬

একাকী তোমার স্বরে
জগত প্লাবিত করে,
শরতের পূর্ণ শশী
বিমল আকাশে বসি
কৌমুদী ঢালিয়া যথা ব্রহ্মাণ্ড ভাসায়

৬

কবি যথা লুকাইয়ে,
হৃদয়ে কিরণ লয়ে,
উন্মত্ত হইয়ে গায়,
পৃথিবী মাতিয়ে তায়
আশা মোহ মায়া ভয় অন্তরে জড়ায়

৭

রাজার কুমারী যথা
পেয়ে প্রণয়ের ব্যথা,
গোপনে প্রাসাদ 'পরে
বিরহ সান্ত্বনা করে
মধুর প্রেমের মত মধুর গাথায়।

যেমন খদ্যোত জ্বলে
বিরলে বিপিনতলে,
কুসুম তৃণের মাঝে
আভোষী আলোক সাজে
ভিজিয়া শিশির-নীরে আঁধার নিশায়।

৯

পাতায় নিকুঞ্জ গাঁথা
গোলাপ অদৃশ্য যথা
সৌরভ লুকায়ে রয়,
যখনি পবন বয়,
সুগন্ধ উথলি উঠি বায়ুরে খেপায়।

১০

সেইরূপ তুমি, পাখি,
অদৃশ্য গগনে থাকি,
কর সুখে বরিষণ
সুধাস্বর অনুক্ষণ,
ভাসাইতে ভূমণ্ডল সুধার ধারায়।

১১

কেবা তুমি জানি নাই,
তুলনা কোথায় পাই ;
জলধনু চূর্ণ হয়ে
পড়ে যদি শূন্য বয়ে,
তাহাও অপূর্ব্ব হেন নাহিক দেখায়।

১২

যত কিছু ভূমণ্ডলে
সুন্দর মধুর বলে—

নবীন মেঘের জল
মুক্তামাখা তৃণদল—
তোমার মধুর স্বরে পরাজিত হয়।

১৩

পাখী কিম্বা হও পরী
বল রে প্রকাশ করি
কি সুখ-চিন্তায় তোর
আনন্দ হয়েছে ভোর ?
এমন আহ্লাদ আহা স্বরে দেখি নাই।*

১৪

সুধা প্রণয়ের গীত
প্রাণ করে পুলকিত—
তারো সুললিত স্বর
নহে এত মনোহর,
এত সুধাময় কিছু না হেরি কোথাই।

১৫

বিবাহ-উৎসব-রব
বিজয়ীর জয়-স্তব,
তোর স্বর তুলনায়
অসার দেখি রে তায়—
মেটে না মনের সাধ, পূর্ণ নাহি হয়।

১৬

তোর এ আনন্দময়
সুখ-উৎস কোথা রয়,
বন কিম্বা মাঠ গিরি
গগন হিল্লোল হেরি—
কারে ভালবেসে এত ভুল সমুদয়।

* ১ম সং— "...হায় স্বপ্নে দেখি নাই।"

১৭

তুমিই থাক রে সুখে
জান না ঔদাস্য দুখে,
বিরক্তি কাহারে বলে
জান না রে কোন কালে
প্রেমের অরুচি ভোগে হলাহল কত।

১৮

আমরা এ মর্ত্ত্যবাসী
কভু কাঁদি কভু হাসি,
আগে পাছে দেখে যাই
যদি কিছু নাহি পাই,
অমনি হতাশ হয়ে ভাবি অবিরত।

১৯

যত হাসি প্রাণ ভরে
যাতনা থাকে ভিতরে,
এ দুঃখের ভূমণ্ডলে
শোকে পরিপূর্ণ হ'লে
মধুর সঙ্গীত হয় কতই মধুর!

২০

ঘৃণা ভয় অহঙ্কার
দূরে করি পরিহার,
পাখি রে তোমার মত
যদি না কাঁদিতে হ'ত—
না জানি পেতেম কত আনন্দ প্রচুর!

২১

গগনবিহারী পাখী
জগতে নাহি রে দেখি,

গীত বাদ্য মধুস্বর
হেন কিছু মনোহর
তুলনা হইতে পারে তোমার যাহায়!

২২

যে আনন্দে আছ ভোরে
তাহার তিলেক মোরে
পাখি তুমি কর দান,
তা হ'লে উন্মত্ত প্রাণ
কবিতাতরঙ্গে ঢালি দেখাই ধরায়।

কুলীনমহিলা-বিলাপ*

"এই না, ইংলণ্ডেশ্বরি, রাজত্ব তোমার?
ক্রীতদাস তবে যেন হয় মা উদ্ধার
সে ভূমি পরশ মাত্র—সরস অন্তরে
ছিঁড়িয়া শৃঙ্খলমালা স্বাধীনতা ধরে?
তবে যেন রাজ্যেশ্বরি বাৎসল্য তোমার
সমান সবার তরে, অকূল, অপার।
ভিন্ন ভাব নাহি যেন কন্যাসুত প্রতি?
নাহি যেন তব রাজ্যে নারীর দুর্গতি?
শুনেছি না বৃটনের শ্বেতাঙ্গী মহিলা
পুরুষের সঙ্গে রঙ্গে সদা করে লীলা?
সন্তান ধরেছ গর্ভে তুমি মা আপনি,
আমাদের প্রতি কেন নিদয় জননী।
কেন বল আমাদের দুর্গতি এমন,
এখনো মা ঘুচিল না অশ্রুবিসর্জ্জন।"

* শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কুলীনদিগের বহু-বিবাহ নিবারণ জন্য যে আইন বিধিবদ্ধ করাইবার উদ্যোগ করেন, এই কবিতা সেই উপলক্ষ্যে লিখিত হয়।

আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন ;
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা,
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর।
আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন ;
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?

"সাত শত বর্ষ, মাতঃ, পৃথিবী-ভিতরে
এইরূপে অহরহঃ অশ্রুধারা ঝরে
মাতা-মাতামহী-চক্ষে জন্ম জন্মকাল,
আমাদেরো সে দুর্দ্দশা হায় রে কপাল।
কত রাজ্য হ'ল গেল, কত ইন্দ্রপাত,
নক্ষত্র খসিল কত, ভূধর নিপাত,
হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান ম্লেচ্ছ-অধিকার,
শাস্ত্র ধর্ম্ম মতামত কতই প্রকার
উঠিল ভারতভূমে, হইল পতন,
আমাদের দুঃখ আর হ'ল না মোচন।
সেই সে দিনান্তে দুটি পরান্ন আহার,
নিশিতে কাঁদিয়া স্বপ্ন দেখি অনিবার।"

আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন ;
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা,
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর।

আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন—
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?

"ডেকেছি মা বিধাতারে কত শত বার,
পূজেছি কতই দেব সংখ্যা নাহি তার,
তবুও গো ঘুচিল না হৃদয়ের শূল,
অমরাবতীতে বুঝি নাহি দেবকুল।
বারেক বৃটনেশ্বরি আয় মা দেখাই
প্রাণের ভিতরে দাহ কিবা সে সদাই ;
কাজ নাই দেখায়ে মা, তুমি রাজ্যেশ্বরী,
হৃদয়ে বাজিবে তব ব্যথা ভয়ঙ্করী।
ছিল ভাল বিধি যদি বিধবা করিত,
কাঁদিতে হতো না পতি থাকিতে জীবিত !
পতি, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ঠেলিয়াছে পায়,
ঠেলো না মা, রাজমাতা, দুঃখী অনাথায়।"

আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন ;
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা,
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর।

"কি জানাব জননি গো হৃদয়ের ব্যথা।
দাসীর(ও) এ হেন ভাগ্য না হয় সর্ব্বথা।
কি ষোড়শী বালা, কিবা প্রবীণা রমণী,
প্রতিদিন কাঁদিছে মা দিন দণ্ড গণি।
কেহ কাঁদে অন্নাভাবে আপনার তরে,
কারো চক্ষে বারিধারা শিশু কোলে ক'রে,

কত পাপস্রোত মাতা প্রবাহিত হয়,
ভাবিতে রোমাঞ্চ দেহ, বিদরে হৃদয়।
হা নৃশংস অভিমান কৌলীন্য-আশ্রিত!
হা নৃশংস দেশাচার রাক্ষস-পালিত!
আমাদের যা হবার হয়েছে, জননি—
কর রক্ষা এই ভিক্ষা এ সব নন্দিনী।"

আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন—
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা,
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর!
আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন—
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন?

(আরম্ভ)

কি শুনি রে আজ—পূরি আর্য্যদেশ
এ আনন্দধ্বনি কেন রে হয়?
বৃটিশ-শাসিত ভারত ভিতরে,
কেন সবে আজি বলিছে জয়?

গভীর গরজে ছুটিছে কামান
জিনি বজ্রনাদ, গিরি কম্পমান!
বিন্ধ্য, হিমালয়চূড়াতে নিশান
"রুল বৃট্যানিয়া" বলি উড়ায়!

* সন ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রিন্স অফ্ ওয়েলস কলিকাতায় আগমন করেন। তদুপলক্ষে এই কবিতা লিখিত হয়।

শত শত শত উড়িছে পতাকা,
ভুবন-বিখ্যাত চিহ্ন অঙ্গে আঁকা,
নগরে নগরে কোটি অট্টালিকা
শোভিয়া, সুচারু অনন্ত-কায়।

ভাসিছে আনন্দে ভারত বেড়িয়া,
দেব-অট্টালিকা সদৃশ শোভিয়া,
অর্ণব-তরণী কেতনে সাজিয়া,
কৃষ্ণা, গোদাবরী, গঙ্গার গায়।

নদীনদকুল কেতনে সজ্জিত,
কোটি কোটি প্রাণী পুলকে পুরিত,
বিবিধ বসনভূষণে ভূষিত,
চাতকের ন্যায় তীরে দাঁড়ায়।—
কন্যাঅন্তরীপ হৈতে হিমালয়
কেন রে আজি এ আনন্দময়?

(শাখা)

আসিছে ভারতে বৃটন-কুমার,
শুন হে উঠিছে গভীর বাণী
গগন ভেদিয়া, "জয় ভিক্টোরিয়া
রাজরাজেশ্বরী, ভারতরাণী।"
যেই বৃট্যানিয়া কটাক্ষে শাসিয়া
অবাধে মথিছে জলধি-জল,
অসুর জিনিয়া পৃথিবী ব্যাপিয়া
ভ্রমিছে যাহার সেনানীদল;
যে বৃটনবাসী আসি এ ভারতে
কামানে জ্বালিল বজ্রের শিখা,
যার দর্পতেজ ভারত-অঙ্গেতে
অনল-অক্ষরে রয়েছে লিখা;

জিনিল সমরে যে ভীম-প্রহারী
ক্ষত্রিয়রক্ষিত ভরতগড়,
মুদকি, মুলতান করি খান্ খান্,
শিকগলে দিল দৃঢ় নিগড় ;
হেলায়ে তর্জ্জনী লইল অযোধ্যা,
রাজোয়ারা যার কটাক্ষে কাঁপে ;
প্রচণ্ড সিপাহী-বিপ্লবে যে বহ্নি
নিবাইল তীব্র প্রচণ্ড দাপে ;
যার ভয়ে মাথা না পারি তুলিতে
হিমগিরি হেঁট বিন্ধ্যের প্রায়
পড়িয়া যাহার চরণ-নখরে
ভারত-ভুবন আজি লুটায়—
সেই বৃটনের রাজকুলচূড়া
কুমার আসিছে জলধি-পথে,
নিরখিয়া তায় জুড়াইতে আঁখি
ভারতবাসীরা দাঁড়ায়ে পথে।

(পূর্ণ কোরস্)

বাজা রে আনন্দে গভীর মৃদঙ্গ,
মুরলি মধুর, সুরব সারঙ্গ,
বীণ্, পাখোয়াজ্, মৃদু খরতাল,
মৃদুল এস্রাজ্ ললিত রসাল ;
বাজা সপ্তস্বরা যন্ত্রী মনোহরা,
ভ্রমর গঞ্জিয়া বাজা রে সেতারা,
বেহাগ, খাম্বাজে পুরিয়া তান।

বৃটন-কুমার আসিছে হেথায়,
সাজ্ পেসোয়াজে পরীর শোভায়,
ভূতল-রঞ্জিনী মোহিনী যতেক,
কিন্নর নিন্দিয়া শুনাও বারেক—

শুনাও বারেক মধুর সঙ্গীত,
আজি এ ভারতে ভূপতি অতিথ,
তান লয় রাগে পূরাও গান।

(আরম্ভ)

চারিদিক যুড়ি বাজিল বাদন,
বাজিল বৃটিশ দামামা কাড়া,
অর্দ্ধ ভূমণ্ডল করি তোলপাড়
ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া—

"কোথা নৃপকুল, নবাব, আমীর,
রাজ-দরবারে হও হে হাজির,
করিয়া সেলাম নোয়াইয়া মাথা,
ছাড়ি সাঁচ্চা জুতা চুনী পান্না গাঁথা,
বিলাতি বুটেতে পদ সাজাও।

"জানু পাতি ভূমে হেলায়ে উষ্ণীষ,
পরশি সম্ভ্রমে কুমার বৃটিশ,
বরাভয়প্রদ চারু করতল
তুলিয়া তুণ্ডেতে হইয়া বিহ্বল
অধর-অগ্রেতে ধীরে ছোঁয়াও।

"ভবে মোক্ষফল রাজ-দরশন,
ভারতে দেবতা বৃটন এখন,
সেই দেবজাতি-মহিষীনন্দন
দরশনে পূর্ব্বপাপ ঘুচাও।

"কোথা কাশ্মীরাজ, কোথা হে সিন্ধিয়া ?
কোথা হল্‌কার, রাণী ভোপালিয়া ?
মানী উদিপুর, যোধমহীপাল ?
হিন্দু ত্রিবাঙ্কুর, শিক্ পাতিয়াল ?

মহম্মদি রাজা কোথা হে নিজাম্ ?
কোথা বিকানির ? কোথা বা হে জাম্ ?
ধোলপুর-রাণা, জাঠের রাও ?

"পর শীঘ্র পর চারু পরিচ্ছদ,
অর্ঘ্যেতে সাজাবে আজি রাজপদ ;
কর দিব্য বেশ হীরা মুকুতায়,
'ভারত-নক্ষত্র' বাঁধিয়া গলায়
রাজধানী-মুখে ধাবিত হও।

"ঘোটকে চড়িয়া ফের পাছে পাছে,
কিরণ ছড়ায়ে থাক কাছে কাছে,
ছায়াপথ যথা নিশাপতি কাছে,
ঘেরি চারিধার শোভা বাড়াও।

"কর রাজভেট নবাব, আমীর,
রাজদরবারে হও হে হাজির"—
বাজিল বৃটিশ দামামা কাড়া,
করি তোলপাড় নগর পাহাড়
ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া।

(শাখা)

মেদিনী উজাড়ি ছুটিল উল্লাসে
রাজেন্দ্র-কেশরী যত,
পারিষদ বেশে দাঁড়াইতে পাশে
শিরঃগ্রীবা করি নত ;
দেখ রে ইঙ্গিতে ছুটিল পাঠান
আফগানস্থান ছাড়ি,
ছুটিল কাশ্মীরি ক্ষত্রিয় ভূপতি
হিমালয়ে দিয়া পাড়ি ;

দ্রাবিড়, কঙ্কণ, ভোট, মালোবার,
মহারাষ্ট্র, মহীশুর,
কলিঙ্গ, উৎকল, মিথিলা, মগধ,
অযোধ্যা হস্তিনাপুর,
বুঁদেলা, ভোপাল, পঞ্চনদস্থল,
কচ্ছ, কোঠা, সিন্ধুদেশ,
চাম্বা, কাতিয়ার, ইন্দোর, বিঠোর,
অরবলীগিরিশেষ,
ছাড়ি রাজগণ ছুটিল উল্লাসে,
রাজধানী দিকে ধায়,
পালে পালে পালে পতঙ্গের মত
নিরখি দীপশোভায় ;
ছুটিল অশ্বেতে রাজপুত্রগণ
চন্দ্রসূর্য্যবংশবীর ;
জলধি বন্দর হিমাদ্রি ভূধর
দাপটে হয় অস্থির।—
কোথা বা পাণ্ডব কৈলা রাজসূয়
দ্বাপরে হস্তিনামাঝে ;
রাজসূয় যজ্ঞ দেখ এক বার
কলিতে করে ইংরাজে।

(পূর্ণ কোরস্)

অপূর্ব্ব সুন্দর মোহন সাজ
সাধে কলিকাতা পরিল আজ ;
দ্বারে দ্বারে দ্বারে গবাক্ষ-গায়
রঞ্জিত বসন চারু শোভায় ;
দ্বারে দ্বারে দ্বারে গবাক্ষ-কোলে
তরুণ পল্লব পবনে দোলে ;
ধ্বজা উড়ে চূড়ে বিচিত্র-কায়,
ঝক্ ঝক্ ঝকে কলস তায় ;

কোটি তারা যেন একত্রে উঠে
সৌধ-চূড়ে-চূড়ে রয়েছে ফুটে,
গৃহ, পথ, মাঠ, কিরণময়—
নিশিতে যেন বা ভানু উদয়।
উঠিছে আতশবাজী আকাশে—
নব তারা যেন গগনে ভাসে!
ধন্য কলিকাতা কলি-রাজধানী!
সুরপুরী আজি পরাজিলে মানি;—
হাদে দেখ নিশি লাজে পলায়

দেখ দেখ দেখ চতুরঙ্গ দলে
বাজীপৃষ্ঠে সাজি, রাণীপুত্র চলে;
পাছে পাছে কাছে ঘোটক'পর
চলে রাজগণ, জ্বলে জহর
শিরঃ শোভা করি, উজলি তাজ;
তবকে তবকে পথির মাঝ,
নগর দর্শনে করে গমন,
ঝমকে ঝমকে বাজে বাদন
বৃটিশের ভেরী শমন-দমন,—
"রূল বৃট্যানিয়া, রূল দি ওয়েভস্"
সঙ্গীত-তরঙ্গে নিনাদ ধায়

(আরম্ভ)

উঠ মা উঠ মা ভারত-জননী,
মহিষীনন্দন কোলেতে এল;
আঁধার রজনী এবার তোমার
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল।
আদরে ধর মা কুমারে সম্ভাষি,
আশীর্ব্বাদবাণী উচ্চারি মুখে,

বহু দিন হারা হয়েছ আপন
তনয়ে না পাও ধরিতে বুকে।
ত্যজ শয্যা, মাতঃ, অরুণ উঠিল
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে;
কেঁদো না কেঁদো না আর গো জননী
আচ্ছন্ন হইয়া শোকের ধূমে।
চির দুখী তুমি, চির পরাধীনা,
পরের পালিতা আশ্রিতা সদা,
তুমি মা অভাগী অনাথা, দুর্ব্বলা,
ভজন-পূজন-যোগমুগধা!
মহিষী তোমাব, যাহার আশ্রয়ে
জগতে এখন(ও) আছ মা জীয়ে,
পাঠাইলা তব দুঃখ ঘুচাইতে
আপন তনয়ে বিদায় দিয়ে;
দেখাও, জননী, ধবিলা গো যত
রিপুপদচিহ্ন ললাট-ভাগে,
দেখাও চিরিয়া ক্ষত বক্ষঃস্থল
দিবা নিশি সেথা কি শোক জাগে।
উঠ মা উঠ মা ভারত-জননী,
প্রসন্ন বদনে বাবেক ফেব;
মহিষীনন্দনে কোলেতে করিয়া
প্রাতে শুক্রতাবা উদিল হের!

(শাখা)

ত্যজি শয্যা-তল, ডাকি উচ্চৈঃস্বরে,
নিবিড় কুন্তল সরায়ে অন্তরে,
গভীর পাণ্ডুর বদন-মণ্ডল
আলোকে প্রকাশি, নেত্রে অশ্রুজল,
কহিল উচ্ছ্বাসে ভারতমাতা—

"কেন রে এখানে আসিছে কুমার ?
ভারতের মুখ এবে অন্ধকার।
কি দেখিবে আর—আছে কি সে দিন ?
ভ্রূভঙ্গি করিয়া ছুটিত যে দিন
ভারত-সন্তান নৈঋর্ত ঈশান,
মুখে জয়ধ্বনি তুলিয়া নিশান,
জাগায়ে মেদিনী গাহিত গাথা।

"ভারত-কিরণে জগতে কিরণ,
ভারত-জীবনে জগত-জীবন,
আছিল যখন শাস্ত্র-আলোচন,
আছিল যখন ষড়-দরশন—
ভারতের বেদ, ভারতের কথা,
ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা,
খুঁজিত সকলে, পূজিত সকলে,
ফিনিক, সিরীয়, য়ূনানী মণ্ডলে,
ভাবিত অমূল্য মাণিক্য যথা।

"ছিল যবে পরা কিরীট, কুণ্ডল,
ছিল যবে দণ্ড অখণ্ড প্রবল—
আছিল রুধির আর্য্যের শিরায়
জ্বলন্ত অনল-সদৃশ শিখায়,
জগতে না ছিল হেন সাহসী
যাইত চলিয়া দেহ পরশি,
ডাকিত যখন 'জননী' বলিয়া
কেন্দ্রে কেন্দ্রে ধ্বনি ছুটিত উঠিয়া,
ছিলাম তখন জগত-মাতা।

"পাব কি দেখিতে তেমতি আবার
ক্রোড়েতে বসিয়া হাসিবে আমার,

ডাকিবে কুমার 'জননী' বলিয়া
ইউরোপ্, আমৃরিক উচ্ছ্বাসে পূরিয়া,—
ভারতের ভাগ্যে, অহো বিধাতা

"পূর্ব্বসহচরী রোম সে আমার
মরিয়া বাঁচিয়া উঠিল আবার—
গিরীশেরও দেখি জীবনসঞ্চার।
আমি কি একাই পড়িয়া রব ?

"কি হেন পাতক করেছি তোমায়,
বল্ অরে বিধি বল্ রে আমায় ?
চিরকাল এই ভগ্ন দণ্ড ধরি,
চিরকাল এই ভগ্ন চূড়া পরি,
দাসমাতা বলি বিখ্যাত হব।

"হা রোম,—তুই বড় ভাগ্যবতী।
করিল যখন বর্ব্বরে দুর্গতি,
ছন্ন কৈল তোর কীর্ত্তিস্তম্ভ যত,
করি ভগ্নশেষ রেণু-সমাবৃত
দেউল, মন্দির, রঙ্গ-নাট্য-শালা,
গৃহ, হর্ম্ম্য, পথ, সেতু, পয়োনালা,
ধরা হ'তে যেন মুছিয়া নিল।

"মম ভাগ্যদোষে মম জেতৃগণ
কক্ষ, বক্ষ, ভালে পদাঙ্ক স্থাপন
করিয়া আমার, দুর্গ, নিকেতন,
রাখিল মহীতে—কলঙ্ক-মণ্ডিত
কাশী, গয়াক্ষেত্র, চণ্ডাল-ঘৃণিত,
(শরীরে কালিমা—দীনতা-প্রতিমা)—
ধরণীর অঙ্গে যেন গাঁথিল।

"হায়, পাণিপথ, দারুণ প্রান্তর
কেন ভাগ্য সনে হলি নে অন্তর ?
কেন রে, চিতোর, তোর সুখ-নিশি
পোহাইল যবে, ধরণীতে মিশি
অচিহ্ন না হলি—কেন রে রহিলি ?
জাগাতে ঘৃণিত ভারত-নাম ?

"নিবেছে দেউটি বারাণসি তোর,
কেন তবে আর এ কলঙ্ক ঘোর
লেপিয়া শরীরে এখনও রয়েছ ?
পূর্ব্বকথা কি রে সকলি ভুলেছ
অরে অগ্রবন ? সরযূ পাতকী,
রাহুগ্রাস-চিহ্ন সর্ব্ব অঙ্গে মাখি,
কেন প্রক্ষালিছ অযোধ্যাধাম ?

"নাহি কি সলিল, হে যমুনে, গঙ্গে,
তোদের শরীরে—উথলিয়া রঙ্গে
কর অপসৃত এ কলঙ্ক-রাশি,
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ গ্রাসি,
ভারতভুবন ভাসাও জলে ?

"হে বিপুল সিন্ধু, করিয়া গর্জ্জন
ডুবাইলে কত রাজ্য, গিরি, বন,
নাহি কি সলিল ডুবাতে আমায় ?
আচ্ছন্ন করিয়া বিন্ধ্য, হিমালয়,
লুকায়ে রাখিতে অতল-তলে ?"

(পূর্ণ কোরস্)

কেঁদ না কেঁদ না আর গো জননি
মহিষীনন্দন কোলেতে এল,

আঁধার রজনী এবার তোমার
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল ;
মহিষী তোমার, যাহার আশ্রয়ে
এ শোক সহিয়া আছ মা জীয়ে,
পাঠাইলা তব অশ্রু মুছাইতে
আপন নন্দনে বিদায় দিয়ে।
ত্যজ শয্যা, মাতঃ, অরুণ উঠিল
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে ;
কেঁদো না কেঁদো না আর গো জননি
আচ্ছন্ন হইয়া শোকের ধূমে।

(আরম্ভ)

"এলো কি নিকটে—এলো কি কুমার ?"
বলিল ভারতজননী আবার,
"কই, কোথা, বৎস, আয় কোলে আয়,
অন্তর জ্বলিছে দারুণ শিখায়—
পরশি বারেক শীতল কর।

"ডাক্ একবার, ডাকিস্ যে ভাবে
আপনার মায়ে—ঘুচা সে অভাবে
শত বর্ষে যাহা নহিল পূরণ,
(ভারতের চির আশা আকিঞ্চন)
ভুলিয়া বারেক বৃটিশ গর্জ্জন,
ভারতসন্তানে ক্রোড়েতে ধর।

"কৃষ্ণবর্ণ বলি তুচ্ছ নাহি কর,
নহে তুচ্ছ কীট—এদেরও অন্তর
দয়া, মায়া, স্নেহ, বাৎসল্য, প্রণয়,
মান, অভিমান, জ্ঞান, ভক্তিময়—

এদেরও শরীরে শিরায় শিরায়
বহে রক্তস্রোত,—বাসনা-তৃষায়,
ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভে হৃদয় দহে।

"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্ব্বে যবে
মধুমাখা গীত শুনাইল ভবে,
স্তব্ধ বসুন্ধরা শুনি বেদগান
অসাড় শরীরে পাইল পরাণ,
পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে পূরিয়া
উৎসাহ-হিল্লোলে সে ধ্বনি শুনিয়া
দেবতা ভাবিয়া স্তম্ভিত রহে।

"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন,
উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ,
শিখরে শিখরে, জলধির জলে,
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূমণ্ডলে,
জগতব্রহ্মাণ্ড নখর-দর্পণে
খুলিয়া দেখাত মনুজ-সন্তানে ;
সমর-হুঙ্কারে কাঁপিত অচল,
নক্ষত্র, অর্ণব, আকাশমণ্ডল—
তখন তাহারা ঘৃণিত নহে !

"যখন জৈমিনি, গর্গ, পতঞ্জলি,
মম অঙ্কস্থল শোভায় উজলি,
শুনাইল ধীর নিগূঢ় বচন,
গাইল যখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ;
জগতের দুঃখে সুকপিলবস্তো
শাক্যসিংহ যবে ত্যজিলা গার্হস্থ্যে,
তখন(ও) তাহারা ঘৃণিত নহে

"তাদেরই রুধিরে জনম এদের,
সে পূর্ব্ব গৌরব সৌরভের ফের
হৃদয়ে জড়ায়ে ধমনী নাচায়,
সেই পূর্ব্ব পানে কভু গর্ব্বে চায়—
এ জাতি কখন জঘন্য নহে।

"হে কুমার, মনে রেখো এই কথা—
যে ভারতে তুমি ভ্রমিতেছ হেথা
পবিত্র সে দেশ—পূত-কলেবর—
কোটি কোটি জন শূর বীর নর,
কোটি কোটি প্রাণী, ঋষি পুণ্যধর,
কবি কোটি কোটি, মধুর-অন্তর,
রেণুতে তাহার মিশায়ে রহে

"শুন হে রাজন্। বনের বিহঙ্গ—
পুষিলে তাহারে যতনের সঙ্গ,
পিঞ্জরে থাকিয়া সেহ সুখ পায়।
প্রাণের আনন্দে কভু গীত গায়।
বনের মাতঙ্গ যতনে বশ।

"কোকিলের স্বরে জগত তুষ্ট ;
বায়সের রবে কেন বা রুষ্ট ?—
কি ধন বল সে কোকিলে দেয় ?
কি ধন বল বা বায়সে নেয় ?
একে মিষ্টভাষা হৃদয় সরল,
অন্যে তীব্রস্বর পরাণে গরল,
ধরা চায় সরল হৃদয়রস।—

"আমি, বৎস, তোর জননীর দাসী,
দাসীর সন্তান এ ভারতবাসী,

ঘুচাও দুঃখের যাতনা তাদের,
ঘুচাও ভয়ের যাতনা মায়ের,
শুনায়ে আশ্বাস মধুর স্বরে।

"কি কব, কুমার, হৃদি বক্ষ ফাটে,
মনের বেদনা মুখে নাহি ফুটে,
দেখ দিবানিশি নয়ন ঝরে!—

"বৃটিশ সিংহের বিকট বদন
না পারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন,
কি বাণিজ্যকারী, অথবা প্রহরী,
জাহাজী গৌরাঙ্গ, কিবা ভেকধারী,
সম্রাট্ ভাবিয়া পূজি সবারে।

"এ প্রচণ্ড তেজ নিবার কুমার,
নয়নের জল মুছা রে আমার,
ভারত-সন্তানে লয়ে একবার
ভাই বলি ডাক্, হৃদি জুড়ায়!

"দেখ, বৎস, দেখ কি উল্লাস আজ,
নিরখি তোমারে এ ভুবন মাঝ,
কোটি কোটি প্রাণী করি ঊর্দ্ধহাত
বলিছে সঘনে 'আজি সুপ্রভাত'—
তপ্ত অশ্রুধারা নয়নে ধায়।

"ফিরিবে যখন জননী-নিকটে,
বল' বাছা, তাঁরে বল' অকপটে—
ভারতব্রহ্মাণ্ড-প্রাণী এককালে
ডাকে তাঁর নাম প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে—
তাদের পরাণ যেন জুড়ায়!"

(শাখা)

বলিয়া ভারত মুছিয়া নয়ন,
তুমি আশীর্ব্বাদে মহিষীনন্দন,
ঢাকিয়া বদন অদৃশ্য হয়।

(পূর্ণ কোরস্)

"ভারতে আজি রে বিরাজে কুমার।
ভারতে অরুণ উদিল আবার ;"
বাজিল ব্রিটিশ দামামা সঘনে,
বাজিল বৃটিশ শিঙ্গা ঘনে ঘনে,
"জয় ভিক্‌টোরিয়া কুমার জয়।"

জীবন-মরীচিকা

জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে।
হ'য়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে।
প্রভাতে অরুণোদয়, প্রফুল্ল যেমন হয়,
মনোহরা বসুন্ধরা, কুহেলিকা আঁধারে।
বারিদ, ভূধর, দেশ ধরিয়ে অপূর্ব্ব বেশ,
বিতরে বিচিত্র শোভা ছায়াবাজী আকারে।
কুসুমিত তরুচয়, ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়ে রয়,
ঘ্রাণে মুগ্ধ সমীরণ মৃদু মৃদু সঞ্চারে।
কুলায়ে বিহঙ্গদল, প্রেমানন্দে অনর্গল,
মধুময় কলনাদ করে কত প্রকারে।
সেইরূপ বাল্যকালে, মন মুগ্ধ মায়াজালে,
কত লুব্ধ আশা আসি স্নিগ্ধ করে আত্মারে।
"পৃথিবী ললামভূত, নিত্য সুখে পরিপ্লুত,"
হয় নিত্য এই গীত পঞ্চভূত মাঝারে।

ব্রহ্মাণ্ড সৌরভময় মঞ্জু কুঞ্জ মনে হয়,
মনে হয় সমুদয় সুধাময় সংসারে ॥
মধ্যাহ্নে তাহার পর, প্রচণ্ড রবির কর,
যেমন সে মনোহর মধুরতা সংহারে।
না থাকে কুহেলি অন্ধ, না থাকে কুসুমগন্ধ,
না ডাকে বিহগকুল সমীরণ ঝঙ্কারে।
সেইরূপ ক্রমে যত, শৈশব যৌবন গত,
মনোগত সাধ তত ভাঙে চিত্তবিকারে।
সুবর্ণ মেঘের মালা, লয়ে সৌদামিনী ডালা,
আশার আকাশে আর নিত্য নাহি বিহারে।
ছিন্ন তুষারের ন্যায়, বাল্য-বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু-প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গপ্রাকারে।
জীবনেতে পরিণত এইরূপে হয় কত
মর্ত্ত্যবাসি-মনোরথ, হা দগ্ধ বিধাতা রে!
ধর্ম্মনিষ্ঠাপরায়ণ, সুচারু পবিত্র মন,
বিমলস্বভাব সেই যুবা এবে কোথা রে!
অসত্য কলুষলেশ, বিঁধিলে শ্রবণদেশ,
কলঙ্কিত ভাবিত যে আপনার আত্মারে।
বামাশক্তি বামাচার, শুনিলে শত ধিক্কার,
জ্বলিত অন্তরে যার সে তপস্বী কোথা রে?
কোথা সে দয়ার্দ্রচিত্ত, সঙ্কল্প যাহার নিত্য
পরদুঃখবিমোচন এ দুরন্ত সংসারে।
অত্যাচার উৎপীড়ন, করিবারে সংযমন,
না করিত যেই জন ভেদাভেদ কাহারে।
না মানিত অনুরোধ, না জানিত তোষামোদ
সে তেজস্বী মহোদয়-বাঞ্ছা এবে কোথা রে ॥
কত যুবা যৌবনেতে, চড়ি আশা-বিমানেতে,
ভাবে ছড়াইবে ভবে যশঃপ্রভা-আভা রে।

তুলিবে কীর্ত্তির মঠ, স্থাপিবে মঙ্গলঘট,
প্রণত ধরণীতল দিবে নিত্য পূজা রে।
কেহ বা জগতে ধন্য, বীরবৃন্দে অগ্রগণ্য,
হ'য়ে চাহে চরণেতে বাঁধিবারে ধরারে।
স্বদেশ-হিতৈষী কেহ, ভাবিয়ে অসীম স্নেহ,
ব্রত করে প্রাণ দিতে স্বজাতির উদ্ধারে॥
কার চিত্তে অভিলাষ, হবে সারদার দাস,
পীবে সুখে চিরদিন অমরতা-সুধা রে।
কালের করাল স্রোতে, ভাসে যবে জীবনেতে,
এই সব আশালুব্ধ প্রাণী থাকে কোথা রে।
কিশোর গাণ্ডীবধারী, জামদগ্ন্য দৈত্যহারী,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালিদাস কত ডোবে পাথারে।
কতই যুবতী বালা, গাঁথে মনোমত মালা,
সাজাইতে মনোমত প্রিয়তম সখারে।
হৃদয় মার্জ্জিত ক'রে, আহা কত প্রেমভরে,
প্রিয়মূর্ত্তি চিত্র ক'রে রাখে চিত্ত-আগারে।
নব বিবাহিতা কত, পেয়ে পতি মনোমত,
ভাবে জগতের সুখ ভরিয়াছে ভাণ্ডারে।
এই সব অবলার, কিছু দিন পরে আর,
দেখ, মর্ম্মভেদী শেল দেয় কত ব্যথা রে।
দেখ গে কেহ বা তার, হয়েছে পঞ্জরসার,
শুষ্ক হ'য়ে মাল্যদাম শূন্যে আছে গাঁথা রে।
মনোমত নহে পতি, মরমে মরিয়ে সতী,
উদ্‌যাপন করিয়াছে পতিসুখ-আশা রে।
কৃতান্তের আশীর্ব্বাদে, দিবানিশি কেহ কাঁদে,
বিষম বৈধব্যদশা-নিগড়েতে বাঁধা রে।
দারুণ অপত্যতাপে, দেখ গে কেহ বিলাপে,
অন্নাভাবে জননীর কোথা বক্ষঃ বিদারে।
আগে যদি জানিতাম, পৃথিবী এমন ধাম,
তা হ'লে কি পড়িতাম আনায়ের মাঝারে।

কোথা গেল সে প্রণয়, বাল্যকালে মধুময়,
যে সখ্যতা-পাশে মন বাঁধা ছিল সদা রে।
সহপাঠী কেলিচর, অভেদাত্মা হরিহর,
এবে তাহাদের সঙ্গে কত বার দেখা রে।
পতঙ্গপালের মত কর্ম্মক্ষেত্রে অবিরত,
স্বকার্য্য সাধনে রত, কেবা ভাবে কাহারে।
আহা পুনঃ কত জন, করিয়াছে পলায়ন,
মর্ত্ত্যভূমি পরিহরি শমনের প্রহারে।
গগন-নক্ষত্রবৎ, তাহারাই অকস্মাৎ,
প্রকাশে ক্বচিত কভু মৃত্যুরশ্মিমাখা রে।
আগে ছিল কত সাধ, হেরিতে পূর্ণিমা চাঁদ,
হেরিতে নক্ষত্রশোভা নীল নভঃ মাঝারে।
দিন দিন কত বার, জাগ্রতে নিদ্রিতাকার,
স্বপ্নে স্বপ্নে ভ্রমিতাম নদ-হ্রদ-কান্তারে।
বসন্ত বরষাকালে, পিকরব, মেঘজালে,
হেরিতে দামিনীলতা, কি আনন্দ আহা রে।
সে সাধ তরঙ্গকুল, এবে কোথা লুকাইল,
কে ঘুচালে জীবনের হেন রম্য ধাঁধা রে।
বিশুদ্ধ পবিত্র মন, স্বর্গবাসী সিংহাসন,
পঙ্কিল করিল কে রে দগ্ধচিতা-অঙ্গারে।

অন্নদার শিবপূজা

গীতি

(আরম্ভ)

১

দেও করতালি "জয় জয়" বলি
পূরিয়া অঞ্জলি কুসুম সহ ;
অই যে প্রাচীতে হাসিতে হাসিতে
উদয় অরুণ উষার সহ ;

বল সবে "জয়" ত্রিভুবনময়,
অন্নদা আসিছে পূজিতে হরে ;
মর্ত্ত্যে শিবধাম মোক্ষতীর্থ, নাম
কাশী বারাণসী, অবনী'পরে।

(শাখা)

২

নামে সখী জয়া আকাশ হইতে
হাতে হেমথালা, ভৃঙ্গার, জল ;
মকরন্দ-মাখা কুসুমের থর
আনন্দে বরিষে দেবের দল ;
প্রসূন নিশ্বাসে পূরিল আকাশ,
সুবাদ্য নিক্কণ বিমানপথে ;
ত্যজিয়া কৈলাস কৈলাস-কামিনী
উঠিলা সুন্দর পুষ্পক রথে।

(পূর্ণ কোরস্)

৩

দেও করতালি "জয় জয়" বলি
পূরিয়া অঞ্জলি কুসুম লহ ;
হাসিতে হাসিতে অই যে প্রাচীতে
উদিল অরুণ, উষার সহ ;

(আরম্ভ)

১

অই যে মন্দিরে মৃদুল গম্ভীরে
আনন্দে প্রবেশে আনন্দময়ী,
কোথা কাশীবাসী শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসী
খঞ্জনী ঝাঁঝরী বাঁশরী কই ?

বাজা রে উল্লাসে নিক্কণ উচ্ছ্বাসে
ত্রৈলোক্য ভুবন মোহিত কর,
"হরঃ হরঃ হরঃ" বল নিরন্তর
"বম্ বম্ বম্" মধুর স্বর ;
বাজা রে উল্লাসে ভকতি-উচ্ছ্বাসে
মন্দিরে প্রবেশে আনন্দময়ী ;
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসী কোথা কাশীবাসী
খঞ্জনী ঝাঁঝরী বাঁশরী কই।

(শাখা)

২

প্রবেশে মন্দিরে জগতজননী
গললগ্নবাস জুড়িয়া কর,
প্রণত হইয়া মুদ্রিত নয়নে
চরণে অর্পিলা প্রসূন-থর ;
আনন্দ শরীরে "স্বয়ম্ভূ" বলিয়া
ডাকিল আনন্দে জগতমাতা,
দেব সিদ্ধ নর ত্রিলোক পুরিতে
উঠিল উচ্ছ্বাসে আনন্দগাথা।

(পূর্ণ কোরস্)

৩

জয় জয় জয় অনাদি ঈশ্বর,
জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্ম পরাৎপর,
জয় মৃত্যুঞ্জয় ব্রহ্মাণ্ডধারী,
জয় সর্ব্বরূপ জয় গুণময়,
জয় দীননাথ জয় দয়াময়,
জয় জয় দেব পাতকহারী ;

শঙ্কর হরঃ জয় ব্যোমকেশ,
পিনাকনিনাদী অনাদি মহেশ,
যোগীন্দ্র চিন্ময় নিস্তারকারী।

(আরম্ভ)

১

নাচিয়া নাচিয়া "স্বয়ম্ভু" বলিয়া
দেবদল দলে গগনতল;
জয়-শম্ভু-ধ্বনি করে সিন্ধুমণি,
উথলে গভীর অতল জল;
স্বয়ম্ভু-সঙ্গীতে আনন্দ ধ্বনিতে
জীমূত মন্দ্রয়ে গগন'পরে,
উচ্ছ্বাসে পবন পর্ব্বত কানন
স্বয়ম্ভু-কীর্ত্তন আনন্দ স্বরে।
"জয় জয় জয় ত্রিভুবনময়,
জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্মাণ্ডধারী,
শঙ্কর হর জয় ব্যোমকেশ
যোগীন্দ্র চিন্ময় নিস্তারকারী।"
বলিয়া নাচিয়া স্বয়ম্ভু ডাকিয়া
দেবদল দলে গগনতল,
জয়-শম্ভু-ধ্বনি গায় সিন্ধুমণি
উথলে গভীর অতল জল।

(শাখা)

২

"অহে বিশ্বনাথ পূরাও বাসনা,"
বলিলা অন্নদা অঞ্জলিকরে;
"সৃজিলা যে দিন জগত ব্রহ্মাণ্ড
দেখিতে সে দিন বাসনা করে;

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সকলি সুন্দর,
দেব যক্ষঃ নর আনন্দে ভরা ;
পীড়া ব্যাধি শোক যাতনা কেমন ;
জানিত না কেহ মরণ জরা ;
অপূর্ব্ব মাধুরী জীবন প্রকাশ
জীবের বদনে অপার সুখ ;
নব চারু মৃদু লাবণ্য-লেপিত
মধুর সুন্দর প্রকৃতি-মুখ ।

(পূর্ণ কোরস্)

৩

"দেখাও আবার, বাসনা আমার,
তেমতি তরুণ অরুণকায়,
সেই মনোহর চারু সুধাকর
ফুটিছে নবীন গগনগায়,
ছুটিছে পবন, ফুটিছে কানন
তেমতি নবীন হিল্লোল বাসে,
তেমতি করিয়া উল্লাসে ভরিয়া
প্রাণিবৃন্দ সহ জগত হাসে,
তেমতি করিয়া ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া
পশু পক্ষী সুখে ছুটিয়া ধায়,
তেমতি করিয়া প্রমোদে মাতিয়া
সকলে তোমার মহিমা গায় ।"

(আরম্ভ)

১

জয় জয় জয় অনাদি ব্রহ্মণ্,
জয় বিশ্বনাথ সত্য সনাতন,
জয় বিশ্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডধারী ;

শঙ্কর হর জয় ব্যোমকেশ,
পিনাকনিনাদী অনাদি মহেশ,
যোগীন্দ্র চিন্ময় নিস্তারকারী।

(শাখা)

২

"অহে বিশ্বনাথ তব বিশ্বধামে
কত দিন আর শমনের নামে
শমনের দূত দেখাবে ভয় ;
কত দিন ভবে হবে হাহা রব
নরকুল আদি পশু পক্ষী সব
কাঁদিয়ে জীবন করিবে ক্ষয় ;
অন্ধ খঞ্জ প্রাণী আর কত দিন
জগতের শোভা করিবে মলিন—
জীবনে থাকিতে জীবিত নয় !
দরিদ্র কাঙ্গাল কত দিন আর
জঠর-অনলে ক'রে হাহাকার
করিবে জগত কলঙ্কময়।
কবে বিশ্বনাথ ভবে সর্ব্বজন
আবার তোমার মহিমা কীর্ত্তন
করিবে আনন্দে, বলিবে জয় !"

(পূর্ণ কোরস্)

৩

জয় জয় জয় ত্রিপুর-ঈশ্বর,
জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্ম পরাৎপর,
জয় বিশ্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডধারী ;

জয় মৃত্যুঞ্জয় জয় গুণময়,
জয় দীননাথ জয় দয়াময়,
জয় জয় জয় পাতকহারী।

(আরম্ভ)

১

বিমল-তরঙ্গে আয় মা গঙ্গে
কাশীধামে আসি উদয় হও ;
কল কল নাদে এ শুভ সম্বাদে
জগত সংসারে আনন্দে কও—
জগত-জননী আজি গো আপনি
জগতের দুঃখ বলিছে শিবে,
পূরিবে বাসনা আর কি ভাবনা
রোগ শোক তাপ ঘুচিবে জীবে ;
গিয়া ঘাটে ঘাটে বল নাটে নাটে
কাশী-মাঝে আজি এ শুভ বাণী ;
আবার শুন না "পূরাও বাসনা"
গাইছে অই যে ভবের রাণী,

(শাখা)

"পূরাও বাসনা অহে বিশ্বনাথ
জীবের যাতনা ঘুচাও দূরে,
তেমতি করিয়া, সৃজিলা যে দিন,
দেখাও আবার জগত-পুরে ;
তেমতি পবনে ফুটিছে কানন
তেমতি নবীন হিল্লোল বাসে,
তেমতি করিয়া উল্লাসে ভরিয়া
প্রাণিবৃন্দ সহ জগত হাসে।"

(পূর্ণ কোরস্)

৩

আনন্দ-ধ্বনিতে অন্নদা-বাণীতে
গায়িতে গায়িতে জাহ্নবী ধায়,
আর কি ভাবনা পূরিবে বাসনা,
জগতজননী আপনি গায়।
"জয় শম্ভু" বলি দেও করতালি,
লও রে অঞ্জলি পূরিয়া পাণি,
ত্রিভুবনময় সবে বল "জয়
শঙ্কর হরঃ" মধুর বাণী।

ভারতে কালের ভেরী

[১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষ্যে]

১

ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার!—
অই শুন ঘোর ঘন ভীম নাদ তার।
ছুটিছে তুমুল রঙ্গে আকুল অধীর বঙ্গে;
উঠিছে পূরিয়া দিক্ প্রাণী-হাহাকার!—
বাজিল অকাল-ভেরী, বাজিল আবার॥

২

চলেছে প্রাণীর কুল হের চারি ধার;
চলে যেন পঙ্গপাল করিয়া আঁধার—
স্থবির বালক নারী "হা অন্ন, হা অন্ন বারি"
বলিতে বলিতে ধায়, চক্ষে নীরধার;
ধরাতলে চলে ধীরে কালীর আকার।

৩

দেখ যে চলেছে আহা শিশু কত জন,
শীর্ণদেহ চাহি আছে জননী বদন ;
আকুল জননী তার মুখ চাহি বার বার
অনিবার বারিধারা করে বরিষণ—
ভ্রমে যেন উন্মাদিনী অন্নের কারণ !

৪

হের দেখ পথিধারে বসিয়া ওখানে
পতির চরণে লুটি আকুল পরাণে,
বলিছে কামিনী কেহ, “কই নাথ, অন্ন দেহ,
কালি আর চাহিব না, রাখ আজ প্রাণে”—
বলিয়া ত্যজিল প্রাণ চাহি পতিপানে।

৫

ছুটিছে যুবতী কন্যা ফেলিয়া পিতায় ;
মা বলি ডাকিছে বৃদ্ধ, সকলি বৃথায় !—
কেবা কন্যা, কেবা পিতা, কে জননী, কেবা মিতা-
অন্নদাতা, পিতা মাতা, আজি বঙ্গালয়—
হের হেন কত জন আজি এ দশায়।

৬

হের কত জন আহা উদর-জ্বালায়
জননী ফেলিয়া শিশু ছুটিয়া পলায়—
তুলিয়া যুগল পাণি শিশু ডাকে “মা মা” বাণী,
ক্ষুধায় জননী তার ফিরিয়া না চায়—
একাকী পড়িয়া শিশু পরাণে শুকায়।

৭

চলেছে প্রাণীর কুল এরূপে আকুল ;
নৃত্য করে অনশন, মুক্ত করি চুল—

নৃত্য করে ভেরীনাদে, কঙ্কাল তুলিয়া কাঁধে,
খর্পর ধরিয়া করে করিছে ভ্রমণ—
দেখ, বঙ্গবাসি, দেখ মূর্ত্তি কি ভীষণ!

নয়নে বহ্নি স্ফুলিঙ্গ সমান;
ফিরিছে উন্মত্তভাব উল্কার প্রমাণ;
দন্ত-ঘরষণে শব্দ, ভারতভুবন স্তব্ধ,
করাল বিকট গ্রাস মুখের ব্যাদান—
আকাশে উঠিছে সঙ্গে কালের নিশান।

কতই উৎসবপূর্ণ গৃহস্থ-আলয়,
নন্দিনী-নন্দন-রূপ, সুখ পুষ্পময়,
আজি পূর্ণ কলরবে, অচিরে নীরব হবে,
শকুনী বায়স কিম্বা পেচক আশ্রয়—
ধরিবে শ্মশান-বেশ মৃত অস্থিময়।

১০

কত সে জনতাপূর্ণ পণ্যবীথি, হায়,
এ রাক্ষস-অনাচারে হবে মরুপ্রায়—
ভীষণ গহন সাজ ধরিবে পুরীর মাঝ,
পূরিবে বনের গুল্ম পাদপ লতায়,
ভ্রমিবে শার্দ্দূল শিবা আনন্দে সেথায়।

১১

আজি হাসি-ভরা মুখ প্রফুল্ল যে সব,
আজি সুখপূর্ণ বুক আশার পল্লব,
কালি আর নাহি রবে, শবদেহ হবে সবে,
শৃগাল কুক্কুরে মেলি করিবে উৎসব—
কর্ণমূলে গৃধ্র বসি শুনাইবে রব।

১২

কেমনে হে বঙ্গবাসি নিদ্রা যাও সুখে।
ভাবিয়া এ ভাব, চিত্ত ভরে না কি দুখে ?
নিজ সুত পরিবার না জানিছে অনাহার,
ভাবিয়ে না চাহ কি হে অভুক্তের মুখে—
স্বজাতি-শোকের শেল বিন্ধে না কি বুকে ?

১৩

প্রিয়ে বলি গৃহে আসি ধর যবে কর,
হয় না উদয় কি রে হৃদয়-ভিতর—
কত সতী অনাথিনী পথে পথে কাঙ্গালিনী
ভ্রমিবে হতাশ হৈয়ে ত্যজি শূন্য ঘর—
নাহি লজ্জা কুলমান, ক্ষুধায় কাতর।

১৪

ক্রোড়ে ধরি হের যবে কন্যা পুত্রগণ,
ভাবিয়া জগতমাঝে অমূল্য রতন—
কভু কি পড়ে না মনে সেই সব শিশুগণে,
অন্ন বিনে মরে যারা করিয়া রোদন,—
তাহারাও অইরূপ নয়ন-রঞ্জন।

১৫

হে বঙ্গ-কুলকামিনি আর্য্যা যত জন,
জান যারা পতি পুত্র পিতা সে কেমন—
ভাব দেখি একবার বদন সে সবাকার
ঘরে যারা প্রাতঃ সন্ধ্যা করে দরশন
নিরন্ন বিষণ্ণ পতি, জনক, নন্দন।

১৬

এক দিন অনশনে দিন যদি যায়,
জান না কি বঙ্গবাসি, কি যাতনা তায়।

আজি সেই অনশনে দারুণ হুতাশ মনে
লক্ষ নর নারী শিশু করে হায়, হায়—
তবুও চেতনা কি হে নাহি হয় তায়।

১৭

ভাব অহে বঙ্গবাসি, ভাব একবার
কি কাল রাক্ষস আসি ঘেরিয়াছে দ্বার—
নাশিতে সে দুরাচার বৃটনের হুহুঙ্কার,
বৃটিশ কেশরী-নাদ শুন একবার—
ঘুমাইও না, বঙ্গবাসি, ঘুমাইও না আর;
ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার।

দুর্গোৎসব

১

সাজা বঙ্গে আজি রঙ্গে নানাজাতি ফুলে;
তুলে আন্ চাঁপা ফুল রতির শ্রবণ-দুল
জবাফুল রক্তিম হিঙ্গুলে;
কুমুদ তড়াগ-শোভা আন্ তুলে মনোলোভা
মনোলোভা মল্লিকা-মুকুলে;
রসময়ী চিরসুখী নিশিগন্ধা মধুমুখী,
অরবিন্দ অপূর্ব্ব পারুলে;
সুতনু অপরাজিতা কৃষ্ণচূড়া আনন্দিতা,
আন রসবতী কেয়া ফুলে;
নানা ফুলে সাজা অঙ্গ আজি প্রস্ফুটিত বঙ্গ
শারদ পার্ব্বণে দুঃখ ভুলে।
আয় কুলবধূ যত মুকুতা কহ্লার মত
চামেলি গোলাপ বান্ধি চুলে;

পর শাটী নীলাম্বরী বুটি, বেল, ত্রিলহরী*—
দিগম্বরী† চিত্র করা ফুলে ;
সুচিকণ বারাণসী কটিতে বাঁধিয়া কসি
রাঙা কর অধর তাম্বুলে ;
কচি মুখে সুধা হাসি অবিরল পরকাশি
বিকসিয়া যৌবন-মুকুলে ;
শরতে চাঁদের সঙ্গে বঙ্গ আলো কর রঙ্গে,
ভাবুকের মন যাহে ভুলে ।—
সাজা বঙ্গে আজি রঙ্গে নানাজাতি ফুলে ॥

আজি কি সুখের দিন শারদ পার্ব্বণ ;
এসো গো প্রাচীনা যারা, লৈয়ে কড়ি ফুল-ঝারা
কৌটা ঝাঁপি চিরুণী দর্পণ ;
সিঁথিতে সিন্দুর ভাঁজ ধর আরতির সাজ,
পর খুলে পাটের বসন ;
দধি দুগ্ধ মনোহরা ছানা চিনি থালাভরা
তিলনাড়ু সুধা-আস্বাদন ;
ঘুচুক চক্ষের পাপ ঘুচাও দুঃখীর তাপ
খই নাড়ু কর বিতরণ ;
দেও সুখে হাতে তুলে, চির দুঃখ যাক্ ভুলে,
পুরাতন অজীর্ণ বসন ।
রাঁধ অন্ন পালি পালি পাতে পাতে দেও ঢালি,
পরিপাটী মধুর রন্ধন ।
"দেও অন্ন দেও এনে পেট পূরে খাই মেনে"
আহা শোন বলে দুঃখী জন ;
দরিদ্রের মনোরথ পূরাতে সহজ পথ
হেন আর পাবে কদাচন ;

* ঢেপেছে । † ক্লেপ ।

দেও অন্ন দেও ঢালি, এ সুখ রবে না কালি,
দশভুজা ত্যজিলে ভবন।—
শরতে সুখের কাল আশ্বিন কেমন!

৩

হাস্ রে শরত-চাঁদ কিরণ বিস্তারি ;
পথে মাঠে কি বাহার চেয়ে দেখ একবার
পদব্রজে পথিকের সারি!
অই গৃহ দেখা যায় বলিতে বলিতে ধায়,
আশার কুহকে বলিহারি!
আশয়ে মানস ফুটে, হাসির তরঙ্গ ছুটে,
বঙ্গে আজি রঙ্গ দেখি ভারি ;
হাসা রে বিনোদ শশী বিনোদ গগনে বসি
প্রাচীন কিশোর যুবা ধনাঢ্য ভিখারী,
বিপুল বঙ্গের মাঝে সুর-বিমোহন সাজে
পাতিয়াছ ভাল যাত্নকারি।—
জলে জলে চলে তরি তরঙ্গ বিদার করি
মনোসুখে দেখি আঁখি ভরি,
পুষ্প যেন জলময় আলোমাখা তরিচয়
ভেসে যায় নদী-নদোপরি ;
করে খেলা দলে দলে তারুই তেচেঙ্গা জলে
পড়ে দাঁড় ঝুপ্ ঝুপ করি ;
ধীরে তরি আগুয়ান উচ্চে হয় সারি-গান
শ্রুতিমূলে সুধা বৃষ্টি করি ;
আনন্দে বিহ্বল মন ভাসে জলে কত জন,
বঙ্গে আজি কি সুখ-লহরী!
হাস্ রে শরত-চাঁদ কিরণ বিস্তারি।

৪

হাস্ রে আকাশে বসি কুমুদ-রঞ্জন।—
জ্বাল ধূপ, জ্বাল ধূনা, শঙ্খ-ঘণ্টা-রব দূনা
কর বঙ্গবাসী যত জন;
পড় মন্ত্র দ্বিজগণ, জবা বিল্ব অগণন
বৃষ্টি কর, মাখায়ে চন্দন;
দেও জল দূর্ব্বাদল পঞ্চ গব্য সিন্ধুজল
স্বাহা স্বাহা বল অনুক্ষণ;
ঢাল চরু, ঢাল সুরা, অঞ্জলি অঞ্জলি পূরা
কর হোমে হব্য বরিষণ;—
নর-দুঃখ-নিবারিণী আর্য্যকুল-নিস্তারিণী
বঙ্গে বামা উদয় এখন।
নৌবতে মধুর বোল, কাড়া কড় কড় রোল,
শানায়ের মধুর নিক্কণ,
মৃদঙ্গ গম্ভীর-তাল খরতাল সুরসাল
বেণুযন্ত্র ললিত-বাদন,
সারঙ্গ মৃদুল-সুরা ঘোর-রব তানপূরা
এস্‌রাজ্ মধুর-গর্জ্জন,
বেহালা সুপরিপাটী জল-তরঙ্গের বাটী
বীণাতন্ত্রী কোকিল-লাঞ্ছন,
আজি রঙ্গে বাজা বঙ্গে গভীর দামামা-সঙ্গে;—
আজি রে সুখের দিন শারদ পার্ব্বণ!

স্বর্গারোহণ*

১

"খোল খোল দ্বার খোল দ্রুতগতি
হিরণ্ময় জ্যোতি যার,"

*মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু উপলক্ষ্যে।

বলিলা কৃতান্ত ডাকি অনুচরে
মুখেতে প্রীতির ভার ;
"সম্বরি সংসার- লীলা আপনার
শ্রীমধুসূদন আসে,
সম্ভাষি আদরে, লও রে তাহারে
বাণী-পুত্রগণ-পাশে ;
কবি-কুঞ্জ-ধাম, পবিত্র কানন
অমর-ভবনে যাহা,
নিরঞ্জন স্থান সদা মধুময়
দেখাও উহারে তাহা ;—
যাও দ্রুতগতি যাও যাও সবে
সুখে বংশীধ্বনি কর,
কুসুমে গাঁথিয়া সুন্দর মালিকা
মস্তক উপরে ধর ;
ভুঞ্জি বহু দুখ সংসার-কারাতে
শ্রীমধু দুঃখেতে আসে,
ত্বরা করি যাও যশোগীতি গাও,
লও কবিকুঞ্জ-বাসে।"

২

খুলিল ত্বরিতে উত্তর তোরণ,
সঙ্গীত ঝঙ্কারে ধায় ;
দিগঙ্গনাগণ দেবদূত সঙ্গে
রঙ্গে যশোগীত গায়,
"এস এস সুখে বাণী-বরপুত্র,
বঙ্গের উজ্জ্বল মণি,
স্বভাবের শিশু, সুধাতে পালিত
কল্পনা-হীরার খনি ;
বাল্মীকি-হোমর- সুমন্ত্রে দীক্ষিত
মধুর সুতন্ত্রীধারী,

অকাল কোকিল, মরুতল-তরু,
অ-নীর দেশের বারি ;
এস ভাগ্যবান, কবিকুঞ্জ-ধামে,
চির সুখে কাল হর,
চিরজীবী হয়ে চির আকাঙ্ক্ষিত
জয়মাল্য শিরে পর ;”
বলিতে বলিতে ঘেরিয়া সকলে
মণ্ডলী করিয়া আসি,
দিগঙ্গনা-দল কুসুমের দামে
শীর্ষ সাজাইল হাসি।

সখীগণ চলে কবি-কুঞ্জবনে
কলকণ্ঠ ঝরে সুরে,
কুসুম-বাসিত সুমন্দ মলয়
সুগন্ধ বিতরে দূরে।
ঘন কুহু-ধ্বনি, ভ্রমর-ঝঙ্কার,
শ্যামার সুন্দর তান,
বেণু-বীণা-শ্রুত অস্ফুট কাকলি
পুলকিত করে প্রাণ,
ভুলে মর্ত্ত্য-শোক, মধুমত্ত কবি
মধু সে আস্বাদ পায় ;
অতুল আনন্দে নয়ন বিস্ফারি
কবিকুঞ্জ-পানে চায়।
চারি পাশে বামা কলকণ্ঠ-স্বরে
মধুর কীর্ত্তন করে,
আকাশে পবনে, ঘ্রাণে সুবাসিত
মধুর সঙ্গীত ঝরে ;
যবে উতরিলা কবি-কুঞ্জধামে
শরীরে রোমাঞ্চ ধরি,

"কবি ধন্য তুমি শ্রীমধুসূদন"
ধ্বনিল কানন ভরি।

৪

সদা মধুময় কবিকুঞ্জ সেই
সুমিষ্ট সকলি তায়,
স্বভাবের গুণে সকলি সুন্দর
ক্ষণে রূপভেদ পায় ;—
এই ইন্দ্রধনু তনু মনোহর,
গগন উজ্জ্বল করে,
ঝলকে ঝলকে ক্ষণ পরে এই
বিজলি সুহাস্য ধরে,
সতত সুন্দর শরতের শশী
সুনীল অম্বরে ভাসে,
সতত সুন্দর কুসুমের রাশি
তরু-কোলে-কোলে হাসে ;
স্বভাবের গুণে, সরসীর নীর,
ক্ষীরসম শোভা পায়,
নদী-নদ-বারি অমৃত সঞ্চারি
প্রবাহ ঢালিয়া যায় ;
মধুময় যত নিখিল জগতে,
সকলি সেখানে ফলে,
অতাপ অনল, অশোক বাসনা,
গিরি তরু বায়ু জলে।

৫

লীলা সাঙ্গ করি হ'লে অবসর
অহে বঙ্গ-কুলরবি,
যত দিন ভবে থাকিব বাঁচিয়া
ভাবিব তোমার ছবি ;—

আকর্ণ-পূরিত সেই নেত্রদ্বয়
সুস্বরঞ্জন ভাণ,
মধুচক্র-সম মধুর ভাণ্ডার
সরল কোমল প্রাণ ;
আনন্দলহরী ভাষার নির্ঝর
শোভিত আশার ফুলে,
উৎসাহ-ভাসিত বদন-মণ্ডল
পঙ্কজ বান্ধবকুলে ;
বীর অবয়ব, বীরভাষা-প্রিয়,
গৌড়সন্ততি-সার,
প্রিয়ম্বদ সখা প্রণয়ের তরু,
কামিনী-কণ্ঠের হার,
সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্ত মধুপ,
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার
শ্রীমধুসূদন কবি।

৬

গেলে চলি মধু কাঁদায়ে অকালে,
পাইয়া বহুল ক্লেশ,
ক্ষিপ্ত গ্রহ-প্রায় ধরাতে আসিয়া
জ্বলিয়া হইলা শেষ ;
ছিলে উদাসীন, গেলে উদাসীন,
জয়মাল্য শিরে পরি,
অনাথ দুটিরে কার কাছে বল
গেলে সমর্পণ করি ;
ভেবেছিলা জানি তুমি গত যবে
গউড়বাসীরা সবে
অনাথপালক, তোমার বালক
অঙ্কেতে তুলিয়া লবে ;

হবে কি সে দিন এ গৌড় মাঝে
পূরিবে তোমার আশা,
বুঝিবে কি ধন দিয়াছ ভাণ্ডারে,
উজ্জ্বল করিয়া ভাষা !
হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে ?
যে জন সেবিবে ও পদযুগল,
সেই সে দরিদ্র হবে !

সুহৃৎ-সমাগম*

বসন্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গে,
বাজ্ দেখি বীণা আনন্দের সঙ্গে,
ভাসা দেখি হৃদি সুখের তরঙ্গে
নাচায়ে তাহাতে আশার ফুল।

শুনিয়া প্রাচীন "অর্ফিয়স"-গান
পাইল চেতন অচল পাষাণ ;
শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান
বহিল উল্লাসে রসায়ে কূল ॥

তুই কি নারিবি চেতন-পরাণে,
সুহৃৎ-সঙ্গমে এ সুখের দিনে,
উথলিয়া স্রোত ঈষৎ প্রমাণে
ভিজাতে প্রণয়-তরুর মূল ?

"কোথা বাল্য-সখা"—বলি একবার
ডাক্ দেখি সুখে মিলাইয়া তার,
"এস হে শৈশব-সুহৃৎ আবার
আশার কাননে খেলাতে যাই

* কলেজ রিইউনিয়নের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে।

গাও, বীণা, গাও "নবীন জীবনে
খেলিলে আনন্দে যাহাদের সনে,
হাসিলে, কাঁদিলে, ভেটিলে স্বপনে,—
আজ কি তাদের স্মরণে নাই ?

"স্মরণে কি নাই সে সৌরভময়
শৈশবের প্রিয় পাদপ-নিচয়,
তড়াগ, প্রাঙ্গণ, সেতু, শিক্ষালয়,
জড়ালে যাহাতে শৈশব-মায়া।

"ভুলিলে কি সেই উৎসাহ-লহরী,
ভাসাতে যাহাতে জীবনের তরী
তরঙ্গ তুফান্ হেয়জ্ঞান করি,
উড়াতে নিশান বিচিত্র-কায়া।

"পড়ে না কি মনে কত দিন, হায়,
'মা'—'মা' বলি প্রবেশি আলয়
কত সুখে খেতে সথায় সথায়
জননী তুলিয়া দিতেন যাহা।

"সেইরূপে পুনঃ করিয়া উৎসব
জীবন-মধ্যাহ্নে এস সখা সব
লভি একদিন—যে সুখ দুর্ল্লভ
সংসার-তুফানে ডুবেছে আহা।

"নবীন প্রবীণ এস সবে মেলি
পরাণে জড়াই পরাণ-পুতলি,
যে ভাবে শৈশবে, যৌবনেতে কেলি
করেছি প্রাণের কপাট খুলে।

"লঘু আশা, হায়, লঘু তৃষা লয়ে
শিশুকালে যদি উনমত্ত হয়ে

বাঁধিতে পেরেছ হৃদয়ে হৃদয়ে
স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ সকলি ভুলে

"তবে কি এখন নারিবে মিলিতে ?
গাঢ় চিন্তা, আশা, যখন হৃদিতে
তুলেছে তরঙ্গ প্রবল গতিতে—
বাসনা-ঝটিকা বহিছে যবে ?

"করিলে যে আগে এত সে কল্পনা,
ধরিলে যে হৃদে এতই বাসনা,
শুধু কি সে সব প্রলাপ জল্পনা—
ছিন্ন তৃণবৎ বিফল হবে ?

"চেয়ে দেখ সখে, রয়েছে তেমতি
পাঠগৃহ, মাঠ, সরোবর, পথি,
তেমতি সুন্দর সুঠাম মূরতি
সেই স্তম্ভশ্রেণী হাসিছে হায়।

"আমরাও তবে না হাসিব কেন ?
হাসিতাম সুখে আগে সে যেমন
অইখানে যবে করেছি ভ্রমণ
ভানু, বৃষ্টিধারা ধরি মাথায়।

"অই গৃহ, মাঠ, পথ, সরোবর,
অহে কত দিন হের কত বার,
ভেবেছ কি কভু কত রত্ন তার
করাল কৃতান্ত করিলা চুরি ?

"কোথা সে আজি রে ক্ষণজন্মা ধীর
অতুল্য 'দ্বারিক' বঙ্গের মিহির।
কোথা 'অনুকূল' মলয়-সমীর।
'দীনবন্ধু' বঙ্গ-সাহিত্য-ভুরি।

" 'শ্রীমধুসূদন' কোথায় এখন ।
তার তরে আজ কে করে ক্রন্দন
সহপাঠী তার ?—এবে অদর্শন
বঙ্গের প্রদীপ্ত প্রভাত-তারা !

"কিছু দিনে আর আমরাও সবে
ক্রমে ক্রমে লীন হইব এ ভবে,
নাম, গন্ধ, শোভা, কিছুই না রবে—
কালেতে হইব সকলি হারা।

"বাঁচি যত দিন এস একবার
সম্বৎসরে সুখে মিলি হে আবার,
সহাস্য বদনে হৃদয়ের দ্বার
খুলিয়া দেখাই, দেখি আনন্দে ।

"আর কত কাল বাঁচিব তা বল—
বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র জীবন-সম্বল
কবে যে ফুরাবে—ছাড়িয়া সকল
ভুলিতে হইবে এ মকরন্দে ।

"এ শোকের ছায়া হায় রে যখন—
পড়ে নাই ঢাকি হৃদয়-দর্পণ,
সুখপূর্ণ মহী, সুখপূর্ণ মন—
সকলি সুন্দর মাধুরীময় ।

"সবে সখ্যভাব—না ছিল বিচার
কিবা সে কাঙ্গাল রাজপুত্র আর,
একই আসন পঠন সবার—
সদাই হৃদয় আনন্দময় ।

"সেই সুখময় সুহৃদের মেলা
পেয়েছ আবার কর সবে খেলা,

সুখের সাগরে ভাসাইয়া ভেলা,
খেলাইতে যথা শৈশবকালে।”

বাজ্ বীণা আজ মিলে সব তার,
করিয়া মৃদুল মৃদুল ঝঙ্কার,
প্রণয়-কুসুম ফুটা রে সবার,—
বাজ্ রে মধুর জলদ তালে।

বসন্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গে,
জাগ্ বীণা, জাগ্ আনন্দের সঙ্গে,
খেলাইয়া হৃদে সুখের তরঙ্গে,
নাচা রে তাহাতে আশার ফুল।

শুনিয়া প্রাচীন “অর্ফিয়স” গান
উঠিল চেতিয়া অচল পাষাণ ;
শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান
ছুটিল উল্লাসে রসায়ে কূল।

তুই কি নারিবি চেতন-পরাণে,
সুহৃৎ-সঙ্গমে এ সুখের দিনে,
উথলিয়া স্রোত অলপ প্রমাণে
ভিজাতে প্রণয়-তরুর মূল ?

কাল-চক্র

বারেক এখনও কি রে দেখিবি না চাহিয়া—
উন্নত গগন'পরে,
ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল ক'রে
উঠেছে নক্ষত্র কত নব জ্যোতি ধরিয়া।

মানবে দেখায়ে পথ
চলেছে তড়িতবৎ
প্রভাতিয়া ভবিষ্যৎ, ভূমণ্ডল ভাতিয়া।

হেরে সে নক্ষত্র-ভাতি
দেখ রে মানব জাতি
ছুটেছে তাদের সনে
আনন্দ-উৎসাহ মনে
নিজ নিজ উন্নতির জয়পত্র বাঁধিয়া।

চলেছে চাহিয়া দেখ
বোদ্ধা যোদ্ধা এক এক
কাল পরাজয় করি দেবমূর্ত্তি ধরিয়া।

জলধি, পৃথিবী, মেরু
প্রতাপে হয়েছে ভীরু,
অবাধে পরিছে পাশ পদতলে পড়িয়া।

চলেছে বুধমণ্ডলী
নরে করি কুতূহলী,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা
ছিঁড়িয়া আনিছে তারা
শূন্য হ'তে ধরাতলে জ্ঞানডোরে বাঁধিয়া।

আকাশ পাতাল গত
পঞ্চভূত আদি যত
প্রকৃতি ভয়েতে দ্রুত দেখাইছে খুলিয়া।

দেবতা অসুরগণ
ক্রমে হয় অদর্শন,
ঈশ্বরেরই সিংহাসন উঠিতেছে কাঁপিয়া।

সরস্বতী কুতূহলা,
সাহিত্য দর্শন কলা
স্বহস্তে সহস্রমালা দিতেছেন তুলিয়া

কমলা অজস্র ধারে
ভাঙ্গিয়া নিজ ভাণ্ডারে
ধনরাশি স্তূপাকারে দিতেছেন ঢালিয়া।

কবিকুল কোলাহলে
মুখে জয়ধ্বনি ব'লে
উন্নতি-তরঙ্গ সঙ্গে
ছুটেছে অশেষ রঙ্গে
স্বজাতি-সাহস-কীর্ত্তি উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া।

অই দেখ অগ্রে তার
পরিয়া মহিমা-হার
চলেছে ফরাসী জাতি ধরা স্তব্ধ করিয়া।

অস্থির বাসনানলে—
স্থাপিতে অবনীতলে
সমাজ-শৃঙ্খলমালা নব সূত্রে গাঁথিয়া।

চলেছে রে দেখ্ চেয়ে
শত বাহু প্রসারিয়ে
অর্দ্ধ সসাগরা ধরা অলঙ্কারে ভূষিয়া।

আমেরিকা-বাসীগণ,
নদ, গিরি, প্রস্রবণ,
জলনিধি, উপকূল লৌহজালে বাঁধিয়া।

অই শোন্ ঘোর নাদে
পূরাতে মনের সাধে
পুরুষিয়া মল্লবেশে উঠিতেছে গর্জ্জিয়া।

বিনতা-নন্দন-সম
ধ'রে নিজ পরাক্রম
দেখ্ রে আসিছে রুষ্ বসুমতী গ্রাসিয়া।

ইতালি উতলা হ'য়ে
স্বকিরীট শিরে ল'য়ে
আবার জাগিছে দেখ্ হুহুঙ্কার ছাড়িয়া।

বিস্তারিয়া তেজোরাশি
দেখ্ রে বৃটনবাসী
আচ্ছন্ন করেছে ধরা,
মরু দ্বীপ সসাগরা,
যত দূর প্রভাকর-কর আছে ব্যাপিয়া।
প্রকাশি অসীম বল
শাসিছে জলধিতল
শিরে কোহিনূর বাঁধা মদগর্ব্বে মাতিয়া

তবুও বারেক কি রে দেখিবি না চাহিয়া—
হতভাগ্য হিন্দুজাতি !—
শোভে কি নক্ষত্র-ভাতি
উন্নত গগন'পরে ধরাতল ভাতিয়া।

ছিল সাধ বড় মনে
ভারত(ও) ওদেরি সনে
চলিবে উজলি মহী করে কর বাঁধিয়া;

আবার উজ্জ্বল হবে
নব প্রজ্বলিত ভবে
ভারত উন্নতি-স্রোতে চলিবে রে ভাসিয়া।

জন্মিবে পুরুষগণ,
বীর, যোদ্ধা অগণন,
রাখিবে ভারত নাম ক্ষিতিপৃষ্ঠে আঁকিয়া।

সে আশা হইল দূর,
নীরব ভারতপুর,
একজন(ও) কাঁদে না রে পূর্ব্বকথা ভাবিয়া।

এ ক্ষিতিমণ্ডলমাঝ
আর্য্য কি রে নাহি আজ
শুনায় সে রব কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া।—

সে সাধ ঘুচেছে হায়!
আয় মা জননী আয়
ল'য়ে তোর মৃতকায়
মিটাই মনের সাধ মনে মনে কাঁদিয়া।

কুহুস্বর

অই কুহুরিল পিক ললিত উচ্ছ্বাসে!
হিমঋতু অবসান, আকুল পাখীর প্রাণ,
হৃদয়ের বেগ তার হৃদি-তটে রয় না।—
হায়! বঙ্গ-হৃদি কেন অই রূপে বয় না?

কি কুহু ডাকিল পাখী বলিতে না পারি!
প্রকৃতি কুন্তল মাজি, নব কিসলয়ে সাজি,
হাসির তরঙ্গ তোলে, অধরেতে ধরে না।—
অমনি হাসিতে বঙ্গবাসী কেন হাসে না?

শুনিতে সে মধুময় কোকিল-কাকলী
অচেত মলয়-বায় সেও রে ছুটিল হায়!
ছুটিল কুসুম-রেণু, সেও ধৈর্য্য মানে না।—
অমনি আবেগ-স্রোত বঙ্গে কেন ছোটে না?

তুমিও কি সরোবর অই কুহুস্বরে
চলেছ লহরী তুলে, মুঞ্জরিত তরু-মূলে,
উতলা প্রাণের কথা জানাতে তাহায় ?—
বঙ্গের নাহি কি আশা জানাতে কাহায় !

কল কল কল স্বরে তুমি, প্রবাহিণি,
ছুটেছ সাগর-পাশে মাতিয়া কি অই ভাষে,
বলো না লো কি আশ্বাসে ? বলো সে কাহিনী ;—
শুনায়ে অচল বঙ্গে কর চিরঋণী ।

জড়ে চেতনের ভাষা বুঝিয়া চেতিল ।—
কি বলিছে কুহুস্বরে কে বুঝায়ে দিবে নরে,
ধরণী চঞ্চল করে কি কথা এমন ?—
বনের পাখীর স্বরে চকিত ভুবন !

নাহি কি এ বঙ্গে হেন কোন প্রাণী হায় !
সঞ্চারি আশার লতা শুনায় অমনি কথা ?
অমনি নিগূঢ় ভাবে ?—নাহি কি অমন
হৃদয়-খেপানো কথা কাহার(ও) গোপন ?

হাসি, কান্না, কি উল্লাস নাহি কি রে আর
কাহার(ও) হৃদয়-মাঝে অমনি ধ্বনিতে বাজে
বঙ্গের অন্তর ভেদি উচ্ছ্বাস তুলিয়া ?
হাসে, কাঁদে, ভাসে বঙ্গ উৎসাহে ডুবিয়া !

কে আছ হে কবিকুলে গভীর-হৃদয় !
গাও এক বার শুনি জীবন সার্থক গুণি
অমনি মধুর স্বরে গভীর উচ্ছ্বাস,
ঘুচায়ে এ গউড়ের প্রাণের হুতাশ

উচ্চ তারে বঙ্গ-প্রাণে মিশাইয়া প্রাণ,
প্রাচীন যুবক জনে লও হে আশার বনে
উন্মত্ত করিয়া গানে, কুহক দেখাও ;—
প্রভাতের জ্যোতি বঙ্গ-নিশিতে মিশাও !

বধির বঙ্গের শ্রুতি শুনাও বিদারি—
পরস্পরে রাখি ভর পাষাণে পাষাণ-স্তর
কিরূপে "মিশর-স্তম্ভ" মিলনের জোরে
বিরাজে অনন্ত-কোলে, বিনা অন্য ডোরে !

ভূধর করিছে চূর্ণ সিন্ধুর সলিল !
বলো হে কিসের বলে, সে সলিলকণা চলে !
দিনে দিনে, পলে পলে,—না হয় শিথিল !
জলে জলকণা বাঁধে কি গভীর মিল !

কার হৃদে বঙ্গে হেন তরঙ্গ খেলায় ?
দেখাও হৃদয় খুলে গউড় যাউক ভুলে,
সে তরঙ্গ-স্রোতে মিলে ভাসুক তেমতি
শুনে ও কোকিল-ধ্বনি প্রকৃতি যেমতি !

না যদি ভাসাতে পারো উৎসাহে তেমন,
হাসাও হে বঙ্গে তবে নিগূঢ় রহস্য-রবে,
বঙ্গ-হৃদয়ের শিলা করি উন্মোচন ।—
হাসিলে পাসরে ব্যথা গোলামের(ও) মন ।

সে রসে হাসাতে পারো হাসাও উচ্চেতে ;
যেন সে হাসির সনে হাসে সবে ফুল্লাননে,
হাসে যথা কুহুস্বরে মহী পাগলিনী !—
কে জানো হে বঙ্গ-কবি, গাও সে কাহিনী ।

যে হাসি-মধুতে নাই বাসির আঘ্রাণ,
সৌরভে পরাণ ভরি ছোটে জীবনের তরি,
যে হাসি-তরঙ্গে ভাসি, কালের পাথারে!—
ভাসিত যে হাসি 'রোমে' 'হুরেসের' তারে।

যে হাসিতে প্রভাকর উজলি গগন,
প্রাবৃটের কাল ঘন করে প্রিয়-দরশন,
করে চারু গুল্ম, তরু, গহ্বর, কানন!—
তেমতি হাসিতে ফুল্ল কর বঙ্গজন।

না যদি হাসাতে পার সে গভীর বেগে,
গাইয়া করুণ রবে পরাণে কাঁদাও সবে—
বঙ্গবালা, বৃদ্ধ, যুবা শিখুক কাঁদিতে—
হৃদিভরে জীবনের উচ্ছ্বাস তুলিতে।

ভেবো না হে বঙ্গনারি, নিবারি তোমায়
পাতিতে সে চারু ফাঁদ— নেত্র-কোলে অর্দ্ধ ছাঁদ,
অন্য অর্দ্ধ ওষ্ঠাধরে মধুর মেলানি!—
সে হাসির অমিয়তা ভেবো না না জানি।

ভেবো না তরুণ যুবা কিবা হে প্রাচীন,
নিবারি তোমায় তাহা নিত্য তুমি হাসো যাহা,
যে হাসি হাসিয়া তব পরাণ জুড়াও!—
যুবতী, প্রবীণা, কিবা কিশোরে ভুলাও!

ভেবো না জানি না আমি কিবা সে মধুর
শিশুর অধরতলে হাসির অমিয়া-ছলে
ঢলে যাহা ধরাতলে জীবন জীয়াতে!
ঢেলেছি সে সুধারাশি তাপিত হিয়াতে!

ভেবো না জানি না বঙ্গ কাঁদে নিরন্তর
আপন আপন তরে ক্ষুদ্র শোক-তাপভরে,
ঘরে ঘরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কত নীর-হার।—
বঙ্গেতে আছে হে, জানি, সে শোক-সঞ্চার।

না চাহি সে কান্না, হাসি, সে উৎসব-রোল;
মাদকতা নাহি তায়, বসুধায় না ঢলায়,
হৃদয়-পাথার তায় উথলিত হয় না।—
দেবখাতে বিনা গ্রাম্মে স্নিগ্ধ নীর বয় না।

অসার নিঃস্রোত এই বঙ্গের হৃদয়।
হাসিতে কাঁদিতে প্রাণে গভীরতা নাহি জানে,
না জানে উৎসাহ-বাণে প্রাণের প্রলয়।
জগৎ-ভাসানো বেগ বঙ্গেতে কোথায়?

বহে যদি সে তরঙ্গ কাহারো হৃদয়ে,
গাও হে তবে সে গীত শুনায়ে কর জীবিত,
নিঃস্রোত বঙ্গের হৃদি স্রোতেতে ডুবাও।—
রহস্য, রোদন, কিম্বা উৎসাহে ভাসাও।

এসো ভ্রাতঃ, কবিকুলে আছ কোন্ জন।
শুন হে গভীর স্বর কি ঝরিছে মনোহর
কোকিলের কুহুরবে।—অমনি কীর্ত্তন
না শিখিবে যত দিন, ছেড়ো না বাদন।

হে কামিনীকুল, মৃত বঙ্গের পীযূষ।
কর পণ শিখাবারে পতি, পুত্র, তনয়ারে
সফল করিতে এই কবির স্বপন।—
রেখো মনে দ্রৌপদীর বেণী-বাঁধা-পণ।

ভুলো না ও কুহুস্বর—ভুলো না আমায় !
হৃদয়ে গাঁথিয়া মালা দিলাম বৈশাখী ডালা ;
বাসি ব'লে অনাঘ্রাত ফেলো না ইহায় ।—
হায় রে নবীন দাম বঙ্গেতে কোথায় !

হে বঙ্গদর্শন-প্রিয় ভামিনী যতেক !
কারে সম্বোধিব আর লইতে এ উপহার !
বাঁকা চাঁদ আঁকা যার হৃদয়-রাকায়,
সমর্পি তাঁহারই করে, স্মরিয়া সবায় ।—
ভুলো না ও কুহুস্বর—ভুলো না আমায় !

ভারত-সঙ্গীত

(ভারতবর্ষে যখন মোগল বাদশাহদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব এবং মোগল সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে ভারতভূমি আচ্ছন্ন করিয়া মহারাষ্ট্র-অঞ্চল আক্রমণ করে, তখন মাধবাচার্য্য নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বদেশের হীনতায় একান্ত দুঃখিত হইয়া, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত নগরে নগরে এবং পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া বীরত্ব এবং উৎসাহ-প্রবর্দ্ধক গান করিয়া বেড়াইতেন। শিবজীর সময় হইতে তাঁহার প্রণীত সঙ্গীত মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং অত্যন্ত আদরণীয় হয়। মাধবাচার্য্যের মৃত্যুর পর অন্যান্য গায়কেরা দেশে দেশে সেই গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া ভারত-সঙ্গীত লিখিত হইয়াছে।)

"আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি,
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী
কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতূহলী,
বিবিধ মানবজাতিরে লয়ে।

মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,
প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,
বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,
দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে।—

হোথা আমেরিকা—নব অভ্যুদয়,—
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।

মধ্যস্থলে হেথা আজন্ম পূজিতা
চির-বীর্য্যবতী বীর-প্রসবিতা,
অনন্তযৌবনা য়ুনানীমণ্ডলী,
মহিমা-ছটাতে জগত উজলি,
সাগর ছেঁচিয়া, মরু গিরি দলি,
কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায়।

আরব্য, মিসর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি,
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়॥"

এই কথা বলি মুখে শিঙ্গা তুলি
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী
গায়িতে লাগিল জনেক যুবা।

আয়ত-লোচন, উন্নত-ললাট,
সুগৌরাঙ্গ তনু, সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিল বিজলী,
বদনে ভাতিল অতুল আভা।

নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
"বিংশতি কোটি মানবের বাস,
এ ভারত-ভূমি যবনের দাস ?
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।

আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা ?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা।

ধিক্ হিন্দুকুলে। বীরধর্ম্ম ভুলে,
আত্ম অভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে,
সোনার ভারত করিতে ছার।

হীনবীর্য্য সম হয়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরী-পদধূলি,
হাদে দেখ ধায় মহাকুতূহলী
ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার॥

এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্তভূমে,
দিক্ অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ-রঙ্গ-মত্ত পূর্ব্বপিতৃগণ
যখন তাঁহারা করেছিলা রণ,
করেছিলা জয় পঞ্চনদগণ,
তখন তাঁহারা কজন ছিল ?

আবার যখন জাহ্নবীর কূলে
এসেছিলা তারা জয়ডঙ্কা তুলে,
যমুনা, কাবেরী, নর্ম্মদা-পুলিনে,
দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, দাক্ষিণাত্য-বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে,
তখন তাঁহারা কজন ছিল ?

এখন তোরা যে শত কোটি তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
সুমেরু অবধি কুমারী হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়ে করিলে পণ।

তবে ভিন্ন-জাতি-শত্রুপদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে,
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে করিস্ মন ?

অই দেখ্ সেই মাথার উপরে
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা ক'রে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন(ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখন(ও) উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখন(ও) ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল।

কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন-সম
হিন্দু-বীরদর্প, বুদ্ধি, পরাক্রম ?
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধিসীমা ?

সকলি ত আছে, সে সাহস কই ?
সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই ?
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই ?
কোথা রে আজি সে জাতি-মহিমা ।*

হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি ।
কারে উচ্চৈঃস্বরে† ডাকিতেছি আমি,
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি ।—
আর কি ভারত সজীব আছে ?

সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীর-পদভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সে দিন ঘুচিয়া গেছে ।"

এই কথা বলি অশ্রুবিন্দু ফেলি,
ক্ষণমাত্র যুবা শৃঙ্গনাদ ভুলি,
পুনর্ব্বার‡ শৃঙ্গ মুখে নিল তুলি,
গর্জ্জিয়া উঠিল গম্ভীর§ স্বরে—

"এখন(ও) জাগিয়া ওঠ রে সবে,
এখন(ও) সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবিকরসম দ্বিগুণ প্রভাবে,
ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে ॥

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র মিলে,

* প্রথম সংস্করণের পাঠ : "ঘুচিয়া গিয়াছে সে সব মহিমা ।"
† প্রথম সংস্করণের পাঠ : "উচ্চৈঃস্বরে" স্থলে "বা উচ্চে" ।
‡ প্রথম সংস্করণের পাঠ : "পুনর্ব্বার" স্থলে "আবার" ।
§ প্রথম সংস্করণের পাঠ : "গম্ভীর" স্থলে "গভীর" ।

কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে,
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।

জপ, তপ, আর যোগ আরাধনা,
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চ্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর কৃপাণে কর্ রে পূজা।

যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু, উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধ'রে,
স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হও।

তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হতে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও

ছিল বটে আগে তপস্যার বলে
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে
সংগ্রাম করিত অমরগণ।

এখন সে দিন নাহিক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার
হবে না, হবে না,—খোল্ তরবার ;
এ সব দৈত্য নহে তেমন।

অস্ত্রপরাক্রমে হও বিশারদ,
রণ-রঙ্গ-রসে হও রে উন্মাদ,—
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ,
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।

কিসের লাগিয়া হলি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান বুদ্ধি জ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে পড়ে লুটাও ?

অই দেখ সেই মাথার উপরে
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা ক'রে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল ;

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন(ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখন(ও) উন্নত,
সে জাহ্নবীবারি এখন(ও) ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল ?

বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক্ সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?"

হতাশের আক্ষেপ

আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে।
কাঁদাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে,
গগন-মাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে।
তারে যে পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়,
জ্বলিল যে শোকানল, কেমনে নিবাই রে।
আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে।

২

অই শশী অইখানে, এই স্থানে দুই জনে,
কত আশা মনে মনে কত দিন করেছি।
কত বার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি।
পরে সে হইল কার, এখনি কি দশা তার,
আমারি কি দশা এবে কি আশ্বাসে রয়েছি।

৩

কৌমার যখন তার, বলিত সে বারম্বার,
সে আমার আমি তার অন্য কারো হবো না।
অরে দুষ্ট দেশাচার, কি করিলি অবলার,
কার ধন কারে দিলি, আমার সে হলো না।

৪

লোক-লজ্জা মান ভয়ে, মা বাপ নিদয় হয়ে,
আমার হৃদয়-নিধি অন্য কারে সঁপিল,
অভাগার যত আশা জন্ম-শোধ ঘুচিল।

৫

হারাইনু প্রমদায়, তৃষিত চাতক প্রায়,
ধাইতে অমৃত-আশে বুকে বজ্র বাজিল ;—
সুধাপান অভিলাষ অভিলাষি থাকিল।
চিন্তা হলো প্রাণাধার, প্রাণতুল্য প্রতিমার
প্রতিবিম্ব চিত্তপটে চিরাঙ্কিত রহিল,
হায়, কি বিচ্ছেদ-বাণ হৃদয়েতে বিঁধিল।

৬

হায়, সরমের কথা, আমার স্নেহের লতা,
পতিভাবে অন্য জনে প্রাণনাথ বলিল ;
মরমের ব্যথা মম মরমেই রহিল।

৭

তদবধি ধরাসনে, এই স্থানে শূন্যমনে
থাকি পড়ে, ভাবি সেই হৃদয়ের ভাবনা ;
কি যে ভাবি দিবানিশি তাও কিছু জানি না।
সেই ধ্যান সেই জ্ঞান, সেই মান অপমান—
অরে বিধি, তারে কি রে জন্মান্তরে পাব না ?

৮

এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুনঃ দেখা হলো,
দেখে বুক বিদারিল, কেন তারে দেখিলাম।
ভাবিতাম আমি দুখে, প্রেয়সী থাকিত সুখে,
সে ভ্রম ঘুচিল, হায়, কেন চোখে দেখিলাম।

৯

এইরূপে চন্দ্রোদয়, গগন তারকাময়,
নীরব মলিনমুখী অই তরুতলে রে ;
একদৃষ্টে মুখপানে, চেয়ে দেখে চন্দ্রাননে,
অবিরল বারিধারা নয়নেতে ঝরে রে ;
কেন সে দিনের কথা পুনঃ মনে পড়ে রে ?

১০

সে দেখে আমার পানে, আমি দেখি তার পানে,
চিতহারা দুই জনে বাক্য নাহি সরে রে ;
কত ক্ষণে অকস্মাৎ, "বিধবা হয়েছি নাথ"
ব'লে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়ে পড়ে রে।

১১

বদন চুম্বন ক'রে, রাখিলাম ক্রোড়ে ধ'রে,
শুনিলাম মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বলে রে—
"ছিলাম তোমারি আমি, তুমিই আমার স্বামী,
ফিরে জন্মে, প্রাণনাথ, পাই যেন তোমারে।"—
কেন শশী পুনরায় গগনে উঠিলি রে।

ইন্দ্রের সুধাপান

১

এক দিন দেব দেবপুরন্দর,
বামে শচী সতী নন্দন ভিতর,
বলিল গন্ধর্ব্ব সখারে ডাকি ;—
যাও চিত্ররথ, সুধাভাণ্ড ভরি
আন ত্বরা করি পীযূষলহরী,
আন বাদিত্রবাদকে ডাকি ।
আন বাদিত্র সুধাতরঙ্গে,
যত দেবগণ বলিল রঙ্গে,
অমর মাতিল সুরেশ সঙ্গে ।

২

সুবর্ণ মঞ্চেতে সুর আখণ্ডল,
চারি দিকে যত অমরের দল,
বিজলীর মত করে ঝলমল,
শোভে পারিজাত-হার গ্রীবাতে ;
বামে দৈত্যবালা রূপে করে আল,
কোথা সে চঞ্চল তড়িত উজ্জ্বল,
কোথা বা উমার রূপ নিরমল ?
পলকে পারে সে জগতে ভুলাতে ।
আহা মরি মরি কিবা ভাগ্যধর,
যার কোলে হেন নারী মনোহর,
কত সুখ তার হয় রে ।
বীর বিনা আহা রমণীরতন,
বীর বই আর রমণীরতন,
বীর বিনা আহা রমণীরতন
কারে আর শোভা পায় রে !

(চিতেন*)

আহা মরি মরি কিবা ভাগ্যধর,
গাহিল যতেক কিন্নরী কিন্নর,
কত সুখ তার হয় রে ;
বীর বিনা আহা রমণীরতন,
বীর বই আর রমণীরতন,
বীর বিনা আহা রমণীরতন
কারে আর শোভা পায় রে ?

৩

এলো চিত্ররথ মনোরথগতি,
স্বর্ণপাত্রে সুধা, সঙ্গে বিশ্বারথী, †
উঠিল সুরব "জয় শচীপতি"
অমরমণ্ডলী মাঝেতে ;
দেব পুরন্দর দেবদল সহ,
সুধা, সোমরস পিয়ে মুহমুহ,
গন্ধে আমোদিত মারুতপ্রবাহ,
গগন কাঁপিল বেগেতে—
বায়ু মাতোয়ারা, রবি, শশী, তারা,
অরুণ, বরুণ, দিক্‌পাল যারা,
সবে মাতোয়ারা সুধা-পানেতে।
হ'লো ভয়ঙ্কর কাঁপে চরাচর
আকাশ, পাতাল, মহী, মহীধর,
জলধি হুঙ্কারে বেগেতে।

* ইংরাজিতে এইরূপ স্থলে কোরস্ বলে। ঐ শব্দের অনুরূপ ঠিক অন্য কোন শব্দ না পাওয়ায় চিতেন লেখা হইয়াছে।

† এই অমর-গায়কের আর একটি নাম বিশ্বাবসু।

(চিতেন)

বায়ু মাতোয়ারা, রবি, শশী, তারা,
অরুণ, বরুণ, দিক্‌পাল যারা,
সবে মাতোয়ারা সুধা-পানেতে।

৪

বসিয়ে উন্নত আসন উপরে,
গুণী বিশ্বাবসু বীণা নিল করে,
মেঘের গরজে গভীর ঝঙ্কারে,
মোহিত করিল অমরগণে ;
দেবাসুর রণ গাহিতে লাগিল,
কিরূপে অসুরে অমরে নাশিল,
কিরূপে ইন্দ্র দেবরাজ হ'লো,
শুনাইল বীণা বাজায়ে ঘনে।
"পুলোমদুহিতা তোমারি গৃহীতা,
অহে দেবরাজ তুমিই দেবতা ;
রণে পরাজয় করি বাহুবলে,
এ অমরপুরী নিলে করতলে,
সমুদ্র মথিয়া অমৃত লভিলে,—
অহে দেব তব অসাধ্য ক্ষমতা।"
হ'লো প্রতিধ্বনি—"পুলোমদুহিতা,
অহে দেবরাজ তোমারি গৃহীতা।"—
ঘন ঘন ঘোর সুগভীর স্বরে,
কাননে, বিপিনে, নদী, সরোবরে,
উঠিল নিনাদি যতেক দেবতা।
ভাবে গদ গদ মুদিয়া নয়ন,
উঠিয়া গরজি গরজি সঘন
ছাড়িল হুঙ্কার দনুজঘাতা।

(চিতেন)

হ'লো প্রতিধ্বনি,—"পুলোমদুহিতা,
অহে দেবরাজ তোমারি গৃহীতা,"—
ঘন ঘন ঘোর সুগভীর স্বরে,
কাননে, বিপিনে, নদী, সরোবরে,
উঠিল নিনাদি যতেক দেবতা।

৫

অতি সুললিত মৃদু মধুস্বরে,
আবার গায়ক বীণা নিল করে,
মজাইল সুরললনা।
"দেখ দেখ চেয়ে নাগরের বেশে,
চোক ঢুলু ঢুলু আসে হেসে হেসে,
আড়ে আড়ে কথা নাহি অভিমান,
সদা আশুতোষ খুলে দেয় প্রাণ,
ওরে সুধা তোর নাই তুলনা।
সদা সেবে যারা সোমরস সুধা
ক্ষোভ লোভ শোক থাকে না ক্ষুধা,
রণজয়ী যেই সুধাপায়ী সেই,
শূর বিনে সুধা-স্বাদ জানে না।"

(চিতেন)

"সুধার প্রেমেতে বাজ্ রে বীণা,
বল্ সুধা বই ধন চাহি না,
অমন মধুর নাই পিপাসা!
সুধা কিবা ধন সুধা সে কেমন,
সাধক বিনে কি জানিবে চাষা!"

৬

দৈত্য অরিদল দম্ভে কোলাহল
ক'রে আস্ফালন করিল কত,

মত্ত মধুপানে দিতিসুতগণে
কিরূপে কোথায় করেছে হত।
তখন আবার বীণা-বাদ্যকর
বীণা নিল করে, সকরুণ স্বরে,
অমর দর্প করিল চুর ;
আরক্ত লোচন ঘন গরজন ;
ক্রমে ক্রমে সব হ'লো অদর্শন,
স্তব্ধ হইল অমরপুর।
সকরুণ স্বরে বীণা করে ধ'রে,
গাহিল, "যখন প্রলয় হবে,
যখন ঈশান হর হর বোলে,
বাজাবে বিষাণ ঘন ঘোর রোলে,
জলে জলময় হবে ত্রিভুবন,
না রবে তপন শশীর কিরণ,
জগতমণ্ডল কারণ-বারিতে,
ছিঁড়িয়া পড়িবে ত্রিলোক সহিতে,
তখন কোথা এ বিভব রবে।
এই সুরপুরী এ সব সুন্দরী
এ বিপুল ভোগ কোথায় যাবে!"-
অতি ক্ষুণ্ণমন যত দেবগণ,
ঘন ঘন শ্বাস করে বিসর্জ্জন,
ভাবিয়ে অধীর প্রলয় যবে ;
এই সুরপুরী এ সব সুন্দরী
এ বিপুল ভোগ কোথায় রবে।
(চিতেন)
এ বিপুল ভোগ কোথায় রবে,
বলিয়া কিন্নর গাহিল সবে,
জগতমণ্ডল কারণ-বারিতে,
ছিঁড়িয়া পড়িবে ত্রিলোক সহিতে,
তখন কোথা এ বিভব রবে।

৭

গুণী বিশ্বাবসু সঙ্গীতের পতি,
বীণা-যন্ত্রে পুনঃ মধুর ভারতী,
গাহিতে লাগিল প্রেমের গাথা ;
বিলাপ ঘুচিল প্রেম উপজিল
রসে ডগমগ তনু শিহরিল।
একি সূত্রে প্রেম করুণা গাঁথা !
মৃদুল মৃদুল তাজ রে তাজ,*
মৃদুল মৃদুল নও রে নও,
বাজিতে লাগিল মধুর বোলে ;
শ্রবণে শীতল যতেক শ্রোতা।
"সংগ্রামে কি সুখ, সকলি অসুখ,
দিন রাত নাই প্রাণ ধুক্ ধুক্,
মান মর্য্যাদা কথার কথা।
ঘোড়া দড়বড়ি, অসি ঝন্‌ঝনি,
কাটাকাটি, গোল, তীর স্বন্‌স্বনি,
কানে লাগে তালা করে ঝালাপালা,
দেহ হয় আলা সমর-স্রোতে ;
গতি অবিরাম নাহিক বিরাম,
সমরে কি সুখ নারি বুঝিতে।
চির দিন আর দনুজ-সংহার
ক'রে কত ভার সহিবে দেব ;
বামে শচী সতী হের সুরপতি,
কর সুখভোগ রাখ বুকেতে।"—
বাখানিল যত কিন্নর কিন্নরী,
বাখানিল যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী,
বাখানিল দেবগণ পুলকে।

---

* দেবতারাই সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা, সুতরাং এই লক্ষ্যেই সুরও দেবতাদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকা সম্ভব।

রতিপতি-জয় হ'লো সুরপুরে
ললিত মধুর বীণার স্বরে ;
সঙ্গীতের জয় হ'লো ত্রিলোকে
স্মরে জর জর দেহ থর থর,
হেরে ঘন ঘন দেব পুরন্দর,
হৃদয়ে বামারে রাখিতে চায় ;
নিমেষে হেরিছে নিমেষে ফিরিছে,
নিমেষে বিশ্বাস বহিছে তায় ।
শেষে পরাজিত অচেতন চিত,
শচীবক্ষঃস্থলে ঘুমায়ে রয় ।

(চিতেন)

গাহিল কিন্নর,—"স্মরে জর জর
দেব পুরন্দর হ'লো পরাজয়,
নিমেষে হেরিছে নিমেষে ফিরিছে,
নিমেষে নিশ্বাস বহিছে তায় ।
শেষে পরাজিত অচেতন চিত
শচীবক্ষঃস্থলে ঘুমায়ে রয় ।"

৮

"বাজ্ রে বীণা বাজ্ রে আবার,
ঘন ঘোর রবে বাজ্ এইবার,
আরো উচ্চতর গভীর সুরে ;
যাক্ দূরে যাক্ কামের কুহক
মেঘের ডাকে ডাক্ রে পুরে !
অহে সুররাজ ছি ছি এ কি লাজ,
দেখ দেখ অই দনুজসমাজ,
রণসাজ ক'রে আসিছে ফিরে ;
শিরে ফণীবাঁধা করে উল্কাপাত,
কর সুরনাথ দনুজ-নিপাত,
দেখ চরাচর কাঁপিছে ডরে ।

জলদ-নিনাদে করে হুহুঙ্কার,
এ অমরপুরী করে ছারখার,
পূরণ আহুতি করিতে এবে।
কর দম্ভ চুর, বজ্রধর শূর,
রাখ হে ব্রহ্মাণ্ড, বাঁচাও দেবে।”
শুনে বজ্রধর বেগে বজ্র ধরে,
কড় কড় ধ্বনি গরজে অম্বরে,
ভয়ে হিমগিরি টলিল।
তখন উল্লাসে, বিদ্যারথী হেসে,
বীণাযন্ত্র পাশে রাখিল।

(চিতেন)

“বেগে বজ্রধর,” গাহিল কিন্নর,
“কড় কড় নাদে গরজে অম্বর,
ভয়ে হিমগিরি টলিল।
তখন উল্লাসে বিদ্যারথী হেসে
বীণাযন্ত্র পাশে রাখিল।”

কোন একটি পাখীর প্রতি

১

ডাক্ রে আবার, পাখি, ডাক্ রে মধুর !
শুনিয়ে জুড়াক প্রাণ, তোর সুললিত গান
অমৃতের ধারা সম পড়িছে প্রচুর।
আবার ডাক্ রে পাখি, ডাক্ রে মধুর !
বলিয়ে বদন তুলে, বসিয়ে রসালমূলে,
দেখিনু উপরে চেয়ে আশায় আতুর !
ডাক্ রে আবার ডাক্ সুমধুর সুর।

২

কোথায় লুকায়ে ছিল নিবিড় পাতায় ;
চকিত চঞ্চল আঁখি, না পাই দেখিতে পাখী,
আবার শুনিতে পাই সঙ্গীত শুনায়,
মনের আনন্দে বসে তরুর শাখায়।
কে তোরে শিখালে বল, এ সঙ্গীত নিরমল ?
আমার মনের কথা জানিলি কোথায় ?
ডাক্ রে আবার ডাক্ পরাণ জুড়ায়!

৩

অমনি কোমল স্বরে সেও রে ডাকিত,
কখন আদর করে, কভু অভিমানভরে,
অমনি ঝঙ্কার করে লুকায়ে থাকিত।
কি জানিবি পাখী তুই, কত সে জানিত!
নব অনুরাগে যবে, ডাকিত প্রাণবল্লভে,
কেড়ে নিত প্রাণ মন পাগল করিত ;
কি জানিবি পাখী তুই, কত সে জানিত!

৪

ধিক্ মোরে ভাবি তারে আবার এখন!
ভুলিয়ে সে নব রাগ, ভুলে গিয়ে প্রেমযাগ,
আমারে ফকীর করে আছে সে যখন ;
ধিক্ মোরে ভাবি তারে আবার এখন।
ভুলিব ভুলিব করি, তবু কি ভুলিতে পারি,
না জানি নারীর প্রেম মধুর কেমন,
তবে কেন সে আমারে ভাবে না এখন ?

৫

ডাক্ রে বিহগ তুই ডাক্ রে চতুর,
ত্যজে শুধু সেই নাম, পূরা তোর মনস্কাম,
শিখেছিস্ আর যত বল সুমধুর!

ডাক্ রে আবার ডাক্ মনোহর স্বর।
না শুনে আমার কথা, ত্যজে কুসুমিত লতা,
উড়িল গগন-পথে বিহগ চতুর ;—
কে আর শুনাবে মোরে সে নাম মধুর।

প্রিয়তমার প্রতি

১

প্রেয়সি রে, অধীনেরে জনমে কি ত্যজিলে।
এত আশা ভালবাসা সকলি কি ভুলিলে।
অই দেখ নব ঘন, গগনে আসিয়ে পুনঃ,
মৃদু মৃদু গরজন গুরু গুরু ডাকিছে।
দেখ পুনঃ চাঁদ আঁকা, ময়ূর খুলিয়ে পাখা,
কদম্বের ডালে ডালে কুতূহলে নাচিছে।
পুনঃ সেই ধরাতল, পেয়ে জল সুশীতল,
স্নেহ করে তৃণদল বুকে করে রাখিছে।
হের প্রিয়ে পুনরায়, পেয়ে প্রিয় বরষায়,
যমুনা-জাহ্নবী-কায়া উথলিয়া উঠিছে।
চাতক তাপিতপ্রাণ, পুলকে করিয়ে গান,
দেখ রে জলদ কাছে পুনরায় ছুটিছে।
প্রেয়সি রে সুখোদয়, অখিল ব্রহ্মাণ্ডময়,
কেবলি মনের দুখে এ পরাণ কাঁদিছে।

২

অই পুনঃ জলধরে বারিধারা ঝরিল।
লতায় কুসুমদলে, পাতায় সরসীজলে,
নবীন তৃণের কোলে নেচে নেচে পড়িল।
শ্যামল সুন্দর ধরা, শোভা দিল মনোহরা,
শীতল সৌরভ ভরা বাসে বায়ু ভরিল,

মরাল আনন্দ মনে, ছুটিল কমলবনে,
চঞ্চল মৃণালদল ধীরে ধীরে দুলিল।
বক হংস জলচর, ধৌত করি কলেবর,
কেলি হেতু কলরবে জলাশয়ে নামিল।
দামিনী মেঘের কোলে, বিলাসে বসন খোলে,
ঝলকে ঝলকে রূপ আলো করে উঠিল।
এ শোভা দেখাব কারে, দেখায়ে সন্তোষ যারে,
হায় সেই প্রিয়তমা অভাগারে ত্যজিল!

৩

ত্যজিবে কি প্রাণসখি? ত্যজিতে কি পারিবে?
কেমনে সে স্নেহলতা এ জনমে ছিঁড়িবে?
সে যে স্নেহ সুধাময়, ঘেরিয়াছে সমুদয়,
প্রকৃতি পরাণ মন, কিসে তাহা ভুলিবে?
আবার শরত এলে, তেমনি কিরণ ঢেলে,
হিমাংশু গগনে কি রে আর নাহি উঠিবে?
বসন্তের আগমনে, সেরূপে সন্ধ্যার সনে
আর কি দক্ষিণ হতে বায়ু নাহি বহিবে?
আর কি রজনীভাগে, সেইরূপ অনুরাগে,
কামিনী, রজনীগন্ধ, বেল নাহি ফুটিবে?
প্রাণেশ্বরি! পুনর্ব্বার, নিশীথে নিস্তব্ধ আর
ধরাতল সেই রূপে নাহি কি রে থাকিবে?
জীব জন্তু কেহ কবে, কখন কি কোন রবে,
ভুলে অভাগার নাম কণ্ঠেতে না আনিবে?
প্রেয়সি রে সুধাময়, স্নেহ ভুলিবার নয়,
কাঁদালি কাঁদিলি শুধু পরিণামে জানিবে!
* * * *

৪

অই দেখ প্রিয়তমে বারিধারা ধরিল।
শরতে সুন্দর মহী সুধা মাখি বসিল।

হরিত শস্যের কোলে, দেখ রে মঞ্জরী দোলে,
ভানুছটা অহে কিবা শোভা দিয়া পড়েছে !
বহিলে মৃদুল বায়, চলিয়া চলিয়া তায়,
তটিনী-তরঙ্গলীলা অবনীতে খেলিছে।
গোঠে গাভী বৃষ সনে, চরিছে আনন্দ মনে,
হরষিত তরুলতা ফলে ফুলে সেজেছে।
সরোবরে সরোরুহ, কুমুদ কহ্লার সহ,
শরতে সুন্দর হয়ে শোভা দিয়ে ফুটেছে।
আচম্বিতে দরশন, ঘন ঘন গরজন,
উড়িয়ে অম্বরে মেঘ ডেকে ডেকে চলেছে।
প্রেয়সি রে মনোহরা, এমন সুখের ধরা,
বিহনে তোমার আজি অন্ধকার হয়েছে !

৫

আহা কি সুন্দর বেশ সন্ধ্যা অই আইল !
ভাঙা ভাঙা ঘনগুলি, ভানুর কিরণ তুলি,
পশ্চিম গগনে আসি ধীরে ধীরে বসিল।
অস্তগিরি আলো করি, বিচিত্র বরণ ধরি,
বিমল আকাশে ছটা উথলিয়া পড়িল।
গোধূলিকিরণমাখা, গৃহচূড়া তরুশাখা,
প্রেয়সি রে, মনোহর মাধুরীতে পূরিল।
কাদম্বিনী ধীরি ধীরি, হয়, তরু, গজ, গিরি,
আঁকিয়ে সুন্দর করি ছড়াইতে লাগিল।
দেখ প্রিয়ে সূর্য্য-আভা গঙ্গাজলে কিবা শোভা,
সুবর্ণের পাতা যেন ছড়াইয়া পড়িল।
কৃষক মঞ্চের 'পরে, উঠিল আনন্দ ভরে,
চঞ্চুপুটে শস্য ধরে নভশ্চর ফিরিল।
এ সুখ-সন্ধ্যায় প্রিয়ে, সাধে জলাঞ্জলি দিয়ে,
শূন্যমনে নিরাসনে এ অভাগা রহিল।

৬

আজি এ পূর্ণিমা নিশি প্রিয়ে কারে দেখাবে।
কার সনে প্রিয়ভাষে দেহ মন জুড়াবে।
এখনি যে সুধাকর, পূর্ণবিম্ব মনোহর,
পূর্ব্বদিকে পরকাশি সুধারাশি ছড়াবে।
এখনি যে নীলাম্বরে, শ্বেতবর্ণ থরে থরে,
আসিয়ে মেঘের মালা সুধাকরে সাজাবে।
তরু গিরি মহীতল, শিশির আকাশ জল,
চাঁদের কৌমুদী মাখা কারে আজি দেখাবে।
প্রেয়সি অঙ্গুলি তুলি, কুসুম-কলিকাগুলি,
শিশিরে ফুটিছে দেখি কারে আজি সুধাবে—
"অই দেখ চক্রবাক, ডাকে অমঙ্গল ডাক,"
ব'লে সুধাইবে কারে, কে বাসনা পূরাবে।
তনু মন সমর্পণ, করেছিল যেই জন,
তারে কাঁদাইলে, হায়, প্রণয় কি জুড়াবে।

কমল-বিলাসী

আহা মরি কিবা দেখিনু সুন্দর
মধুর স্বপন-লহরী।—
নবীন প্রদেশে নবীন গগন,
মধুর মধুর শীতল পবন,
সরস সরসে নীরদ বরণ
সলিল ভ্রমিছে বিহরি।

কত সরোজিনী সরোবর 'পরে,
পরিমলময় সদা নৃত্য করে,
ফুটে ফুটে জলে শত থরে থরে,
অপূর্ব্ব সুবাস বিতরি।

সরোবর-তীরে ঘ্রাণেতে বিহ্বল,
ভ্রমে কত প্রাণী হেরে সে কমল
পরাণ শরীর সুবাসে শীতল,
বাজায়ে বাজায়ে বাঁশরী।

ভ্রমে কত সুখে, কত সে আনন্দ,
যেন মাতোয়ারা লভিয়া সুগন্ধ,
সরোবরে পশি পিয়ে মকরন্দ—
চিন্তা শোক তাপ পাসরি।

ভাঙ্গে পদ্মকলি, ভাঙ্গে পদ্মনাল,
ঢালে পদ্মমধু পূর্ণ করি গাল ;
ভখয়ে সুরস নবীন মৃণাল
কতই যতনে আহরি।

আনন্দে বিঘোর মধুমত্ত মন,
ত্যজি বারি পুনঃ উঠে কত ক্ষণ
তীরে বসি ধীরে সেবে সমীরণ—
হৃদয়ে সুখের লহরী।

পুনঃ গিয়া জলে তোলে পদ্মদল,
কোরক বিকচ নলিনী অমল,
মকরন্দ লয়ে ঢালে অবিরল,
পূরিয়া পূরিয়া গাগরী।

পুনঃ উঠে তীরে মৃদু মন্দ বায়,
ধীরে ধীরে সবে তরুতলে যায় ;
নিকুঞ্জ ছাড়িয়া তখন সেথায়
প্রবেশে কতই সুন্দরী।

মধুমাখা হাসি বদনে বিকাশ,
পদ্মমধু-বাসে পরাণে উল্লাস,
পদ্ম-সুধা পিয়ে মিটায়ে পিয়াস-
কুবলয়ে বান্ধে কবরী।

বিছায়ে কোমল কমলপাতায়,
সুশীতল শয্যা ভূতলে সাজায়,
চারু মনোহর উপাধান তায়,
গ্রথিত নলিনীমঞ্জরী।

তরু তলে তলে হেন মনোহর
কমলের শয্যা কোমল সুন্দর ;
দুগ্ধফেননিভ সুচারু অম্বর
যেন রে মেদিনী উপরি

এরূপে পাতিয়া কুসুম-শয়ন,
হাসিয়া হাসিয়া বিলাসিনীগণ,
হৃদয়বল্লভ পারশে তখন
ছড়ায় বিলাসলহরী ;

কেহ বা খুলিয়া গ্রীবার ভূষণ,
হেমময় মালা জড়িত রতন,
পরায়ে প্রিয়েরে করিয়া যতন,
খেলায় নয়ন-শফরী ;

অলকার চুল কেহ বা খুলিয়া,
জড়ায়ে জড়ায়ে বিননী গাঁথিয়া,
বঁধুরে বাঁধয়ে সোহাগে গলিয়া,
অধরে হাসির মাধুরী ;

কেহ বা আপন নয়ন-অঞ্জন
তুলিয়া বিলাসে করে বিলেপন
প্রিয় আঁখি 'পরে—সলজ্জ বদন,
চঞ্চল বসনে সম্বরি ;

কোন বা ললনা ছলিয়া চাতরে
রাঙ্গা পদ তুলি প্রিয়হৃদি 'পরে,
অলক্তলাঞ্ছনে দেহে চিহ্ন করে,
জানাতে প্রেমের চাকরি ।

এরূপে বসিয়া যতেক ললনা
হাব, ভাব, হাসি প্রকাশে ছলনা,
কেহ বা শিয়রে, কোন বা অঙ্গনা
চরণ পারশে প্রহরী ।

বসিয়া এ ভাবে যতেক সুন্দরী,
মধুর ললিত মোহন বাঁশরী,
সুরেতে বাঁধিয়া আলাপ আচরি
পূরিছে পল্লব-বল্লরী ।

সে সুরতরঙ্গে মিলিয়া তখন
উঠিল সঙ্গীত পূরিয়া কানন—
শ্যামা, কলকণ্ঠ, শারী অগণন
"বউ কথা কও" সুন্দরী ;

উঠিল ডাকিয়া, পূরি চারি দিক—
জগৎ সংসার করিল অলীক,
বেণু বীণা রব হ'তে সমধিক
মধুর গীতের লহরী ।

বাঁশীতে বাজিছে—"কিবা সে সংসার"
কোকিলা ভাষিছে—"সে সব মিছার"
"শ্রম, আশা, ভ্রম—সকলি অসার"
প্রতিধ্বনি উঠে কুহরি ;—
"কি হবে জীবনে, প্রেমের আমোদে
পরাণ যদি না মাতে।
"রসের বাগান—সখের মেদিনী—
নারীফুল ফুটে তাতে।
"যে জানে মথিতে এ সুখজলধি
সেই সে পীযূষ পায় ;
"সখের বাজার—সুখের মেদিনী—
রসের বেসাতি তায়।"
"হায়, সে পীযূষ! কিবা তার সম
ভাব রে ভাবুক মনে!
"হায়, ধন, মান, যশ,—প্রাণের নিগড়,
কণ্টক, আশার বনে!
"এ যে সুখের ধরণী! ভাবনা হুতাশ
ইহাতে নাহিক সাজে,
"হেথা প্রাণের সারঙ্গ, প্রমোদে মাজিলে
তবে সে আনন্দে বাজে!
"শুধু রসিক যে জন, রসের ধরায়
সেই সে হরষ পায় ;
"ডুবে নারীসুধাকূপে, লভে প্রেমসুধা,
দ্বিজ এই গীত গায়।"

বিহগ, বিটপী, বাঁশরী, বীণাতে
এই গীত শুধু বরিষে প্রপাতে ;
প্রকৃতি যেন বা মাতিল তাহাতে
বিন্যাসি বেশের চাতুরী!

চারু কিসলয় হইল বিকাশ ;
তরুরাজি-কোলে মৃদু মৃদু শ্বাস,
কুসুম চুম্বিল মলয় বাতাস—
লতিকা উঠিল শিহরি ;

তুলিয়া কলাপ মদন-বিধুর
নাচিতে লাগিল উন্মত্ত ময়ূর ;
নবীন জলদ নিনাদি মধুর
গগন রাখিল আবরি ।

গাঢ়তর আরো বাজিল বাদন,
গাঢ়তর আরো গীত বরিষণ,
গাঢ়তর বেশ আরো সে ভুবন—
আঁধারিল যেন শর্ব্বরী ।

যত তরু ছিল পড়িল লুটিয়া,
বিটপে বিটপে লতা বিনাইয়া,
করিল মণ্ডপ, কুসুমে ভূষিয়া,
ধীর নাদে মৃদু মর্ম্মরি !

মণ্ডপে মণ্ডপে যুগল যুগল,
সুতন্দ্রা অলসে শরীর নিচল,
পড়িল পরাণী—অসাড় সকল—
রহিল চেতনা সম্বরি ।

একাকী তখন ভ্রমিনু সে দেশ ;
চারি দিকে খালি হেরি চারু বেশ
কমল-সরসী, কোমল প্রদেশ
রাজিছে ভূতল উপরি ।

পান্তিয়া নলিনী যত প্রাণিগণ
সরোবরতীরে সুখে নিমগন,
কেবলি নিরখি, যতই ভ্রমণ
করি, সে অপূর্ব্ব নগরী।

ষড় ঋতু ধীরে ক্রমে আসে যায়—
প্রাবৃটের কোলে নিদাঘ জুড়ায়,
প্রাবৃট্ আবার শরতে লুকায় ;
হাসিল শারদ শর্ব্বরী ;

শিশিরের কোলে হিমঋতু আসে ;
নিশি-অশ্রুজলে তরুদল ভাসে ;
তখন(ও) উন্মত্ত অচেত বিলাসে
যত্তেক নাগর নাগরী !

যত দিন ক্ষুধা জঠরে না জ্বলে
সেই ভাবে তারা পড়িয়া ভূতলে
অচেতন চিতে থাকয়ে বিহ্বলে
জগত সংসার পাসরি।

বসন্ত ফিরিয়া আইলে আবার
জাগিয়া করয়ে মৃণাল আহার,
কমল-পীযুষ পিয়ে পুনর্ব্বার,
পড়য়ে চেতনা সম্বরি।

কত যে আনন্দে প্রকৃতি খেলায়
ঋতুতে ঋতুতে ঘটনাছলায়।—
নাহি জানে তারা—দিবস নিশায়
স্বভাবের কত চাতুরী।

নাহি জানে কিবা ঘোরতর সুখ।
ঘোরতর যবে প্রকৃতির মুখ
ঘনঘটাজালে—পতন-উন্মুখ
বিজুলি বেড়ায় বিচরি।

না বুঝিতে পারে কি তেজ তখন।
গগনের কোলে যবে প্রভঞ্জন
চলে দম্ভ করি ছাড়িয়া গর্জ্জন—
নাচায়ে প্রকৃতি সুন্দরী।

তখন হৃদয়ে যে ভাব গভীর
করে আন্দোলন, অধীর শরীর—
না জানে তাহারা, না ভাবে মহীর
কত সে ঐশ্বর্য্য-লহরী!

যে ভাব-পরশে প্রাণে পুষ্প ফুটে
থাকে চিরকাল প্রাণিচিত্তপুটে,
নিত্য পরিমল নিত্য যাহে উঠে
জগতে সঞ্চারি মাধুরী ;—

যে ভাব-পরশে মানবের মন
বেড়ায় জগৎ করি বিদারণ,
করে তেজোজালে পৃথিবী দাহন,
মৃত্যুর মূরতি বিস্মরি ;—

না পরশে কভু তাদের পরাণ ;
জীবন কাটায় করি মধু পান ;
নারীগত মান—নারীগত প্রাণ—
নারী-পায়ে-ধরা চাকরি!

এইরূপে হেরি সে চারু অঞ্চল ;
গেল কত কাল ভ্রমিতে কেবল ;
শেষে যেন প্রাণ হইল বিকল
ভাবিয়া সে ঘোর শর্ব্বরী ।

ভাবিয়া হৃদয়ে উদয় ধিক্কার,
নরজাতি বুঝি নাহি হেন আর ?
ধূ ধূ করে শূন্য পুরাবৃত্ত যার—
হেরে উঠে প্রাণ শিহরি ।

কালচিত্রপটে যদি ফিরে চায়,
গুরুদত্ত ধন কি দেখিতে পায় ?
কিবা সে সঙ্কেত, আছে রে কোথায়
ভ্রমিতে সংসার ভিতরি !

পিতৃকুলগত কোন্ মহাভাগে
দিয়াছে সুমন্ত্র, শুনে অনুরাগে
পুনঃ জীয়ে প্রাণ, পুনঃ ছুটে আগে
ভবিষ্য তরঙ্গে উতরি ?

নরজাতি যত হের ধরামাঝে
সকলেরি চিহ্ন কালবক্ষে সাজে ;
নিরখিলে তায় হৃদি-তন্ত্রী বাজে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় পাসরি !

এ ছার জাতির কি আছে তেমন,
কালের কপালে সঙ্কেত লিখন ?
অপূর্ব্ব কিবা সে নূতন কেতন
উড়িছে ভবিষ্য উপরি ?

ভাবিতে ভাবিতে কত দূর(ই) যাই,
পুরী-প্রান্তভাগ নিরখিতে পাই—
তেমতি সরস কোমল সে ঠাঁই,
সজ্জিত পল্লববল্লরী।

প্রাণিগণ সেথা করিছে বিলাস,
তেমতি আকৃতি প্রকৃতি আভাস,
সেই নিদ্রা ঘোর, তরুতলে বাস,
সেইরূপে নারী-প্রহরী।

সেখানে রমণী আরো সুচতুরা,
জানে কত আরো ছলনা মধুরা,
সদা মনে ভয় পাছে সে বঁধুরা
ছাড়িয়া পলায় নগরী।

কাছে কাছে আছে সোনার পিঞ্জর,
সুবর্ণ শিকলি শতেক লহর;
যদি কেহ উঠে শুনে অন্য স্বর
বিলাস প্রমোদ পাসরি ;—

তখনি তাহাকে বাঁধিয়া শৃঙ্খলে,
অমনি পিঞ্জরে পুরে কত ছলে,
কত কাঁদে প্রাণী, ভাসে চক্ষু জলে,
তবু নাহি ছাড়ে সুন্দরী।

দেখে কাঁপে প্রাণ ভেবে সে প্রথায় ;
ভাবি কেন, হায়, প্রবেশি সেথায়,
কিরূপে বাঁচিব করি কি উপায়,
কিরূপে ছাড়ি সে নগরী!

হেম কালে দেখি বিস্ফারি নয়ন,
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ, সেই প্রাণিগণ,
আমারি স্বদেশী—নহে সে স্বপন।—
খেলিছে বঙ্গের উপরি।—

আহা মরি কিবা দেখিনু সুন্দর
অপূর্ব্ব স্বপনলহরী।

উন্মাদিনী

১

অঙ্গে মাখা ছাই, বলিহারি যাই!
কে রমণী অই পথে পথে গাই'
চলেছে মধুর কাকলী ক'রে।
কিবা ঊষাকাল, দিবা দ্বিপ্রহর,
বীণা ধ'রে করে, ফিরে ঘরে ঘর,
পরাণে বাঁধিয়া মিলায়ে সুতান,
গায় উচ্চস্বরে সুললিত গান,
উতলা করিয়া কামিনী নরে।
অঙ্গে মাখা ছাই, বলিহারি যাই!
কে রমণী অই পথে পথে গাই'
চলেছে মধুর কাকলী ক'রে।
নয়নের কোণে চপলা খেলিছে,
নিতম্বের নীচে চিকুর দুলিছে,
করুণা-মাখান বদনের ছাঁদ,
যেন অভিনব অবনীর চাঁদ,
কটি কর পদে ছড়ান মাধুরী,
গেরুয়া বসনে তনুয়া আবরি,
চলেছে সুন্দরী ভাবনা ভরে।

বলিহারি যাই ! অঙ্গে মাখা ছাই,
কে রমণী অই পথে পথে গাই'
চলেছে মধুর কাকলী ক'রে ।

২

অই শুন গায়, প্রাণের জ্বালায়—
"পাব না পাব না পাব না কি তায় ?
নাহি কি বিশাল ধরণী ভিতরে,
যেখানে বসিয়া স্নেহের নির্ঝরে,
মিটাই পিপাসা জুড়াই পরাণ,
দেখাই কিরূপ নারীর পরাণ,
প্রণয়ের দাম হৃদয়ে প'রে ।
যেখানে বহে না কলঙ্কের শ্বাস
কাঁদাতে প্রণয়ী, ঘুচাতে উল্লাস,
বায়ুতে, তরুতে, মাটিতে, আকাশে,
যেখানে মনের সৌরভ প্রকাশে,
ঘরের, পরের, মানের ভাবনা,
লোকের গঞ্জনা, প্রাণের যাতনা,
যেখানে থাকে না সখার তরে ।

৩

"কিবা সে বসন্ত শরত নিদাঘ,
নয়নে নয়নে নব অনুরাগ
ওঠে নিতি নিতি ফোটে অভিলাষ,
নিশিতে যেমন কাননে প্রকাশ
কলিকা কুসুমে ফুটাতে শশী ।
দিবা, দণ্ড, পল, প্রভাত, যামিনী,
বার, তিথি, মাস, নক্ষত্র, মেদিনী
থাকে না প্রভেদ, প্রণয় প্রমাদে
হেরি পরস্পর মনের অবাধে ;

জীবনে পরাণে মিশিয়া দুজনে
নেহারি আনন্দে সুখের স্বপনে—
নয়নে নয়ন, গণ্ডে গণ্ডতল,
করে করযুগ, কণ্ঠে কণ্ঠস্থল,
যেন পরিমল পবন-হিল্লোলে,
যেন তরুলতা তরুশাখা কোলে,
যেমন বেণুতে বাণীর সুস্বর,
যেমন শশীর কিরণে অম্বর,
তেমনি অভেদ দুজনে মিশিয়া,
তনু মন প্রাণ তনু মনে দিয়া,
ভুলে' বাহ্যজ্ঞান, ত্যজে' নিদ্রা ক্ষুধা,
পান করি সুখে আনন্দের সুধা,
অগাধ প্রেমের সাগরে বসি'।

৪

"ত্যজে' গৃহবাস, হয়ে সন্ন্যাসিনী,
ভ্রমি পথে পথে দিবস যামিনী,
আকাশের দিকে অবনীর পানে,
দেখি অনিমিষে আকুল পরাণে,
জবা সম রবি, শ্বেত সুধাকর,
মৃদু মৃদু আভা তারকা সুন্দর,
তরু, সরোবর, গিরি, বনস্থল,
বিহঙ্গ, পতঙ্গ, নদ, নদী, জল,
যদি কিছু পাই খুঁজিয়া তাহাতে,
স্নেহের অমিয়া হৃদয়ে মাখাতে
যদি কিছু পাই তাহারি মতন,
হেরিতে নয়নে করিতে শ্রবণ,
দেবতা মানব নারী কি নরে।
সুখে থাকে তারা, সুখে থাকে ঘরে,
পতি-পদতল বক্ষঃস্থলে ধরে,

বিবাহিতা নারী—সখের খেলনা,
খায় দায় পরে নাহিক ভাবনা,
জানে না ভাবে না প্রণয় কেমন,
প্রাণের বল্লভ পতি কিবা ধন,
ইহারাই সতী—বিষত প্রমাণ
আশা, রুচি, স্নেহ, ইহাদের প্রাণ ;—
নারীর মাহাত্ম্য, রমণীর মন
কত যে গভীর ভাবে কত জন,
প্রণয় কি ধন নারীর তরে ?

"আমি মরি ঘুরে পৃথিবী ভিতরে,
প্রাণের মতন প্রাণনাথ তরে ;
কই—কই পাই পূরাতে বাসনা ?
পেয়ে নাহি পাই হায় কি যাতনা !
অরে মত্ত মন, সে অনিত্য আশা
ত্যজে ধৈর্য্য ধর, মুখে ভালবাসা
ধ'রে গৃহ কর, ক'রে পরিণয়,
না থাকিবে আর কলঙ্কের ভয়,
পাবি অনায়াসে পতি কোন জন,
পাবি অনায়াসে অন্ন আচ্ছাদন,
তবে মিছে কেন এত বিবাদ ?
জ্বলিবে না হয় পুড়িয়া পুড়িয়া
পরাণ হৃদয় প্রণয় স্মরিয়া,
সাহারার* মরু তপনে যেমন,
কিম্বা অগ্নিগিরি গর্ভে হুতাশন,
জ্বলে জ্বলে পুড়ে উঠিবে যখন,

* আফ্রিকা খণ্ডস্থ বলারপ্রসিদ্ধ মরুভূমি।

হৃদয় পাষাণে রাখিব চাপিয়া,
মরিব না হয় মরমে ফাটিয়া,
তবু ত পূরিবে লোকের সাধ।
সুখে থাকে তারা জানে না কেমন
প্রাণের বল্লভ সখা কিবা ধন,
মনের সুখেতে থাকে রে ঘরে।"
বলিতে বলিতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
চলিল সুন্দরী নয়ন মুছিয়া,
গাহিয়া মধুর মৃদুল স্বরে।

৬

"কেনই থাকিব কিসেরি তরে,
তনু বাঁধা দিয়ে গৃহের ভিতরে?
কারাবন্দী সম চির-হতাশ্বাস,
কেনই ত্যজিব এমন বাতাস,
এমন আকাশ, রবির কিরণ,
বিশাল ধরণী, রসাল কানন,
প্রাণী-কোলাহল, বিহঙ্গের গান,
সাধের প্রমাদ—স্বাধীন পরাণ;
কেনই ত্যজিব, কাহার তরে?
ত্যজিতাম যদি পেতাম তাহায়,
যারে খুঁজে প্রাণ ভুবন বেড়ায়,
যাহার কারণে নারীর ব্যভার
করেছি বর্জ্জন, কলঙ্কের হার
পরেছি হৃদয়ে বাসনা করে।

কোথা প্রাণেশ্বর কই সে আমার,
কিসের কলঙ্ক—সুধার আধার—

সুধার মণ্ডলে সুধার(ই) শশাঙ্ক,
এসো প্রাণনাথ—নহে ও কলঙ্ক,
তোমা লয়ে সুখে থাকি হে কাছে।
তবুও এলে না ? বুঝেছি বুঝেছি,
এ জনমে আর পাব না জেনেছি ;
যখন ত্যজিব মাটির শিকল,
ভ্রমিব শূন্যেতে হইয়া যুগল,
হরি-হর-রূপে তনু আধ আধ,
তখন মিটিবে মনের এ সাধ,
রবির মণ্ডলে, চাঁদের আলোকে,
কৈলাসশিখরে, শিব ব্রহ্ম লোকে,
বরুণের বারি, পবনের বায়ু,
এই বসুন্ধরা, প্রাণী, পরমায়ু,
হেরিব সুখেতে পলকে ভ্রমিয়া,
আধ আধ তনু একত্র মিশিয়া,
তখন মিটিবে মনের সাধ ?—
তখন, পৃথিবী, সাধিস্ বাদ
তুলিস কলঙ্ক যতই আছে।"

মদন-পারিজাত

(একাদশ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদেশে আবেলার্ড নামক একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তর্কশাস্ত্র অধ্যাপনা করাইয়া প্রভূত যশস্বী হন। অন্যান্য শিষ্যের ন্যায় ইলইজা নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত কন্যা তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন। এই কামিনী অত্যন্ত রূপবতী এবং বুদ্ধিমতী ছিলেন। ক্রমে গুরুশিষ্যের ভাবান্তর হইয়া উভয়ের প্রতি উভয়ের আসক্তি জন্মে, এবং সেই কলঙ্ক দেশমধ্যে প্রচারিত হয়। তাহাতে ইলইজার পিতৃব্য অসহ্য রোষপরতন্ত্র হইয়া ইলইজাকে একটি কন্‌ভেণ্টে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং আবেলার্ডকে ক্ষতদেহ করিয়া অবমানিত করেন। রোমান কাথলিকদিগের মধ্যে সংসারবিরাগী ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী স্ত্রী কি পুরুষগণ যে আশ্রমে বাস করেন, তাহার নাম

কন্‌ভেণ্ট। ইলইজা সেই আশ্রমে অবরুদ্ধ হইয়া বহু কষ্টে দিনপাত করিত। এবং আবেলার্ডও প্রাগুক্তরূপে অবমানিত হইবার পর সংসারে বিরাগী হইয়া অন্য এক আশ্রমে প্রস্থান করেন। ইহাদিগের পরস্পরের প্রণয়ঘটিত উপাখ্যান ইউরোপীয় নানা ভাষায় আছে। আলেকজন্দর পোপ নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী কবি এই উপাখ্যান অবলম্বনে একটি কবিতা লেখেন; তদ্দৃষ্টে "মদন-পারিজাত" নাম দিয়া নিম্নোক্ত কবিতা লিখিত হইয়াছে।)

ত্যজিয়ে সংসারধর্ম্ম তপস্বিনী হয়েছি,
মায়া মোহ আশা তৃষ্ণা বিসর্জ্জন দিয়েছি।
পরিয়ে বল্কলসাজ কমণ্ডলু করে,
ধরেছি কঠোর ব্রত কানন-ভিতরে।
দিবা সন্ধ্যা, পূজা ধ্যান, দেব-আরাধনা
করি, তবু মনে কেন হয় সে ভাবনা?
যার জন্যে দেশত্যাগী কেন পুনরায়
অশান্ত হৃদয় হেন তারি দিগে ধায়?
কেন রে উন্মাদ মন কেন দিলি তুলে
যে বাসনা এত দিন আছিলাম ভুলে?
জ্বালাতে নির্ব্বাণ-বহ্নি কেন দিলি দেখা
অরে সুধাময় লিপি, দয়িতের লেখা।
আয় তোরে বুকে রাখি বহু দিন পরে
পেয়েছি নাথের লেখা অমৃত অক্ষরে!
এ জগতে ভালবাসা ভুলিবার নয়,
মদনের পারিজাত ব্রহ্মাণ্ড ঘোষয়।
ক্ষমা কর যোগী ঋষি জিতেন্দ্রিয় জন,
ক্ষমা কর সতী সাধ্বী তপস্বিনীগণ।
অয়ি শান্ত সুপবিত্র আশ্রমমণ্ডল,
তরু, বারি, লতা, পত্র যথায় নির্ম্মল,
নিষ্পাপ নিষ্কাম চিন্তা যথায় নিয়ত
পরমার্থধ্যানে মুগ্ধ আনন্দে জাগ্রত,
ক্ষমা কর এ দাসীরে, কলুষ চিন্তায়
কলুষিত করিলাম তোমা সবাকায়।

আসিলাম যবে হেথা করে মহাব্রত,
ভাবিলাম হব শীঘ্র তোমাদেরি মত ;
ধবল শিলার সম স্বেদ-ক্লেদহীন,
ধবল শিলার সম মমতাবিহীন।
কই হলো ? অসাধ্য সে পবিত্র কামনা।
জীবিত থাকিতে, নাথ, যাবে না বাসনা।
অর্দ্ধেক দিয়েছি প্রাণ, ঈশ্বর সেবিতে,
অর্দ্ধেক রেখেছি, হায়! নাথেরে পূজিতে।
অনাহার জাগরণে হলো দেহ ক্ষয়,
তবু দেখ স্বভাবের গতিরোধ নয়।
কাটালাম এত কাল সন্তাপে সন্তাপে,
সে নাম দেখিবামাত্র তবু চিত্ত কাঁপে।
কাঁপিতে কাঁপিতে, নাথ, খুলি এ লিখন।
প্রতি ছত্রে করিতেছি অশ্রুবিসর্জ্জন।
যেখানে তোমার নাম দেখি, প্রাণেশ্বর,
সেইখানে কেঁদে উঠে আমার অন্তর।
কতই আনন্দ আর কতই বিষাদ
আছে ও মধুর নামে কে জানে আস্বাদ।
কত বার ধীরে ধীরে করি উচ্চারণ,
কত বার ফিরে ফিরে করি নিরীক্ষণ।
ফেলি কত দীর্ঘশ্বাস সে সব স্মরিয়ে,
আছি হেথা একাকিনী যে সব ত্যজিয়ে।
যেখানে আমার নাম দেখিবারে পাই,
সেইখানে, প্রাণনাথ, আতঙ্কে ডরাই।
পাছে কোন অমঙ্গল সঙ্গে থাকে তার,
অমঙ্গল-হেতু, নাথ, আমি হে তোমার।
না পারি পড়িতে আর, সহে না হৃদয় ;
শোকের সমুদ্র হেরি চতুর্দ্দিক্‌ময়।
অদৃষ্টে কি এই ছিল, সেই ভালবাসা
এইরূপে হলো শেষ, শেষে এই দশা।

সে যশ-পিপাসা আর সে হেন প্রণয়
পত্রের কুটীরে হলো এইরূপে লয়।
যত পার হেন লিপি লিখ' তবে নাথ,
করিব তোমার সঙ্গে শোক-অশ্রুপাত,
মিশাইব দীর্ঘশ্বাস তোমার নিশ্বাসে,
কাঁদিব তোমার সঙ্গে চিত্তের উল্লাসে ;
ঘুচাইতে এ যন্ত্রণা সাধ্য নাই কার,
তাই নিবেদন করি লিখ' যত পার।—
অনাথা দুঃখীর দুঃখ করিতে সান্ত্বনা
হয়েছে লিপির সৃষ্টি বিধির বাসনা।
বুঝি কোন নির্ব্বাসিত পুরুষ প্রেমিক,
অথবা রমণী কোন প্রেমের পথিক,
ঘুচাতে বিচ্ছেদজ্বালা আরাধনা ক'রে
শিখেছিল এ কৌশল বিধাতার বরে।
প্রাণভোরে অন্তরের কথা প্রকাশিতে
এমন উপায় আর নাই এ মহীতে।
নাসা, কণ্ঠ, চক্ষু কিম্বা ওষ্ঠে যাহা নয়,
লিপির অক্ষরে ব্যক্ত হয় সমুদয়।
খুলে দেয় একেবারে প্রাণের কপাট,
ধারে না লজ্জার ধার, থাকে না ঝঞ্ঝাট।
উদয়-ভূধর হতে অস্তাচলে যায়,
প্রণয়ী জনের কথা গোপনে জানায়।
জান ত হে প্রিয়তম! প্রথমে কেমন
সখাভাবে কত ভক্তি করেছি যতন।
জানি নাই প্রথম সে প্রেমের সঞ্চার
ভাবিতাম যেন কোন দেবের কুমার ;
ঈশ্বর আপনি যেন স্বহস্তে করিয়া
নির্ম্মাণ করিলা তোমা নিজ রশ্মি দিয়া ;
সুধাংশুর অংশু যেন ক'রে একত্রিত,
সহাস্য নয়নে তব করিলা স্থাপিত।

নেত্রে নেত্রে মিলাইয়া স্থিরদৃষ্টি হয়ে
দেখিয়াছি কত বার পবিত্র হৃদয়ে।
গাহিতে যখন তুমি অমর শুনিত,
কি মধুর শাস্ত্রালাপ বদনে ক্ষরিত।
সে সুস্বরে কার মনে না হয় প্রত্যয়—
প্রেমেতে নাহিক পাপ, ভাবিনু নিশ্চয়।
ভক্তি ছিঁড়ে পড়িলাম ইন্দ্রিয়কুহকে,
ভজিনু নাগরভাবে প্রাণের পুলকে।
দেবপুত্র ভাবিতাম, তা হ'তে অধিক
প্রিয়তম হ'লে নাথ হইয়ে প্রেমিক।
তোমা হেন কান্ত যদি মর্ত্ত্যভূমে পাই,
ঋষি হয়ে স্বর্গসুখ ভুঞ্জিতে না চাই।
যে ভাবে অধিক সুখ সে যাক সেখানে,
আমি যেন তোমা লয়ে থাকি এ ভুবনে।
অয়ি নাথ! কত জন, আছে ত স্মরণ,
বলেছিল পতিভাবে করিতে বরণ;
তখনি দিয়াছি শাপ হোক্ বজ্রাঘাত,
পরিণয় সংস্কার যাক্ রে নিপাত।
হাতে সুতো বেঁধে কভু প্রেমে বাঁধা যায়?
বন্ধন দেখিলে প্রেম তখনি পলায়।
স্বাধীন মকরকেতু, স্বাধীন প্রণয়,
না বুঝে অবোধ লোক চাহে পরিণয়।
পরিণয়ে ধন হয়, নাম হয়, যশ,
প্রণয় নহেক ধন বিভবের বশ।
ভূমণ্ডলপতি যদি চরণে আমার
ধ'রে দেয় ভূমণ্ডল, সিংহাসন তার,
তুচ্ছ ক'রে দূরে ফেলি; মনে যদি ধরে
ভিখারীর দাসী হ'য়ে থাকি তার ঘরে।
যে রমণী সে সৌভাগ্য ভুঞ্জে চিরকাল
কত ভাগ্যবতী সেই, হায় রে কপাল!

কিবা সুধাময় সেই সুখের সময়,
সুখের সাগর যেন উচ্ছ্বাসিত হয়।
পরাণে পরাণ বাঁধা প্রণয়ের ভরে,
পরিপূর্ণ পরিতোষ প্রেমীর অন্তরে।
আশার থাকে না ক্ষোভ, ভাষার যোজনা,
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা প্রকাশে আপনা।
সেই সুখ—সুখ যদি থাকে মহীতলে—
পারিজাত মদনের ছিল কোন কালে।
সে সুখের দিন এবে কোথায় গিয়েছে,
কোথা পারিজাত কোথা মদন রয়েছে!
কি হ'ল কি হ'ল হায় এ কি সর্ব্বনাশ,
নাথের দুর্দ্দশা এত, ক'রে নগ্নবাস
কে করিল অস্ত্রাঘাত! কোথায় তখন
ছিল দাসী পারিজাত অভাগী দুর্জন?
সেই দণ্ডে প্রাণনাথ, তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধ'রে
নিবারণ করিতাম পাষণ্ড বর্ব্বরে।
দুজনে করেছি পাপ দুজনে সহিব
লজ্জা করে, প্রাণনাথ, কি আর বলিব।
অশ্রু বিসর্জ্জনে এবে মিটাই সে সাধ;
দগ্ধ বিধি ঘটাইলি ঘোর পরমাদ!
আনিল আমায় হেথা যে বিষম দিনে,
বসাইল ধরাতলে পবিত্র অজিনে,
পরাইল বৃক্ষছাল দণ্ড দিল হাতে,
ভাব কি সে দিন আমি ভুলেছিনু নাথে?
প্রাণেশ্বর, চারি দিকে ঋষিগণ যত
করে মন্ত্র উচ্চারণ, আমি ভাবি তত
তোমার বদন-ইন্দু, তোমার লোচন,
মনে মনে করি তব গুণেরি কীর্ত্তন;
নয়নের কোণে মাত্র বেদী পানে চাই,
মনে শুধু কিসে পুনঃ ফিরে কাছে যাই।

যৌবন রূপের ঘটা তখনো অতুল,
হেরে চমৎকৃত হ'ল যত ঋষিকুল ;
সংশয়ে বিস্ময়ে ভাবে এ হেন বয়সে,
রমণী ইচ্ছায় কভু আশ্রমে কি আসে ?
সত্য ভেবেছিল তাঁরা মিথ্যা কথা নয়—
যুবতীর যোগধর্ম্ম মিথ্যা সমুদয় !
যাই হোক্, নাই হবে গতি মুক্তি মম
বারেক নিকটে এস অহে প্রিয়তম !
সেইরূপে নয়নের বিষাক্ত অমৃত
করি পান মনসাধে হব বিমোহিত,
অধরে অধর দিয়ে হয়ে অচেতন
মূর্চ্ছাভাবে বক্ষঃস্থলে দেখিব স্বপন ।
না না না, দুরন্ত আশা হও রে অন্তর !
এসো নাথ, ধর্ম্মপথে লও রে সত্বর !
পুণ্যধামে পুণ্যজন যে আনন্দ পায়
শিখাও এ অভাগীরে, স্নিগ্ধ কর কায় ।
আহা এই শুদ্ধ শান্ত আশ্রম ভিতরে
কতই পুণ্যাত্মা জীব আনন্দে বিহরে ;
তরু লতা আদি হেথা সকলি নির্ম্মল,
সকলেই ভক্তিরসে সদাই বিহ্বল ।
পর্ব্বত-শিখরগুলি সুন্দর কেমন
উঠিয়াছে চারি ধারে মেঘের বরণ ;
শাল, তাল, তমালের তরু সারি সারি
শুনাইছে মৃদু স্বর দিবস শর্ব্বরী ;
সূর্য্যকরে দীপ্ত হয়ে স্রোতকুল যত
শিখরে শিখরে আহা ভ্রমে অবিরত ;
করে কুলু কুলু ধ্বনি গিরিপ্রস্রবণ,
গুহার ভিতরে আহা মধুর শ্রবণ ।
সন্ধ্যা-সমীরণে এই হ্রদের উপরে
তরঙ্গ খেলায় যবে কিবা শোভা ধরে ।

হেন স্নিগ্ধ তপোবন ভিতরে আমার
ঘুচিল না এ জনমে ইন্দ্রিয়-বিকার।
হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডপতি করুণানিদান,
করুণা-কটাক্ষপাতে কর পরিত্রাণ।
দেও, দেব, দেখাইয়ে মুক্তির আলয়,
ভক্তিভাবে লইলাম তোমারি আশ্রয়।

এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী

১

এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী ?
যৌবনের সুখময়ী সুধাতরঙ্গিণী।
এই কি সে করতল শিরীষ-কোমল ?
ধরিতে হৃদয়ে যাহা হয়েছি পাগল।
এই কি সে প্রাণহরা চোরা প্রিয় আঁখি ?
সাধ্য নাহি ছিল যারে ক্ষণে ধরে রাখি।
এই কি রে সেই তনু স্বর্ণ জিনি যার
লাবণ্য ঝরিত অঙ্গে—এই সে আমার ?—
পালঙ্ক উপরে নারী পার্শ্বদেশে বসি তারি
ধীরে কোন প্রৌঢ় জন বলে ;
অলকার কেশগুলি হেরে ধীরে করে তুলি
ঘরে দীপ ধিকি ধিকি জ্বলে।

২

সাধের সামগ্রী যত, সকলি হেথায়
এইরূপে কলঙ্কিত কালের মলায়।
সোনার বিগ্রহে যদি পূজ একদিন,
সেও রে পরশদোষে হয় রে মলিন।
হীরকে কাটিয়া কর চিকণ দর্পণ,
তাতেও কালের ছায়া, কালেতে পতন।

কত শোভা পদ্মদলে জলে যবে ভাসে :
পরশ বারেক তারে—তারো শোভা হ্রাসে !
সংসারের সুখ-পদ্ম নারীও শুকায় সদ্য
পুরুষের দরশ পরশে !
বলে আর ফিরে ফিরে নেহারে নেহারে ধীরে
নারী-আস্য নিদ্রার সরসে ।

৩

প্রবেশি সংসারে যবে—কি সুখের কাল !
প্রকৃতির বুকে যেন সুবর্ণের জাল
যতনে ছড়ান ছিল—জড়ান তাহাতে
কত মোহকর চিত্র নয়ন জুড়াতে !
কিবা নিদ্রা, কি স্বপন, কিবা সে জাগিয়া
সকলি নিরখি বুক উঠিত নাচিয়া ;
ছুটিয়া বেড়াত প্রাণ আশার খেলায়,
ভাবিয়া মানসে এই তরুণী-লতায় !
ভেবেছিনু সমুদয় পৃথিবীর সুখময়
নব তরু রোপেছি আনিয়া !
সে নবীন তরু এই হায় রে আমিও সেই
কোথা গেল সে আশা ভাসিয়া !

৪

"কেন নাথ, কেন কেন" বলিয়া তখন
উঠিলা রমণী সেই ত্যজিয়া শয়ন ;
তুলিয়া পরিয়া গলে বিগলিত হার,
বলে "নাথ, হের দেখ এখনও বাহার ;
"চারা গাছে পাতা ছিল এবে ফুল তায়
"ফুটেছে কেমন দেখ পাতায় পাতায় ;
"কে বলেছে ফুরায়েছে সে সাধের আশা
"সেই তুমি সেই আমি সেই ভালবাসা ।

"মন দিয়ে খেল নাথ   ফিরে হবে বাজি মাৎ
সেই খেলা আবার খেলিব ;
"সেই পুঁজি সেই পণ   সেই প্রাণ সেই মন
প্রাণনাথ সকলি সে দিব।"

৫

কি দিবি রে পাগলিনি—পাবি সে কোথায় ?
সাধের বাগান ভাঙ্গা চেয়ে দেখ হায় !
ছায়া করে ছিল তাহে যেই দুটি তরু,
বসিতাম তলে যার যবে ভার গুরু,
একটি তাহার হায়, সমূলে ভাঙ্গিয়া
গিয়াছে কোথায় চলে—সঙ্গিনী ছাড়িয়া।
বল্মীকেতে জর জর নীরস শরীর,
সেও হায় গত প্রায় বজ্রাহত শির !
রোপিনু যে এত সাধে   ফুলতরু কাঁধে কাঁধে
কটি তরু আছে বল তার ?
কটি বল ফুটে আছে   দাঁড়াইলে কার কাছে
সেই ঘ্রাণ ছোটে পুনর্ব্বার !

৬

পাগলিনি কোথা পাবি সে শোভা আবার—
সে ফুলের মধু, বাস, এখন আবার !
"কোথা পাব ? এস নাথ দর্পণের কাছে,
"দেখাই সে শোভা যত, এবে কোথা আছে।
"কেন নাথ, নাই কি হে ?—এই ত সে সব,
"সেই চারু চাঁদমুখ, প্রাণের বল্লভ,
"সেই ত অমিয়মাখা, এখন(ও) তোমার,
"নয়ন, বচন, হাসি—দর্পণ মাঝার !—
"সেই বাহুলতা এই   অধরে সে তিল এই
"তখনও যা ছিলে, নাথ, এখনও ত সেই !
"সেই আমি সেই প্রাণ   হৃদয়েতে সেই গান
"তখন এখন কই প্রভেদ ত নেই।"

'প্রভেদ কি নাই'—হায় হায় রে কপটী,
দেখ্ দেখি একবার নয়ন পালটি
যৌবনের কুঞ্জবন—কত ছিল তায়
সারি, শ্যামা, শুক, পিক পাতায় পাতায়!
যতনে ডাকিলে কাছে হরিষে আসিয়া,
হৃদয়ে, মাথায়, কোলে পড়িত লুটিয়া;
এখন(ও) কি সেই পাখী, আছে কি সে সব?
সেইরূপে কাছে এসে করে কি রে রব?
কত উড়ে গেছে তার, উড়ু উড়ু কত আর
কত হায় নীরবে বসিয়া,
অসুখে শাখীতে লুটে ডাকিলে আসে না ছুটে
কাঁদে বসি সংগীত ভুলিয়া।

৮

এখন বাজে না আর সে কুহুক-বাঁশী
মোহিনী মায়ার মুখে—সকলি রে বাসি
নিগন্ধ জগতে এবে—নিগন্ধ হৃদয়
বসন্তের বাসশূন্য, ফণীর আলয়!
যা ছিল স্নেহের মণি দিয়াছি বিলায়ে,
এখন ভিখারী—কাঁচ পাই না কুড়ায়ে।
ভেঙ্গেছে, প্রেয়সি, সেই আশার আরসি,
হাসি, কাঁদি, খেলি বটে, তবুও উদাসী।
"তবুও উদাসী নাথ, কর দেখি দৃষ্টিপাত
বারেক এ শিশুর বদন"
ব'লে তুলে আনি সুখে রাখিল স্বামীর বুকে
পুনঃ মায়া-নিগড়ে বন্ধন!

কামিনী-কুসুম

১

কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গ-কুসুমে ?—
কোথায় এমন আর
কোমল কুসুমহার,
পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে ?
কোথা হেন শতদল,
হৃদে পূরি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চেয়ে মধুমাখা শরমে ?—
বঙ্গনারীপুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে ?

২

কি ফুলে তুলনা দিব, বল, চূতমুকুলে ?
কোথায় এমন স্থল,
খুঁজিলে এ ধরাতল,
যেখানে এমন মৃদু মধু ঝরে রসালে ?
যেখানে এমন বাস
নব রসে পরকাশ,
নবীন যৌবনকালে মধু ওঠে উথলে—
বঙ্গকুলবালা বিনা মধু কোথা মুকুলে ?

৩

মধুর সৌরভময়, ভাব দেখি, চামেলি
ঢালে কি অতুল বাস
ফুল্ল মুখে মৃদু হাস,
তরুকোলে তনু রেখে, অলিকুলে আকুলি !
কি জাতি বিদেশী ফুল
আছে তার সমতুল,
রাখিতে হৃদয় মাঝে ক'রে চিত্তপুতুলি ?—
বঙ্গকুলনারী এর তুলনাই কেবলি !

৪

আছে কি জগতে বেল মতিয়ার তুলনা ?—
সরল মধুর প্রাণ,
সুধাতে মিশায়ে ঘ্রাণ,
ভুলায় মুনির মন নাহি জানে ছলনা ;
না জানে বেশ বিন্যাস,
প্রস্ফুটিত মুখে হাস,
অধরে অমিয়া ধরি, হৃদে পুরি বাসনা—
বঙ্গের বিধবা সম কোথা পাব ললনা !

৫

কে দেয় বিলাতী "লিলি" নলিনীতে উপমা ?
দেশে যে কুমুদ আছে
আসুক তাহারি কাছে,
তখন দেখিব বুঝে কার কত গরিমা।
বিধুর কিরণ কোলে
কুমুদ যখন দোলে,
কি মাধুরি মরি তায় কে বোঝে সে মহিমা !—
কোথায় বিলাতি "লিলি" নলিনীর উপমা !

৬

কি ফুলে তুলনা তুলি বল দেখি চাঁপাতে ?
প্রগাঢ় সুবাস যার
প্রেমের পুলকাগার,
বঙ্গবাসী রঙ্গরসে মত্ত আছে যাহাতে।
কোথায় ঈরানী "গুল"
এ ফুলের সমতুল ?
কোথা কিঁকে "ভায়োলেট" গন্ধ নাহি তাহাতে-
কি ফুল তুলনা দিতে আছে বল চাঁপাতে ?

৭

কতই কুসুম আরো আছে বঙ্গ-আগারে—
মালতী, কেতকী, জাঁতী,
বাঁধুলি, কামিনী, পাঁতি,
টগর মল্লিকা নাগ নিশিগন্ধা শোভা রে।
কে করে গণনা তার—
অশোক, কিংশুক আর,
কত শত ফুলকুল ফোটে নিশিতুষারে—
সুধার লহরীমাখা বঙ্গগৃহ মাঝারে।

৮

কিবা সে অপরাজিতা নীলিমার লহরী।—
লতায়ে লতায়ে যায়,
ভ্রমরে তুষি সুধায়,
লাজে অবনত-মুখী, তনুখানি আবরি।
তাই এত ভাল বাসি
মেঘেতে চপলা হাসি—
কে খোঁজে রে প্রজাপতি, পেলে হেন ভ্রমরী ?-
মরি কি অপরাজিতা নীলিমার লহরী।

এ মাধুরী, সুধারস কোথা পাব কুসুমে ?
কোথায় এমন আর
কোমল কুসুমহার,
পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে ?
কোথা হেন শতদল,
হৃদে পূরি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চাহি মধুমাখা শরমে—
বঙ্গনারীপুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে ?

তুষানল

"কে তুমি বসিয়া এই বটমূলে,
উতল নয়ন, উদাস বেশ ?
অহে বৃদ্ধ নর জীর্ণ কলেবর
কোথায় জনম, কোথায় দেশ ?
এ মধু-বাসরে সুখের বসন্তে
না হেরিছ চোখে বসন্ত-খেলা,
না হেরিছ আহা নবীন তরুণ
কিসলয়-মাঝে বিহঙ্গ-মেলা।
না শুনিছ মরি কিবা সুললিত
মধুর কূজনে পূরিছে বন !
কিবা কুহুস্বরে ডাকিছে কোকিল
অতুল আনন্দে আকুল মন !
মলয়েতে মাতি ভ্রমে কত সুখে
আজি এ বসন্তে কতই লোক ;
নাহি কি তোমার দারা সুত কেহ
নিকটে রাখিয়া জুড়াতে শোক ?
আজি বসুন্ধরা হাসিছে হরিষে
ভাসিছে আনন্দে ভারতভূমি
কি শোক-হুতাশে বসিয়া একাকী
বিরলে এখানে কাঁদিছ তুমি ?"
বলিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াই,
অমনি সহসা প্রসারি কর,
পাষাণ জিনিয়া কঠিন অঙ্গুলি
রাখিল আমার স্কন্ধের 'পর।
শিরেতে জটিল শ্বেতবর্ণ কেশ
তুষার যেমন কিরণময়,
প্রদীপ্ত প্রশস্ত ললাট-উপরে
জ্বলন্ত পাবক নয়নদ্বয় !

"আমার কাহিনী শুনিবে বিদেশি,
জানিবে কেন এ বিরলে বাস ?
অহে যুবাজন দাঁড়াও ক্ষণেক
শুন তবে কেন হৃদে হুতাশ।"
বলিল গম্ভীর বচনে সে প্রাণী,
কটাক্ষে বাঁধিয়া কটাক্ষ মম ;
বচন-লহরী শ্রবণ-কুহরে
পশিল জ্বলন্ত শলাকা সম।
কহিল "সুরভি বসন্ত সেদিন,
এমনি শীতল পবন ছুটে ;
হাসিয়া হাসিয়া সুবাস ছড়ায়ে
এমনি সোহাগে কুসুম ফুটে ;
এমনি মধুর মৃদুল হিল্লোল
সরোবর-নীরে নাচিয়া ধায়,
চারু তরুচ্ছায়া এমনি সুন্দর
সলিলে পড়িয়া শাখা দুলায়।
অপরাহ্ণ দিবা, বেড়াই সেদিন
ভ্রমিয়া নগর নগর-তল,
শুনি প্রাণ ভোরে প্রাণি-কোলাহল,
যৌবন আশ্বাসে হয়ে বিহ্বল ;
সুখে নিমগন সকলেই হেরি,
সুখে নিমগন আমার(ও) প্রাণ,
বেড়াই আনন্দে জনমভূমিতে
ভাবিয়া ভূতলে অতুল স্থান।
ক্রমে সন্ধ্যাকাল ঢাকিল মেদিনী
আকাশে পড়িল নিশির ছায়া,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সে মৃদু তিমিরে
নিরখি অপূর্ব্ব রমণী-কায়া—
করেতে ধারণ রতন-মুকুট
ভাঙ্গিয়া পড়েছে শিখরভার,

চারু কণ্ঠমূলে ছিন্ন কণ্ঠমালা
মাণিক্য মুকুতা ঝরিছে তার ;
ঝুলিছে আঁচল ভূমিতে লুটায়ে,
সহস্র চীরেতে ঝরিছে ধূলি,
কপালে পদাঙ্ক নেত্রে জলধারা,
বিশাল কবরী পড়েছে খুলি ;
এখন(ও) পূর্ব্বের যৌবনের তেজ
ফুটিছে আননে মৃদু ছটায়,
এখন(ও) অসীম মাধুরী অঙ্গেতে
নয়ন জুড়ায়ে প্রকাশ পায়।
'তনয়' বলিয়া আসিয়া নিকটে
স্নেহেতে আমায় করিল কোলে,
'বাছা এ দুখিনী ভারত-জননী'
বলিল অমৃত মধুর বোলে,
'বাঁচাও আমারে আর নাহি পারি
সহিতে যাতনা হৃদয় ফাটে ;

ছিল আগে আশা এখন(ও) বাঁচিয়া
আছয়ে আমার অপত্যগণ,
এখন(ও) সবল শিরাতে তাদের
আর্য্যের শোণিত করে ভ্রমণ।
বৃথা কি সে আশা ? মিছা কি রে তবে ?
নাহি কি আমার কুমার-মাঝে
নাহি কি রে হেন কেহ এক জন
মা'র কষ্ট যার হৃদয়ে বাজে ?
কেহ কি রে নাহি এ বিপুল দেশে
এখন(ও) যেখানে আর্য্যের বেণু,
প্রতিধ্বনি করে শিলায় শিখরে,
পবিত্র যাহার প্রত্যেক রেণু ;

নাহি যেথা স্থান বারি, তরু, গিরি,
নিরখিলে যার হৃদয়-মাঝে,
আর্য্য বেণুধ্বনি শ্রবণ বিদারি
পরাণ বিন্ধিয়া হৃদে না বাজে ;
পরশে যাহার প্রতি রেণুভাগ,
শরীর মানস পবিত্র হয়,
প্রভাত, মধ্যাহ্ন নিশীথে যেখানে
অপূর্ব্ব সঙ্গীত-নির্ঝর বয়—
কাপুরুষ তারা তেয়াগি পৌরুষ
জগতে যাহারা বাঁচিতে চায় ;
জীবের আরাধ্য জীবন লভিতে
সহস্র জীবন বিনাশ পায়।
নাহি কর ভয় অহে আর্য্যসুত
পিতৃপদচিহ্ন ভারত-অঙ্গে
রয়েছে অঙ্কিত নিরখিয়া চিহ্ন
হও অগ্রসর উৎসাহ-রঙ্গে ;
তব পিতৃকুল অসাধ্য সাধন
করি যুগে যুগে স্থাপিল পথ,
স্থির নাহি রহ হও অগ্রসর
পূরাও তাঁদের আশা মহৎ।
এ রঙ্গভূমিতে যে নারে ছুটিতে
তেয়াগি জীবন-সঙ্কটভয়,
সে নহে পুরুষ জীবের জঘন্য,
জীবন থাকিতে জীবিত নয়।
হে ভারত-সুত ভেবো সার কথা
সমাজ-শিখরে দিনেক বাস,
সেহ শ্রেয়স্কর জিনি যুগকাল
সমাজ-অরণ্য-মাঝে প্রবাস—
কাপুরুষ তারা তেয়াগি পৌরুষ
জগতে যাহারা বাঁচিতে চায়,

জীবের আরাধ্য জীবন লভিতে
সহস্র জীবন বিনাশ পায়।
বৃথা কি রে হায় বৃথা কি এ রব
নিয়ত প্রবেশে শ্রবণ-মূলে ?
বৃথা কি ভ্রমিনু এত কাল তবে
কাঁদিয়া ডাকিয়া ভরতকুলে ?
বৃথা কি রে তবে রুধির-তরঙ্গে
গেল ধৌত করি ধরণীতল
মম পুত্রগণ এ পুণ্যভূমিকে
করিতে এ হেন নরকস্থল ?
হে কমলযোনি, আমার কপালে
এই যদি আগে লিখিয়াছিলে,
তবে কি কারণ নৃসিংহরূপীকে
হিরণ্যকশিপু বধিতে দিলে ?
কেন দেবগণ দিয়া নিজ তেজ
সাজালে মহিষমর্দিনী বালা ?
কেন নারী হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী
সহিলা নিশুম্ভ-সমর-জ্বালা ?
কেন নাহি দিলে রামের সীতায়
গৃহিণী হইতে রাবণ-ঘরে ?
এ দণ্ড-মুকুট এ রত্ন-ভাণ্ডার
রাখিলে হে বিধি কাহার তরে ?'
বলিতে বলিতে গলিতাশ্রুমুখী
কাতরে চাহিয়া আমার মুখ,
নিক্ষেপি অন্তরে রতনের দণ্ড,
কিরীট আছাড়ি প্রহারে বুক।
সেই দিন হতে ভ্রমি দেশে দেশে
দিবস-শর্ব্বরী বিরাম নাই,
ভারত-ভূমিতে জননী-যন্ত্রণা
অন্তরে ভাবনা কিসে ঘুচাই।

যাই দেশে দেশে নগর নগরী,
অটবী অচল যেখানে যাই,
'জননী' বলিলে অমনি কে যেন
সম্মুখে দাঁড়ায়ে দেখিতে পাই—
ভীম কলেবর ভীষণ ভ্রূকুটি
ইঙ্গিতে অঙ্গুলি ওষ্ঠেতে তুলি,
হুতাশনময় দানব-দম্ভোলি
হৃদয়-উপরে রাখয়ে খুলি ;
না পারি সহিতে সে বিষম তেজ
অন্য কোন দিকে ছুটিয়া যাই,
আবার সম্মুখে সেই ভীমকায়
দুর্জ্জয় পুরুষ দেখিতে পাই ;
হয়ে ক্ষিপ্তপ্রায় হারাইয়া জ্ঞান
শতদ্রু-সলিলে পশিতে চাই,
বিকট-মূরতি পুরুষ সে জন
নিবারি তর্জনী ধীরে হেলাই,
করিয়া গর্জ্জন কহিল 'বাতুল,
আত্মঘাতী হয়ে কি ফল পাবি ?
দিব মন্ত্র কানে সাধনেতে যার
যাতনার জ্বালা ভুলিয়া যাবি।
সেই মন্ত্র জপ কর কিছু কাল
পারিবি আবার পুরাতে সাধ,
জননী বলিয়া ডাকিয়া আনন্দে,
ঘুচাতে তাহার চির-বিষাদ :
সে ভগ্ন কিরীটে নূতন মাণিক
পরাইতে পুনঃ পাবি অশেষ,
পাবি রে নির্ভয়- হৃদয়ে বলিতে
এই সে ভারত আমার দেশ।'
দিল মন্ত্র কানে, শিখিনু যতনে
তাঁর দেশী ভাষা স্বদেশী ছাড়ি,

কত আশালতা কত সুখবীজ
পরাণ হইতে ফেলি উপাড়ি।
হলো কত কাল জপি সেই জপ
তবু আরাধনা নাহিক ফলে,
আরো সে দ্বিগুণ হুতাশে এখন
বাসনা-ইন্ধন হৃদয়ে জ্বলে ;
ছিল আগে আঁটা প্রাণের কপাট
কিরণ প্রবেশ না হ'ত তায়—
শরীর দুর্ব্বল মানসে আগুন
গুরুবীজমন্ত্রে পরাণ যায়।
কেন সুধামাখা সেই হলাহল
অবোধ হইয়া করিনু পান,
না পারি ভুলিতে জ্ঞান-সুধাস্বাদ,
বাসনা-বিষেতে শুকায় প্রাণ।"
বলিয়া প্রাচীন ছাড়িয়া নিঃশ্বাস
যুবারে চাহিয়া কহে তখন—
"কেন নাহি হাসি এ সুখ-বসন্তে
শুনিলে বিদেশী যুবা এখন ?
জানি হে হাসিতে শুন রে বালক,
হাসিবার দিন যখন হবে,
ভারত-কিরীটে নূতন মাণিক
আনন্দে আবার পরাবে যবে,
বৃটন সহায় অন্তরে অভয়
হইব যখন হাসিব তবে।"

কবিতাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

"The soul is dead that slumbers."

Longfellow.

কাশী-দৃশ্য

অই দেখ বারাণসী বিরাজিছে গগনে—
বিশাল সলিলরাশি
সম্মুখে চলেছে ভাসি,—
জাহ্নবী-কোলেতে যেন হাসিতেছে স্বপনে !

শোভিছে সলিল-কোলে সারি সারি সাজিয়া
শত-সৌধ-চূড়া-মালা—
কপালে কিরণ ঢালা,
স্তম্ভ'পরে স্তম্ভথর,
গবাক্ষ গবাক্ষ'পর,
কাঁধে কাঁধে বাঁধা যেন শূন্যদেশ যুড়িয়া !

উঠেছে সলিল-গর্ভে বারিদর্প নিবারি
কত শিলাময় মঠ,
কত অট্টালিকা পট,
জঙ্ঘা, কটি, স্কন্ধদেশ অৰ্দ্ধনীরে প্রসারি ।

শোভিছে পাষাণময়ী কাশী হের সোপানে—
শিলা-বাঁধা স্থলে জলে
সোপানের বেণী চলে,
উৰ্দ্ধদেশে সৌধশ্রেণী,
নিম্নে সোপানের বেণী
চলেছে সলিলকূলে সরীসৃপ বিধানে ।

না উঠিতে রবিচ্ছবি প্রাচীতের আকাশে,
কলরবে কলকল্
করে জাহ্নবীর জল ;
দিগন্তে সে কলরব উঠে নিশি-বাতাসে ।

প্রাণিময় যেন কূল নরদেহে চিত্রিত!
ঘাটে ঘাটে ছত্রতলে
পথে, মঠে, স্থলে, জলে,
কত বেশে নারী নর
আসে যায় নিরন্তর,
কোলাহলে কাশী যেন দিবানিশি জাগ্রত।

অই দেখ উড়িতেছে "মাধোজীর ধরারা,"
শূন্য ভেদি কাছে তার
অই দেখ উঠে আর
দ্বিচূড়া* মস্‌জীদ্ অই, আলমগীর পাহারা †

অই দিল্লীশ্বর-ছায়া—তলে এই নগরী,
এই উচ্চ শিলা-ঘাট
এই পাহাড়ের পাট,
শতচূড়া অট্টালিকা,
ক্ষুদ্র যেন পিপীলিকা,
অগাধ সলিলে কিম্বা ক্ষুদ্র যেন সফরী!

হের হে দক্ষিণে তার আজো বর্ত্তমান
হিন্দুর উন্নতিছায়া
মানমন্দিরের কায়া,
মানসিংহরাজকীর্ত্তি—খ্যাত সর্ব্ব স্থান;

* বস্তুতঃ চারিচূড়া, কিন্তু দুইটিই অত্যুচ্চ, দূরলক্ষ্য, এবং সহসা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

† দুর্দান্ত মোগল সম্রাট্ আওরাংজীব কাশীর অনেক হিন্দু মন্দির বিনষ্ট করিয়া তাহার স্থলে মস্‌জীদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে এই একটি প্রধান মস্‌জীদ্ এখনও দেদীপ্যমান আছে। ঐ স্থানে পূর্ব্বে হিন্দুদিগের এক মন্দির ছিল। মস্‌জীদের অতি নিকটে এক্ষণে আর এক মন্দির স্থাপনা হইয়াছে; তাহাকে "মাধোজীর ধরারা" বলে। যেখানে এখন মস্‌জীদ্, পূর্ব্বে ঐখানে মাধোজীর ধরারা ছিল, সে জন্য কেহ কেহ ঐ মস্‌জীদ্‌কেই মাধোজীর ধরারা বলিয়া পরিচয় দেন।

অঙ্কিত কতই রূপ দেহেতে উহার
গ্রহাদি নক্ষত্রগতি
গণনার সুপদ্ধতি,
গ্রহণ-অয়ন-চক্র
পূর্ণ খণ্ড রেখা বক্র,
ভারতের “গ্রীন্‌ উইচ্‌” অই আগেকার।

পড়েছে সূর্য্যের আলো সুবর্ণের কলসে,
ঝকিছে দেখ রে তায়
যেন সূর্য্য শত-কায়,
সুবর্ণমণ্ডিত-চূড়া দেউলের পরশে!

কাশীমধ্যস্থলে অই সুবর্ণের দেউটি—
অই বিশ্বেশ্বর-ধাম,
ভারতে জাগ্রত নাম,
হিন্দুর ধর্ম্মের শিখা,
অই মন্দিরেতে লিখা,
অনন্ত কালের কোলে জ্বলে অই দেউটি!

এ দিকে নদীর পারে বৃক্ষরাজি উপরে
অর্দ্ধ বপু ঊর্দ্ধ ক’রে
যেন বায়ুস্তর ধ’রে
দুর্গা-মন্দিরের চূড়া* বিরাজিছে অম্বরে ;

চলেছে তাহার তলে বনরাজি-কালিমা
শূন্য-কোলে রেখা মত,
তরুশ্রেণী সারি যত—
স্বভাবের চিত্রকরা,
স্বভাবের শোভাধরা,
হরিত বরণে ঢাকা স্বভাবের প্রতিমা!

* রামনগরের দুর্গামন্দির।

উঠেছে অদূরে তার দ্রবময়ী-সলিলে
স্তূপাকার সৌধরাশি—
যেন সলিলেতে ভাসি ;
কোলেতে গঙ্গার মূর্ত্তি নিন্দা করে ধবলে

পুরাণের ব্যাসকাশী ছিল অই ভুবনে,
অই চইতের গড়,*
বুরুজ-গম্বুজ-ধড়
সুদৃঢ় প্রস্তরে ঢাকা,
ব্যাসমূর্ত্তি চিত্রে আঁকা,
কাশীরাজ নিকেতন অই "সিংহ্"-ভবনে।

হে দুর্গে দুর্গতিহরা কাশীশ্বর-গৃহিণী—
ভিখারী শিবের তরে
স্থাপিলে কি মর্ত্ত্য'পরে
এ সুন্দর বারাণসী, ওগো শিবমোহিনী ?

বিশাই গঠিলা কিনা জানি না এ নগরে,
দেখি নাই ফ্রাঁসীপুরি
"পারিস্"—ধরাসুন্দরী ;
কিন্তু যা দেখেছি চক্ষে
এ ভুবনে—কারো বক্ষে
এত শোভা দেখি নাই—নিন্দা করে ইহারে।

যাই থাক্ তব মনে, হে নগেন্দ্রবালিকে,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তব,—
একত্র করিলা ভব
কাশীতলে দয়াময়ী দীনদুঃখী-পালিকে।

* কাশীরাজ চইৎ সিংহ লাট ওয়ারিন্ হেষ্টিংসের শাসনকালে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সমগ্র অনুচরবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া নিজ ভবন এই গড় পরিত্যাগ করিয়া যান। এই কেল্লা বর্ত্তমান কাশীরাজের নিকেতন।

হিমাদ্রি ভূধর হ'তে কুমারিকা ভিতরে
নাহিক এমন প্রাণী,
হেন জাতি নাহি জানি,
কি বাণিজ্য ব্যবসার
ভক্তি মুক্তি কি বিদ্যার
আশা ক'রে যে না আসে অন্নপূর্ণা-নগরে।

আমিও ভিখারী এই ভবরাজ্য ভিতরে,
কে দিবে আমারে ভিক্ষা—
পাব কি আমার দীক্ষা
প্রবেশিলে অই পুরে অর্দ্ধদগ্ধ অন্তরে?—
দু'ধারে বরুণা, অসি,
অই কাশী—বারাণসী,
বিরাজে গঙ্গার কূলে ধ্বজা তুলে অম্বরে।

শিশুর হাসি

কি মধু-মাখানো, বিধি, হাসিটি অমন
দিয়াছ শিশুর মুখে!
স্বর্গেতে আছে কি ফুল
মর্ত্ত্যে যার নাহি তুল,
তারি মধু দিয়ে, কি হে, করিলে সৃজন?

সৃজিলে কি নিজ-সুখে?
কিম্বা, বিধি, নরদুখে
মনে ক'রে,—ও হাসিটি করেছ অমন?

জানি না তুমিই কি না আপনি ভুলিলে
সৃজনের কালে, বিধি?
গড়েছ ত এত নিধি,
উহার মতন, বল, কি আর গড়িলে?

নবনীর সর ছাঁকা,
সুন্দর শরত-রাকা,
তরুণ প্রভাত কি হে কোমল অমন ?

কারে গড়েছিলে আগে,
কারে বেশি অনুরাগে
সৃজন করিলে, বিধি, সৃজিলে যখন ?

ফুলের লাবণ্য বাস
অথবা শিশুর হাস,
কারে, বিধি, আগে ধ্যানে করিলে ধারণ

ছিল কি হে নরজাতি-সৃজনের আগে
এ কল্পনা তব মনে ?
অথবা শশি-কিরণে
গড়িলে যখন—এরে গড় সেই রাগে ?

দেখায়ে ছিলে কি উটি সৃজিলে যখন
অমৃত-পিপাসু দেবে ?
কি বলিল তারা সবে,
দেখিল যখন অই হাসিটি মোহন ?

অমৃত কি, অহে বিধি, ভাল ওর চেয়ে ?
তবে কেন ছাড়ে তারা
সুধা-অন্ধ দেবতারা—
অমৃত অধিক মধু ও হাসিটি পেয়ে ?

কিম্বা চেয়েছিল তারা, তুমিই না দিলে ;
দিয়াছ এতই, হায়,
চিরসুখী দেবতায়,
দুঃখী মানবের তরে ওটুকু রাখিলে ?

দেখিলে শিশুর হাসি জীবিত যে জন
কে না ভোলে, কে না চায়
আবার দেখিতে তায় ?
একমাত্র আছে অই অখিল-মোহন—

জাতি দেশ বর্ণভেদ, ধর্ম্মভেদ নাই
শিশুর হাসির কাছে,
সবি প'ড়ে থাকে পাছে,
যেখানে যখনি দেখি তখনি জুড়াই।

নাহি পর, আপনার, নাহি দুঃখ সুখ,
দেখিলে তখনি মন
মাধুরীতে নিমগন,
কি যেন উথলি উঠে পূর্ণ ক'রে বুক।

আয় আয় আয়, শিশু, অধরে ফুটায়ে
অই স্বরগের উষা,
অই অমরের তৃষা
তুলিয়া হৃদয়ে—দে রে মানবে ভুলায়ে।

হে বিধি, নিয়াছ সব, করেছ উদাসী,
এক হৃদয়ের আলো
উহারে ক'রো না কালো,
অতুলনা দীপ উটি—নিও না ও হাসি।

চাহি না শীতল বায়ু, মুকুল-অমিয়,
চন্দ্রকর বারি-কোলে
নাচিয়া নাচিয়া দোলে,
তাও নাহি চাই, বিধি,—ও হাসিটি দিয়।

ভাস্ রে চাঁদের কর—হাস্ রে প্রভাত,
ডাক্ পাখি প্রিয় সুরে
দোল্ পাতা ঝুরে ঝুরে
পিঠে করি প্রভাকর-কিরণ-প্রপাত ;

উঠুক্ মানব-কণ্ঠে ললিত সঙ্গীত,
বাজুক্ "অর্গান," বাঁশী,
তরল তালের রাশি
ছুটুক্ নর্ত্তকী-পায় করিয়া মোহিত ;—

কিছুই কিছুই নয়
ও হাসির তুলনায় ;
জগতে কিছুই নাই উহার মতন।

কি মধুমাখানো বিধি, হাসিটি অমন
দিয়াছ শিশুর মুখে ?

শ্বেতবরণা শ্বেতভূষণা
কাহার রচিতা মূরতি অই ?
চন্দ্রবিভাস বদনমণ্ডলে
কর্‌পূরে যেন শশী খেলই।
শান্ত নয়নে শান্তি উথলে,
ওষ্ঠ অধরে হিঙ্গুল রাগ,
শঙ্খ-লাঞ্ছিত শুভ্র কণ্ঠেতে
ঈষৎ রেখাতে ত্রিবলিদাগ,
দক্ষিণ বামেতে ঊর্দ্ধ দ্বিভুজ
স্বর্ণকলস কমল তায়,

---

* রামনগরে কাশীরাজের ভবনে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত একটি সুন্দর গঙ্গার মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

অধঃ দুই ভুজে দক্ষিণ বামেতে
করতলে ধৃত বর অভয়,
রক্ত-রাজীব চরণ-প্রতিমা
শুভ্র মকরে আসীনা সুখে,
শান্ত-নয়না শান্ত-বদনা
প্রসাদ-প্রতিমা শরীরে মুখে।—
কে তুমি বরদে বরাঙ্গধারিণী ?
কোথা হ'তে এলে মরত'পরে ?
কেন গো বসিয়া ওভাবে ওখানে
কাহারে দিতেছ অভয় বরে ?
আছ কত কাল এ মর-ভবনে,
কিরূপে কোথায় পাতকী তার ?
জীয়ন্ত-জীবনে যে জ্বালা পরাণে
সে জ্বালা তুমি কি জুড়াতে পার ?
পরকালে যদি পাতকী তরাবে,
তবে কেন এলে অবনী'পরে,
কত পাপী-প্রাণ পাপের জরাতে
ধরাতে তাপিয়া জরিয়া মরে।
মানবের ব্যথা ব্যথে কি ও হৃদি ?—
তবে কেন এত প্রশান্ত মুখ ?
দেবের পরাণে পশে কি কখনও
কলুষে তাপিত মানব-দুখ ?
বল গো বরদে, বল গো সে কথা,
হৃদয়-মণিতে গাঁথিয়া রাখি ;
না জানি কখন শমন ডাকিবে
কখন উড়াবে পরাণ-পাখী।
সান্ত্বনা বিলাতে দেবের সৃজন,
না যদি বলিবে—কিরূপে তবে,
চপল-হৃদয় মানব-মণ্ডলী
পাপের পীড়নে ধরাতে রবে ?

কেন নিরুত্তর ? হে বর-বর্ণিনি,
পীড়িত প্রাণীরে নির্দ্দয়া হও ?
বল-বল যেন মুখের ভঙ্গিমা,
তবু কেন মৌন ধরিয়া রও ?
অথবা তুমি সে কেবলি পাষাণ—
অসাড় অহৃদি মমতাহীন,
বারি বায়ু মত সদা অচেতন
জান না চেতন প্রাণীর ঋণ।
কিবা সে এখন কালের প্রভাবে
অজীব হয়েছ—অজীব যথা
সৌন্দর্য্যভূষিত শরীরী-পরাণী
দেহেতে জড়ালে বিনাশলতা।
মৃত যদি তুমি তবে কেন এত
ও মুখমণ্ডলে লাবণ্য মাখা—
এখনও যেন সে জীবন-চন্দ্রমা
সর্ব্ব অঙ্গথরে করেছে রাকা।
নাহি কি তোমার স্মৃতির ধারণা ?
নাহি কি তোমার বিনাশগতি ?
ভূত-কাল-ছায়া নাহি কি পরাণে—
নাহি কি তোমার ভবিষ্য-রাতি ?
হায় রে পাষাণি, পারিতাম যদি
দিতে এ পরাণী ও দেহ-মাঝ,
জানিতে তা হ'লে এ ভবমণ্ডলে
কিবা সে পার্থিব মানব-রাজ্।

চিন্তা

হে চিন্তা, উদয় তোর
কেন রে ?
কি হেতু মানব-মনে
এসো যাও ক্ষণে ক্ষণে
হেন রে ?
কোথা হ'তে এসো, বল, ফিরে কোথা যাও ?
মানব-হৃদয়ে তুমি কতই খেলাও।
খেলায় দামিনীলতা আকাশে যেমন—
চকিত মেঘের কোলে চিকণ বরণে দোলে—
মানবের হৃদিতলে তুমিও তেমন !

কি খেলা খেলাতে এসো, কি খেলায়ে যাও ?
খেলা সাঙ্গ হ'লে পুনঃ কোথায় লুকাও ?—
লুকাতে কতই যেন আনন্দে মগন।
বালক বালক সনে খেলে যথা প্রীত মনে,
তুমিও মানব-মনে খেলাও তেমন।

এই আছ, এই নেই, ফিরে ক্ষণকাল
ঈষৎ চঞ্চল-ভাবে থাকিয়া আড়াল,
চুপি চুপি দেখা দিয়ে চঞ্চল করিয়া হিয়ে
আবার লুকাও কোথা তব লীলা-জাল !

দেখাও কতই রঙ্গ লহরী তুলিয়া,
কত বেশে দেখা দাও ভুলায়ে ভুলিয়া।
উধাও গগন-কোলে উঠিয়া কখন
সঙ্গে করি লয়ে চল দেখাও কত উজ্জ্বল
কতই নক্ষত্র-মালা—কতই ভুবন।

এই দীপ্ত প্রভাজালে জড়িত করিয়া
অনন্ত হৃদয়ক্ষেত্র অনন্তে তুলিয়া,
দেখাও কতই লীলা—কতই লহরী
তপনের সঙ্গে সঙ্গে ভুবন ঘুরিয়া রঙ্গে,
কত ভঙ্গিমার ভঙ্গে, হে চিন্তা সুন্দরী!

আবার ধরণীধামে নামায়ে, চপলে,
ঘুরায়ে পৃথিবীময় সাগর অচলে
কত রূপ ধরি, চিন্তা, কর রে ভ্রমণ—
নগর তটিনী বন কান্তার মরু ভুবন
চিত্রিত করিয়া চিত্তে, কর রে রঞ্জন!

নিশাকালে পুনরায় উল্লাসে অবশা
নিদ্রাগত ভাববৃন্দে জাগায়ে সহসা
বিরাজ হৃদয়ক্ষেত্রে, ওলো সুরঙ্গিণি,
কখনও উজ্জ্বল হাস, কখনও বা পরকাশ
ভয়ঙ্করী কালিমায়—ঘোর কলঙ্কিনী।

কখনও বা দিবাভাগে জাগ্রত-স্বপনে
সজ্জন-পদাঙ্ক-রেখা লিখিয়া কিরণে
আনন্দে নাচায়ে মন, ছুটিয়া বেড়াও—
তখনি মুছিয়া তায় কুপথের দোলনায়
ইন্দ্রিয়-খেলনা ল'য়ে আনন্দে খেলাও।

কখনও নৃপতি ভাবে বসাও আসনে,
কখনও সুযশমাল্য সহাস্য বদনে
গ্রীবাতে পরায়ে দেও—পুনঃ কতক্ষণে
সঙ্গে করি নিরাশায় ধীরে ধীরে পায় পায়
আসিয়া দেখাও ভয়, ওলো কুলক্ষণে!

কখনও সহসা আসি হও লো উদয়
লইয়া শাসন-নীতি নানা লীলাময়,

কভু ভবিষ্যের পট প্রসারিত রয়
উৎসুক নয়ন-পথে, তোল কত মনোরথে—
জড়িত কতই আশা, কত খেদ ভয়।

কার রাজ্য, কেন হয়, কিসে হয় যায়,
উদয় অস্তের গতি কিরূপ কোথায়,
কতবার কাণে কাণে শুনাইলে, হায়,
হে চিন্তা তরঙ্গবতী, মানবের দুঃখ-গতি
ফেরে না কি, ফিরাইলে নূতন প্রথায় ?

কত জান, ও সুন্দরি, খেলার ভঙ্গিমা—
কত নৃত্য বাদ্য গীত, কতই রঙ্গিমা—
ভুলাতে ধর গো তুমি কতই মহিমা।
এই আপনার তরে পরাণে কেমন করে,
আবার হৃদয়ে পরে পরের প্রতিমা।

শুধু কি আমারি চিত্তে এরূপে খেলাও,
কিম্বা সকলেরি মন এমনি ভুলাও
বাঁধি সূক্ষ্মতম ডোরে—হাসাও, কাঁদাও ?
বল লীলাময়ি, চিন্তে, সবারি কি মন-বৃন্তে
এমনি ভাবনা-ফুল নিয়ত ফুটাও ?

অন্ধকারে আততায়ী লুকায়ে যখন
আপন নিরীক্ষ্য জনে করে দরশন,
যখন সে ভীম অস্ত্র করে উত্তোলন,
তখনও কি তার মনে থাক তুমি সেই ক্ষণে,
শুনাও তাহার কাণে তোমার ক্রন্দন ?

কি বলো, রে চিন্তা, তুমি তাহার শ্রবণে
নন্দন শুইয়া যার মৃত্যুর শয়নে

হেরে পিতা-মাতা-মুখ—যেন বা স্বপনে।
কি বলো রে সে পিতায়, সে মায়েরে কি প্রথায়
দেখা দেও, বহুরূপি, কি রূপ ধারণে ?

কি রূপে বা দেখা দেও নবীন প্রণয়ী
দম্পতি নিকটে তুমি—যবে মায়াময়ী
সুখের লহরী চলে মৃদু মন্দ বহি।
অথবা নিকটে যবে শিশু আসে হাস্যরবে,
হে চিন্তা, তখন তুমি কিবা লীলাময়ী ?

অনন্ত আকাশ-প্রায় অনন্ত রে তুই
রে চিন্তা ;
অকূল কালের মত বহ তুমি অবিরত,
আদি কোথা, অন্ত কোথা, কে জানে রে তোর,
রে চিন্তা ?

জানি না রে কত কাল ধরার সৃজন,
জানি না কতই যুগ মনুষ্যজীবন
চলেছে এ ধরাতলে—কিরূপে কেন বা চলে ;
জানি কিন্তু, চিন্তা, তুই করিস ভ্রমণ

এইরূপে চিরকাল, মনের মন্দিরে,
হাসায়ে কাঁদায়ে রাজা, কিবা সে বন্দীরে ;
না জানিস্ জাতিভেদ না মানিস্ বেদাবেদ
কাফর্, মোগল, হিন্দু সবে তোর বন্দী রে।

কালাকাল নাহি তোর, স্থানাস্থান-জ্ঞান,
পৃথিবী, পর্ব্বত, নদ, আকাশ, গীর্ব্বাণ,
সকলি আশ্রয় তোর, নিশি সন্ধ্যা দিবা ভোর
চপলার মত খেলা—প্রদীপ্ত—নির্ব্বাণ।

হে চিন্তা,

কৈকেয়ী নিকটে যবে আসি দশরথ
পূর্ণ কৈলা সত্যব্রত পূরি মনোরথ,
ছিন্ন করি মায়াদামে অরণ্যে প্রেরিলা রামে—
তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন !

কৃষ্ণের মায়ার জালে পাণ্ডবমহিলা
সভাতে আইলা যবে ভীতা লজ্জাশীলা,
ফেলিলা নেত্রের জল কাঁদায়ে পাণ্ডবদল—
তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন !

যখন "কার্থেজ্"-ভস্মে বসি "মেরায়স্"*
হেরিলা অতল-তলে অস্তগত যশ,
রোমক ব্রহ্মাণ্ড-লাভ আশা ইচ্ছা তিরোভাব—
তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন !

তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন
যবে "এণ্টয়িনেট্"† ভুলি রাজত্ব-স্বপন
এক ত্রিযামার কালে দুরন্ত উদ্বেগ-জালে
যৌবনে পলিত কেশ করিলা ধারণ !

* সল্লা এবং মেরায়স্ এক সময়ে রোমক ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বনিয়ন্তা ছিলেন। উঁহাদের পরস্পরের প্রতিযোগিতানিবন্ধন মেরায়স্ রোম হইতে পলাইয়া যান এবং ভস্মীভূত কার্থেজ্ নগরীর ভস্মরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া আপনার বিলুপ্ত ঐশ্বর্য্য ও কার্থেজের অস্তগত তেজ এবং ঐশ্বর্য্য পরিলোচনা করিয়া ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণকে শান্ত করিতেছিলেন। এমন সময় প্রদেশীয় প্রীটরের অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্তার প্রেরিত একজন চর তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত সেখানে উপস্থিত হওয়ায় মেরায়স্ তাহাকে এইরূপ উত্তর করেন—তোমার প্রভুকে এইমাত্র বলিও যে, তুমি মেরায়স্‌কে কার্থেজের ভস্মরাশিতে উপবিষ্ট দেখিয়া আসিয়াছ।

† অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় বিদ্রোহী প্রজারা তখনকার ফরাসী নৃপতি ষষ্ঠদশ "লুইসে"র এবং তাঁহার লাবণ্যবতী যুবতী ভার্য্যা "মেরি এণ্টয়িনেটে"র শিরশ্ছেদন করে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহারা দুই জনেই কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কারাবাসের সময় রাজ্ঞী "এণ্টয়িনেট্" এরূপ উৎকট চিন্তায় দগ্ধ হইয়াছিলেন যে, এক দিনের মধ্যেই তাঁহার কেশকলাপ জরাজীর্ণের ন্যায় শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়াছিল।

হে চিন্তা,
অনন্ত অদ্ভুত তোর লীলার বিভঙ্গ,
ক্ষণকাল নহ ক্ষান্ত মুহূর্ত্তেক নহ শ্রান্ত
মানব-হৃদয়-তটে খেলায়ে তরঙ্গ—
বহুরূপী-রূপ ধরি করিতেছ রঙ্গ!

গঙ্গা

কোথায় চলেছ তুমি
গঙ্গে?
শাল, পিয়াল, তাল,
তমাল, তরু রসাল,
ব্রততী-বল্লরী-জটা—
সুলোল-ঝালর-ঘটা,—
ছায়া করি সুশীতল
ঢেকেছে তোমার জল
চলেছে অচলরাজি ধারা-নীর-অঙ্গে
কোথায় চলেছ তুমি
গঙ্গে?

কল-কল-কলস্বর
ধারা-জলে নিরন্তর—
বিশাল বিস্তৃত ধারা,
সমতল তৃণহারা
ধরণী চলেছে সঙ্গে,
দু'ধারে নিবিড় রঙ্গে
বট, বেল, নারিকেল,
শালি-শ্যামা-ইক্ষু-মেল,
অরণ্য, নগর, মাঠ,
গবাদি-রাখাল-নাট

প্রফুল্ল করেছে কুল নীরধারা সঙ্গে—
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে
গঙ্গে ?

মন্দির দেউল মঠ
পাটিকেলে হর্ম্ম্যপট
কুলধারে সারি সারি,
ধারা-জলে নর নারী
ঢেকেছে সোপানকুল—
ঘাটে ঘাটে ফুটে ফুল।
কল-কল-নর-ভাষা
হৃদিকোষ-পরকাশা
হাস্যরব স্তুতিগানে
তুলেছে তোমার কাণে
নগর পল্লীর সুখ, বিমল-তরঙ্গে ;—
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে
গঙ্গে ?

বাণিজ্য-বেসাতি-পোত
ভাসায়ে চলেছে স্রোত,
তরি ডিঙা ডোঙা ভেলা
বুকে করি, করি খেলা,
নাচায়ে চলেছ অঙ্গ—
ধবল ধীর তরঙ্গ
দুলিয়া দুলিয়া সুখে
নর-নারী-গ্রীবা-মুখে
ছড়ায়ে চিকুর-জাল ভ্রমিতেছে রঙ্গে ;—
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে
গঙ্গে ?

ফুলদাম, ফুলথর,
দীপরাজি হৃদি'পর—

আকাশ-অলক-মালা
হৃদয়-মুকুরে ঢালা,
অরুণ-কিরণ-ভাতি,
শশধর-জ্যো'স্না-পাঁতি,
বায়ুগন্ধ, পরিমল,
পানিবক, মীনদল,
শঙ্খ, শুক্তি, কোলে করি কোথা যাও রঙ্গে ?
কোথায় চলেছ তুমি বেগবতী
গঙ্গে ?

বাঙ্গালায় প্রাণী নাই,
প্রাণি-দেহে প্রাণ নাই,
অস্থি নাই, শিরা নাই,
মেদ নাই, মজ্জা নাই,
অন্তঃহীন—চিন্তা-হীন,
স্বাদাহ্লাদ—দার্ঢ্য-হীন—
জীবন-সঙ্গীত-হীন নর নারী বঙ্গে।
সেখানে চলেছ কোথা এ আহ্লাদে
গঙ্গে ?

কে বুঝিবে বিষ্ণুপদী
পুণ্যতোয়া তুমি নদী
কেন ছাড়ি নিজ স্থল
নামিলে এ ধরাতল ?
বিস্তারি গভীর জল
কেন কর কল কল ?
কি পাপে তারিতে এলে,
কি পাপ তারিয়া গেলে,
কে বুঝিবে, দ্রবময়ি, সে মহিমা-রঙ্গে।—
কোথায় চলেছ তুমি বিষ্ণুপদী
গঙ্গে ?

ভগীরথে দিয়ে কূল
উদ্ধারিলে পিতৃকুল—
এই কি শিখালে গতি
ভবে এসে ভাগীরথি ?—
দিয়ে তিল তব জলে
ঢালিলে অমৃত ব'লে
দেহাঞ্জন নাহি রয়
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়
পতি পুত্র পিতা মাতা—তিলোদক সঙ্গে।—
এই কি শিখালে তুমি, ভবে এসে
গঙ্গে ?

পরহিতে ব্রত করি
দ্রব হ'লে দেহ হরি,
বারিরূপে, সুমঙ্গলে,
শিখাইলে ধরাতলে—
শিখাইছ প্রতি পল—
ত্যাগ-শিক্ষা-পুণ্যফল,
দয়া করুণার রেখা
তোমার শরীরে লেখা,
পরহিত-চিন্তা-ব্রত
তরঙ্গিণি, তোমাগত,
তাই পুণ্যময় ধারা
হে গঙ্গে, পাতকহরা।
পতিতপাবনী তোমা সবে বলে রঙ্গে।
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে
গঙ্গে ?

পবিত্র তোমার জল,
পবিত্র ভারত-তল ;

সর্ব্ব দুঃখবিনাশিনী,
সর্ব্ব পাপসংহারিণী,
সর্ব্ব শোক-তাপ-হরা,
মুক্তিগতি নীরধারা,

সুখদা মোক্ষদা সতী
"গঙ্গৈব পরমা গতি"—উদ্ধার গো বঙ্গে
কোথায় চলেছ তুমি হেনরূপে
গঙ্গে ?

উদ্ধার বঙ্গেরে মাতা
শিখাইয়া এই কথা—
ত্যজে স্বার্থ-আরাধনা
সাধুক্ নিজ-সাধনা ;
ত্যজে ফুল তিল ফল,
তুলুক্ তোমার জল
হৃদয়ে অক্ষণ করি
তোমার দীক্ষা-লহরী,
চলুক্ তোমারি গতি—
স্রোতস্বতী—বেগবতী
বঙ্গের চিন্তার ধারা,
ঘুচুক্ চিত্তের কারা ;—
উদ্ধার—উদ্ধার, ওগো, জীব দিয়া বঙ্গে !
কোথায় চলেছ, তুমি, হে পাবনী
গঙ্গে ?

বিন্ধ্যগিরি*

উঠ উঠ গিরিবর—অগস্ত্য ফিরেছে;
ভারতে ইংরাজ-রাজ মধ্যাহ্নে সেজেছে;—
সে দিন নাহি এখন,
ভারত নহে মগন
অজ্ঞান-তিমির-নীরে,
ভারত জাগিছে ফিরে,—
তুমি কি এখনও শুয়ে দেখিছ স্বপন।
উঠ উঠ গিরিবর ক'রো না শয়ন।

উড়েছে নব নিশান,
ছুটেছে আলো-তুফান,
পুনঃ তেজে তোল মাথা,
পুনঃ বল সেই কথা,
সে কালে জাগায়ে নাম শুনালে যেমন;
উঠ উঠ গিরিবর ক'রো না শয়ন,—

সে দিন নাহি এখন,
ভারত নহে মগন
অজ্ঞান-তিমির-নীরে,
ভারত জাগিছে ফিরে,
তুমি কেন বিন্ধ্যাচল থাকিবে অমন—
নীল-অজগর-কায়া কর উত্তোলন।

* এইরূপ প্রাচীন প্রবাদ আছে যে, বিন্ধ্যপর্ব্বত অহঙ্কৃত হইয়া এক কালে এত উচ্চ হইয়াছিল যে, সূর্য্যাদির গতিরোধ আশঙ্কায় দেবতাদিগকে তাহার গুরু অগস্ত্য ঋষির শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। তাহাতে অগস্ত্য, বিন্ধ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। গুরু-দর্শনে বিন্ধ্য তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য প্রণত হইলে ঋষি কহিলেন—যাবৎ আমি দক্ষিণ দিক্ হইতে না আসি, তাবৎ তুমি এই ভাবে থাক। তিনি আর ফিরিলেন না, এবং গুরুর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিল বলিয়া বিন্ধ্য তদবধি সেই প্রণত অবস্থাতেই আছে। অগস্ত্য-যাত্রা বলিয়া যে কথা প্রচলিত আছে, তাহাও এই প্রবাদমূলক।

সূর্য্যপথ রোধিবারে
উঠেছিলে অহঙ্কারে,
সে শক্তি আছে কি আর ?
ধর দেখি একবার
যে সূর্য্য ভারতাকাশে উদয় এখন!

অর্দ্ধপথে উঠ তার
তবে বুঝি অহঙ্কার!
এ আলো সে আলো নয়,
এ রবি সে রবি নয়,—
এ জ্যোতি ভারতে কভু হয় নি পতন

এই জ্যোতি ধর গিরি
ভারতে প্রভাত করি,
ধরুক্ নূতন জ্ঞান,
ধরুক্ নূতন প্রাণ,
নূতন স্বপনে সবে দেখুক্ স্বপন!—
নীল অজগরকায়া কর উত্তোলন!

উঠ উঠ গিরিবর অগস্ত্য ফিরেছে,
উড়েছে নব নিশান,
ছুটেছে আলো-তুফান,
নবরবিচ্ছবি দেখ গগন ধরেছে!

কে বলেছে এই ভাবে
ভারতের দিন যাবে ?—
"নিশির প্রভাত নাই"
যে বলে সে জানে নাই,
ভারতের ভাবী বেদ পড়ে নি কখন,—

জানে না সে জগতের
কিবা গতি, কিবা ফের ;
ফের্ এ ভারতবাসী
জ্ঞানের তরঙ্গে ভাসি,
হাসিবে অপূর্ব্ব হাসি, লভিয়া জীবন—

চলিবে নূতন পথে
সাধিবে নূতন ব্রতে,
ফিরাতে নারিবে তায়
এ তরঙ্গ নাহি যায়
একবার হৃদিতটে খেলিলে কিরণ ;—

যাবে আগে—যাবে সদা,
অন্যথা ন'হিবে কদা,
চিরদিন এই রীতি,
জীবনের এই নীতি,
জাগিলে নাহিক নিদ্রা—চিরজাগরণ।

দিয়াছে সে রশ্মিতেজ
ভারতে আসি ইংরেজ ;
ধ'রে তার পথছায়া
আবার তোল রে কায়া,
আবার শিখরে শূন্য কর রে ধারণ—
উঠ উঠ গিরিবর ক'রো না শয়ন।

এই সে জীবনারম্ভ,
উদয়ের মূল স্তম্ভ—
কত না জ্বলিতে হবে,
কত না ভাবিতে হবে,
সে জ্বালা—সে বেগ—কে বা জানিবে এখন !

ভুলিতে হবে আপন,
ভুলিতে হবে স্বপন,
জাগাতে হবে জীবন,
তবে সে পারিবে

ছুটিতে ওদের সঙ্গে,
লিখিতে কালের অঙ্গে,
খেলাইতে এ তরঙ্গে
তবে সে পারিবে ;

জ্ঞানের শকতি লভে
জগতে যুঝিতে হবে,
তবে সে আসন পাবে,
সঙ্কল্প সাধিবে !

জেনো সত্য—জেনো কথা
ইংরাজ-শিক্ষিত প্রথা
ভারত উদ্ধার-পথ,
ত্যজ অন্য মনোরথ—
ভুলে যাও আগেকার পুরাণ কথন !

না থাকিলে এ ইংরাজ
ভারত অরণ্য আজ,
কে দেখাত, কে শিখাত,
কে বা পথে লয়ে যেত—
যে পথ অনেক দিন করেছ বর্জ্জন !

মুখে বল জয় জয়,
ধর ধ্বজা শিলালয়,
ছিঁড়ে ফেল পূর্ব্ববেদ,
ভোলো সে প্রাচীন ভেদ—
অই—ভারতের গতি রেখো রে স্মরণ-

হে ভারতব্যাপী-গিরি রেখো রে স্মরণ
ভবিষ্যৎ-পারাবার
পার হ'তে অন্ত আর
ভারতের নাহি ভেলা,
ভারত-জীবন-খেলা
একত্রে ওদেরি সঙ্গে—উদ্ধার, পতন !

বল হে গুরুর জয়,
তোল মাথা, সন্ধ্যালয়,
ভোল সে পুরাণ কথা,
ধর নব গুরুপ্রথা—
নীল অজগরকায়া কর উত্তোলন,—
উঠ উঠ গিরিবর ক'রো না শয়ন।

কুম্ভজন্ম যে অগস্ত্য*
সে কি তোমা কৈলা ন্যস্ত
অই ভাবে থাকিবারে,
বলিলা কি সে তোমারে
চিরতরে থাকিবারে ?—ত্যজ সে বচন।

আমি তোমা দিনু বর
পুনঃ উঠ গিরিবর,
ভারত-সন্তান-নাম
জানুক এ ধরাধাম—
মৃত ভারতের নাম জানিত যেমন।

উঠ উঠ বিন্ধ্যগিরি অগস্ত্য ফিরেছে,
ভারতে ইংরাজ-রাজ মধ্যাহ্নে সেজেছে ;—

সে দিন নাহি এখন,
ভারত নহে মগন

* প্রবাদ আছে যে, অগস্ত্য কুম্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

অজ্ঞান-তিমির-নীরে,
ভারত জাগিছে ফিরে ;
উড়েছে নব নিশান,
ছুটিছে আলো-তুফান,
তুমি কেন বিন্ধ্যাচল থাকিবে অমন ?
নীল-অজগর-কায়া কর উত্তোলন !—
জাগাতে তোমারে হের অগস্ত্য ফিরেছে,
ভারতে ইংরাজরাজ মধ্যাহ্নে সেজেছে।

মণিকর্ণিকা*

কোন কালে—এই কথা শুনি লোকমুখে—
শিব শিবা তপস্যায় ভ্রমিছেন বনে,
এক দিন শিবা আসি দাঁড়ায়ে সম্মুখে
বলিলেন ধীরে ধীরে মধুর বচনে—

"বিশ্বেশ্বর, তব পুরী ধরা-ধন্য কাশী
মানবের মোক্ষধাম তোমার কথায়,

* কাশীর "মণিকর্ণিকা" কুণ্ডের সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহাতে যে বিবরণ লিখিত হইল, তাহা একজন পাণ্ডার নিকট শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার নিকট যেরূপ বিবরণ শুনিয়াছিলাম, তাহা অবিকল গ্রহণ করি নাই, স্থূল ভাগটি মাত্র গ্রহণ করিয়াছি। পাণ্ডার নিকট যে বিবরণ শুনিয়াছিলাম, তাহা এই ;—মহাদেব শিবানীর সহিত তপস্যায় নিরত ছিলেন, একদিন শিবানী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মানুষ মরিলে পর তাহার কি হয় ? শিব উত্তর করিলেন, সে কথা স্ত্রীলোকের শুনিবার যোগ্য নহে, তাহাদের পক্ষে তপ জপ ব্রতাদিই বিধেয়। তাহাতে মহাদেবী ক্রুদ্ধ হওয়ায় শিব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য কাশীতে আসিয়া পূর্ব্বে যেখানে চক্রতীর্থ নামে বিষ্ণুর তীর্থস্থান ছিল, সেইখানে মণিকর্ণিকা স্থাপন করেন। শিব শিবা দুই জনেই দরিদ্র-বেশে মনুষ্যের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। শিবানীর কুষ্ঠাশ্রিত পদদ্বয় দর্শনে গঙ্গাপুত্র ও পাণ্ডারা উঁহাদিগকে প্রথমে কূপে স্নান করিতে দেয় নাই ; পরে লক্ষ্মী আসিয়া মহাদেবীর পাদোদক পান করিলে সকলে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাদিগকে কূপে নামিতে দিল। স্নানের সময় শিবানীর কর্ণ হইতে "কর্ণিকা" ভূষণ এবং শিবের মস্তক হইতে "মণি" ঐ কূপের সলিলে পতিত হয়, তদবধি চক্রতীর্থের নাম "মণিকর্ণিকা" হইয়াছে।

বল, দেব, কিবা মোক্ষ লভে কাশী-বাসী
কাল পূর্ণ করি ভবে মরিলে সেথায়।

দেখেছি জন্মিতে প্রাণী, দেখি নাই কভু
মরিলে কি হয় পরে, কোথায় নিবাস,
অনন্ত কালের কোলে কিবা করে, প্রভু,
মোক্ষ-প্রাপ্ত জীব যত—মনে কি উল্লাস ?

জীবরূপে কাল-সঙ্গে খেলে কি তাহারা,
খেলে যথা প্রাণীরূপে থাকিয়া ধরায়,
অথবা মুক্তির ফল—ত্যজে দেহ-কারা
লীন হয় প্রাণীগণ তোমার প্রভায় ?”

শুনিয়া শিবার বাণী কহিলা ভবেশ
“হে প্রকৃতি, মানবের পরকাল-প্রথা
দুর্ব্বোধ—দুজ্ঞের্য় অতি, অপার—অশেষ,
সে কথা শ্রবণে, শিবে, মনে পাবে ব্যথা ;

জপ কর, কর তপ, সঙ্কল্প-সাধন,
নিত্য-ব্রত শুদ্ধ চিত্তে কর মহামায়া,
দূরগত পরকাল-প্রণালী কেমন
বাসনা করো না চিতে ধরিতে সে ছায়া।

সুখের অবনীতল, দুঃখ যত তায়—
ভাবিলেই দুঃখে সুখ, সুখে দুঃখ হয়।
জগৎ সৃজিত, শিবে, সরল প্রথায়
সরল ভাবিলে ভব সর্ব্ব সুখময়।

মৃত্যু শোক বলি লোকে দুঃখ করে চিতে,
দেখে না ভাবিয়া তত আহ্লাদের ভাগ—
মানবের মৃত্যু শোক মানবেরি হিতে,
আগে সুখ—দুঃখ পরে জগতে সজাগ।

দিবা নিশি কাল-অঙ্গে জড়িত যেমন,
আসে যায় লীলাময় তুলিয়া লহরী—
এই দিবা, এই নিশি, আবার তপন,
কে আগে—কে পরে কেহ না পায় বিচারি ;

কে জানে নরের মাঝে সে নিগূঢ় কথা,
কিন্তু, শিবে, না থাকিলে ধরাতে সর্ব্বরী
দিবার আদর এত হতো না ক সেথা—
সেইরূপ সুখ দুঃখ বুঝহ শঙ্করী ।"

শুনিয়া শিবের বাক্য নগেন্দ্রবালিকা
হাসিলা ঈষৎ মৃদু, কহিলা তখন
"বুঝিলাম বুঝাবে না বিধির সে লিখা,
তপস্যায় থাক, প্রভু, যাই অন্য বন ।"

"হ(ই)ও না মলিনমনা, নগরাজবালে,
তপস্যা নহিলে শেষ সে গূঢ় বচন
বুঝিবে না ক্ষেমঙ্করী—বুঝাইব কালে ;
এখন চল গো, শিবে, আলয়ে আপন—

ধরা-ধন্য কাশীধামে চল গিরিবালা,
স্থাপিয়া পুণ্যের কূপ পূরাও বাসনা,
সুপথে লইতে নরে নাশি চিত্ত-জ্বালা
ভবের মঙ্গল-সেতু করহ স্থাপনা,

রত যাতে থাকে জীব নিত্য-সদা কাল
ভক্তির সুপথে থাকি ভুলে শোক তাপ,
ঘুচায়ে মনের মলা মায়ার জঞ্জাল,
পরমার্থ-পথে পশি করে সদালাপ ।"

এত বলি, শিব শিবা ছাড়ি তপঃরূপ
উপনীত কাশীক্ষেত্রে—চক্রতীর্থ নামে

বিষ্ণুর চক্রে অঙ্কিত যেথা শুদ্ধ কূপ,
স্নানে রত লোক যাহে শুদ্ধি মুক্তি কামে।

গিরীশ গিরীশজায়া আসিয়া সেথায়
বসিলেন কূপপার্শ্বে ধরি নররূপ—
শিবের ভিক্ষুকবেশ, শিবানী মায়ায়
ধরিলেন জরা-দেহ যেথা সিদ্ধ কূপ।

কটির উপরিভাগ অতি মনোহর,
নাসিকা নয়ন ভুরু সুচারু গঠন—
পরিধানে চীরবাস উরস উপর
চরণ যুগল কুষ্ঠে কুচ্ছিত দর্শন;

ক্ষতগন্ধে মক্ষিকায় করেছে বিব্রত,
অঙ্গেতে দারিদ্র্য-মলা ঢেকেছে কিরণ,
নিকটে বসিয়া শিব চিন্তায় নিরত
মক্ষিকুল দুই করে করেন তাড়ন।

অতি কষ্টে উঠি ধীরে চলিলা কূপেতে
কুণ্ডের পবিত্র জলে করিবারে স্নান।
সোপানে চরণতল স্থাপন নহিতে
নিবারিলা রক্ষকেরা করি অসম্মান;

"অপবিত্র হবে কুণ্ড, না ছোঁবে অপরে
দূষিত হইবে বারি"—কহিলা সকলে
ভর্ৎসনা করিয়া কত ঘৃণা তুচ্ছ করে;—
দুঃখে শিবা চাহিলেন শিবমুখতলে।

ভিক্ষুবেশী বিশ্বনাথ বলেন সবায়
"চক্রতীর্থ শুনি ইহা—এ কুণ্ডের জলে
সকলেরি অধিকার শাস্ত্রের কথায়
কি দরিদ্র, কিবা রোগী, বলিষ্ঠ দুর্ব্বলে,

কেন নিবারিছ এরে ?—পুণ্যে হন্তারক
যে হয়, তাহার নাই পরকালে গতি,
অসজ্জন সেই জন পরশে পাতক
দুঃখিত পতিত নিত্য সেই পাপমতি ;

দরিদ্র এ নারী এবে, রাজার দুহিতা
ছিল আগে হিমালয় যেখানে উদয়
নৃপতি কৃপণ ধনী সবার সেবিতা
ও চরণ-সরোজিনী সুরের আশ্রয় ;

পবিত্র হবে এ কুণ্ড ও অঙ্গ পরশে
আর্য্য মান্য ধীর ধন্য আসিবে সকলে,
ভরিবে ভারত-স্থান এ কূপের যশে
নামিতে ইহারে দেও এই কুণ্ডজলে।”

ভিখারীর বাক্যে সবে কৈলা উপহাস
বাতুল বলিয়া করে কতই লাঞ্ছনা,
ধূলি ভস্ম ছড়াইয়া পূরে জটাপাশ
যষ্টি লয়ে অবশেষে করিল তাড়না।

তখন কাতর স্বরে যাচিলা মাহেশী
বিনয় মিনতি করি স্তুতি কৈলা কত ;
দরিদ্র-ক্রন্দন কবে পরচিত্ত-ক্লেশী !—
উড়াইলা উপহাসে শিবা বলে যত।

বিস্তর কাকুতি স্তুতি বিনয়ের পর
বিরক্ত হইয়া পথ ছাড়ি দিলা শেষে,
শিব শিবা প্রবেশিলা কুণ্ডের গহ্বর
স্নান করি সুপবিত কৈলা কূপদেশে।

উঠিলে কুণ্ডের তীরে আবার তখন
ঘেরে চারিধারে লোভী আকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ,

বলে, স্নানে নাহি ফল পাইবে কখন
স্নানের দক্ষিণা দান নহে যতক্ষণ।

"কি দিব দক্ষিণা, কাছে নাহি কপর্দ্দক,"
বলিলা শিবানী চাহি শিবের বদন;
"যা ছিল শ্রবণে 'কর্ণি' তাম্রের বালক
কূপের সলিলগর্ভে হয়েছে পতন।"

বলিলা ভিক্ষুকবেশী দেবদেব ঈশ
"আমারও মাথার মণি পড়েছে সলিলে
খুলিনু যখন স্নানে জটার বঁড়িশ;"—
শুনে ব্যঙ্গ করে সর্ব্ব যাচকেরা মিলে।

দেখি বিশ্বনাথ ধরিলেন নিজ বেশ
"রজতগিরি সন্নিভ" শরীরের ছটা,
কপালে চন্দ্রমা-ভাতি, গলদেশে শেষ,
শিরে কল্লোলিনী-গঙ্গা-বিভাসিত জটা।

ধরিলেন বিশ্বরমা মূর্ত্তি আপনার
মস্তকে মুকুটচ্ছটা সুচারু শোভন,
শ্রবণে কুণ্ডল, গলে মণিময় হার,
চারু রশ্মিময় মুখে ভাসে ত্রিনয়ন।

চাহিয়া যাচকবৃন্দে সর্ব্বশিবধাম
কহিলেন সদানন্দ বিরুপাক্ষরূপ—
"আজি হৈতে ঘুচে এর চক্রতীর্থ নাম
'মণিকর্ণিকা'র নামে খ্যাত হবে কূপ।"

এত বলি প্রবেশিলা মন্দির-ভিতরে
অদৃশ্য করিয়া রূপ ভবেশ ভবানী;
তদবধি ভক্ত যত পবিত্র অন্তরে
স্নান করে সেই কুণ্ডে মহাতীর্থ মানি।

ইউরোপ্ এবং আসিয়া

আবার উঠিছে অই রণবাদ্য-ঘোষণা।
শোন হে ভারতবাসী
কি উল্লাস পরকাশি
হিন্দুকুশ*-চূড়ে আজি বৃটিশের বাজনা।

এ নয় দামামা, ডঙ্কা, ঝাঁঝরির ঝননা;
আতঙ্কে "আসিয়া" কাঁপে,
বাজিছে সমর-দাপে—
নাচায়ে বীরের পদ
ঢালিয়া উৎসাহ-মদ—
বাজিছে "বৃটিশ ব্যাণ্ডে" বিজয়ের বাজনা।

উড়িল পাঠান-রাজ্য ইংরাজের ফুৎকারে—
সমভূম ভস্মছার
অর্দ্ধেক "বালাহিসার",
"সুতর্‌গর্দ্দান্"-শিরে "হাইলণ্ডর" বিহারে!

"সের আলি", "ইয়াকুব", "দোরাণী" অফ্‌গানা
"ঘিলিজি"-"হেরাটী"-দল
পদে দলি ছোটে বল—
অশ্বারোহী, পদাতিক,
"আইরিশ্", গুরুখা, শিখ্,
পাহাড় পর্ব্বত ছিঁড়ে দউড়ে তোপ্‌খানা।

ইংরাজ আফ্‌গানে খালি নহে এই যোঝনা,
জানিহ ভারতবাসী
"ইউরোপ্" "আসিয়া" আসি
এ রণ-তরঙ্গে ভাসি কৈল শক্তি-তুলনা।

* আফ্‌গানস্থানের উত্তর সীমাস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী।

তুলনা করিল শক্তি পুনরায় দু'জনে
হের তুরস্কের গায়
"প্লেভানা"-দুর্গ* যেথায় ;
চমকি ধরণীতল
শিরে বাঁধি যশোজ্জ্বল
লুটাইল "অসমান্"† রুসিয়ার চরণে।

লুটাইল "জুলু-রাজ"‡ পশুরাজ-বিক্রমে
যুঝিয়া ইংরাজ সনে
দুর্জ্জয় সমর-পণে,
ঘুচাইয়া বন্যজাতি "আফ্রিকে"র বিভ্রমে।

লুটে "গোলন্দাজ" পায় এখনও "জাভায়"§
"আচিনী"¶ সমর-প্রিয়
হারায়ে সর্ব্বস্ব স্বীয়।
লুটিয়াছে বার বার
ব্রহ্ম, পারসিক আর
চীন, শ্যাম, আরবীয়,—ইউরোপের পায়।

পূর্ব্বে যথা হিমালয়-অধিবাসী-দেবতা
করিল অসুরে জয়
ঐশ্বরিক প্রতিভায়,
যার তরে আর্য্য-জাতি-খ্যাতি আজও জাগ্রতা।

* সম্প্রতি রুসিয় ও তুরস্কদিগের সহিত এইখানে শেষ যুদ্ধ হয়।

† তুর্কিসেনাপতি।

‡ দক্ষিণ আফ্রিকার "জুলু" নামক অসভ্য জাতির রাজা শিবাত।

§ যবদ্বীপ।

¶ যবদ্বীপনিবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা প্রায় দুই বৎসর কাল যাবৎ ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্প্রতি পরাজিত হইয়াছে।

সেই ঐশ্বরিক তেজে এ ধরণীমণ্ডলে
উন্নত উন্নতি-পথে,
সদা-সিদ্ধ-মনোরথে,
বিজ্ঞান-বিদ্যুতাভাসে
দুর্জ্জয় দ্যুতি প্রকাশে,
চলেছে ইউরোপ্‌-বাসী উপহাসি অচলে।

বেঁধেছে পৃথিবী-অঙ্গ লৌহপাত প্রসারি,
পবনে শকটে বাঁধি
চলেছে উড়ায়ে আঁধি,
ফেলেছে ধরণী-পৃষ্ঠে লতা যেন বিথারি!

শূন্য হ'তে টানি আনি উন্মাদিনী দামিনী-
আজ্ঞাবহা করি তায়
ঘুরাইছে বসুধায়,
অগাধ অতলস্পর্শ
সিন্ধুতল করি স্পর্শ
খেলাইছে সে লতায় কিবা দিবা যামিনী!

খুলিতে বাণিজ্য-পথ মিশাইছে সাগরে
অন্য সাগরের জল,
ভেদ করি মহীতল,
ভূধর, বালুকামাঠ—দূর করি অন্তরে।

নদীর উপরে নদী সশরীরে তুলিয়া
চলেছে দেখায়ে পথ—
কোথা বা সে ভগীরথ!
উপরে অর্ণবপোত
ধারাবাহী বহে স্রোত—
জঠরে প্রশস্ত পথ দুই কূল যুড়িয়া।

কি গড়েছ, হে বিশ্বাই, এ সবের তুলনা।
দেবতার শিল্পী তুমি,
হের দেখ মর্ত্ত্য-ভূমি
নির্ভয়ে চলেছে তব স্বর্গে দিতে লাঞ্ছনা।

শোন হে গর্ব্বিত বাণী কি বলিছে বদনে—
শূন্য-পথে বায়ু-স্রোতে
চালাবে মারুত-পোতে,
জলে যথা জলযান
শূন্যে তথা ভ্রাম্যমাণ
কর্ণ দণ্ড পাল তুলি গগনের গহনে।

না দিবে থাকিতে রোধ ধরাতল আকাশে,
না কাটি "প্যানেমা"-চল*
সসজ্জ তরণীদল
"অতলন্ত"-সিন্ধু† হ'তে উর্দ্ধে তুলি বাতাসে

নামায়ে "শান্তসাগরে"‡ পূর্ব্বভাবে ভাসাবে।
স্থির করি চপলায়,
নগর-নগরী-কায়
ফুটায়ে সূর্য্য-আকারে,
ঘুচায়ে নিশি-আঁধারে,
ইচ্ছামত ক্ষণপ্রভা দামিনীরে হাসাবে।

বল হে "আসিয়া"-খণ্ড-অধিবাসী যাহারা—
অর্দ্ধভাগ ধরাতল
তোমাদের বাসস্থল—
কোন্ পথে—কি উদ্দেশে চলেছ হে তোমরা?

* উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যস্থ যোজক।

† ইউরোপ্ এবং উত্তর আমেরিকার মধ্যস্থ মহাসাগর।

‡ আসিয়া এবং উত্তর আমেরিকার মধ্যস্থ মহাসাগর।

“ইউরোপ্” ব্রহ্মাণ্ডজয়ী যে বীর্য্যের ধারণে,
শরীরে কিবা অন্তরে
কোন্ অংশ তার ধ’রে,
বিরাজিছ এ জগতে ?
সাধিতেছ কোন্ ব্রতে ?
চলেছ কালের সঙ্গে কি চিন্তায় মগনে ?

অদৃষ্টে নির্ভর করি নামিতেছ পাতালে।
“ইউরোপ্” বাঁধিছে সিঁড়ি
আকাশ ভূধর ছিঁড়ি,—
কেবলি উর্দ্ধেতে গতি দিবা সন্ধ্যা সকালে।

তোমাদের দিবা সন্ধ্যা প্রাতঃকাল রজনী
সকলি সমান জ্ঞান।—
আছে কি না আছে প্রাণ,
অন্ধ অথর্ব্বের প্রায়
ডাক খালি বিধাতায়,
বলিলে অদৃষ্টে দোষি তুষ্ট হবে তখনি ?

কি দোষ রে বিধাতার—কিবা দোষ প্রাক্তনে
কি না, বল, দিলা বিধি ?
করিতে ধরার নিধি
বিধাতার সাধ্য যাহা দিয়াছে এ ভুবনে।

দিয়াছে এতই এরে স্বপনে কখন
“ইউরোপ্” না হেরে তায়।
বল হে কোথা সেথায়
এমন পর্ব্বত, নদ,
এমন দারু, নীরদ,
এত খনি-জাত ধাতু, এত শস্য-রতন।

কোথায় সেখানে, হায়, হেন রশ্মি তপনে।
এত জাতি ফুল ফল,
এমন নিশি শীতল,
দেখেছে পাশ্চাত্য কোথা হেন শশিকিরণে।

সকলি দিয়াছে বিধি অভাব যা কেবলি—
আমাদেরি হৃদিতলে
সে স্রোত নাহিক চলে
আশ্রয় করিয়া যায়
পাশ্চাত্য আগুয়ে ধায়—
বাঁচিতে—মরিতে, হায়, জানি না রে কেবলি।

অই দেখ জানে যারা করিতেছে ঘোষণা—
শোন হে "আসিয়া"-বাসী
কি উল্লাস পরকাশি
"হিন্দুকুশ"-চূড়ে বাজে বৃটিশের বাজনা।

এ নয় দামামা, ডঙ্কা, ঝাঁঝরির ঝননা;
আতঙ্কে মেদিনী কাঁপে,
বাজিছে সমর-দাপে—
নাচায়ে বীরের পদ,
ঢালিয়া উৎসাহ-মদ—
বাজিছে "বৃটিশ-ব্যাণ্ডে" বিজয়ের বাজনা।

পদ্মফুল

যত বার হেরি তোরে কেন ভুলি বল্
ওরে শতদল পদ্ম ?
কি আছে ও শ্বেত বর্ণে,
কি আছে ও নীল পর্ণে,
যখনি নিরখি—আঁখি তখনি শীতল।

যত বার হেরি তোরে কেন ভুলি বল্
ওরে প্রস্ফুটিত পদ্ম ?

যখন সূর্য্যের রশ্মি মাখিয়া শরীরে,
হাসিটি ছড়ায়ে মুখে
ভাসো নীল বারি-বুকে,
ঢল-ঢল তনুখানি কতই সুখী রে—
হেরিলে তখন কেন আমিও হাসি রে
ওরে মোহকর পদ্ম ?

আমারও অধরে হাসি অমনি মধুর
ফোটে রে আপনি আসি,
তোমারি হাসির হাসি
পরকাশে হৃদিতলে—আহা কি মধুর !
কেন, বল, হেরে তোরে হৃদয় বিধুর
ওরে সর-শোভা পদ্ম ?

আবার যখন, আহা, শিশিরের জলে
ভিজিয়া মনের খেদে,
গোট করি কেঁদে কেঁদে
দলগুলি মোদ, ফুল, গুণ্ঠনের তলে—
তখন হেরিলে কেন মম হৃদি গলে
ওরে রে মুদিত পদ্ম ?

দেখিলে তখন তোরে আমিও হৃদয়ে
পাই রে কতই ব্যথা !
মনে পড়ে কত কথা
ফুটিত হৃদয়ে যাহা জীবন-উদয়ে—
খেলাত চঞ্চল মনে উন্মাদিত হয়ে !
ওরে আচ্ছাদিত পদ্ম ?

কি যে কোমলতা তোর থরে থরে থরে
পত্রদলে, শতদল।
হৃদি তোর কি কোমল।
সেই জানে কোমলতা হৃদে যার ঝরে।—
আমি ভিন্ন কেহ আর জানে কি অপরে
হে কমলবাসী পদ্ম?

ফোটে ত রে এত ফুল তড়াগের কোলে
শুভ্র নীল লাল আভা,
কাহারও শরীর প্রভা
কই ত আমার মনে ওরূপে না খোলে?
এত সুখে চিত্ত কই দেখি না ত দোলে
রে চিত্ত-মাদক পদ্ম?

দেখেছি ত পুষ্প তোরে আগেতে কতই
সেকালে খেলিছি যবে,
সখারা মিলিয়া সবে,
তৃণময় হ্রদতীরে বিহ্বলিত হই—
তখন এ গাঢ়ভাবে ডুবি নি ত কই
ওরে ভাবময় পদ্ম?

এত যে লুকানো তোতে আগে ত জানি নে!
যৌবনেতে সুখোদয়
হায় রে সকলে কয়—
প্রৌঢ়-সুখ কাছে আমি সে সুখ মানি নে।
পরিণত সুখ বিনা সুখ কি জানি নে
ওরে মনোহর পদ্ম?

যে বাস তোমাতে, হায়, সে বাস কি আর
আছে অন্য কোন ফুলে?
অমন সুবাস তুলে

ছোটে কি সুরভি গন্ধ জুঁই মল্লিকার ?
তোরি বাসে কেন হৃদি মুগ্ধ রে আমার
যে কুন্দলাঞ্ছন পদ্ম ?

গোলাপ, কেতকী, চাঁপা, কামিনীর থরে
এত কি শোভে রে বন ?
এত কি মোহে রে মন ?
হেরে যবে তোরে ফুল্ল হ্রদের লহরে
কি যেন খেলে রে রঙ্গে হৃদয়-নির্ঝরে
হে সর-রঞ্জন পদ্ম !

কথাটি ত নাহি মুখে—জান না ত বাণী—
তবু, ওরে শতদল,
কেমনে প্রকাশ, বল্,
যে কথা হৃদয়ে তোর—কেমনে বা জানি,
ওরে গুপ্তভাষী পদ্ম ?

কেও কি দেখে না আর এ তোর সরল
মাধুরী-প্রতিমাখানি।
কেও কি শোনে না বাণী
তোর ও কোমল মুখে ?—আমিই পাগল।
আমিই একা কি মত্ত পিয়ে ও গরল
ওরে উন্মাদক পদ্ম ?

কেন, বল, এইরূপে ঘুরি নিরন্তর
যেখানে তোমার দল
ফুটিয়া সাজায় জল ?
না দেখিলে কেন হয় এরূপ অন্তর—
কেন দেখি শূন্য মহী যেন বা গহ্বর
বল হৃদিগ্রাহী পদ্ম ?

ঘুরি ত কতই স্থানে—কত দেখি, হায়,
রাজগৃহ, বন্ধু-গেহ,
পাই ত কতই স্নেহ,
তবু কেন, বল্, চিত্ত তোরি দিকে ধায়—
বল্ রে নিকটে তোর ধায় কি আশয়
ওরে চিত্তচোর পদ্ম ?

ধন, মান, বিভবের সৌরভ শোভায়
এত ত মোহে না হৃদি,
থাকে না ত প্রাণে বিঁধি
এমন সুরভি-শোভা সংসার-লীলায়।
ভ্রমেছি ত এত কাল খেলায়ে সেথায়
হে ক্রীড়াকুশল পদ্ম।

কত বার করি মনে ভুলিব রে তোরে,
ধরিব সংসারী-সাজ
ভাঁজিয়া হৃদয়-ভাঁজ,
অন্য সাধে হৃদে ধরি ঘুরি মর্ত্ত্য-ঘোরে—
ভুলে যাই শুক্লবর্ণ—ভুলে যাই তোরে।
হায়, মোহকর পদ্ম,

না পশিতে চিত্ততলে সে কল্পনা-মূল
শুখায় সে সাধ-লতা।
ভুলি রে সে সব কথা।
ভুলিতে পারি না কিন্তু একমাত্র ভুল—
কি মাধুরী-ডোর তোর, হায় রে, অতুল
ওরে মধুময় পদ্ম।

সত্য কি রে তোরি দেহে এত শোভা বাস ?
কিম্বা সে আমারি মন,
প্রমাদে হয়ে মগন,

ভাবে আপনার প্রভা তোতে পরকাশ—
চেতন ভাবিয়া তোরে শোনে নিজ ভাষ
ওরে জড়দেহ পদ্ম ?

যাই হোক্, যে বিধানে আমার হৃদয়
মিশুক মাধুর্য্যে তোর,
হ'লে জীবনের ভোর,
তবুও স্বপনে তুই হবি রে উদয়—
ভুলিব না তবু তোরে, রে সুষমাময়
সুগন্ধ-নিবাস পদ্ম !

ভাবি শুধু কেন বিধি করিলা এমন—
এত শোভা বাস যার
পঙ্কেতে জনম তার,
পঙ্কজ বলিয়া তারে ডাকে সাধুজন !
জানি না বিধির, হায়, রহস্য কেমন
ওরে শুদ্ধচেতা পদ্ম !

হায়, বিধি, এ মনও কি তেমতি বিধানে
বাঁধিলা এ দেহপুটে ?
কলুষ-পঙ্কেতে ফুটে,
তাই এত ক্ষিপ্ত মন ডোবে ভাসে বানে ?

বুঝেছি, রে শতদল, অচ্ছেদ্য বন্ধনে
তাই তুই আমি বাঁধা,
এক সঙ্গে হাসা কাঁদা,
তাই, ওরে পদ্মফুল, এ মিল দু'জনে !
ভুলিব না তোরে, পদ্ম,
ভুলিব না—ভুলিব না—জীবনে মরণে !

রেলগাড়ী

এসো কে বেড়াতে যাবে—শীঘ্র কর সাজ্;
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ।
শীঘ্র উঠ—ত্বরা করি,
বাক্স, ব্যাগ্, তল্পি ধরি;
এখনি বাজিবে বাঁশী,
ঠং—ঠং—ঠং কাঁসী
বাজিবে ইস্পাৎ-বোলে,
ছাড়িবে নিশান-দোলে,
শীঘ্র উঠ—পড়ে থাক্ ছড়ি, ঘড়ি, তাজ্;—
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ!

অই শুন টিকিটের ঘরে কিবা গোল!—
মানুষের গাঁদি যেন—ঠেকাঠেকি কোল।
টকস্ টকস্ নাদে
বাবুরা টিকিট্ ছাঁদে,
হাঁপায়ে হাঁপায়ে ছোটে,
শাড়ী, ধুতী, হ্যাট্, কোটে
ঠেকাঠেকি—ছুটে যায়
কেহ কারে না সুধায়,
গ্যালো গ্যালো মুখে বোল্,
আয়, নে রে, খোল্, তোল্;
হের চলে কাণাকাণি
কিবা লাট্, রাজা, রাণী!
অই ফুকারিল বাঁশী,
ঠং—ঠং শেষ কাঁসী,
গাড়ীতে পড়িল চাবি—আর নাহি গোল,
দুলিল সবুজ-রঙা পতাকার দোল্।

চলিল পুষ্পকরথ ফুকারে ফুকারে,
এখান নিশ্বাস ছাড়ি দেখ হে দু'ধারে—
হরিতবরণ মাঠ,
ধান্য, নীল, ইক্ষু, পাট,
আকাশ ঠেকেছে যেথা
দিগন্তে বিস্তৃত সেথা।
দেখ হে দু'ধারে চেয়ে
পশ্চাতে চলেছে ধেয়ে
সারি সারি নারিকেল,
তাল, বট, আম, বেল,
জাঙাল, পগার, বাঁধ,
বেড়, বাড়ী, নানা ছাঁদ,
সৌদামিনী-বাঁধা-হার
ছুটেছে তামার তার,
উড়িয়া চলেছে রথ
বেগেতে কাঁপিছে পথ—
পক্ষী মৃগ দূরে পড়ি মানিতেছে লাজ—
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ।

চলুক্ চলুক্ রথ—যে যার ভাবনা
ভাবো বসে নিরুদ্বেগে ছুটায়ে কল্পনা;
স্বভাবের প্রিয় যারা
হের গিরি বারিধারা,
নিবিড় ভূধর-গায়
হের খেলা কুয়াসায়,
নিশিতে নক্ষত্র-পাঁতি
হের চন্দ্রমার ভাতি,
দেখ হে অনন্ত দৃশ্য ছড়ান মাথায়—
দেখ দিগন্তের কোলে কি শোভা খেলায়!

হের হের তীর্থ-মনে চলেছ যাহারা
পথের দু'ধারে তীর্থ—শীঘ্র নামো তারা,
গেলো চলে—গেলো রথ,
অই বৈদ্যনাথ-পথ,
গুহাতে সবে না দেরি,
কাজ নাই সঙ্গী হেরি,
দেখিতে দেখিতে যাবে
সীতাকুণ্ড আগে পাবে,
কিছু দূর আগে তার
বাঁকিপুর—গয়া-দ্বার,
দণ্ড কত যাক্ যান
পাবে কাশী তীর্থস্থান,
প্রয়াগ, অযোধ্যা ছাড়ি পাবে অগ্রবন—
মথুরা তাহার পরে হের বৃন্দাবন।

মানবজনম, হায়, সার্থক হে আজ—
সাবাস্ বাষ্পীয় রথ—সাবাস্ ইংরাজ।
আরো দূরে যাবে যারা
শীঘ্র রথে উঠ তারা,
হরিদ্বার, গঙ্গাঝরি,
পুষ্কর, দ্বারকাপুরী,
নর্ম্মদা কাবেরী নদ,
কৃষ্ণা-গোদাবরী-পদ,
ঈলোরা বৌদ্ধ-গহ্বর,
সেতুবন্ধ-রামেশ্বর,
ভ্রমিবে নক্ষত্র-গতি,
পর্ব্বতশৃঙ্গেতে পথি
হেরিবে বিমানে চড়ি—ত্রেতায় যেমন
সীতারামে ইন্দ্ররথে সিন্ধু-দরশন।

এসো হে কে যাবে, চল ভারত-ভ্রমণে
দুয়ারে পুষ্পকরথ ছাড়িছে নিস্বনে।—
আর কেন বঙ্গবাসী
পায়ে বেঁধে রাখ ফাঁসী,—
বাঙ্গালীর যে দুর্নাম
ঘুচায়ে, সাধ হে কাম,
আর যেন স্ত্রৈণ ব'লে
বাঙ্গালীরে নাহি বলে,
এবে পরিষ্কার পথ
যাও যথা মনোরথ,
বোম্বাই কিম্বা কলিঙ্গ,
সিলং, দুর্জয়লিঙ্গ,
সিমিলা-পাহাড়-পাট,
কাশ্মীর, মারহাট্টা-ঘাট,
যেখানে ক'রে গমন
সাধিতে পার হে পণ
পুষ্পকবিমানে চ'ড়ে সেইখানে যাও—
বাঙ্গালীর লজ্জাকর দুর্নাম ঘুচাও।
ভারত-ভ্রমণে চলো শীঘ্র কর সাজ্
দুয়ারে পুষ্পকরথ বেঁধেছে ইংরাজ।

ধন্য রে বিমান! ধন্য!
ধন্য হে ইংরাজ ধন্য।—
কলে জিনিয়াছ কাল,
অঙ্গারে জ্বালায়ে জ্বাল,
বহ্নিরে বেঁধেছ রথে,
পবনের মনোরথে
তুচ্ছ করি, কর খেলা
কি নিশি মধ্যাহ্ন-বেলা,

বেঁধেছ ভারত-অঙ্গ
লৌহজালে করি রঙ্গ,
অসুর-অসাধ্য কাজ সাধিতেছ জগতে।—
জড়ে প্রাণ দিতে পার দেবের দর্পেতে,
পারো না কি বাঁচাইতে নির্জ্জীব ভারতে?

বিশ্বেশ্বরের আরতি*

[আকারাদি দীর্ঘ স্বরবর্ণের প্রকৃতরূপ উচ্চারণ এবং অকারান্ত পদের শেষ 'অ' উচ্চারণ করা আবশ্যক।]

জয় দেব জয় দেব জয় গিরিজা-পতি
শিব, গিরিজা-পতি দাসে পালহ নিত্য
শিব, পালহ দাসে নিত্য জগদীশ কৃপা কর হে ॥১
জয় দেব জয় দেব কৈলাস-গিরি-শিখরে
কল্পদ্রুম-বিপিনে শিব, কল্পদ্রুম-বিপিনে
গুঞ্জরে মধুকর-পুঞ্জে কোকিল কুজয়ে
কুঞ্জবন গহনে খেলয়ে হংসাবন ললিত
শিব, হংসাবন ললিত প্রসারি কলাপ কলাপী
নাচয়ে অতি সুখিত ॥২ জয় দেব জয় দেব
তব সুললিত দেশে মণিময় আলয়ে

* কাশীর শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী কোং কর্ত্তৃক বিশ্বেশ্বরের আরতি বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তদবলম্বনে এবং যে সকল ব্রাহ্মণেরা আরতি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের সাহায্যে এই অনুবাদ করিয়াছি। প্রায় অনেক স্থলেই মূলের শব্দগুলি ঠিক ঠিক আছে, তবে বাঙ্গালা ভাষায় পঠন ও ভাবগ্রহণ হইতে পারে, তজ্জন্য যেখানে যেরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে তাহাই করিয়াছি। হিন্দি ভাষাতেও বিশ্বেশ্বরের আরতি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে, কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী কোং দ্বারা মুদ্রিত সঙ্কলনের ন্যায় উহা পরিশুদ্ধ নহে। এই সঙ্কলন-কার্য্যে কলিকাতা শোভাবাজারের ৺রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের জামাতা পরলোকপ্রাপ্ত অমৃতলাল মিত্র মহোদয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

শিব, মণিময় আলয়ে বসিয়া হর নিকটে
গৌরী অতি সুখিতা হেরি ভূষণ ভূষিত নিজ ঈশে
হেরি ভূষিত নিজ ঈশে সেবে ব্রহ্মা আদি দেবতা
শিব, চরণ ধরি শিরসে ॥৩ জয় দেব জয় দেব
নাচয়ে সুরবনিতা হৃদয়ে অতি সুখিতা
শিব, হৃদয়ে অতি সুখিত কিন্নর করয়ে গীতি
সপ্তস্বর সহিত থৈ থৈ নাদয়ে মৃদঙ্গ
শিব, নাদয়ে মৃদঙ্গ তাংধিক তাংধিক তাং তাং শবদে,
বীণা বাদয়ে অতি ললিত কণুকণু কণুকণ নিনাদে ॥৪
জয় দেব জয় দেব রুণুঝুণু রুণুঝুণু রুণুঝুণু চরণে
শিব, নূপুর সমুজ্জ্বল ভ্রময়ে মণ্ডলে মণ্ডলে
শিব, মণ্ডলে মণ্ডলে তাং ধিকতা তাং ধিকতা
চথচথ লুপুচুপু লুপুচুপু চথচথ তালধ্বনি করতালে
শিব, তালধ্বনি করতালে অঙ্গুলি অঙ্গুষ্ঠ ঘন নাদে ॥৫
জয় দেব জয় দেব নাদয়ে শঙ্খ নিনাদয়ে ঝল্লরি
শিব, নিনাদয়ে ঝল্লরি আরতি করয়ে ব্রহ্মা
বেদধ্বনি পাঠে ধরি হৃদি-কমলে
তব মৃদু চরণ-সরোজ অবলোকয়ে তব রূপ
শিব, অবলোকয়ে তব রূপ নিজ পরমেশ্বর জ্ঞানে ॥৬
জয় দেব জয় দেব কর্পূরদ্যুতি গৌর
ধারণ আনন পঞ্চ শিব, আনন পঞ্চ
বিষ কণ্ঠে গ্রহিত সুন্দর জটা-কলাপ
পাবকযুত ভাল শিব, পাবকযুত ভাল
বাম-বিভাগে গিরিজা তব রূপ অতি ললিত ॥৭
জয় দেব জয় দেব ত্রিশূল বজ্র খড়্গ
ধারণ পরশু শিব, ধারণ পরশু
পাশ বরাভয় অঙ্কুশ নাদয়ে ঘন ঘন ঘণ্টা
মস্তকে শোভয়ে গঙ্গা উপনীত সুরতটিনী
শিব, শিরে উপনীত সুরতটিনী উপবীত পন্নগ
রুদ্রাক্ষালঙ্কৃত বরবক্ষে ॥৮ জয় দেব জয় দেব

মনসিজ-ভস্ম-বিভূষিত অঙ্গ শিব, ভস্ম-বিভূষিত অঙ্গ
ত্রিতাপ নাশন সাযুজ্য প্রাপণ ধ্যানে ধারণ করে যে ভকতে
করে যে ভকতে ধারণ শ্রুতিতে এই তব বৃষভধ্বজ রূপ ॥৯
ওঁ জয় দেব জয় দেব জয় জয় গঙ্গাধর হর
জয় শিব জয় গিরিজাপতি দাসে পালহ নিত্য
শিব পালহ দাসে নিত্য জগদীশ কৃপা কর হে ॥১০
শিব শিব শম্ভো ॥

বাঙালীর মেয়ে

কে যায় কে যায় অই উঁকিঝুঁকি চেয়ে ?
হাতে বালা, পায়ে মল, কাঁকালেতে গোট,
তাম্বূলে তামাকুরস—রাঙা রাঙা ঠোঁট,
কপালে টিপের ফোঁটা, খোঁপা-বাঁধা চুল,
কসেতে রসনা ভরা—গালে ভরা গুল,
বলিহারি কিবা শাটী দুকূলে বাহার,
কালাপেড়ে শান্তিপুরে, কল্মে চুড়িদার,
অহঙ্কারে ফেটে পড়ে, চলে যেন ধেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে !

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
মুখের সাপটে দড়, বিপদে অজ্ঞান,
কোঁদলে ঝড়ের আগে, কথায় তুফান,
বেহদ্দ সুখের সাধ—পা-ছড়ায়ে-বসা,
আঁচলের খুঁট্টি তুলে অঙ্গমলা-ঘষা !
নমস্কার তাঁর পায়—পাড়ায়-বেড়ানী
পেট্টি ভরা কুঁজ্‌ড়ো কথা, পরনিন্দা গ্লানি,
কথায় আকাশে তোলে, হাতে দেয় চাঁদ,
যার খায়, যার পরে, তারি নিন্দাবাদ,
রসনা কলের গাড়ী চলে রাত্রি দিন,

ঘাড়েতে পড়েন যার—বিপদ সঙ্গিন,
খেয়ে যান্, নিয়ে যান্, আর যান্ চেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে।

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
ধারাপাতে মূর্ত্তিমান, চারুপাঠ-পড়া,
পেটের ভিতরে গজে দাসুরায়ী ছড়া।
চিত্রিকাজে চিত্রগুপ্ত—পীঁড়িতে আল্পানা,
হদ্দ বাহাদুরি—"ছিরি," বিচিত্র কারখানা।
অঙ্কশাস্ত্রে—বররুচি, গ্যালিলো, নিউটান,
গণ্ডা করি গুস্তে হ'লে জানের বাড়ী যান;
পাস্তেড়ে প'ড়োর মত অক্ষরের ছাঁদ,
কলাপাতে না এগুতে গ্রন্থ-লেখা সাধ।
ক্ষীরপুলি, পায়েস, পীঠা, মিষ্টান্নের সীমা,
বলিহারি বঙ্গনারী তোমার মহিমা।
জলো দুধে পুষ্টদেহ তেলে জলে নেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে।

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
সমুখে দুধের কড়া—কাঠিতে ঘোটন,
খোলা চুলে চুলো জ্বেলে ধোঁয়াতে ক্রন্দন!
তপ্ত ভাতে ভরা হাঁড়ী বেড়ী ধ'রে তোলা,
মদগুর-মৎস্যের ঝোলে ধনেবাটা গোলা,
খাড়া বড়ী শাক্ পাতাড়ে বিলক্ষণ টান্,
কালিয়ে কাবাব্ রেঁদে দেমাকে অজ্ঞান।
শাখেতে পাড়িতে ফুঁক চূড়ান্ত নিপুণ,
হুলুধ্বনি কোলাহলে চতুর্ম্মুখ খুন।
রান্নাঘরে হাওয়া-খাওয়া, গাড়ী-মুদে-যাওয়া,
দেশশুদ্ধ লোকের মাঝে গঙ্গাঘাটে নাওয়া।
বাসরঘরে ঝুমুর কবি চখের মাথা খেয়ে,

প্রভাত হ'লে পিস্‌শাশুড়ী ঘোম্‌টা মুখে ছেয়ে—
সাবাস্‌ সাবাস্‌ তোরে বাঙালীর মেয়ে।

ব্রতকথা, উপকথা, সেঁজুতি-পালন,
কালীঘাটে যেতে পেলে স্বর্গে আরোহণ।
মেয়ে ছেলের বিয়ে পর্ব্বে গাজনের গোল,
যাত্রা-সঙে নিদ্রাত্যাগ—ছেলে-ভরা কোল,
ভূত পেরেতে দিনে ভয়, অন্ধকারে কাঠ,
শক্ত রোগে রোজা-ডাকা, স্বস্ত্যয়ন, পাঠ,
তীর্থস্থানে পা পড়িলে আহ্লাদে পুঁতুল,
হাট-বাজারে লজ্জাহীনা, ঘরে কুঁড়িফুল।
গুঁড়িকাষ্ঠ, নুড়িশিলা, ভক্তিপথে নেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে।

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
রসের মরাল যেন জলটুকু ছেড়ে
দুধটুকু টেনে খান আগে গিয়া তেড়ে,
চিনের পুঁতুলে সাধ, বাক্‌স টিনে পেটা।
"র‍্যাফেল"-বধা ছবিগুলি ঘরে দোরে সাঁটা।
খেলায় দিগ্‌গজ কেঁয়ে, চোরের সদ্দার,
লুকোচুরি যমের বাড়ী—স্পষ্ট করে ঠার।
আয়েস্‌ খালি খোঁপা বাঁধা, নয় বিননো ঝারা,
দ্বন্দ্ব হলো কচি ছেলে টেনে এনে মারা।
কার্পেটে কারচুপি কাজ কারু নব্য চাল,
ঘরকন্নায় জলাঞ্জলি ভাত রাঁধতে ডাল।
নিজে ঘাটে, অন্যে দোষে, মুক্‌সাপটে দড়,
হুজুতে হারিলে কেঁদে পাড়া করে জড়;
বাঙালী মেয়ের গুণ কে ফুরাবে গেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে।

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
মৃদু মৃদু হাসিটুকু অধরে রঞ্জন,
সাবাস্ সাবাস্ নাক চোকের গড়ন ;
কালো চুলে কিবা ঘটা, চোখে কাল তারা,
দেখে নাই যারা কভু দেখে যাক্ তারা !
ভাসা ভাসা খাসা চোখ তুলি দিয়ে আঁকা,
তা উপরি কিবা সরু ভুরুযুগ বাঁকা !
থমকে থমকে থির গতি কি সুন্দর,
হাসি হাসি মুখখানি কিবা মনোহর !
আহা আহা লজ্জা যেন গায়ে ফুটে আছে—
কোথা লজ্জাবতী তুই এ লতার কাছে ?
চক্ষু যদি থাকে কারো তবে দেখো চেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে !

বৃত্রসংহার কাব্য

[১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ১ম খণ্ড ও ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ২য় খণ্ড প্রথম প্রকাশিত]

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬০

মূল্য পাঁচ টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৭'২—২০. ৬. ৫৩

ভূমিকা

'বৃত্রসংহার' হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, কাহারও কাহারও মতে শাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য হিসাবে মধুসূদনের 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে'র উপরেও ইহার স্থান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাহিনী-কাব্যগুলি লইয়া বিস্তর বাগ্‌বিতণ্ডা ও তর্কজালের সৃষ্টি হইয়াছিল; আজ অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল পরে সাময়িকপত্র ও সমালোচনা-গ্রন্থের বিপুল বাক্যোচ্ছ্বাস হইতে আমরা স্পষ্টই অনুভব করিতে পারি যে, সাময়িক ভাবে হেমচন্দ্রের কবি-যশ সর্বগ্রাসী হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মহাকবিরূপে প্রতীত হইয়াছিলেন। সমালোচকগণ এই সিদ্ধান্তে কি ভাবে কোন্ যুক্তির বলে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সামান্য চেষ্টা করিলেই তাহা দেখিতে পাইবেন। আমরা আজ বুঝিতে পারিতেছি, কাল সে বিচার অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লয় নাই এবং সে ইতিহাস অতীত বিস্মৃত ইতিহাসেরই সামিল হইয়া গিয়াছে; ভাষা ও ছন্দ প্রয়োগে যে কাঠিন্য ও অনমনীয় দৃঢ়তা ললিতগীতিপ্রাণ বাঙালীর কাছে সেদিন মধুসূদনকে ঢিলাঢালা-শিথিল হেমচন্দ্রের নীচে স্থান দিয়াছিল, তাহাই ক্রমে ক্রমে বাংলার কাব্যাকাশে মধুসূদনের প্রতিভাকে ভাস্বর ও গৌরবদীপ্ত করিয়া তুলিতেছে—হেমচন্দ্র প্রায় বিস্মৃত-অবহেলিত হইতে বসিয়াছেন। তথাপি হেমচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যে ও বাঙালীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবেন; কারণ, তিনি আমাদের সাজাত্যবোধ ও স্বদেশ-প্রেম যে পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, এমন আর সে-যুগের কোনও কবি করেন নাই। 'বৃত্রসংহার' পৌরাণিক কাব্য হইলেও তাহার মধ্যে আমরা বহু স্থলে আমাদের জাতীয় পরাধীনতার গ্লানিসূচক আক্ষেপ শুনিতে পাই।

'বৃত্রসংহার' দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড বাহির হয় ১২৮১ সালে, বেঙ্গল লাইব্রেরিতে জমা দিবার তারিখ ১৪ জানুয়ারি ১৮৭৫। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৬৭, মূল্য এক টাকা; টাইটেল-পেজ এইরূপ ছিল:—

বৃত্রসংহার। [কাব্য।] প্রথম খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক প্রকাশিত। (৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।) ১২৮১ সাল।

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'বঙ্গদর্শনে'র ১২৮১ মাঘ সংখ্যায় স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ইহার সমালোচনা করেন। গ্রন্থের ভূমিকায় হেমচন্দ্রের "ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন এবং সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞতা-দোষ"—স্বীকৃতির প্রতিবাদে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন :—

হেমবাবু, মিল্টনের অনুসরণ করিয়া থাকুন বা না থাকুন, তিনি…যে স্বকীয় কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠমাত্রেই সহৃদয় ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন। "নিবিড় ধূম্রল ঘোর" সেই পাতালপুরীর মধ্যে, সেই দীপ্তিশূন্য অমরগণের দীপ্তিশূন্য সভা—অল্প শক্তির সহিত বর্ণিত হয় নাই।…"পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ" ইহা প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি—মিল্‌টনের যোগ্য। বৃত্রসংহার কাব্য-মধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন সাহিত্য-সম্রাট্। সুতরাং বাংলা দেশ সচকিত হইয়া উঠিল। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র "বি-এ"-টীকাকার হেমচন্দ্র স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অবশ্য তৎপূর্বেই ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (ভাদ্র ১২৮০) হেমচন্দ্রের ললাটে এই বলিয়া রাজটীকা পরাইয়াছিলেন :—

কিন্তু বঙ্গকবি-সিংহাসন শূন্য হয় নাই। এ দুঃখ-সাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য-নক্ষত্র। মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক।

পৌনে তিন বৎসর পরে ১২৮৪ সালে [১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৭] দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২২৬, মূল্য এক টাকা। টাইটেল-পেজ এইরূপ :—

বৃত্রসংহার। [কাব্য।] দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক কলিকাতা, ভবানীচরণ দত্তের লেন, ১৭ সংখ্যক ভবনে প্রকাশিত। ১২৮৪ সাল।

'বৃত্রসংহার' সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু তাঁহার বিখ্যাত 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা'য় বলিলেন :—

এক্ষণকার কবিদিগের মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ দ্বারা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত।

হেমচন্দ্রের যশবিস্তার সম্পর্কে ঐতিহাসিক পাঠকের একটি বিষয় চোখে পড়িবে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শনে' (মধুসূদনের তিরোভাব-প্রসঙ্গে) হেমচন্দ্রের সপ্রশংস উল্লেখের পূর্বে তিনি মোটেই যশস্বী ছিলেন না। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১০৪ সংখ্যক 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে বেনামীতে বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে যে ইংরেজী প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে হেমচন্দ্রের উল্লেখ এই ভাবে আছে—"হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যদ্যপি তেমন খ্যাত হন নাই···" ইত্যাদি। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার ইতিহাস। প্রথম ভাগ।' পুস্তকে হেমচন্দ্রের নাম পর্যন্ত নাই। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা-ভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' অন্যান্য অনেক লেখকের মধ্যে হেমচন্দ্রের নামটি মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে এক পংক্তিও আলোচনা নাই। 'বঙ্গদর্শন' ছাড়া সর্বপ্রথম বিস্তৃত আলোচনা করেন ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে *The Literature of Bengal* পুস্তকে Ar Cy Dae অর্থাৎ রমেশচন্দ্র দত্ত। তিনি তাঁহার পুস্তকের ১৮৬-১৯১ পৃষ্ঠায় 'বৃত্রসংহারে'র প্রথম একাদশ সর্গের অর্থাৎ পুস্তকাকারে প্রকাশিত প্রথম খণ্ডের বিশ্লেষণ করেন এবং এই বলিয়া প্রসঙ্গ সমাপ্ত করেন, "We hope the poet will soon favor us with the remainder and so complete what is probably his greatest work." ইহার পর 'বৃত্রসংহার' সম্পর্কে অজস্র আলোচনা হইয়াছে, বিপুল তর্কের ধূলি উড়িয়াছে। উল্লেখযোগ্য আলোচনাগুলির মাত্র তালিকা দিতেছি। হেমচন্দ্রের কাব্য-গবেষকেরা সন্ধান করিয়া দেখিবেন :—

১। 'বঙ্গদর্শন' ১২৮১ মাঘ ও ফাল্গুন, ১ম খণ্ড সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদকীয় আলোচনা।

২। 'বঙ্গদর্শন' ১২৮৪ মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র, ২য় খণ্ড সম্পর্কে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদকীয় আলোচনা।

৩। রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' ২য় সংস্করণ ১৮৮৭, আলোচনার আরম্ভটি এইরূপ :—

> হেমবাবু যখন মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত মেঘনাদ বধের টীকা লেখেন, বোধ হয়, তৎকালেই ঐ পুস্তকের অনুকরণে এবং ঐরূপ প্রণালীতে কাব্য লিখিতে তাঁহার ইচ্ছা জন্মে—বৃত্রসংহার সেই ইচ্ছার ফল।

৪। 'কবি হেমচন্দ্র'—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ১৩১৮, শেষ চার অধ্যায়।

৫। 'বঙ্গবাণী' (২য় খণ্ড)—শশাঙ্কমোহন সেন ১৯১৫, পৃ. ১৬-২২।

৬। 'হেমচন্দ্র' (১ম খণ্ড)—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ ১৩২৬, পৃ. ২৯১-৩৫১।

৭। ঐ (২য় খণ্ড) ঐ ১৩২৭, পৃ. ৯১-২১২।

৮। 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়' (১ম খণ্ড)—শ্রীকালিদাস রায়, ১৩৫৬, পৃ. ১৪৬-১৫০।

৯। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড), ২য় সং—শ্রীসুকুমার সেন, ১৩৫৬, পৃ. ৩১২-৩২১।

কৌতূহলী পাঠক প্রথম বৎসরের (১২৮৪) 'ভারতী'তে বালক রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহিক বেনামী প্রবন্ধ "মেঘনাদবধ কাব্য" পড়িয়া দেখিতে পারেন। ইহাতে 'বৃত্রসংহারে'র সহিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কৌতুককর তুলনামূলক আলোচনা আছে। বলা বাহুল্য, মধুসূদনবিরোধী বালক রবীন্দ্রনাথ হেমচন্দ্রকেই জয়মালা দিয়াছেন।

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও নানা প্রবন্ধে 'বৃত্রসংহারে'র কাব্যরস ও নাটকীয় রসবর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে :—

> এই কাব্য কখনও যে সাধারণের প্রিয় হইবে, আমাদের সে ভরসা অল্প। ইহাতে পাঠককে সর্ব্বদা উর্দ্ধ দেবলোকে বিহার করিতে হয়। চিন্তাশীলতার এতটা প্রবর্ত্তনের জন্য পাঠক প্রস্তুত থাকিবেন না। কবি বকফুলের মত রাশি রাশি কবিত্বকুসুম কাব্যের পত্রে পত্রে ছড়াইয়া রাখেন নাই, পাঠকের অনায়াসলব্ধ পুরস্কার জুটিবে না। কবি বহুসংখ্যক পুষ্প নিষ্পেষিত করিয়া পুষ্পসার সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী ছিলেন, বহু গ্যালন জল ঘনীভূত করিয়া তুষারের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাষার নিবিড়তার জন্য এই কাব্য সাধারণ পাঠকের উপযোগী হয় নাই। কিন্তু এই কাব্যের অনন্যসাধারণ সংযম, পৌরুষ এবং নাটকীয় কৌশল বহু সম্মানের যোগ্য।—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ : 'হেমচন্দ্র' ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮-৯৯।

'বৃত্রসংহার' কাব্যের নীতি বা moral সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বক্তব্য এই :—

> সাধনা চাই, আরাধনা চাই। সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু চাই। পরহিতব্রতে দধীচির দেহত্যাগে তাহাই উক্তি। দধীচির প্রতি ইন্দ্রের উক্তিতে কবি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—

"কর্ত্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ-পরিহার,
জীবকুল-কল্যাণ সাধন অনুদিন।
পরহিতব্রত, ঋষি, ধর্ম্ম যে পরম ;
তুমিই বুঝিয়াছিলে উদ্‌ঘাটিলে আজ।"

দেবরাজ কর্ত্তৃক কল্লান্ত কঠোর আরাধনা, সাধনা, তপস্যা, পূজার পর কঠোর তপস্বী বিষ্ণুসেবক দধীচি ঋষির পরহিতব্রতে ত্যক্ত দেহের অস্থি হইতে বজ্রের উৎপত্তি। সেই বজ্রে বৃত্রের বিনাশ।

বৃত্রসংহার কাব্যের এই গভীর উপদেশ সফল করিতে হইলে, তরবারি পরম পুরুষার্থ, এ কথা আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে। তাহাতে যুবক হেমবাবুর পরাজয়ে বর্ষীয়ান্ হেমচন্দ্রের জয়জয়কারই ঘোষিত হইবার কথা। অথচ যুবক হেমচন্দ্রের জয়গীতিই গীত হইয়া থাকে। তাহার কারণ, দেবারাধনা বা পরহিতব্রত বৃত্রসংহারের আসল কথা হইলেও, ঐ দুটি কথা লুকান ছাপান আছে। কিন্তু জাতি-বৈর কাব্যে ওতপ্রোত। জ্বালা অনন্ত। জ্বালা নিবারণের পালা নিস্তেজ।

কবি শশাঙ্কমোহন সেন 'বৃত্রসংহারে'র কবিজনোচিত বিশ্লেষণের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন :—

'বৃত্রসংহার' কাব্যের নাটকীয় সমাধান সুন্দর। চরিত্রগুলি এক একটী বিশেষ বিশেষ স্থায়ীভাবে অনুপ্রাণিত ; কবির লক্ষ্য সর্ব্বত্র স্থায়ীভাবের উদ্দীপনায় স্থির আছে। ভাবের আলম্বন বা উদ্দীপন কারণ সমস্তই সবিশেষ গৌরবান্বিত ; চরিত্রসমূহের ভিত্তি, মেরুদণ্ড এবং অভিমানও অসাধারণ দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক। কাব্যের সৌষ্ঠব এবং চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষার বিষয়েও কবির তীক্ষ্ণদৃষ্টি সর্ব্বত্র লক্ষিত হইবে। কবি অবশ্য ভাষার লালিত্য, অথবা ভাবের সৌকুমার্য্য বিষয়ে সর্ব্বত্র অল্লাধিক উদাসীন—স্থানে স্থানে অবলম্বিত ছন্দের গুরুভারে ভাষাকে নিপীড়িত এবং ভাবকে নিষ্পেষিত হইতে দেখা যাইবে। আবার, কোথাও এক-একটা পদের ভিতর এত অর্থ সংহত হইয়া আছে যে, পাঠমাত্র মন ধ্যানস্থ হইয়া উঠিবে।

পরিশেষে আমরা ১৩১৯ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্যে' পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "কবি হেমচন্দ্র" প্রবন্ধ হইতে মধুসূদন-হেমচন্দ্রের তুলনামূলক বিচার উদ্ধৃত করিতেছি :—

মধুসূদন গুরু, হেমচন্দ্র শিষ্য ; মধুসূদন ওস্তাদ, হেমচন্দ্র সাকরেদ। কিন্তু হেমচন্দ্র এক গুরুর শিষ্য নহেন—তিনি ভারতচন্দ্রকেও গুরু করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বগামী কবিগণের ছন্দের ও ভাষার অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাই

হেমচন্দ্র পূর্বাগ্রজ মধুসূদনের অনুবর্তী হইতে পারেন নাই; তাই 'বৃত্রসংহার' ভাষায় ও ছন্দে কতকটা জগা-খিচুড়ী হইয়া গিয়াছে; তাই 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্য হইলেও, জাতি-বৈরের ব্যাখ্যাপুস্তক হইলেও, ভাষার বাঁধুনীর হিসাবে, ভাষার জমাট হিসাবে মেঘনাদের নিম্নস্তরে অবস্থিত। মেঘনাদে মিল্টনের গন্ধ পাইলেও সে গন্ধ দুর্গন্ধ বলিয়া মনে হয় না। কবির শব্দসম্পদে ও ভাবৈশ্বর্য্যে সে গন্ধ তীব্র ও মনোমোহন বলিয়া বোধ হয়। 'বৃত্রসংহারে' তেমনই দান্তের ইন্‌ফার্নোর গন্ধ পাওয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়, কবি যেন সে গন্ধ ঢাকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; পদে পদে যেন সেই ব্যর্থ চেষ্টায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াছেন। এইখানে ওস্তাদে ও সাক্‌রেদে পার্থক্য; এইখানে কে ছোট, কে বড়, স্পষ্ট বুঝা যায়। হেমচন্দ্র জাতি-বৈরের অপরাজেয় ও অদ্বিতীয় কবি—ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যেখানে জাতি-বৈরের কথা, সেইখানেই হেমচন্দ্র গুরুর উপর টেক্কা দিয়াছেন, সেইখানেই তিনি মধুসূদনের উপর চলিয়া গিয়াছেন। জাতি-বৈরের কাব্যের হিসাবে 'বৃত্রসংহার' বাঙ্গালার অদ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ—ভাবে, রসে ও ঝাঁজে যেন ফাটিয়া পড়িতেছে; এমন হয় নাই, বুঝি-বা এমন হইবে না।

হেমচন্দ্রের জীবিতকালে স্বতন্ত্রভাবে ও গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া 'বৃত্রসংহারে'র অনেকগুলি সংস্করণ হয়, আমরা সকলগুলির পাঠ মিলাইয়া ও বিচার করিয়া পরিষৎ-সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করিয়াছি।

বৃত্রসংহার কাব্য

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

কতিপয় কারণবশতঃ অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই এই পুস্তক প্রচার করিয়া প্রসিদ্ধ প্রথার অন্যথাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভরসা করি, পাঠকবর্গ আমার এ দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দঃ পাঠ করিলে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া পয়ারাদি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দঃ প্রস্তাব করিয়াছি। এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ও ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দঃই সন্নিবেশিত হইয়াছে। মৃত মহোদয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্বাগ্রে বাঙ্গালা কাব্য রচনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদ-বিন্যাস করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন। আমি তৎপ্রদর্শিত পথ যথাযথ অবলম্বন করি নাই। তদীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ মিল্টন্ প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণের প্রণালী অনুসারে বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজী ভাষাপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গলাভাষার সমধিক নৈকট্য-সম্বন্ধ বলিয়া যে প্রণালীতে সংস্কৃত শ্লোক রচনা হইয়া থাকে, আমি কিয়ৎপরিমাণে তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। বাঙ্গালায় লঘু গুরু উচ্চারণ-ভেদ না থাকায় সংস্কৃত কোন ছন্দেরই অনুকরণ করিতে সাহসী হই নাই, কেবল সচরাচর সংস্কৃতশ্লোকের চারি চরণে যেরূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ চতুর্দ্দশ অক্ষরবিশিষ্ট পংক্তির চারি পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে যত্নশীল হইয়াছি। পয়ারের যতি সংস্থাপনার যেরূপ প্রথা আছে, তাহার অন্যথা করি নাই; কেবল শেষ ছয় অক্ষর সম্বন্ধে একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি। প্রথম কিংবা তৃতীয় চরণের শেষে তিন তিন করিয়া ছয় অক্ষর থাকিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষে দুই চারি, চারি দুই, অথবা দুই দুই দুই করিয়া ছয় অক্ষর বিন্যস্ত করিতে হইয়াছে; তদ্রূপ প্রথমে দুই চারি, চারি দুই ইত্যাদি অক্ষর থাকিলে তাহার পরবর্ত্তী চরণে তিন তিন করিয়া ছয় অক্ষর সন্নিবেশিত করিয়াছি। যে যে স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, সেইখানেই কিঞ্চিৎ দোষ জন্মিয়াছে, কেবল তাদৃশ স্থলে যেখানে সংযুক্ত বর্ণ ব্যবহার করিয়াছি, সেই সকল পদ তত দূর দোষাবহ হয় নাই।

শিক্ষাভেদ অনুসারে গ্রন্থকারের রুচি ও রচনার প্রভেদ হইয়া থাকে। বাল্যাবধি আমি ইংরেজী ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত নহি, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থানে যে ইংরেজী গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন এবং সংস্কৃত ভাষার অনভিজ্ঞতাদোষ লক্ষিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে।

সর্ব্বত্র সম্বোধনপদে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা করি নাই, প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালাভাষায় সম্বোধনপদ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু পূর্ব্বলেখকদিগের প্রদর্শিত পথ একেবারে পরিত্যাগ করিতেও পারি নাই।

এ পুস্তকে বজ্রসৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছে দেখিয়া পাঠকবর্গের আপাততঃ বিস্ময় জন্মিতে পারে। অধুনাতন বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুসারে বিদ্যুচ্ছটার প্রকাশ ও বজ্রধ্বনির উৎপত্তি একই কারণ হইতে হইয়া থাকে; একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব সম্ভাবিত নহে। কিন্তু ইন্দ্রের বজ্র বিজ্ঞানশাস্ত্র-নিরূপিত বজ্র নহে। অতএব ইন্দ্রের বজ্রসৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পনা করা বোধ হয়, তাদৃশ উৎকট হয় নাই।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, সকল বিষয়ে কিংবা সকল স্থানে পৌরাণিক বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করি নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ স্থলে কৈলাসের উল্লেখ করিতেছি। পৌরাণিক বৃত্তান্ত অনুসারে কৈলাসের অবস্থিতি হিমালয় পর্ব্বতের উপর না করিয়া অন্যত্র কল্পনা করিয়াছি। ইহার দোষগুণ পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

খিদিরপুর,
১৮ পৌষ ১২৮১ সাল } শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সর্গ

*বসিয়া পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ,—
নিস্তব্ধ, বিমর্ষভাব চিন্তিত, আকুল ;
নিবিড় ধূমান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল,
নিবিড় মেঘডম্বরে যথা অমানিশি ।

যোজন সহস্র কোটি পরিধি বিস্তার—
বিস্তৃত সে রসাতল, বিধূনিত সদা ;
চারি দিকে ভয়ঙ্কর শব্দ নিরন্তর
সিন্ধুর আঘাতে স্বতঃ নিয়ত উত্থিত ।

বসিয়া আদিত্যগণ তমঃ আচ্ছাদিত,
মলিন, নির্ব্বাণ-প্রায় কলেবর-জ্যোতিঃ
মলিন নির্ব্বাণ যথা সূর্য্য ত্বিষাম্পতি,
রাহু যবে রবিরথ গ্রাসয়ে অম্বরে ;

কিম্বা সে রজনীনাথ হেমন্ত-নিশিতে
কুজ্ঝটি-মণ্ডিত যথা হীন দীপ্তি ধরে,
পাণ্ডুবর্ণ, সমাকীর্ণ পাংশুবৎ তনু ;—
তেমতি অমরকান্তি ক্লান্ত অবয়বে ।

ব্যাকুল, বিমর্ষ ভাব, ব্যথিত অন্তর,
অদিতি-নন্দনগণ রসাতল-পুরে,
স্বর্গের ভাবনা চিত্তে ভাবে সর্ব্বক্ষণ—
কিরূপে করিবে ধ্বংস দুর্জ্জয় অসুরে ।

চারি দিকে সমুত্থিত অস্ফুট আরাব
ক্রমে দেব-বৃন্দমুখে বহে গাঢ় শ্বাস,—

* পদবিন্যাস প্রথম সংস্করণ অনুরূপ ; কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত ।

ঝটিকার পূর্ব্বে যেন বায়ুর উচ্ছ্বাস
বহে যুড়ি চারি দিক্ আলোড়ি সাগর।

সে অস্ফুট ধ্বনি ক্রমে পূরে রসাতল
ঢাকিয়া সিন্ধুর নাদ গভীর নিনাদে ;
দেব-নাসিকায় বহে সঘন নিশ্বাস,
আন্দোলি পাতালপুরী, তীব্র ঝড়বেগে।

দেব-সেনাপতি স্কন্দ উঠিয়া তখন
কহিলা গম্ভীর স্বরে,—শূন্যপথে যেন
একত্রে জীমূতবৃন্দ মন্দ্রিল শতেক—
মহাতেজে সুরবৃন্দে সম্ভাষি কহিলা :—

"জাগ্রত কি দানবারি সুরবৃন্দ আজ ?
জাগ্রত কি অস্বপন দৈত্যহারী দেব ?
দেবের সমরক্লান্তি ঘুচিল কি এবে ?
উঠিতে সমর্থ কি হে সকলে এখন ?

"হা ধিক্! হা ধিক্ দেব! অদিতি-প্রসূত
সুরভোগ্য স্বর্গ এবে দনুজের বাস!
নির্ব্বাসিত সুরগণ রসাতল-ধূমে,
অবসন্ন, তেজঃশূন্য, অশক্ত, অলস!

"দুর্ব্বিনীত, দেবদ্বেষী দনুজ-প্রবেশে
পবিত্র অমরধাম কলঙ্কিত আজ,
অজর অমর শূর স্বর্গঅধিকারী,
দেববৃন্দ স্বর্‌ভ্রষ্ট পড়িয়া পাতালে!

"ভ্রান্ত কি হইলা সবে ? কি ঘোর প্রমাদ
চিরসিদ্ধ দেবনাম খ্যাত চরাচরে,
'অসুরমর্দ্দন' আখ্যা—কি হেতু হে তবে
অবসন্ন আজি সবে দৈত্যের প্রতাপে ?

"চিরযোদ্ধা—চিরকাল যুঝি দৈত্য সহ
জগতে হইলা শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বত্র পূজিত ;
আজি কি না দৈত্যভয়ে ত্রাসিত সকলে
আছ এ পাতালপুরে অমরা বিস্মরি !

"কি প্রতাপ দনুজের, কি বিক্রম হেন,
শঙ্কিত সকলে যাহে স্ববীর্য্য পাশরি ?
কোথা সে শূরত্ব আজ বিজয়ী দেবের
শত বার রণে যায় দনুজে জিনিলা ?

"ধিক্ দেব ! ঘৃণাশূন্য, অক্ষুব্ধ-হৃদয়,
এত দিন আছ এই অন্ধতমপুরে,
দেবত্ব, ঐশ্বর্য্য, সুধা, স্বর্গ তেয়াগিয়া
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজলি ।

"ধিক্ হে অমর নামে, দৈত্যভয়ে যদি
অমরা পশিতে ভয় এতই পরাণে,
অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি
দৈত্য-পদাঙ্কিত পৃষ্ঠ, চিরনির্ব্বাসন !

"বল হে অমরগণ—বল প্রকাশিয়া
এইরূপে চিরদিন থাকিবে কি হেথা ?
চির অন্ধতম পুরী এ পাতাল দেশে,
দনুজের পদ-চিহ্ন ললাটে আঁকিয়া ?"

কহিলা পার্ব্বতীপুত্র দেব-সেনাপতি ।
দেবগণ বিচলিত করিয়া শ্রবণ,
কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রমে সক্রোধ মূরতি,
নাসারন্ধ্রে বহে শ্বাস বিকট উচ্ছ্বাসে ।

যথা দগ্ধগিরি-স্রাব উদ্গিরণ আগে,
অগ্নির ভূধরে ধূম, সতত নির্গমে,

ঘন জলকম্প, ঘন কম্পিত মেদিনী :
পার্ব্বতী-নন্দনবাক্যে সেইরূপ দেবে।

তুলিয়া সুপৃষ্ঠে তূণ, পাশ, শক্তি ধরি,
উঠিলা অমরবৃন্দ চাহি শূন্য পানে,
পুনঃ পুনঃ খরদৃষ্টি নিক্ষেপি তিমিরে,
ছাড়িতে লাগিলা ঘন ঘন হুহুঙ্কার।

সর্ব্বাগ্রে অনলমূর্ত্তি—দেব বৈশ্বানর,
প্রদীপ্ত কৃপাণ করে, উন্মত্ত স্বভাব,
কহিতে লাগিল, দ্রুত কর্কশবচনে,
স্ফুলিঙ্গ ছুটিল যেন ঘোর দাবাগ্নিতে।

কহিলা, "হে সেনাপতি! এ মণ্ডলী-মাঝে
কোন্ ভীরু আছে হেন ইচ্ছা নহে যার,
অমর-নিবাস স্বর্গ উদ্ধারিতে পুনঃ
পুনঃ প্রবেশিতে, তায় স্ববেশ ধরিয়া?

"দানবে যুঝিতে, আর কি ভয় এখন?
ভীরুতার হেতু আর আছে কি হে কিছু,
অমরের তিরস্কার সম্ভব যতেক
ঘটেছে দেবের ভাগ্যে, দৈব-বিড়ম্বন।

"স্বর্গ অধোদেশে মর্ত্ত, অধোদেশে তার,
অতল গভীর সিন্ধু—তাহার অধোতে,
অন্ধতম পুরী এই বিষম পাতাল,
তাহে এবে দৈত্য-ভয়ে লুকাইত সবে।

"দুঃখে বাস,—ধূমময় গাঢ়তর তমঃ,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, ঘন ঘন প্রকম্পন,
সিন্ধুনাদ শিরোপরি সদা নিনাদিত
শরীর-কম্পন হিমস্তূপ চারি দিকে।

"এ কষ্ট অনন্ত কাল যুগ যুগান্তরে
ভুঞ্জিতে হইবে দেবে থাকিলে এখানে,
যত দিন প্রলয়ে না সংহার-অনলে
অমর-আত্মার ধ্বংস হয় পুনর্ব্বার।

"অথবা কপটী হ'য়ে ছদ্মবেশ ধরি
দেবের ঘৃণিত ছল ধূর্ত্ততা প্রকাশি,
ত্রৈলোক্য ভিতরে নিত্য হইবে ভ্রমিতে,
মিথ্যুক বঞ্চক বেশে নিত্য পরবাসী।

"নিরন্তর মনে ভয় কাপট্য প্রকাশ
হয় পাছে কার(ও) কাছে, চিত্তে জাগরিত
বিষম দুঃসহ চিন্তা, ঘৃণা লজ্জাকর
সতত কতই আরো হৃদয়ে যন্ত্রণা!

"সে কাপট্য ধরি প্রাণে জীবন যাপনা,
শরীর বহন আর, দুর্গতির শেষ;
বরঞ্চ নিরয়-গর্ভে নিয়ত নিবাস
শ্রেয়স্কর শতগুণ জিনি সে শঠতা!

"অথবা প্রকাশ্যভাবে হইবে ভ্রমিতে
চতুর্দ্দশ-লোক-নিন্দা সহি অবিরত,
শত্রু-তিরস্কার অঙ্গে অলঙ্কার করি,
কপালে দাসত্ব-চিহ্ন করিয়া লাঞ্ছিত!

"যখনি ভ্রূকুটি করি চাহিবে দানব,
কিম্বা সে অঙ্গুলি তুলি ব্যঙ্গ-উপহাসে
দেখাইবে এই দেব স্বর্গের নায়ক,
শত নরকের বহ্নি অন্তর দহিবে!

"অথবা বর্জ্জিত হ'য়ে দেবত্ব আপন
থাকিতে হইবে স্বর্গে মার আছে যথা,

অসুর-উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট-কলেবর,
অসুর-পদাঙ্ক-রজঃ ভূষণ মস্তকে।

"তার চেয়ে শত বার পশিব গগনে
প্রকাশি অমরবীর্য্য, সমরের স্রোতে
ভাসিব অনন্ত কাল দনুজ-সংগ্রামে,
দেবরক্ত যত দিন না হইবে শেষ।

"অমর করিয়া সৃষ্টি করিলা যে দেবে
পিতামহ পদ্মাসন—সুমনস্ খ্যাতি—
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে যারা সর্ব্বগরীয়ান্
অদৃষ্টের বশতায় তাদের এ গতি।

"দেবজন্ম লাভ করি অদৃষ্টের বশ,
তবে সে দেবত্ব কোথা হে অমর্ত্ত্যগণ?
দেব-অস্ত্রাঘাতে নহে দানব-বিনাশ,
সে দেববিক্রমে তবে কিবা ফলোদয়?

"নিয়তি স্বতঃ কি কভু অনুকূল কারে?
দেব কি দানব কিম্বা মানব-সন্তানে?
সাহসে যে পারে তার কাটিতে শৃঙ্খল,
নিয়তি কিঙ্কর তার শুন দেবগণ।

"ধর শক্তি শক্তিধর, হও অগ্রসর,
জাঠা, শক্তি, ভিন্দিপাল, শেল, নাগপাশ,
সুরবৃন্দ সুরতেজে কর বরিষণ,
অদৃষ্ট খণ্ডন করি সংহার অসুরে।"

কহিলা সে হুতাশন—সর্ব্ব-অঙ্গে শিখা
প্রজ্বলিত হৈল তেজে পাতাল দহিয়া;
অগ্নির বচনে মত্ত আদিত্য সকলে
ছুটিল হুঙ্কার শব্দে পূরি রসাতল।

একেবারে শত দিকে শত প্রহরণে,
কোটি বিজলীর জ্যোতি খেলিতে লাগিল ;
পাতালের অন্ধকার ঘুচায়ে নিমেষে
দেখা দিল চারি দিকে জ্যোতির্ম্ময় দেহ।

তখন প্রচেতা—মর্ত্তে বরুণ বিখ্যাত—
উঠিলা গম্ভীরভাব, ধীর মূর্ত্তি ধরি,
পাশ-অস্ত্র শূন্য'পরে হেলাইয়া যেন,
উন্মত্ত জলধিজল প্রশান্ত করিল।

দেখিয়া প্রশান্ত-মূর্ত্তি দেব প্রচেতার
নিস্তব্ধ অমরগণ নিস্তব্ধ যেমন
স্নিগ্ধ বসুন্ধরা, যবে ঝটিকা নিবাড়ে
ত্রিরাত্রি ত্রিদিবা ঘোর হুহুঙ্কার ছাড়ি।

কহিলা প্রচেতা ধীর গম্ভীর বচন—
"তিষ্ঠ দেবগণ ক্ষণকাল শান্তভাবে,
হেন প্রগল্ভতা নহে মহতে উচিত,
এ ঔদ্ধত্য অল্পমতি প্রাণীরে সম্ভবে।

"যুদ্ধে দৈত্য বিনাশিয়া স্বর্গ উদ্ধারিতে
অনিচ্ছা কাহার দৈত্যঘাতী দেবকুলে ?
কে আছে নারকী হেন দেব-নাম-ধারী
দ্বিরুক্তি করিবে এই পবিত্র প্রস্তাবে ?

"তথাপি প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ আগে
উচিত ভাবিয়া দেখা ফলাফল তার ;
সামান্যের(ও) উপদেশ শুভপ্রদ কভু,
জ্ঞানীর মন্ত্রণা কভু না হয় নিষ্ফল।

"কি ফল প্রতিজ্ঞা করি বিফল যদ্যপি ?
সর্ব্বজনহাস্যাস্পদ হ'য়ে কিবা ফল ?

অসিদ্ধপ্রতিজ্ঞ লোক অনর্থপ্রলাপী,
নমস্য জগতে, কার্য্যে সুসিদ্ধ যে জন।

"অনেক মহাত্মা বাক্য কহিলা অনেক,
কার্য্যসিদ্ধি নহে শুধু বাক্য-আড়ম্বরে ;
কোদণ্ড-নির্ঘোষ কর্ণে প্রবেশের আগে
শরলক্ষ্য ধরাশায়ী হয় শরাঘাতে।

"দেব-তেজ, দেব-অস্ত্র, দেবের বিক্রম,
বার বার এত যার কর অহঙ্কার,
এত দিন কোথা ছিল, অসুরের সনে
যুঝিলে যখন রণে করি প্রাণপণ ?

"কোথা ছিল সে সকল যবে দৈত্য-শূল
নিক্ষেপিল সুরবৃন্দে এ পুরী পাতালে ?
সমর্থ কি হয়েছিলা করিতে নিস্তেজ
দুর্জ্জয় বৃত্রের হস্ত দেব অস্ত্রাঘাতে ?

"অস্ত্র সেই, বীর্য্য সেই, সেই দেবগণ,
অক্ষুণ্ণ অসুর(ও) সেই, সুপ্রসন্ন বিধি
এখনো রক্ষিছে তারে অনিবার্য্য তেজে,
কি বিশ্বাসে পুনঃ চাহ পশিতে সংগ্রামে ?

"ভাগ্য নাই। ভাগধেয় মূঢ়ের প্রলাপ।
সাহস যাহার—সদা সেই ভাগ্যধর।
তবে কেন ইন্দ্র-বাণ-তেজঃ দুর্নিবার
অক্ষত-শরীরে দৈত্য ধরিলা বক্ষেতে ?

"কেন ইন্দ্র সুরপতি সর্ব্বরণজয়ী
দনুজমর্দ্দন নিত্য, শূলের প্রহারে
অচেতন রণস্থলে হইলা আপনি,
চেতন বিরতি যার নহে ক্ষণকাল ?

"কেন বা সে ইন্দ্র আজি নিয়তির ধ্যানে,
সংকল্প করিয়া দৃঢ় প্রগাঢ় মানসে,
কুমেরু-শিখরে একা কাটাইছে কাল,—
কেন সুরপতি বৃথা এ ধ্যানে নিরত ?

"দেবগণ, মম বাক্য—অকর্ত্তব্য রণ
যত দিন ইন্দ্র আসি না হন সহায় ;
অগ্রে কোন(ও) দেব তাঁর করুন উদ্দেশ,
পশ্চাৎ যুদ্ধকল্পনা হ'বে সমাপিত।"

বরুণের বাক্যে সূর্য্যদেব ত্বিষাম্পতি
উঠিলা প্রখরতেজঃ—কহিলা সবেগে—
"বক্তব্য আমার অগ্রে শুন সর্ব্বজন
ভাবিও সে বৈধাবৈধ বাঞ্ছনীয় শেষ।

"ত্রিজগতে জীবশ্রেষ্ঠ নির্জ্জর অমর,
অদিতি-নন্দনগণ চির-আয়ুষ্মান্,
অনশ্বর দেববীর্য্য, শরীর অক্ষয়,
সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ এ বাদ।

"অসুর অচিরস্থায়ী, অদৃষ্ট অস্থির ;
চঞ্চল দানবচিত্ত রিপুপরবশ ;
মন্ত্রী মিত্র কেহ নহে চির-আজ্ঞাবহ ;
জয়োৎসাহ প্রভুভক্তি অনিত্য সকলি ;

"সর্ব্বকালে সর্ব্বজনে জান তথ্য এই,
দুরন্ত দানব তবে কত দিন সবে
দুর্ব্বার সমরক্ষেত্রে সুরবীর্য্যানল,
কত কাল রবে দৈত্য সে রণে তিষ্ঠিয়া।

"মম ইচ্ছা সুরবৃন্দ দুরন্ত আহবে,
দহ হে দানবকুল ভীম উগ্র তেজে,

যুগে যুগে কল্পে কল্পে নিত্য নিরন্তর
জ্বলুক গগন ব্যাপি অনন্ত সমর !

"জ্বলুক দেবের তেজ অমরা ঘেরিয়া
অহোরাত্রি অবিশ্রান্ত প্রখর শিখায় ;
দহুক দানবকুল দেবের বিক্রমে,
পুত্রপরম্পরা ঘোর চিরশোকানলে ।

"চিরযুদ্ধে দৈত্যদল হইবে ব্যথিত,
না জানিবে কোন কালে বিশ্রামের সুখ,
নারিবে তিষ্ঠিতে স্বর্গে দেব-সন্নিধানে,
হইবে অমর-হস্তে পরাস্ত নিশ্চিত ।

"অদৃষ্ট এতই যদি সদয় দানবে,
কোন যুগে নাহি হয় যুদ্ধে পরাজিত,
ভুগুক অদৃষ্ট তবে তিক্ত আস্বাদনে
চিরযুদ্ধে সুরতেজে দানব দুর্ম্মতি ।

"ধিক্ লজ্জা ! অমরের এ বীর্য্য থাকিতে,
নিষ্কণ্টকে স্বর্গভোগ করে বৃত্রাসুর !
সুখে নিদ্রা যায় নিত্য দেবে উপেক্ষিয়া,—
স্বর্গ-বিরহিত দেব চিন্তায় ব্যাকুল !

"নাহিক বাসব হেথা সত্য বটে তাহা,
কিন্তু যদি পুরন্দর আরো বহু যুগ
প্রত্যাগত নাহি হন, তবে কি এখানে
এই ভাবে রবে সবে চির অন্ধকারে ?

"চল হে আদিত্যগণ প্রবেশি শূন্যেতে,
দৈত্যের কণ্টক হ'য়ে অমরা বেষ্টিয়া,
দগ্ধ করি দৈত্যকুল যুগ যুগকাল,
যুদ্ধের অনন্ত বহ্নি জ্বালায়ে অম্বরে ।

"স্বর্গের সমীপবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহে
শিখরে শিখরে জাগি শস্ত্রধারীবেশে,
সুশাণিত দেব-অস্ত্র নিত্য বরিষণে
দনুজের চিত্তশান্তি ঘুচাই আহবে।"

কহিলা এতেক সূর্য্য। ঝটিকার বেগে
চারি দিক্ হৈতে দেব ছুটিতে লাগিল
উত্থিত বালুকা যথা, যখন মরুতে
মত্ত প্রভঞ্জন রঙ্গে নৃত্য করি ফেরে।

কিম্বা যথা যবে ঘোর প্রলয়ে ভীষণ
সংহার-অনলে বিশ্ব হ'য়ে ভস্মাকার
উড়ে অন্তরীক্ষ পথে দিগন্ত আচ্ছাদি,
তেমতি অমরবৃন্দ ঘেরিলা ভাস্করে।

সকলে সম্মত শীঘ্র উঠি ব্যোমপথে,
বেষ্টিয়া অমরাবতী অরাত্রি অদিবা,
চিরসমরের স্রোতে ঢালিয়া শরীর,
দেবনিন্দাকারী দুষ্ট অসুরে ব্যথিতে।

দ্বিতীয় স্বর্গ

হেথা ইন্দ্রালয়ে নন্দন ভিতর,
পতি সহ প্রীতিসুখে নিরন্তর,
দানব-রমণী করিছে ক্রীড়া।
রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি,
পরিছে হরিষে সুষমাতে ভুলি,
বদন-মণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া॥

মদন-সজ্জিত কুসুম-আসন,
চারি দিকে শোভা করেছে ধারণ,
বিচিত্র সৌন্দর্য্য সুরভিময়।

হাসিছে কানন ফুল-শয্যা ধরি,
স্থানে স্থানে যেন মৃত্তিকা-উপরি,
কতই কুসুম-পালঙ্ক রয় ॥

কত ফুল-ক্ষেত্র চারি দিকে শোভে,
মুনি ভ্রান্ত হয় কান্তি হেরি লোভে,
রেখেছে কন্দর্প করিতে খেলা।
বসন্ত আপনি সুমোহন বেশ,
ফুটাইছে পুষ্প কত সে আবেশ,
হয়েছে অপূর্ব্ব শোভার মেলা ॥

দানব-রমণী ঐন্দ্রিলা সেখানে,
শোভাতে মোহিত বিহ্বলিত প্রাণে,
ফুলে ফুলে ফুলে করিছে কেলি।
করিছে শয়ন কভু পারিজাতে,
মৃদুল মৃদুল সুশীতল বাতে,
মুদিয়া নয়ন কুসুমে হেলি ॥

বসিছে কখন অনুরাগ ভরে
ইন্দিরা-কমল-পর্য্যঙ্ক উপরে,
দৈত্যপতি হাসে পারশে বসি।
হাসে মনোসুখে ঐন্দ্রিলা সুন্দরী,
রতিদত্ত মালা করতলে ধরি,
বসনবন্ধন পড়িছে খসি ॥

মূর্ত্তিমান্ ছয় রাগ করে গান,
রাগিণী ছত্রিশ মিলাইছে তান,
সঙ্গীত-তরঙ্গে পীযুষ ঢালি।
স্বরে উদ্দীপন করে নব রস,
পরশ, আঘ্রাণ সকলি অবশ,
শ্রবণ-ইন্দ্রিয় ব্যাপৃত খালি ॥

ভ্রমে রতিপতি সাজাইয়া বাণ,
কুসুম-ধনুতে সুঈষৎ টান,
মুচকি মুচকি মুচকি হাসি।
নাচে মনোরমা স্বর্গ-বিদ্যাধরী,
কন্দর্প-মোহন বেশভূষা পরি,
বিলাস-সরিৎ-তরঙ্গে ভাসি॥

এইরূপে ক্রীড়া করে দৈত্য সনে,
দৈত্যজায়া সুখে নন্দনকাননে,
বৃত্রাসুর সুখে বিহ্বল-প্রায়।
ধরি অনুরাগে পতি-করতল,
কহে দৈত্যরামা নয়ন চঞ্চল,
হাব ভাব হাসি প্রকাশ তায় :—

"শুন, দৈত্যেশ্বর, শুন শুন বলি,
বৃথা এ বিলাস, বৃথা এ সকলি,
এখনও আমরা বিজিত নয়।
বিজিত যে জন, বিজয়ীচরণ
নাহি যদি সেবা করিল কখন,
সে হেন বিজয়ে কি ফলোদয়॥

"তুমি স্বর্গপতি আজি দৈত্যেশ্বর,
আমি তব প্রিয়া খ্যাত চরাচর,
ধিক্ লজ্জা তবু সাধ না পূরে!
কটাক্ষে তোমার আশুপ্রাপ্য যাহা,
তব প্রিয় নারী নাহি পায় তাহা,
তবে সে কি লাভ থাকি এ পুরে?

"স্বয়ম্বরা হ'য়ে করেছি বরণ,
হেরিয়া তোমাতে মহেন্দ্রলক্ষণ,
ইচ্ছাময়ী হব হৃদয়ে আশ।

যে ইচ্ছা যখন ধরিবে হৃদয়,
তখনি সফল হবে সমুদয়,
জানিব না কারে বলে নিরাশ ॥

"ত্যজি নিজকুল গন্ধর্ব্ব ছাড়িয়া,
বরিলাম তোমা যে আশা করিয়া,
এবে সে বিফল হইল তাহা !
নিষ্ফলা বাসনা হৃদয়ে যাহার,
কিবা স্বর্গপুরী, কিবা মর্ত্ত আর,
যেখানে সেখানে নিয়ত হাহা ॥

"কিবা সে ভূপতি, কিবা সে ভিকারী,
কাঙ্গালী সে জন যেখানে বিহারী,
প্রাণের শূন্যতা ঘুচে না কভু ।
পতিত্বে বরণ করিয়া তোমায়,
তবু সে বাসনা পূরিল না হায়,
আমার(ও) এ দশা ঘটিল তবু !

"ভাল ভেবে যদি বাসিতে হে ভাল,
সে বাসনা পূর্ণ হৈত কত কাল,
সহিতে হ'ত না লালসা-জ্বালা ।
ভালবাসা এবে কিসে বা জাগাই,
দিয়াছি যা ছিল সে যৌবন নাই,
ভালবেসে বেসে হয়েছি আলা ॥

"ইন্দ্রাণী যদি সে করিত বাসনা,
না পূরিতে পল পূরিত কামনা,
মরি সে ইন্দ্রের লৈয়ে বালাই ।
প্রণয়ী যে বলে প্রণয়ী ত সেই,
না চাহিতে আগে হাতে তুলি দেই,
সে প্রণয়ে এবে পড়েছে ছাই ॥"

বলিয়া নেহালে পতির বদন,
আধ ছল্ ছল্ ঢলে দুনয়ন,
অভিমানে হাসি জড়ায়ে রয়।
শুনি দৈত্যেশ্বর বলে ধীরে ধীরে,
"কি বলিলে প্রিয়ে বল শুনি ফিরে,
প্রেয়সী নারীর এ দশা নয় ?

"কি দোষে ভর্ৎসনা করিছ আমায়,
না দিয়াছি কহ কিবা সে তোমায়,
অদেয় কিবা এ জগতী মাঝ ?
দিয়াছি জগৎ চরণের তলে,
কৌস্তুভ যেমত মাণিক মণ্ডলে,
তুমি সে তেমতি নারীতে আজ ॥

"কে আছে রমণী তুলনা ধরিতে,
ঐশ্বর্য্য, বিভব, গৌরব, খ্যাতিতে,
তোমার উপমা কাহাতে হয় ?
আর কি লালসা বল তা এখন,
আছে কি বা বাকি দিতে কোন্ ধন,
কি বাসনা পুনঃ হৃদে উদয় ॥"

কহিল ঐন্দ্রিলা "দিয়াছ সে সব,
জানি হে সে সব বিভব, গৌরব,
তবু সর্ব্বজন-পূজিতা নই।
মণিকুলে যথা কৌস্তুভ মহৎ,
নারীকুলে আমি তেমতি মহৎ,
বল, দৈত্যপতি, হয়েছি কই ?

"এখনও ইন্দ্রাণী জগতের মাঝে,
গৌরবে তেমতি সুখেতে বিরাজে,
এখনও আয়ত্ত হলো না সেহ।

স্বর্গের ঈশ্বরী আমি সে থাকিতে,
কিবা এ স্বরগ কিবা সে মহীতে,
শচীর মহত্ত্ব ভুলে না কেহ।

"রতিমুখে আমি শুনিনু সে দিন,
সুমেরু এখন হয়েছে শ্রীহীন,
শচীর সৌন্দর্য্য দেহে না ধরি।
ইন্দ্রাণী যখন আছিল এখানে,
অমর-সুন্দরী সকলে সেখানে,
থাকিত হেমাদ্রি উজ্জ্বল করি॥

"শুনেছি না কি সে পরমা রূপসী,
বড় গরবিণী নারী গরীয়সী,
চলনে গৌরব ঝরিয়া পড়ে।
গ্রীবাতে কটিতে স্ফারিত উরসে,
কিবা সে বিষাদ কিবা সে হরষে,
মহত্ত্ব যেন সে বাঁধে নিগড়ে॥

"শচীরে দেখিব মনে বড় সাধ,
ঘুচাইব চক্ষু-কর্ণের বিবাদ,
আমার চিত্তের বাসনা এই।
থাকিবে নিকটে শিখাবে বিলাস,
ধরিব অঙ্গেতে নবীন প্রকাশ,
ভুলাতে তোমারে শিখাবে সেই॥

"আসিবে যতেক অমরসুন্দরী,
শচী সঙ্গে অঙ্গে দিব্য শোভা ধরি,
অমর-কৌতুক শিখাবে ভালো।
এই বাঞ্ছা চিতে শুন দৈত্যপতি,
শচী দাসী হবে দেখিবে সে রতি,
হয় কি না পুনঃ সুমেরু আলো॥"

শুনে বৃত্রাসুর ঈষৎ হাসিয়া,
কহিল ঐন্দ্রিলা নয়নে চাহিয়া,
"এই ইচ্ছা প্রিয়ে হৃদে তোমার!"
বলিয়া এতেক দানব-ঈশ্বর,
কন্দর্পে ডাকিয়া জিজ্ঞাসে সত্বর,
"কোথা শচী এবে করে বিহার?"

কহিল কন্দর্প মুখে চিরহাসি,
"অমরা বিহনে এবে মর্ত্তবাসী,
নৈমিষ অরণ্যে শচী বেড়ায়।
সঙ্গে প্রিয়তমা সখী অনুগত,
ভ্রমে সে অরণ্যে দুঃখেতে সতত,
না পেয়ে দেখিতে সুমেরু-কায়॥

"কষ্টে করে বাস শচী নরলোকে,
ইন্দ্র, ইন্দ্রালয়, ইন্দ্রত্বের শোকে,
অন্তরে দারুণ দুঃখহুতাশ।"
শুনি দৈত্যপতি কহিলা "সুন্দরি,
পাবে শচী সহ শচীসহচরী,
অচিরে তোমার পুরিবে আশ॥"

ঐন্দ্রিলা শুনিয়া সহর্ষ হইলা,
অধরে মধুর হাসি প্রকাশিলা,
পতি-কর সুখে ধরে অমনি।
হাসিতে হাসিতে কন্দর্প আবার,
ধনুকে ঈষৎ করিল টঙ্কার,
শিহরে দানব দৈত্যরমণী॥

পুনঃ ছয় রাগ রাগিণী ছত্রিশ,
গীত বৃষ্টি করে ভুলে আশীবিষ,
নব নব রস বিভাস করি।

পুনঃ সে ইন্দ্রিয় অবশ সঙ্গীতে,
অসুর অসুরী শুনিতে শুনিতে,
চমকে চমকে উঠে শিহরি ॥

কভু.বীর-রসে ধরিছে সুতার,
দানব উঠিছে করি মার্ মার্,
আবার সমরে পশিছে যেন।
অমর নাশিতে ধরিছে ত্রিশূল,
আবার যেন সে অমরের কুল,
বিনাশে সংগ্রামে, ভাবিছে হেন

কখন করুণা-সরিতে ভাসিয়া,
চলেছে ঐন্দ্রিলা নয়ন মুছিয়া,
কখন অপত্য-স্নেহেতে ভোর।
যেন সে কোলেতে হেরিছে কুমার,
স্তনযুগে স্বতঃ বহে ক্ষীরধার,
এমনি ত্রিদিব-সঙ্গীত-ঘোর ॥

কভু হাস্যরস করে উদ্দীপন,
কোথায় বসন, কোথায় ভূষণ,
ঐন্দ্রিলা উল্লাসে অধীর হয়।
ক্ষণে পড়ে ঢলি পতির উৎসঙ্গে,
ক্ষণে পড়ে ঢলি ফুলদল-অঙ্গে,
উৎফুল্ল বদন লোচনদ্বয় ॥

অমনি অপ্সরা হইয়া বিহ্বল,
চলে ধীরে ধীরে তনু ঢল ঢল,
নেত্র করতল অলকা কাঁপে।
ঈষৎ হাসিতে অধর অধীর,
অঙ্গুলি-অগ্রেতে অঞ্চল অস্থির,
টানিয়া অধরে ঈষৎ চাপে ॥

চারি দিকে ছুটে মধুর সুবাস,
চারি দিকে উঠে হরষ উচ্ছ্বাস,
চারি দিকে চারু কুসুম হাসে।
খেলে রে দানবী দানবে মোহিয়া,
বিলাস-সরিৎ-তরঙ্গে ডুবিয়া,
প্রমোদ-প্লাবনে নন্দন ভাসে ॥

তৃতীয় সর্গ

উঠিছে দানবরাজ নিদ্রা পরিহরি ;
ইন্দ্রালয়ে শশব্যস্ত নানা দ্রব্য ধরি
দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ছুটিয়া বেড়ায়,
গৃহ পথ রথ অশ্ব সত্বরে সাজায় :
সাজায় সুন্দর করি পুষ্পমাল্য দিয়া,
গবাক্ষ গৃহের দ্বার শোভা বিন্যাসিয়া ;
উড়ায় প্রাসাদ-চূড়ে দানবপতাকা—
শিবের ত্রিশূলচিহ্ন শিবনাম আঁকা।
ঘন করে শঙ্খধ্বনি, ঘন ভেরীনাদ ;
চারি দিকে স্তবশব্দ ঘন ঘোর হ্লাদ।
শিখরে শিখরে বাজে দুন্দুভি গভীর ;
ঘন ঘন ধনুর্ঘোষে গগন অস্থির।
ইন্দ্রালয় বিলোড়িত দানবের দাপে ;
জয়শব্দে চরাচর মেরু-শীর্ষ কাঁপে।
বাসবের বাসগৃহ, গগন যুড়িয়া,
হিমাদ্রিভূধর তুল্য, আছে বিস্তারিয়া।
স্ফাটিকের আভা তায় ফুটিয়া পড়িছে,
হিমানীর রাশি যেন আকাশে ভাসিছে
দ্বারদেশে ঐরাবত হস্তী সুসজ্জিত ;
সুসজ্জিত পুষ্পরথ দ্বারে উপস্থিত।

ইন্দ্রপুরীশোভাকর সভার ভবন
কুবের সাজায় আনি বিবিধ ভূষণ ;
সারি সারি মণিস্তম্ভ সাজাইছে তায়,
সাজাইছে পুষ্পদাম চন্দ্রাতপ-গায় ।
হায় রে সে ইন্দ্রাসন বসিত যাহাতে
বাসব অমরপতি, রাখিছে তাহাতে
মন্দার পুষ্পের গুচ্ছ করিয়া যতন,
দানব আসিয়া ঘ্রাণ করিবে গ্রহণ !
ইন্দ্রের মুকুট দণ্ড আনি দ্রুতগতি
রাখিছে আসন-পার্শ্বে ভয়ে যক্ষপতি ।
সভাতলে বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া
তটস্থ কিন্নরগণ, দেখিছে চাহিয়া ।
আতঙ্কে প্রবেশদ্বারে :—বিদ্যাধরী যত—
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী বিনত—
বসন ভূষণ পরি সকলে প্রস্তুত,
কেবল নর্ত্তন বাকি বাদনসংযুত ।
সমবেত সভাতলে, করি যোড় কর
অপ্সরা, কিন্নর, যক্ষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ।
সমবেত দৈত্যবর্গ সুদীর্ঘ শরীর :—
হেন কালে শঙ্খধ্বনি হইল গম্ভীর ;
অমনি সুযন্ত্রে বাদ্য বাজিল মধুর ;
অমনি অপ্সরাপায়ে বাজিল নূপুর ;
পূরিল সুধার ঘ্রাণে সভার ভবন ;
বহিল অমরপ্রিয় সুরভি পবন ।
প্রবেশিল সভাতলে অসুর দুর্জ্জয় ;
চারি দিকে স্তুতিপাঠ জয় শব্দ হয় ।

ত্রিনেত্র, বিশালবক্ষ, অতি দীর্ঘকায়,
বিলম্বিত ভুজদ্বয়, দোদুল্য গ্রীবায়
পারিজাত পুষ্পহার বিচিত্র শোভায় ।

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস ;
পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।
নিশান্তে গগনপথে ভানুর ছটায় ;
বৃত্রাসুর প্রকাশিল তেমতি সভায়।
ভ্রূকুটি করিয়া দর্পে ইন্দ্রাসন'পরে
বসিল, কাঁপিল গৃহ দৈত্য-দেহভরে।
মন্ত্রীরে সম্ভাষি দৈত্য কহিলা তখন—
"সুমিত্র হে, ভীষণেরে করহ প্রেরণ
সত্বরে অবনীতলে, নৈমিষ কাননে ;
ভ্রমে শচী সে অরণ্যে সুররামা সনে ;
আসুক স্বরগপুরে অমরী সকলে ;
যে বিধানে পারে কহ আনিতে কৌশলে ;
কৌশলে না সিদ্ধ হয় প্রকাশিবে বল ;
ঐন্দ্রিলার অভিলাষ করিব সফল।
বড় লজ্জা দিলা কাল ঐন্দ্রিলা আমারে—
শচীভ্রমে স্বতন্তরা না সেবি তাহারে !
সুমিত্র, সত্বরে কার্য্য কর সম্পাদন,
ভীষণে নৈমিষারণ্যে করহ প্রেরণ।"
দৈত্যেন্দ্রবচনে মন্ত্রী কহিলা সুমিত্র—
"মহিষীবাঞ্ছিত যাহা কিবা সে বিচিত্র !
তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য, দনুজের নাথ,
নৈমিষ অরণ্যে দৈত্য যাবে অচিরাৎ।
নিবেদন আছে কিছু দাসের কেবল,
আদেশ পাইলে পদে জানাই সকল।"
দৈত্যেশ কহিলা "মন্ত্রি, কহ কি কহিবে,
অবিদিত বৃত্রাসুরে কিছু না থাকিবে।"
কহিলা সুমিত্র তবে "শুন, দৈত্যনাথ,
অমর আসিছে স্বর্গে করিতে উৎপাত।
কহিলা প্রহরী যারা ছিলা গত নিশি
দেখেছে দেবের জ্যোতিঃ প্রকাশিছে দিশি।

অতি শীঘ্র, বোধ হয়, দেবতা সকল
রণ আশে প্রবেশ করিবে স্বর্গস্থল ;
এ সময়ে ভীষণেরে প্রেরণ উচিত
হয় কি না, দৈত্যপতি, ভাবিতে বিহিত।
সামান্য বিপক্ষ নহে জান, দৈত্যপতি,
কঠোর সে অমরের যুদ্ধের পদ্ধতি!
দিবারাত্রি ক্ষণকাল নহিবে বিশ্রাম,
দুর্দ্দম বিক্রমে সবে করিবে সংগ্রাম।
যত যোদ্ধা দানবের হৈবে প্রয়োজন—
এ সময়ে উচিত কি ভীষণে প্রেরণ ?"
শুনিয়া, হাসিলা বৃত্রাসুর দৈত্যেশ্বর ;
কহিলা "প্রলাপ না কি কহ মন্ত্রিবর ?
আসিবে সমরে ফিরে অমর আবার!
এ অযথা কথা মন্ত্রি রচিত কাহার ?
দানবের ভয়ে স্বর্গ পৃথিবী ছাড়িয়া,
লুক্কায়িত আছে সবে পাতালে পশিয়া!
সাধ্য কি দেবের পুনঃ হয় স্বর্গমুখ!
যাক কত কাল আরো ঘুচুক সে দুখ!
দৈত্যের প্রহার অঙ্গে যে করে ধারণ,
ফিরিবে না যুদ্ধে আর কখন সে জন!
বৃত্রাসুর থাকিতে, সে সৈন্য দেবতার
স্বর্গের দিকেও কভু চাহিবে না আর।
বোধ হয়, প্রতীহার রক্ষক যাহারা,
অন্য কিছু শূন্যপথে দেখেছে তাহারা—
হয় কোন উল্কা, কিম্বা নক্ষত্রপতন,
নিদ্রাঘোরে শূন্য'পরে করেছে দর্শন।"
কহিলা সুমিত্র "দৈত্যপতি, অন্যরূপ
বলিলা প্রহরিগণ, কহিয়া স্বরূপ।
গগনমার্গেতে দেব-জ্যোতির আভাস
দেখিয়াছে স্থানে স্থানে জ্যোতির প্রকাশ।

রক্ষকপ্রধানে ডাকি জিজ্ঞাসা করিলে,
বিদিত হইবে সর্ব্ব স্বকর্ণে শুনিলে।"
দৈত্যেশ আদেশে আ(ই)সে রক্ষক-প্রধান ;
দাঁড়াইলা সভাতলে পর্ব্বতপ্রমাণ।
কহিলা দানবপতি "কহ হে ঋক্ষভ,
কি দেখিলা গত নিশি, কিবা অনুভব ?"
কহিলা ঋক্ষভ দৈত্য "শুন, দৈত্যনাথ,
ত্রিযাম রজনী যবে, হেরি অকস্মাৎ
দিকে দিকে চারি ধারে ঈষৎ প্রকাশ,
জ্যোতির্ম্ময় দেহ যেন উজলে আকাশ।
নক্ষত্র উল্কার জ্যোতিঃ নহে সে আকার ;
জানি ভাল দেব-অঙ্গে জ্যোতিঃ যে প্রকার।
ভ্রম না হইল কভু ক্ষণকাল তায়,
চিনিলাম দেব-অঙ্গ-জ্যোতি সে শোভায়।
ফুটিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে দশ দিশে,
যত ক্ষণ অন্ধকার অংশুতে না মিশে ;
দেখিলাম কত হেন সংখ্যা নাহি তার,
উঠিছে আকাশপ্রান্তে ঘেরি চারি ধার ;
বহু দূরে এখন(ও) সে জ্যোতির উদয়—
দেবতা তাহারা কিন্তু কহিনু নিশ্চয়।"
বৃত্রাসুর জিজ্ঞাসিলা ঘুচাতে সন্দেহ,
"ইন্দ্রের কোদণ্ডনাদ শুনিলা কি কেহ ?
ইন্দ্র যদি সঙ্গে থাকে অবশ্য সে ধ্বনি
শুনিতে পাইত স্বর্গে সকলে তখনি।"
কহিলা ঋক্ষভ, "অন্য দানব যতেক,
ইন্দ্রের কোদণ্ডধ্বনি না শুনিলা এক।"
তখন দানব-ইন্দ্র বৃত্রাসুর কয়—
"দেবতা আসিছে সত্য, কিবা তাহে ভয় ?
একবার অস্ত্রাঘাতে পাঠাই পাতাল,
এইবার একেবারে ঘুচাব জঞ্জাল।

ইন্দ্র সঙ্গে নাই, যুদ্ধে পশিছে দেবতা ;
বাতুল হয়েছে তারা, কি ঘোর মূর্খতা !
সংকল্প করিনু অদ্য, শুন, দৈত্যকুল,
সংকল্প করিনু হের পরশি ত্রিশূল—
সূর্য্যেরে রাখিব করি রথের সারথি ;
চন্দ্র সন্ধ্যামুখে নিত্য যোগাবে আরতি ;
পবন ফিরিবে সদা সম্মার্জ্জনী ধরি
অমরার পথে পথে রজঃ স্নিগ্ধ করি ;
বরুণ রজকবেশে অসুরে সেবিবে,
দেবসেনাপতি স্কন্দ পতাকা ধরিবে।—
নির্ভয়ে সকলে নিজ নিজ স্থানে যাও ;
সুমিত্র, নৈমিষারণ্যে ভীষণে পাঠাও।”
কহিয়া এতেক, বৃত্রাসুর দৈত্যপতি,
সভা ভাঙ্গি সুমেরুর দিকে কৈলা গতি।

এখানে ত্রিদিব যুড়ে ছুটিল সংবাদ ;
স্বর্গপুরী পূর্ণ করি হয় সিংহনাদ।
বাজিল দুন্দুভিধ্বনি শিখরে শিখরে ;
কোদণ্ডটঙ্কারে ঘন গগন শিহরে।
প্রাচীরে প্রাচীরে উড়ে দৈত্যের পতাকা-
শিবের ত্রিশূলচিহ্ন শিবনাম আঁকা।
মহাকোলাহলে পূর্ণ হৈল সর্ব্বস্থল ;
সাজিল সমরসাজে দানব সকল।
বৃত্রাসুরপুত্র, বীর রুদ্রপীড় নাম,
সুধন্য দানব-কুলে, বিচিত্র ললাম।
ভূষিত ললাটদেশ, বিশাল উরস,
বাল্যকাল হৈতে যার অসীম সাহস ;
সজ্জিত মাণিকগুচ্ছ কিরীট শীরষে ;
দেবতা আসিছে যুদ্ধে, শুনিয়া হরষে,

সুমিত্রের করে ধরি, কত সে উল্লাস,
উৎসাহ হিল্লোলে ভাসি করিল প্রকাশ।
মহাযোদ্ধা বৃত্রপুত্র, পূর্ব্বের সমরে,
লভিলা বিপুল যশ যুঝিয়া অমরে।
আবার আসিছে যুদ্ধে দেবতা সকল,
শুনি মহোৎসাহে মত্ত হৈলা মহাবল।
চলিলা মন্ত্রীর সহ আপন আলয়ে,
আন্দোলিয়া নানা কথা যুদ্ধের বিষয়ে।

স্বর্গদ্বারে দ্বারে চলে দৈত্য মহারথী ;
হর্য্যক্ষ বিপুলবক্ষ পূর্ব্বে কৈলা গতি।
ঐরাবণী—বল যার ঐরাবত প্রায়—
পশ্চিমে চলিলা বেগে নদী যেন ধায়।
শঙ্খধ্বজ দৈত্য—যার শঙ্খের নিনাদে
অমর কম্পিত হয়—উত্তর আচ্ছাদে।
দক্ষিণেতে সিংহজটা—সিংহের প্রতাপ—
চলিলা দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য, ভয়ঙ্কর দাপ।
স্বর্গের প্রাচীরে ভ্রমে দৈত্য কোটি জন ;—
ভীষণ নৈমিষারণ্যে করিলা গমন ॥

চতুর্থ সর্গ

সায়াহ্নে সখীর সনে, বসিয়া নৈমিষবনে
শচী কহে সখীরে চাহিয়া।
"বল আর কত দিন, এ বেশে হেন শ্রীহীন,
থাকিব লো মরতে পড়িয়া!
না হেরে অমরাবতী, চপলা, দুঃখেতে অতি,
আছি এই মানব-ভুবনে।
না ঘুচে মনের ব্যথা, জাগে নিত্য সেই কথা,
পুনঃ কবে পশিব গগনে ॥

স্বপনে যদ্যপি ছাই, সে কথা ভুলিতে চাই
দেবেরে স্বপন নাহি আসে !
জাগ্রতে সে দেখি যাহা, চিত্ত দগ্ধ করে তাহা,
প্রাণে যেন মরীচিকা ভাসে !
নয়নের কাছে কাছে, সতত বেড়ায় আঁচে,
স্বরগের মনোহর কায়া ।
সকলি তেমতি ভাব, দৃষ্টিপথে আবির্ভাব,
কিন্তু জানি সকলি সে ছায়া !
ভ্রান্তি যদি হৈত কভু, কিছু ক্ষণ সুখে তবু
থাকিতাম যাতনা ভুলিয়া ;
পোড়া মনে ভ্রান্তি নাই, দেবের কপালে ছাই,
বিধি সৃজে অস্বপ্ন করিয়া !
অমৃত করিলে পান, তবে বা জুড়াত প্রাণ,
সে উপায় নাহিক এখন ।
কিরূপে, চপলা, বল, নিবসি এ ভূমণ্ডল,
চিরদুঃখে করিব যাপন ॥
মানবের এ আগারে, থাকি যেন কারাগারে,
পূরিয়া নিশ্বাস নাহি পড়ে !
অতি গাঢ়তর বায়ু, আই ঢাই করে আয়ু,
বুক যেন নিবদ্ধ নিগড়ে !
নয়ন ফিরাতে ঠাঁই, কোথাও নাহিক পাই,
শূন্য যেন নেত্রপথে ঠেকে !
সুখে নাহি দৃষ্টি হয়, চারি দিক্ বহ্নিময়,
আগুনে রেখেছে যেন ঢেকে !
হায় ! এ মাটির ক্ষিতি, পায়ে বাজে নিতি নিতি,
শিলা যেন কঠোর কর্কশ ।
শুনিতে না পাই ভাল, শব্দ যেন সর্ব্বকাল,
কর্ণমূলে ঝটিকাপরশ !
এ ক্ষুদ্র ক্ষিতিতে থাকি, কেমনে শরীর রাখি,
সখি রে সকলি হেথা স্থূল !

নিত্য এ খর্ব্বতাজ্ঞান, আকুল করে পরাণ,
কেমনে সে বাঁচে নর-কুল !
অমর—মরণ নাই, কত কাল ভাবি তাই,
এত কষ্টে এখানে থাকিব।
যখনি ভাবি লো সই, তখনি তাপিত হই,
চিরদিন কেমনে সহিব ॥
অনন্ত যৌবন লৈয়ে, ইন্দ্রের বনিতা হৈয়ে,
ভোগ করি স্বর্গবাসসুখ ;
কিরূপে থাকিব হেথা, হইয়া অনন্তচেতা,
নরলোকে সহিয়া এ দুখ !
নরজন্ম ভাল সখি, মৃত্যু হয় বিষ ভখি,
মরিলে দুঃখের অবসান।
অনুদিন অনুক্ষণ, নিদ্রাহীন অস্বপন,
জ্বলে না লো তাদের পরাণ !
বরং সে ছিল ভাল, নাহি যদি কোন কাল,
দেখিতাম স্বরগ নয়নে।
আগে সুখ পরে পীড়া, আগে যশঃ পরে ব্রীড়া,
জীবিতের অসহ্য সহনে !
জানি সখি গুল্ম ছাড়ি, তৃণদলে না উপাড়ি,
মহাঝড় তরুতেই বহে।
জানি সর্ব্বসহা ভিন্ন, উত্তাপে না হ'য়ে খিন্ন,
অগ্নিদাহ অন্যে নাহি সহে ॥
তথাপি অন্তর দহে, এ ঘৃণা না প্রাণে সহে,
পূর্ব্বকথা সদা পড়ে মনে।
যে গৌরব ছিল আগে, বাসবের অনুরাগে,
কার হেন ছিল ত্রিভুবনে !
কেমনে ভুলিব বল, মেঘে যবে আখণ্ডল,
বসিত কার্ম্মুক ধরি করে ;
তুই সে মেঘের অঙ্গে, খেল্‌তিস্ কত রঙ্গে,
ঘটা করি লহরে লহরে !

কি শোভা হইত তবে, বসিতাম কি গৌরবে
পার্শ্বে তাঁর নীরদ-আসনে !
হইত কি ঘন ঘন, মৃদু মন্দ গরজন,
মেঘ যবে দুলাত পবনে !
ইন্দ্রের সে মুখকান্তি, ঘুচায়ে নয়নভ্রান্তি,
কত দিন সখি রে না হেরি !
কত দিন বৈসে নাই, ঘুচায়ে চক্ষু বালাই,
সুরবৃন্দ বাসবেরে ঘেরি !
সুমেরু-শিখরে যবে, সুখে খেলিতাম সবে,
অমর সঙ্গিনীগণ সহ,
উপরে অনন্ত শূন্য, অনন্ত নক্ষত্রপূর্ণ,
সদা স্নিগ্ধ সদা গন্ধবহ।
ভ্রমিত নির্ম্মল বায়, ফুটিয়া ফুটিয়া তায়,
কত পুষ্প সুমেরু শোভিত,
নির্ম্মল কিরণ শোভা, সখি রে কি মনোলোভা,
মেরু-অঙ্গে নিত্য বরষিত !
সখি সেই মন্দাকিনী, চিরানন্দ-প্রদায়িনী,
দেবের পরশসুখকর।
চলেছে নন্দনতলে, উছলি মধুর জলে,
ভাবিতে রে হৃদয় কাতর !
কার ভোগ্যা এবে তাহা, কার ভোগ্য এবে আহা,
আমার সে নন্দনবিপিন !
কে ভ্রমিছে এবে তায়, কেবা সে আঘ্রাণ পায়,
পারিজাতে কে করে মলিন !
জগতের নিরুপম, সখি পারিজাত মম,
দৈত্যজায়া পরিছে গলায় !
যে পুষ্প শচীর হৃদি, স্নিগ্ধ করিবারে বিধি,
নিরমিলা অতুল শোভায় !
সখি রে, দানবজায়া, ধরি কলুষিত কায়া,
বসিছে সে আসন উপরে ;

যেখানে অমরীগণ, ক্রীড়াসুখে নিমগন,
বিরাজিত প্রফুল্ল অন্তরে!
হায় লজ্জা! চপলা রে, আমার শয়নাগারে,
অমর পরশে নাহি যাহা,
ইন্দ্র বিনা যে শয়ন, না ছুঁইলা কোন জন,
বৃত্রাসুর পরশিলা তাহা!
ধিক্ লজ্জা ধিক্ ধিক্, কি আর কব অধিক,
এ পীড়ন সহিলো এ প্রাণে!
এত দিনে দৈত্যবালা, এ মুখ করিয়া কালা,
শচীরে বিন্ধিল বিষবাণে!
সাজে লো আমার সাজে, আমার সপ্তকী বাজে,
ঐন্দ্রিলার কটিতটে হায়!
আমার মুকুট-রত্ন অমরে করিত যত্ন,
কুবের আনিয়া দেয় তায়!
শচী বলি কেবা আর, গৌরব করিবে তার,
কে আর আসিবে শচী-স্থান!
আর না আসিবে লক্ষ্মী, বাহুতে বাঁধিতে রক্ষী,
লইতে ইন্দিরা-পুষ্পদ্রাণ!
ইন্দিরার প্রিয় পদ্ম, সুধাজাত সুধাসদ্ম,
কত সুখে লইত কমলা;
এবে সে ছোঁবে না আর, হাতে তুলে দিলে তাঁর—
শচীর পরশ এবে মলা!
উমা নাহি ফিরে চাবে, ব্রহ্মাণী সরিয়া যাবে,
কাছে যদি কখন দাঁড়াই।
সুররামা অন্য যত, লজ্জা দিবে অবিরত,
চূর্ণ করি শচীর বড়াই!
কোথায় পলাব বল? কোথা আছে হেন স্থল?
এ মুখ না দেখাব কাহারে;
বরঞ্চ মানবদেহে, পশিয়া মানবগেহে,
জন্মিব, মরিব, বারে বারে!

ভুলে রব যত কাল, জীয়ে রব তত কাল,
ভাবিলে সে আবার মরণ।
তবে বা ঘুচিবে তাপ, ভাবনার অপলাপ,
তবে যাবে চিত্তের পীড়ন ॥"
হেন কালে পুষ্পধনু নিত্য মনোহরতনু,
চিরহাসি অধরে প্রকাশ।
আসি শচী সন্নিধান, বাড়ায়ে শচীর মান,
ইন্দ্রাণীরে করিলা সম্ভাষ ॥
চপলা হেরি সত্বর, কহিলা "হে পঞ্চশর,
হেথা গতি কোথা হৈতে বল।
আছ ত, আছ ত ভাল, গোরা ছিলে হৈলে কাল,
তুমি আর রতির কুশল?
শুনি নাকি মাল্যকার হৈয়ে এবে আছ, মার!
ঐন্দ্রিলার উদ্যান সাজাও?
নিজ করে গাঁথ মালা, সাজাতে দানববালা,
মালা গাঁথি অসুরে পরাও?
এত গুণপনা তব, জানিলে হে মনোভব,
নিত্য গাঁথাতাম পুষ্পহার।
থাকিতে সে অন্য মনে, ত্যজি পুষ্পশরাসনে,
ত্রিভুবন পাইত নিস্তার ॥
বড় আগে হেলি হেলি, পুষ্পধনু পৃষ্ঠে ফেলি,
বেড়াইতে সুমোহন বেশ।
ত্যক্ত করি বারে বারে, সর্ব্বলোকে সবাকারে,
শুন, কাম, এই তার শেষ ॥
ছি ছি মরি, নাহি লাজ, ধরি মালাকার সাজ,
এখন(ও) সে আছ স্বর্গপুরে!
রতির কি লজ্জা নাই, মুখেতে মাখিয়া ছাই,
ঐন্দ্রিলারে সাজায় নূপুরে!"
শচী কহে "চপলা রে, গঞ্জনা দিও না মারে,
সুখে আছে সুখে থাক কাম।

এ পীড়া হৃদয়ে ধরি, স্বর্গপুরী পরিহরি,
পূরাইত কিবা মনস্কাম ?
ভাবনা যাতনা নাই, সদা সুখী সর্ব্ব ঠাঁই,
চিরজীবী হ(উ)ক সেই জনা।
রতির কপাল ভাল, সুখে আছে চিরকাল,
সহে না সে এ পোড়া যাতনা।
প্রদ্যুম্ন, কৌশল কিবা, আমারে শিখায়ে দিবা,
সদা সুখ চিত্তে কিসে হয় ;
কিরূপে ভুলিব সব, তুমি যথা মনোভব,
নিত্যসুখী নিত্য হাস্যময় !”
কন্দর্প অপাঙ্গ ঠারে, শাসাইয়া চপলারে,
সসম্ভ্রমে শচী প্রতি কয়।—
“সুখ দুঃখ ইন্দ্রপ্রিয়া, সকলি বাসনা নিয়া,
যুকতির আয়ত্ত সে নয়।
ছাড়িয়া নন্দন-বনে, কোথায় বা ত্রিভুবনে,
জুড়াইবে কন্দর্পের প্রাণ ;
কামের বাঞ্ছিত যাহা, নন্দন ভিতরে তাহা,
না পাইব গিয়া অন্য স্থান !
সেবি বা অসুর নর, কি দানবী কি অমর,
তাই স্বর্গ না পারি ছাড়িতে।
যার যেথা ভালবাসা, তার সেথা চির আশা,
সুখ দুঃখ মনের খনিতে !
সে কথা বৃথা এখন, আসিয়াছি যে কারণ,
শুন আগে বাসবরমণী।
আসন্ন বিপদ জানি, আপন কর্ত্তব্য মানি,
জানাইতে এসেছি অবনি ॥
নির্দ্দয় অদৃষ্ট অতি, এখন(ও) তোমার প্রতি,
শুনে চিত্তে ঘুচিল হরিষ।
কর্ত্তব্য যা হয় কর, না থাক অবনি’পর,
নিকটে আসিছে আশীবিষ ॥”

"শচীর অদৃষ্ট মন্দ, আছে কি শচীর ধন্দ,
সে কথা শুনাতে আ(ই)লে মার!
স্বর্গ ত্যজি ধরাবাস, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নাশ,
ইহা হৈতে অভাগ্য কি আর!"
শুনিয়া কন্দর্প কয়, "এই যদি কষ্ট হয়,
না জানি সে কি বলিবে তায়।
ঐন্দ্রিলা সেবিতে যবে, রতিসহচরী হবে,
অর্ঘ্য দিবে বৃত্রাসুর-পায়!
ক্ষমা কর, সুরেশ্বরি, এ কথা বদনে ধরি,
চেতাইতে বলিতে সে হয়।
স্বকর্ণে শুনেছি যত, ঐন্দ্রিলার মনোরথ,
তাই মনে পাই এত ভয়!
বসিয়া নন্দনবনে, ঐন্দ্রিলা দৈত্যের সনে,
আমার সে সাক্ষাতে কহিলা,
'শচীরে স্বরগে আন, থাকুক আমার মান,
শচী সেবা মোরে না করিলা—
বৃথা এ ইন্দ্রত্ব তব, বৃথা এ ঐশ্বর্য্য সব,
বৃথা নাম, ঐন্দ্রিলা আমার!
শুনি শচী গরবিণী, চিরসুখী বিলাসিনী,
সে গৌরব ঘুচাব তাহার।
থাকিবে স্বরগে আসি হইয়া আমার দাসী,
হাব ভাব শিখাবে আমায়।
শিখাবে চলনভঙ্গি, কর পদ দিবে রঙ্গি,
তবে মম চিত্তক্ষোভ যায়!'
লজ্জা পায় বৃত্রাসুর, আসিতে অবনিপুর,
আজ্ঞা দিলা ভীষণ দৈত্যেরে।
মহাবল দৈত্য সেই, তোমার রক্ষক নেই,
ইন্দ্রপ্রিয়া পড়িলা সে ফেরে॥"
কন্দর্প-বাক্যেতে শচী, কুন্তলে ফণিনী রচি,
একদৃষ্টে দৃষ্টি করে তায়,

স্তব্ধভাব নিরুত্তর, গণ্ড রাখে হস্ত'পর,
ছায়া যেন পড়ে সর্ব্ব গায়।
নিস্পন্দ শরীর মন, সচেতনে অচেতন,
নিশ্বাস না সরে নাসিকায়।
অজানিত অচিন্তিত, চিন্তা যেন উপস্থিত,
হৃদয়েতে ঘুরিয়া বেড়ায়॥
কুন্তলরচিত ফণী, নিরখি মেঘবাহনী,
কহে শচী চপলা চাহিয়া,
"এ নরক মম ভাগে, সখি, নাহি জানি আগে,
দেখি নাহি কখন ভাবিয়া॥
দুর্গতির শেষে যাহা, শচীর হয়েছে তাহা,
ভাবিতাম সদা মনে মনে।
আরো যে শত ধিক্কার, কপালে আছে আমার,
সে কথা না উদিলা চেতনে॥
কেমনে চপলা বল, পরশিবে করতল,
দানবীর চরণনূপুর ?
কেমনে গো স্তনহার স্তন শোভিবারে তার,
ভুজে দিব কেমনে কেয়ূর ?
কেমনে সুকাঞ্চী ধরি' দিব কটিতট'পরি,
কেমনে বা কবরী বান্ধিব ?
বিনাব কুন্তলে বেণী, কিরূপে মুকুতা শ্রেণী,
ভালে তার সাজাইয়া দিব ?
সখি রে যে জানি নাই, কিরূপে সে ভাবি তাই,
সাজাইব দানব-মহিলা।
কার কাছে যাব এবে, কেবা সে শিখায়ে দেবে,
দাসীপনা তুষিতে ঐন্দ্রিলা !
যার অঙ্গে যত্ন ক'রে, দক্ষ-কন্যা সমাদরে,
পরাইত বসন ভূষণ,
সে আজি লো দাসী হৈয়ে, বস্ত্র আভরণ লৈয়ে,
ঐন্দ্রিলার করিবে সেবন !

হায় লজ্জা! হায় ধিক্! শ্রবণেরে শত ধিক্!
এ কথা কুহরে স্থান দিল।
দাসীপনা বাকি কিবা, সিংহী ছিনু হৈনু শিবা,
যখন এ শুনিতে হইল!
কেন হে কন্দর্প তুমি, আইলা মরত-ভূমি,
কেন কহ শুনালে আমায়?
হৃদি'পরে গুরু শিলা, কেন বল চাপাইলা,
অনঙ্গ হে কি দোষ তোমায়?
ঘটিত কপালে যদি, ঘটিত হে সে অবধি,
দাসত্বে যাইত যবে শচী।
আগে কৈয়ে কেন মার, অন্তরে দাসত্ব-ভার,
শচীরে হে করিলে অশচী।
চপলা সত্যই কি না, সেবিতে হবে ঐন্দ্রিলা,
শচীর কি কেহই রে নাই!
অপাঙ্গ পড়িলে যার, ভয় হৈত দেবতার,
দেব যক্ষ তুষিত সবাই;
তাহার এ দুর্ব্বিপাকে, কেহ নাই তারে রাখে,
দানবেরে করিয়া দমন,
ইন্দ্র যেন তপে নিষ্ঠ, কোথা দেব অবশিষ্ট,
সূর্য্য চন্দ্র বরুণ পবন?
কোথা স্কন্দ হুতাশন, কোথা গণদেবগণ,
বৃথা নাম লই সে সবার;
ইন্দ্রত্ব গিয়াছে যবে, আর কে শুনিবে সবে,
শচীরে ভাবিবে কেবা আর॥
তবুও ত নিরাশ্রয় ইন্দ্রাণী এখন(ও) নয়,
ইন্দ্রাণী ত পুত্রের জননী।
সখি রে বাসব সম, আছে ত জয়ন্ত মম,
ইন্দ্রাণী ত বীরপ্রসবিনী॥
কোথা পুত্র হে জয়ন্ত, জননীর দুঃখ অন্ত,
কর শীঘ্র আসিয়া হেথায়।

তোমার প্রসূতি, হায় ! দৈত্যের দাসত্বে যায় !
রক্ষ আসি পুত্র তব মায় ॥”
এত কহি ইন্দ্রপ্রিয়া, ধ্যানে দৃঢ় মন দিয়া,
জয়ন্তেরে করিলা স্মরণ ।—
জননী ভাবেন যদি, সে ভাবনা, গিরি, নদী,
ভেদি, সুতে করে আকর্ষণ ॥—
জয়ন্ত পাতালদেশে, শুনিলা ক্ষণ-নিমেষে,
মায়ের সে মানসের ধ্বনি !
ব্যথিত কাতর মনে, কটি বান্ধি সারসনে,
অবনিতে চলিলা তখনি ॥
কন্দর্প শচীর স্থান, বিদায় পাইয়া যান,
পুনঃ সেই নন্দন-কানন ।
শচীর সান্ত্বনা আশে, চপলা দাঁড়ায়ে পাশে,
কহে স্নিগ্ধ বিনীত বচন ॥

পঞ্চম সর্গ

চপলা শচীরে কহে “শুন, ইন্দ্রপ্রিয়া,
অদ্যাপি জয়ন্ত না আইসে কি লাগিয়া ?
বুঝি বা বিভ্রাটে কোন পড়িলা আপনি !
তাই সে বিলম্ব এত আসিতে অবনি ।
কন্দর্পের কথায় অন্তরে ভাবি ভয় ;
মর্ত্ত ছাড়ি, চল দেবি, বৈকুণ্ঠ-আলয় ;
কিম্বা সে কৈলাসে চল উমার নিকটে ;—
বিশ্বাস কর্ত্তব্য কভু না হয় কপটে ।
কমলা, অথবা গৌরী, অথবা ব্রহ্মাণী,
নিশ্চয় আশ্রয়দান দিবে, ইন্দ্ররাণি ।”
ইন্দ্রাণী চপলাবাক্যে কহে “কি বা কহ—
অন্যের আশ্রয়ে বাস শচীর দুঃসহ ।

পরবাসে পরবশ, সদা চিত্তে মলা ;
আশ্রয়দাতার মতি গতি বুঝে চলা ;
চিন্তিত সতত, ভয়ে কুণ্ঠিত সদাই ;
পরের আশ্রয়ে বাস প্রাণের বালাই ।
স্ববশে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন প্রয়াস,
স্বাধীন বিরাম, চিন্তা স্বাধীন উল্লাস ;—
সসর্প গৃহেতে বাস, পরবশ আর,
দুই তুল্য জীবিতের, দুই তিরস্কার ।
ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ কৈলাসে নাহি ভেদ—
যেইখানে পরবশ, সেইখানে খেদ !
শুন, প্রিয়তমা সখি, সে আশা বিফলা—
মর্ত্ত ছাড়ি পরাশ্রয়ে যাব না, চপলা ।”
চপলা শুনিয়া দুঃখে কহিলা তখনি
“ছদ্মবেশে থাক তবে বাসবঘরণি ।”
কহে ইন্দ্রপ্রিয়া “সখি, শুন লো চপলা,
শচী কভু নাহি জানে কুহকীর ছলা ।
ঘৃণিত আমার, সখি, গোপন নিবাস ;
ছদ্মবেশ কদাচ না করিব প্রকাশ ।
চিরদিন যেই রূপ জানে সর্ব্বজন,
সহচরি, সেই রূপ শচীর(ও) এখন ।
আসিছে দংশিতে ফণি, করুক দংশন—
নিজরূপ, সখি, নাহি ত্যজিব কখন ।”
বলিতে বলিতে আস্যে হইল প্রকাশ
অপূর্ব্ব গরিমা-ছটা কিরণ-আভাস ।
নয়ন, ললাট, গণ্ড হৈল জ্যোতির্ম্ময়—
সৃষ্টির সৃজনে যেন নব সূর্য্যোদয় !
ঘোর ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড উন্মাদ(ও) যেই জন,
হেরে স্তব্ধ হয় সেহ, সে নেত্র বদন ।
নিরখি চপলা-চিত্তে অসীম আহ্লাদ ;
চিন্তিতে লাগিল মনে নানাবিধ সাধ ।

ভাবিতে লাগিলা শেষে বিপুল হরিষে—
"নন্দন-সদৃশ বন সৃজিব নৈমিষে।
মহেন্দ্রাণীযোগ্য তবে হইবে এ বন ;
এ মূর্ত্তি তবে সে শোভা করিবে ধারণ।
কপটী দানব মুগ্ধ হইবে মায়ায় ;
না পারিবে পরশিতে শচীর কায়ায়।
প্রকাশিব ক্ষিতির ঐশ্বর্য্য যত আজি ;
শচী রবে আজি এই মরতে বিরাজি।"
চপলা এতেক ভাবি, বিচিত্র কানন,
শচীর অজ্ঞাতসারে, কৈলা প্রকটন।—
  মানস-মোহকর নবদ্রুম-রাজি
  প্রকাশিল সুন্দর কিসলয়ে সাজি।
  ধাবিল সমীরণ মলয় সুগন্ধি
  চুম্বনে ঘন ঘন কুসুম আনন্দি।
  কাঁপিল থর থর তরুশিরে সাধে,
  শিহরিত পল্লব মরমর নাদে।
  হাসিল ফুলকুল মঞ্জুলমঞ্জুল,
  মোদিত মৃদু বাসে উপবন ফুল্ল।
  কোকিল হরষিল কুহুরবে কুঞ্জ ;
  শোভিল সরোবরে সরোজিনীপুঞ্জ।
  নাচিল চিতসুখে ময়ুর কুরঙ্গ ;
  গুঞ্জরে ঘন ঘন মধুপানে ভৃঙ্গ।
  সুন্দর শতদল প্রিয়তর আভা—
  সুরয অরধ, অরধ শশিশোভা,—
  শোভিল সুতরুণ স্থল জল অঙ্গে ;
  বিরচিলা হ্লাদিনী মায়াবন রঙ্গে।
হেন কালে ইন্দ্রসুত আসিয়া সেথায়,
দাঁড়াইলা প্রণমিয়া জননীর পায়।
জননী পুত্রের মুখ বহু দিন পরে
দেখে যদি, হৃদয়ের সর্ব্বচিন্তা হরে ;

অন্য আশা, অভিলাষ, ক্ষোভ যত আর,
অন্তরে বিলীন হয় বাষ্পের আকার ;—
প্রভাতে যেমন সূর্য্য-তরুণকিরণ
ধরণী পরশি করে কুজ্ঝটি হরণ।
পুত্র পেয়ে, শচী যেন পাইলা আবার
স্বর্গের বৈভব যত, ঐশ্বর্য্য তাহার।
বারম্বার শিরঘ্রাণ, চিবুক আঘ্রাণ,
লইলা, ধরিলা কোলে, পুলকিত প্রাণ।
পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্র হইলে প্রকাশ,
সুধাকরে ধরে যেন প্রফুল্ল আকাশ ;
মরুদেহে সরিতের প্রবাহ বহিলে,
ধরে যেন মরু সেই প্রবাহ-সলিলে ;
তরু যথা নবোদ্গত কিসলয়-রাজি
বসন্তপ্রারম্ভে ধরে নীল পীতে সাজি ;
নিদ্রা যথা ভুজদ্বয় প্রসারণ করি
ক্লান্তপরাণীরে রাখে বক্ষস্থলে ধরি ;
শুক্রতারা ধরে যথা নিশান্তে যামিনী ;
সেইরূপ ধরে পুত্রে ইন্দ্রের কামিনী।
অঞ্চলে মুখের ধূলি ঝাড়ি সুখে চায় ;
মৃদু পরশনে কর সর্ব্বাঙ্গে বুলায়।
কাতর অন্তরে কহে চপলা-চাহিয়া—
"দেখ, সখি, সে শরীর গিয়াছে ভাঙ্গিয়া ;
পল্বলের শুষ্ক পদ্ম পঙ্কেতে যেমন,
সখি রে, বৎসের আস্য তেমতি এখন।
খোল, বৎস, খোল তব কবচ অঙ্গের ;
এ ভূষণ নহে যোগ্য এ শুষ্ক দেহের।
সহিতে নারিবে ভার বাজিবে শরীরে ;
স্নিগ্ধ হও কিছু কাল মহীর সমীরে ;
স্বর্গের অনিলতুল্য নহে এ সমীর,
তথাপি জুড়াবে, বৎস, হইবে সুস্থির ;

পাতাল-বাসের ক্লেশ হৈবে অবসান
সেবিলে এ সমীরণ—খোল অঙ্গত্রাণ।”
বলিতে বলিতে বর্ম্ম খুলিলা আপনি;
উরসে অস্ত্রের চিহ্ন দেখিলা তখনি।
আশ্চর্য্য ভাবিয়া শচী জিজ্ঞাসে, “তনয়,
এ কি দেখি, বক্ষ কেন ক্ষতচিহ্নময়?
কখন ত দেখি নাই উরসে তোমার
হেন চিহ্ন—এ কি সব অস্ত্রের প্রহার?”
জয়ন্ত কহিল “মাতা, আমার উরসে
ছিল না কলঙ্ক কভু অস্ত্রের পরশে;
কেবল সে শিবদত্ত অসুর-ত্রিশূল
এবার ধরেছি বক্ষে—হৈও না ব্যাকুল—
অন্য অস্ত্রে দেব-অঙ্গ ভেদ নাহি হয়;
শিবের ত্রিশূল-চিহ্ন অচিহ্ন এ নয়।”
শুনিয়া পুত্রের বাণী কহিলা ইন্দ্রাণী
“বৎস রে, কতই কষ্ট ভুগিলা না জানি
জান নাই কভু আগে অস্ত্রের যাতনা—
না জানি সহিলা কত বিষম বেদনা!
হায় শিব! হে শঙ্কর! হে দেব শূলিন্!
বাম কি শচীর প্রতি তুমি চিরদিন।
হায় উমা! শচীরে কি কিছু স্নেহ নাই;
কি দোষ করেছি কবে, কহ, তব ঠাঁই?
তোমার নন্দনে, গৌরি, কতই যতনে
রেখেছি অমরালয়ে, বিদিত ভুবনে;
পার্ব্বতীনন্দন স্কন্দ, দেব-সেনাপতি—
শচীর নন্দনে উমা কৈলা এ দুর্গতি।
শিবের ত্রিশূল বৃত্র করিলা প্রহার।—
সেই বৃত্র, মাহেশ্বরি, আশ্রিত তোমার।”
কহি দুঃখে কহে শচী “আমায় উদ্ধারি
কাজ নাই, বৎস, আর হৈয়ে অস্ত্রধারী।

জানিলে অগ্রে কি আমি মানসে স্মরণ
করিতাম তোরে হেথা করিতে গমন।
শত বার ঐন্দ্রিলার চরণ সেবিব;
অকাতরে স্বর্গের আসন তারে দিব;
তোমার কোমল অঙ্গে ত্রিশূল-প্রহার,
জয়ন্ত, নারিব চক্ষে দেখিতে আবার।"
শুনিয়া মাতার বাক্য ইন্দ্রসুত কয়—
"জননি, ছাড়িব তোমা? যাতনার ভয়?
চিন্তা দূর কর, স্থির হও গো জননি;
আশীর্ব্বাদ কর পুত্রে বাসবঘরণী;
পারিব ধরিতে বক্ষে আরো লক্ষ বার
তব আশীর্ব্বাদে শিবত্রিশূলপ্রহার।
কহ, মাতঃ, কি কারণে স্মরিলা আমায়;
কি বিপদ উপস্থিত, বিপক্ষ কোথায়?"
চপলা, শুনিয়া শচী-নন্দন-বচন,
বিস্তারি কহিলা তারে সর্ব্ব বিবরণ।
কন্দর্প নৈমিষে আসি ভীষণ-বারতা
প্রকাশিলা যেইরূপ, প্রকাশিলা তথা।
শুনিয়া জয়ন্ত যেন দীপ্ত হুতাশন,
জ্বলিতে লাগিলা ক্রোধে, বিস্তৃত নয়ন।
দেখি শচী কহে "বৎস, হও রে শীতল,
ভ্রম কিছু ক্ষণ এই নৈমিষ-মণ্ডল;
হের, বৎস, সুধাকর উঠিছে গগনে,
স্নিগ্ধ হও কিছু ক্ষণ শশীর কিরণে।
মহীতে মাধুরীময় সুধার সঙ্কাশ
এক মাত্র আছে অই চন্দ্রমা-প্রকাশ!
উহারি কিরণে তব তনু সুকুমার
জুড়াবে কিঞ্চিৎ, কর অরণ্যে বিহার।"
শুনিয়া জননীবাক্য, জয়ন্ত তখন
অঙ্গেতে কবচ পুনঃ করিলা বন্ধন;

চিন্তিয়া চলিলা ধীরে কানন ভিতরে,
শীতল সমীর সেবি, হেরি শশধরে।
চপলা, কানন রচি, আনন্দে বিহ্বলা,
বেড়ায় চৌদিকে সুখে হইয়া চঞ্চলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হেরে পুরুষ দুজন
কানন নিকটে ভাবে সংশয়ে যেমন।
জিজ্ঞাসিছে একজন চাহি অন্য প্রতি
"কোথায় আনিলা দূত, আ(ই)লা কোন পথি ?
নৈমিষ অরণ্য কোথা ? দেখি যে উদ্যান,
স্বর্গের নন্দনতুল্য পূর্ণ পুষ্পঘ্রাণ ;
চারু মনোহর লতা ; পল্লব মধুর ;
পক্ষিকলকাকলিত নিকুঞ্জ মঞ্জুর ;
মোহকর মনোহর সুস্নিগ্ধ বাতাস ;
কিরণ জিনিয়া চন্দ্র পূরণপ্রকাশ ;
কোথায় নৈমিষ বন ? অমরাবতীতে
এখন(ও) ভ্রমিছ ভ্রমে, না আ(ই)স মহীতে !"
দূত কহে "জানিতাম এখানে নৈমিষ,
না জানি কি হৈলা, তবে হারায়েছি দিশ !
হইল সে বহু দিন মর্ত্তে নাহি আসি—
হবে বা নৈমিষ এই—এবে কুঞ্জরাশি।"
হেন কালে চপলারে দেখিতে পাইয়া,
জিজ্ঞাসা করিলা তায় নিকটে আসিয়া।
চপলা কহিলা "কেন, কিসের কারণ
নৈমিষ অরণ্য দোঁহে কর অন্বেষণ ?
এই সে নৈমিষ, আমি নিবসি এখানে ;
প্রকাশিয়া বল শুনি কি বাসনা প্রাণে ?
দিব ইচ্ছা যাহা তব, এ বন আমার—
দেখ অরণ্যেরে কৈনু নন্দন-আকার।
বল আগে, কার দূত, পুরুষ কি নারী ?
পার কি চিনিতে, বুঝি আমি যেন পারি।

হাতে দেখি পারিজাত, না হবে মানব—
হায় রে সে স্বর্গ, যথা অমর বৈভব !"
ভাবিলা ভীষণ, তবে এই হবে শচী,
মায়ায় নন্দনবন মর্ত্তে আছে রচি।
প্রফুল্ল পরাণে কহে "ধর এই ফুল—
পাছে নাহি মান, চিহ্ন আনিয়াছি স্থূল ;
দেব-দূত আমি, দেবি, ইন্দ্রের প্রেরিত,
তুমি সুরেশ্বরী শচী ভুবনে বিদিত।
যুদ্ধে জয়, অমরের স্বর্গ অধিকার ;
তিরস্কৃত দৈত্যকুল তাড়িত আবার ;
স্বর্গ এবে শান্ত পুনঃ, তাই সুরপতি
পাঠাইলা, লৈতে তোমা আপন বসতি।"
ঈষৎ হাসিয়া তাহে চপলা কহিলা,
"আমায়, সন্দেশবহ, চিনিতে নারিলা।
পেয়েছ দূতের পদ, শিখ নাহি ভাল—
ইন্দ্রের দূতত্বপদ বড়ই জঞ্জাল !
শিখাব উত্তমরূপে পাই সে সময়,
তুমি দূত, আমি দূতী, জানিহ নিশ্চয়।
পুরাতনে প্রয়োজন নহিলে কি এত ?
নূতনে নূতন জ্বালা, বুঝে না সঙ্কেত !"
'শিব !' বলি, দূতবেশী কহে দৈত্যচর
"চিনেছি, চিনেছি—ভ্রান্তি নাহি অতঃপর-
শচী-সহচরী তুমি বিষ্ণুর মহিলা"—
"আবার ভুলিলা দূত" চপলা কহিলা ;
"থাক্ মেনে, আর কেনে দেও পরিচয়—
মূর্খের অশেষ দোষ, কহিনু নিশ্চয় ;
অহে দূত, বুঝা গেছে তব গুণপনা—
নারী চেনা, মণি চুনা, দুর্ঘট ঘটনা।
নহি হরিপ্রিয়া আমি বৈষ্ণবী কমলা ;
শুন দূত, শচীদূতী আমি সে চপলা।

আশা করি আসিয়াছ ইন্দ্রের আদেশে,
না হবে নৈরাশ, ভাগ্যে ঘটে যাহা শেষে।"
বলিয়া চপলা চলে ; পশ্চাতে তাহার
চলিলা পুরুষ, পারিজাত হস্তে যার।
দেখিয়া কানন-শোভা মোহিত ভীষণ ;
শত শত উপবন অমরমোহন,
নিরখিলা চারি দিকে—নিরখিলা তায়
কুরঙ্গ বিহঙ্গ কত আনন্দে বেড়ায় ;
পলাশ, বল্লরী, পুষ্প, তরুণ লতায়
সুশোভিত, নন্দনের সদৃশ শোভায়!
লতায় লতায় ফুল, লতায় লতায়
শিখিনী নাচায় পুচ্ছে চন্দ্রক-মালায় ;
ঝাঁকে ঝাঁকে সরোবরে ব্রততী উপরে
মধুলিহ পড়ে ঢলি সুখে মধুভরে ;
তরুণ অরুণ, কিবা মৃদু শশধর,
জিনিয়া মৃদুল রশ্মি কানন ভিতর!
শ্রবণ-সুস্নিগ্ধকর মধুর নিস্বন
কাননে ঝরিছে নিত্য করিয়া প্লাবন!
মধ্যস্থলে ইন্দ্রপ্রিয়া বৈসে ধীরবেশ ;
জলদবরণ পৃষ্ঠে সুনিবিড় কেশ।
মুখে আভা ভানু যেন উথলিয়া পড়ে!
গাম্ভীর্য্য প্রতিমা বিধি দেহে যেন গড়ে!—
দেখিয়া স্তিমিতনেত্র হইলা ভীষণ,
বাক্‌শূন্য, শ্রুতিশূন্য, করে দরশন।
বিশ্বসৃষ্টি করি, যবে ব্রহ্মা অকস্মাৎ
করিলা মানবচিত্তে চৈতন্য প্রভাত,
আদিসৃষ্ট সেই প্রাণী নব সূর্য্যোদয়
যে ভাবে দেখিলা, দৈত্য সেই ভাব হয়,
সংজ্ঞা নাই, চিন্তা নাই, নাহি আত্মজ্ঞান,
চক্ষুতেই গত যেন চৈতন্য, পরাণ!

প্রহরেক কাল হেন স্তম্ভিত থাকিয়া ;
চপলারে জিজ্ঞাসিলা ভাবিয়া চিন্তিয়া—
"পুরন্দর-ভার্য্যা শচী এই কি ইন্দ্রাণী ?"
চপলা কহিলা "এই ত্রিদিবের রাণী ।"
ভাবিতে লাগিলা মনে ভীষণ তখন,
"সত্যই স্বর্গের রাণী ইন্দ্রাণী এ জন !
কোথায় ঐন্দ্রিলা—বুঝি, দাসীর সে দাসী
তুলনায় নহে এর, চিতে হেন বাসি ।
ধন্য সুরপতি ইন্দ্র ! এ অরুণ যার
চিরোদিত গৃহমাঝে ঘুচায়ে আঁধার ।"
নানা চিন্তা এইরূপ করে মনে মনে,
না বুঝে স্বরগে শচী লইবে কেমনে ;
অচল নিরখি যার বদনপ্রভায়,
পরশে কেমনে তায় ভাবিয়া না পায় ;
বিষম বিপদ ভাবে, উভয় সঙ্কট,
ভাবিলা সে কার্য্যসিদ্ধি অসাধ্য, দুর্ঘট ;
অনেক চিন্তিলা, স্থির নারিলা করিতে ।
কিরূপে লইবে শচী অমরাবতীতে ।
হেন কালে ইতস্ততঃ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
জয়ন্ত, ভীষণে দূরে পাইলা দেখিতে ।
"অরে রে কপট দৈত্য !" বলিয়া তখন,
ধাইলা তুলিয়া খড়্গ, যেন হুতাশন ।
কহিলা ভীষণে চাহি কূটদৃষ্টি ধরি,
ক্ষণকাল খড়্গ শূন্যে সম্বরণ করি—
"চল্, এ কানন-বহির্ভাগে শীঘ্র চল্,
জননীর বাসভূমি নহে যুদ্ধস্থল ;
নহে বৈধ স্ত্রী-জাতির সম্মুখে সমর ;—
চল্ এ উদ্যান ছাড়ি, পাষণ্ড বর্ব্বর !"
জয়ন্তে দেখিবা মাত্র চিন্তা গেল দূর ;
ধরিল বিকট মূর্ত্তি ভীষণ অসুর ।

গর্জ্জিল সিংহের নাদে, শেল ধরি করে ;
ঘুরায় শূন্যেতে ঘন মেঘের ঘর্ঘরে।
না ছাড়িতে শেল, শীঘ্র বাসব-নন্দন
"জননি, অন্তর হও" বলিয়া, তখন
বেগে হেলাইয়া খড়্গ ভীষণ গর্জ্জিয়া,
পড়িল বিদ্যুৎ যেন নিকটে আসিয়া ;
শূন্যে খেলাইয়া অসি বিজুলি আকার,
চকিতে কন্ধরমূলে করিল প্রহার।
বিচ্ছিন্ন হইয়া মুণ্ড পড়িল অন্তরে,
ঘোর শব্দে পড়ে গাত্র ভূতল উপরে।
শালবৃক্ষ পড়ে যেন হইয়া ছেদিত,
অথবা আগ্নেয়শৃঙ্গ অগ্নি-বিদারিত।
শব্দ শুনি ভীষণের সঙ্গী যেই জন
প্রবেশিল দ্রুতগতি, ভেদিয়া কানন।
দেখিয়া তাহারে, কহে জয়ন্ত কর্কশ—
"তুই তুচ্ছ, তোরে নাহি করিব পরশ।
যা রে দাস, যা রে ফিরে, দৈত্যের নিকট,
সমাচার দিস্—'তার ভীষণ বিকট
জয়ন্তের খড়্গাঘাতে লুটে ধরাতল' ;
অন্য আর যারে ইচ্ছা পাঠাইতে বল্।
ভেট দিস্ দৈত্যরাজে—ধর্, মুণ্ড ধর্ !"
বলিয়া নিক্ষেপি মুণ্ড ফেলিল অন্তর।
ত্রাসিত, অস্থির দূত, বিস্ময় ভাবিয়া,
বৃত্রাসুরে বার্ত্তা দিতে চলিল ফিরিয়া।
জয়ন্ত, আনন্দচিত্ত, জননী নিকটে—
উপস্থিত হৈলা আসি এড়ায়ে সঙ্কটে।

ষষ্ঠ সর্গ

বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপুরী দেব-অনীকিনী,
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা ;
যোজন যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্ত ভানুতে—
দেবকুল সেইরূপ দিক্ আচ্ছাদিয়া।

দূরস্থিত, সন্নিহিত, যত শৈলরাজি,
অস্তোদয়-গিরিশৃঙ্গ, প্রভায় উজ্জ্বল ;
অনন্তের সমুদায় নক্ষত্র বা যথা
বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দ্দিকে।

প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণদর্শন—
পাষাণ-সদৃশ-বপুঃ, দীর্ঘ, উরস্বান্—
নানা অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম,
ভীম দর্পে, ভীম তেজে, গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া।

জাগ্রত, সুসজ্জ সদা যুদ্ধের সজ্জায়,
ভ্রমে দৈত্য বর্ম্মে বর্ম্মে, স্বর্গ আন্দোলিয়া,
আচ্ছাদি সুমেরু-অঙ্গ, বৈজয়ন্ত ঢাকি,
ঘোর শব্দ, সিংহনাদে, অম্বর বিদারি।

অস্ত্রবৃষ্টি, শৈলবৃষ্টি, প্রতি অহরহঃ,
অনন্ত আকুল করি উভয় সৈন্যেতে ;
রাত্রিদিবা যেন শূন্যে নিয়ত বর্ষণ
বিদ্যুৎ-মিশ্রিত শিলা দিগে দিগে ব্যাপি।

ত্রিদশ-আলয়ে হেন অমর দানবে
জ্বলিছে সমরবহ্নি নিত্য অহরহঃ ;
বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈন্যদলে,
সুদৃঢ়সঙ্কল্প উভ দেবতা দনুজে।

অর্ণবের ঊর্ম্মিরাশি যথা প্রবাহিত
অহর্নিশি, অনুক্ষণ, বিরত-বিশ্রাম ;
স্রোতস্বতী বিধাবিত নিয়ত যদ্রূপ
ধারা প্রসারিয়া সদা সিন্ধু অভিমুখে ;

অথবা সে শূন্যে যথা আহ্নিক গতিতে
ভ্রমে নিত্য ভূমণ্ডল পল অনুপল ;
কিম্বা নিরন্তর যথা অবিচ্ছেদ-গতি
অশব্দ তরঙ্গ চলে কালের প্রবাহে ;

সেইরূপ অবিশ্রাম দানব-অমরে
হয় যুদ্ধ অহরহঃ, স্বর্গ-বহির্দ্দেশে ;
জয়, পরাজয়, নিত্য নিত্য অনিশ্চয়—
দৈত্যের বিজয় কভু, কখন ত্রিদশে।

সভাসীন বৃত্রাসুর সুমিত্রে সম্ভাষি
কহিছে গর্জ্জন করি বচন কর্কশ—
"যুদ্ধে নৈল পরাজিত এখন(ও) দেবতা !
এখনও স্বরগ বেষ্টি দৈবত সকলে !

"সিংহের নিলয়ে আসি শৃগালের দল
প্রকাশে বিক্রম হেন নির্ভয় হৃদয়ে ?
মত্ত মাতঙ্গের শুণ্ডে করিয়া আঘাত
শ্বাপদ বেড়ায় হেন করি আস্ফালন ?

"ধিক্ আজ দৈত্য নামে ! হে সৈনিকগণ !
সমরে অমর ত্রস্ত করিলা দানবে !
কোথা সে সাহস, বীর্য্য, শৌর্য্য, পরাক্রম,
দনুজ যাহার তেজে চির রণজয়ী ?

"সসাগরা বসুন্ধরা যুদ্ধে করি জয়,
প্রকাশিলা কত বার অতুল বিক্রম ;

নাহি স্থান বসুধায় কোথাও এমন,
কম্পিত না হয় আজি দানবের নামে।—

"পশিলা অমরাবতী জিনিয়া অবনি,
বিস্মিত করিয়া বসুন্ধরাবাসিগণে ;
জিনিলা স্বরগ যুদ্ধে অদ্ভুত প্রতাপে
মহাদম্ভী সুরকুলে সমরে লাঞ্ছিয়া ;—

"খেদাইলা দেববৃন্দে পাতালপুরীতে—
শশকবৃন্দের মত—দৈত্য-অস্ত্রাঘাতে
অচৈতন্য দেবগণ ব্যাপি যুগকাল,
দুর্নিবার দৈত্যতেজ না পারি সহিতে !

"সেই পরাজিত, তিরস্কৃত সুরসেনা
আবার আসিয়া দম্ভে পশিলা সংগ্রামে ;
না পার জিনিতে তায় সুজিষ্ণু হইয়া—
রে ভীরু দানবগণ ! নামে কলঙ্কিলা !

"স্বয়ং যাইব অদ্য, পশিব সমরে ;
ঘুচাইব অমরের সমরের সাধ—
আন্ রে সে শিবশূল—আন্ সে আমার
বিজয়ী ত্রিশূল যাহা অর্পিলা শঙ্কর।"

বলিয়া গর্জ্জিলা বীর বৃত্র দৈত্যপতি,
ধরিলা শিবের শূল সিংহের বিক্রমে ;
দেখিয়া ত্রাসিত যত দানবসৈনিক,
বৃত্রাসুর-আস্য হেরে নিস্তব্ধ সকলে।

নিরখে মাতঙ্গযূথ যথা গজপতি,
বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড উপাড়ি শুণ্ডেতে
তুলিয়া গগনমার্গে বিস্তারে যখন,
সু-উচ্চ শব্দের নাদে বৃংহিত করিয়া !

তখন বৃত্রের পুত্র বীর রুদ্রপীড়—
শোভিত-মাণিকগুচ্ছ কিরীট যাহার,
অভেদ্য শরীর যার ইন্দ্রাস্ত্র ব্যতীত—
কহিলা পিতারে চাহি হ'য়ে কৃতাঞ্জলি ;

কহিলা—"হে তাত ! জিষ্ণু দৈত্যকুলেশ্বর !
অভিলাষ নন্দনের নিবেদি চরণে,
কর অবধান, পিতঃ, পূরাহ বাসনা,
দেহ আজ্ঞা আমি অদ্য যাই এ সংগ্রামে।

"যশস্বিন্ ! যশঃ যদি সকলি আপনি
মণ্ডিবেন নিজ শিরে, কি উপায়ে তবে
আত্মজ আমরা তব হৈব যশোভাগী ?
কোন্ কালে আর তবে লভিব সুখ্যাতি ?

"কীর্ত্তি যাহা—বীরলব্ধ, বীরের আরাধ্য,—
বীরের বাঞ্ছিত যশঃ ত্রিভুবনে যাহা,
সকলি আপনি পিতা কৈলা উপার্জ্জন,
কি রাখিলা রণকীর্ত্তি মণ্ডিতে তনয়ে ?

"ভাবিতে ত হয়, তাত, ভবিষ্যতে চাহি,
সন্ততি পিতার নাম রাখিবে কিরূপে ?
জ্বালিলা যে যশোদীপ, প্রদীপ্ত কেমনে
রাখিবে তব অঙ্গজগণ অতঃপরে ?

"জন্ম বৃথা ! কর্ম্ম বৃথা ! বৃথা বংশখ্যাতি !
কীর্ত্তিমান্ জনকের পুত্র হওয়া বৃথা !
স্বনামে যদি না ধন্য হয় সর্ব্বলোকে—
জীবনে জীবন-অন্তে চিরস্মরণীয় !

"বিভব, ঐশ্বর্য্য, পদ, সকলি সে বৃথা !
পিতৃভাগ্য হয় যদি ভোগ্য তনয়ের ;—

পূজ্য সেই কোন কালে নহে কোন লোকে,
জলবিম্ববৎ: ক্ষণে ভাসিয়া মিশায় !

"বিজয়ী পিতার পুত্র নহিলে বিজয়ী,
গৌরব, সম্পদ্, তেজঃ, নাহি থাকে কিছু,
ভ্রমিতে পশ্চাতে হয় ফেরুবৃন্দবৎ,
দানব-অমর-যক্ষ-মানব-ঘৃণিত !

"সুরবৃন্দ পুনর্ব্বার ফিরিবে এ স্থানে,
তব বংশজাতগণে ভাবি তুচ্ছ কীট ;
না মানিবে কেহ আর বিশ্ব-চরাচরে,
তেজস্বী দৈত্যের নামে হইয়া শঙ্কিত ।

"যশোলিপ্সা কদাপিহ ভীরুর অন্তরে
উদ্দীপ্ত হইয়া তারে করে বীর্য্যবান্ !—
বীরের স্বর্গ ই যশঃ, যশ(ই) সে জীবন ;
সে যশে কিরীট আজি বান্ধিব শিরসে ।

"কর অভিষেক, পিতঃ, এ দাসেরে আজ
সেনাপতিপদে তব, সমরে নিঃশেষি
ত্রিংশতত্রিকোটী দেব, আসিয়া নিকটে
ধরিব মস্তকে সুখে অই পদরেণু ।

"জানিবে অসুর সুরে—নহে সে কেবল
দানবকুলের চূড়া দানবের পতি,
অজেয় সংগ্রামে নিত্য—অনিবার্য্য রণে
অন্য বীর আছে এক—আত্মজ তাঁহার ।"

চাহিয়া সহর্ষচিত্ত পুত্রের বদনে,
কহিলা দনুজেশ্বর বৃত্রাসুর হাসি—
"রুদ্রপীড় ! তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বান্ধিয়া কিরীটে ;

"বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃপ্রভা, পুত্র যশোধর।
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরো ধন্য হও
দৈত্যকুল উজ্জ্বলিয়া, দানবতিলক।

"তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ
অদ্যাপি প্রজ্জ্বল এত, হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে, পুত্র, অন্য সে লালসা;
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্যে বিন্যাসিয়া।

"অনন্ততরঙ্গময় সাগর-গর্জ্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে, যথা সুখকর;
গভীর শর্ব্বরীযোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে যে সুখ;—

"কিম্বা সে গঙ্গোত্রী-পার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর নাদে
পড়িছে পর্ব্বতশৃঙ্গ স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া,
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত!

"তখন অন্তরে যথা, শরীর পুলকি,
দুর্জ্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিমিশ্রিত;
সমর-তরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা,
সেই সুখ চিত্তে মম হয় রে উত্থিত।

"সেই সুখ, সে উৎসাহ, হায় কত কাল!
না ধরি হৃদয়ে, জয় স্বর্গ যে অবধি,
চিত্তে অবসাদ সদা—কোথাও না পাই
দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে লভি পুনর্ব্বার।

"নাহি স্থান ত্রিভুবনে জিনিতে সংগ্রামে,
ভাবিয়া বৃত্রের চিত্তে পড়িয়াছে মলা;

দেখ্ এ ত্রিশূল অগ্রে পড়িয়াছে যথা
সমর-বিরতি-চিহ্ন, কলঙ্ক গভীর !

"যাও যুদ্ধে, তোমা অদ্য করি অভিষেক
সেনাপতি-পদে, পুত্র, অমর ধ্বংসিতে ;
যাও, যশঃ-বিমণ্ডিত হইয়া আবার
এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।"

রুদ্রপীড় প্রফুল্লিত, পিতৃপদধূলি
সাদরে লইয়া শিরে শুনিয়া ভারতী ;
এ হেন সময়ে দূত, নৈমিষ হইতে
প্রত্যাগত, সভাতলে হৈলা উপনীত।

দূতে দেখি দৈত্যপতি, উৎসুক-হৃদয়,
কহিলা "সন্দেশবহ, কি বারতা কহ ?
কিরূপে এ পুরীমধ্যে প্রবেশ বা তুমি ?
কোথা ইন্দ্রজায়া শচী, কোথা বা ভীষণ ?"

আশ্বস্ত হইয়া দূত কিঞ্চিৎ তখন,
কহিতে লাগিলা পুরী প্রবেশ উপায় ;
বায়ুতে চঞ্চল যথা বিশুষ্ক পলাশ,
রসনা তেমতি দ্রুত বিকম্পিত তার !

কহিলা "প্রথমে যবে আইনু এ স্থানে,
স্বর্গ হৈতে বহু দূর হিমাচলপথে,
উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গে, প্রথম সাক্ষাৎ
হইল আমার দেব-অনীকিনী সহ।

"নানা ছল, নানা বেশ, বিবিধ কৌশল
আশ্রয় করিয়া পথে হৈনু অগ্রসর,
চিনিতে নারিলা কেহ ; অতঃপর শেষে
পুরীপ্রান্তভাগে আসি হৈনু উপনীত।

"প্রাচীর নিকটে আসি অনেক চিন্তিয়া
উদয় হইল চিত্তে,—জাগরিত যেথা
সূর্য্য আদি দেব যত নিত্য অস্ত্রধারী,
ভ্রমে নিত্য অবিরত দ্বার নিরখিয়া।

"আসন্ন বিপদে চিত্তে হইল উদয়
জটিল কৌশল এক, গূঢ় প্রতারণা—
'ঐন্দ্রিলার পিতৃভূমি হিমালয় পারে,
হয় যুদ্ধ সেইখানে গন্ধর্ব্ব-দানবে,

"'সেই সমাচার ল'য়ে ত্বরিত গমনে
ঐন্দ্রিলা নিকটে যাই,:পিত্রাদেশে তাঁর,
দৈত্যকুলেশ্বর বৃত্র মহাবলবান্
সমরে সহায় হ'ন এ তার প্রার্থনা।'—

"এ প্রস্তাবে দেবগণ শুভ ভাবি মনে
আদেশ করিলা মোরে পুরী প্রবেশিতে।
আদেশ পাইবা মাত্র পুরীতে প্রবেশ
করিয়া প্রভুর পদে আসি উপনীত।"

শুনিয়া দূতের বাক্য কহে বৃত্রাসুর
"এ বারতা, দূত, তোর অলীক কল্পনা,
সঙ্গে শচী ইন্দ্রপ্রিয়া, ভীষণ সংহতি—
শচী কি সে সূর্য্য আদি দেবে অবিদিত ?"

দানব-রাজের বাক্যে দূতের রসনা
হইল জড়তাপূর্ণ, কম্পাবিরহিত—
যথা নব কিশলয় বরষার নীরে
আর্দ্রতনু, বিলম্বিত তরুর শাখায়।

সুমিত্র, দানব-মন্ত্রী, কহিলা তখন,—
"দৈত্যেশ্বর! দূত বুঝি হৈলা অগ্রগামী,

পশ্চাতে ভীষণ ভাবি আ(ই)সে শচী সহ
মঙ্গল বারতা নিত্য তড়িৎ-গমনা।”

নতমুখ, নিম্নদৃষ্টি, দূত, ক্ষুণ্নমতি,
কহিলা—“না মন্ত্রি, ব্যর্থ আশ্বাস তোমার ;
নৈমিষ অরণ্যে শচী জয়ন্তের সনে
করিছে নির্ভয়ে বাস—ভীষণ নিহত।”

“ভীষণ নিহত!”—গর্জ্জিলা দানবপতি।
“হা রে রে বালক—জয়ন্ত, ইন্দ্রের পুত্র,
আমার সংহতি সাধ বিবাদে একাকী!—
দম্ভ তোর এত ?” বলি ছাড়িলা নিশ্বাস।

“রুদ্রপীড় পুত্র, শুন কহি সে তোমারে,”
কহিলা তনয়ে চাহি, গাঢ় নিরীক্ষণ,
“যশোলিপ্সা চিত্তে তব অতি বলবতী,
কর তৃপ্ত, জয়ন্তেরে করিয়া আহুতি।

“শচীরে আনিতে চাহ অমরাবতীতে,
অন্যথা না হয় যেন, যাও ধরাধামে ;
শত যোদ্ধা সুসৈনিক বীর-অগ্রগণ্য
লহ সঙ্গে, অচিরাৎ পালহ আদেশ।”

কৃতাঞ্জলি হ'য়ে মন্ত্রী সুমিত্র তখন
কহিলা,—“দৈত্যেন্দ্র, এবে দেব-পরিবৃত
বিস্তীর্ণ এ স্বর্গপুরী, কি প্রকারে কহ
কুমার ভেদি এ ব্যূহ হইবে নির্গত ?

“যুদ্ধে পরাজয়ি যদি দেব-অনীকিনী
নির্গত হইতে হয় আনিতে শচীরে,
না বুঝি তবে বা সিদ্ধ সত্বরে কিরূপে
হইবে কুমার-কল্প, তব অভিপ্রেত।

"অসংখ্য এ দেবসেনা, দুর্দ্দম সংগ্রামে,
অমর তাহাতে সবে, সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞ,
শঙ্কিত নহেক কেহ অন্য অস্ত্রাঘাতে,
মূৰ্চ্ছিত না হবে শিব-ত্রিশূল বিহনে।

"তবে কি আপনি যুদ্ধে করিবেন গতি ?
কুমার সংহতি অদ্য, দানব-ঈশ্বর ?
বিমুক্ত করিয়া পথ পাঠান যদ্যপি,
কি প্রকারে পুনঃ হেথা হবে বা নিবেশ ?"

দৈত্যেশ কহিলা "মন্ত্রি, সেনাপতি-পদে
বরণ করেছি পুত্রে, না যাব আপনি,
রুদ্রপীড়ে দিব এই ত্রিশূল আমার,
যাইবে আসিবে শূলহস্তে অবারিত।"

নিষেধ করিলা মন্ত্রী তেয়াগিতে শূল,
"পুরী রক্ষা না হইবে অভাবে তাহার,
উপস্থিত হয় যদি সঙ্কট তাদৃশ
সমূহ দৈত্যের বল হবে নিঃসহায়।"

ভ্রূকুটি করিয়া তবে ললাট-প্রদেশে
স্থাপিয়া অঙ্গুলীদ্বয়, গর্ব্ব প্রকাশিয়া,
কহিলা দানবপতি—"সুমিত্র হে, এই—
এই ভাগ্য যত দিন থাকিবে বৃত্রের,

"জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায়
সমরে পরাস্ত করে—কিম্বা অকুশল ;
অনুকূল ভাগ্য যার অসাধ্য কি তায়—
ধর রে ত্রিশূল, পুত্র, বীর রুদ্রপীড়।"

রুদ্রপীড় কহে "মন্ত্রি, কেন ত্রস্ত এত ?
জান না কি অভেদ্য এ আমার শরীর ?

বাসবের অস্ত্র ভিন্ন বিদীর্ণ কখন
না হইবে এই দেহ অন্য প্রহরণে।

"ইন্দ্র নাহি উপস্থিত, চিন্তা কর দূর,
যাইব অমরব্যূহ ভেদিয়া সত্বর,
আসিব আবার ব্যূহ ভেদিয়া তেমতি,
শচীরে লইয়া সঙ্গে এ স্বরগপুরে।

"হে তাত, ত্রিশূল রাখ, নাহি রুদ্রতেজ
দেহেতে আমার, উহা নারিব তুলিতে ;–
বীর কভু নাহি রাখে নিষ্ফল আয়ুধ,
বিব্রত হইতে পশি সংগ্রামের স্থলে।"

এরূপে করিয়া ক্ষান্ত মন্ত্রী, বৃত্রাসুরে,
শত সুসৈনিক দৈত্য-সংহতি লইয়া,
অসুর-কুমার শীঘ্র প্রাচীর সন্নিধি
উপনীত হৈলা সুখে সুসজ্জিত-বেশ।

অনুসঙ্গী বীরগণ সহিত মন্ত্রণা
করিতে, কহিলা কেহ যুদ্ধ অবিধেয়,
কহিলা বা অন্য কেহ সমর উচিত—
রুদ্রপীড় নিপতিত উভয়-সঙ্কটে।

নিজ ইচ্ছা বলবতী, যশোলিপ্সা গাঢ়,
ঘটনা দুর্ঘট আর সুযোগ ঈদৃশ ;
যুদ্ধই তাহার ইচ্ছা একান্ত প্রবল,
ছল কি কৌশল তার নহে অভিপ্রেত।

নিরুপায়, কোন মতে সমরে সম্মত
না পারি করিতে অন্য সঙ্গিগণে সবে
অগত্যা সম্মতি দিলা অবশেষে তবে
অন্য কোন সদুপায় করিতে সুস্থির।

স্থির হৈল অবশেষে কাহার(ও) বচনে,
ভীষণের সহচর দূত যে কৌশলে
পশিলা নগরী মধ্যে, অবলম্বি তাহা
নির্গত হইয়া গতি কর্ত্তব্য নৈমিষে।

কল্পনা করিয়া স্থির, দ্বারদেশে কোন
আসি উপনীত দ্রুত—আসিয়া সেখানে
তুলিলা প্রাচীর-শিরে সুশুভ্র পতাকা,
দানবের যুদ্ধ-চিহ্ন-শূল-বিরহিত।

উড়িলা কেতন শুভ্র শূন্যে বিস্তারিত ;
প্রকাণ্ড অর্ণবপোতে ছিঁড়িয়া বন্ধন,
বাদাম উড়িল যেন আকাশমার্গেতে—
সমরকেতন অন্য হৈল সঙ্কুচিত।

বাজিল সম্ভাষ-শঙ্খ—দূত কোন জন
বার্ত্তা লয়ে প্রবেশিলা অমর-শিবিরে ;
কহিলা সেনানীবর্গে উচ্চ সম্বোধনে
বৃত্রাসুর দৈত্যপতি যে হেতু প্রেরিলা।

"ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হিমালয় পারে,
গন্ধর্ব্ব-সমরে তাঁর বিপন্ন জনক ;
দৈত্যেশ বৃত্রের ইচ্ছা প্রেরিতে সহায়
শত যোদ্ধা সেই স্থানে শীঘ্র অবিরোধে।

"দেবকুল, তাহে যদি থাকহ সম্মত,
সংগ্রামে বিশ্রাম তবে দেহ কিছু কাল,
বহির্গত হৈতে তবে দেহ শত যোধে,
ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্যে করিতে প্রস্থান।"

বার্ত্তা শুনি, দেবপক্ষ সেনাধ্যক্ষগণ—
বরুণ, পবন, অগ্নি, ভাস্কর, কুমার—

মিলিত হইয়া সবে করিলা মন্ত্রণা
কি কর্ত্তব্য দানবের এ বিধ প্রস্তাবে।

নিষেধ করিলা পাশী—প্রচেতা সুধীর—
"উচিত না হয় পথ দিতে দৈত্যযোধে,
কপট বঞ্চক ক্রূর দিতিসুত অতি,
নহেক উচিত বাক্যে প্রত্যয় তাদের।

"ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হৈতে দূত কেহ
যদিও আসিয়া থাকে অজ্ঞাতে আমার,
বিশ্বাস কি তথাপি সে দূতের বচনে?
সেখানে থাকিলে পাশী না ছাড়িত তায়।"

সূর্য্য অভিপ্রায়,—"দৈত্যযোদ্ধা শত জন
ঐন্দ্রিলার পিত্রালয়ে যা'ক অবিরোধে,
দেবযোদ্ধা কিন্তু কেহ পশ্চাতে তাদের
গমন করুক যেন না পারে ফিরিতে।"

অগ্নি কহে "দুই তুল্য আমার নিকটে,
নিষেধ নাহিক তায়, নাহি অনিষেধ,
সমর দৈত্যের সনে যেই খানে থাক্,
সম্মুখে পশ্চাতে শত্রু কি তাহে প্রভেদ?"

সতত অস্থিরচিত্ত পবন চঞ্চল,
কভু অভিমতে এর, কভু অন্যমতে
অভিমতি দিলা তার—সদা অনিশ্চিত—
যে কহে যখন মিলে তাহার(ই) সহিত।

মহাসেন, সেনাপতি, সকলের শেষে
কহিলা পার্ব্বতীপুত্র—"বিপক্ষে দুর্ব্বল
করাই কর্ত্তব্য কার্য্য যুদ্ধের বিধানে;
দৈত্যের প্রস্তাব দেবপক্ষে শ্রেয়স্কর।

স্বর্গ ছাড়ি মহাযোদ্ধা বীর শত জন
ধরাতে করিলে গতি, দেবেরই মঙ্গল,
হীনবল হৈবে পুরী রক্ষক বিহনে,
শ্রেয়ঃকল্প ছাড়িবারে অভিপ্রেত তাঁর।"

সেনাপতি-বাক্যে অন্য দেবতা সকলে
সম্মত হইলা—ধীর প্রচেতা ব্যতীত ;
বার্ত্তা লৈয়ে বার্ত্তাবহ প্রবেশি নগরে
রুদ্রপীড় সন্নিধানে নিবেদিলা দ্রুত।

মহাহর্ষ হৈল সবে ; দৈত্য যোধ শত
নিষ্ক্রান্ত হইলা শীঘ্র ছাড়িয়া অমরা ;
আহ্লাদে করিলা গতি পৃথিবী-উদ্দেশে,
নৈমিষ-অরণ্যে যথা শচীনিবসতি !

সপ্তম সর্গ

হেথা সুরপতি ইন্দ্র কুমেরুশিখরে
নিয়তির পূজা সাঙ্গ করিয়া চাহিলা,—
চাহিলা বিস্ময়ে যেন, নিরখি নূতন
গগন ভূতল মূর্ত্তি বিশ্ব অবয়ব।

কহিলা বাসব—"হায়, গত এত কাল !
যুগান্তর হৈল যেন হইছে বিশ্বাস !
ভাবি যেন পরিচিত পূর্ব্বের জগৎ
ধরিছে নূতন ভাব ছাড়ি পুরাতন !

"যেখানে তরুর চিহ্ন আগে নাহি ছিল
কুমেরুশরীরে, এবে নিরখি সেখানে
প্রকাণ্ড প্রসারি শূন্যে উন্নত শিখর
নিবিড় বিটপপূর্ণ মহীরুহ কত !

"পূর্ব্বে হেরিয়াছি যেথা ক্ষৌণী সমতল,
পর্ব্বত এখন সেথা শৃঙ্গবিমণ্ডিত,
লতাগুল্মসমাকীর্ণ শ্যামল সুন্দর,
বিরাজে গগনমার্গে অঙ্গ প্রসারিয়া।

"গভীর সাগর পূর্ব্বে ছিল যেইখানে,
বিস্তীর্ণ এখন সেথা মহা মরুস্থল,
তরু-বারি-বিরহিত তাপদগ্ধ সদা,
নিরন্তর সমাকীর্ণ বালুকারাশিতে।

"নক্ষত্র নূতন কত, গ্রহ নবোদিত,
নিরখি অনন্ত মাঝে হয়েছে প্রকাশ ;
সূর্য্যের মণ্ডল যেন স্বস্থানবিচ্যুত,
অপসৃত বহু দূর অন্তরীক্ষপথে।

"এত কাল হৈল গত পূজায় নিয়তি
নিয়তি এখন(ও) তুষ্ট না হইলা মোরে।
আদিষ্ট না হই, কিম্বা না পাই সাক্ষাৎ,
না বুঝি কেন বা দৈব এত প্রতিকূল।

"আবার পূজিব তাঁরে কল্পান্ত পূরিয়া,
দেখি প্রতিকূল তিনি হন কত কাল।
অন্য চিন্তা, আশা, ইচ্ছা, সব পরিহরি,
বৃত্রের বিনাশ কিসে জানিব নিশ্চিত।"

এত কহি আয়োজন করে পুরন্দর
বসিতে পূজায় পুনঃ ; নিয়তি তখন
আবির্ভাব হৈলা আসি সম্মুখে তাঁহার
পাষাণমূরতি, দৃষ্টি অতি নিরদয়।

মাধুর্য্য কি সহৃদয়তা কিম্বা দয়া-লেশ
বদন, শরীর, নেত্র, গাত্র, কি ললাটে,

ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র ; নিত্য নিরীক্ষণ
করতলস্থিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য-পটে।

অনন্যমানস, দৃষ্টি আলেখ্যের প্রতি,
কহিলা নীরস বাক্য চাহিয়া বাসবে—
"কেন ইন্দ্র, নিয়তির পূজায় ব্যাপৃত ?
নিয়তি নহেক তুষ্ট কিবা রুষ্ট কভু ;

"অজ্ঞাত নহ ত তুমি সৃষ্টি হৈলা যবে,
তদবধি এ আলেখ্য অর্পিলা আমায়
বিরিঞ্চি কমলাসন, নাহি সাধ্য মম
ব্যর্থ করি অণুমাত্র ইহার লিখন।

"অন্যথা সূচ্যগ্রে যদি হয় লিপি এর,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ক্ষণতিলেক না রবে ;
খণ্ড খণ্ড হবে ধরা, শূন্য, জলনিধি,
বিশাল শৈলেন্দ্র চূর্ণ হবে অচিরাৎ।

"বিকলাঙ্গ হবে বিশ্ব—মনুষ্য, দেবতা,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, কাল, পরমাণু—
বিশৃঙ্খল হৈবে স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল,
ভাগ্যের এ লিপি যদি তিলার্দ্ধ খণ্ডিত।

"বাসব, আমার পূজা কি হেতু বৃথায় ?
বিবেক হয়েছ হারা পড়িয়া বিপদে
নির্ম্মল দেবের চিত্ত আচ্ছন্ন বিপাকে,
তাই ভ্রান্ত হয়ে চাও অসাধ্য সাধিতে।"

"নাহি চাহি, ভাগ্য, তব ভবিতব্য-লিপি
খণ্ডন করিতে বিন্দুবিসর্গ প্রমাণ,"
কহিলা বাসব দুঃখে ;—"না চাহি কদাচ
অসাধ্য তোমার যাহা আমায় তা দিতে।

"কহ শুদ্ধ কি উপায়ে হইবে নিহত
দৈত্যকুলপতি বৃত্র ; কত দিনে পুনঃ
সুরবৃন্দ সহ ইন্দ্র স্বর্গে প্রবেশিবে,
কত দিনে পূর্ণ হ'বে দেবের দুর্গতি ?"

নিয়তি কহিলা ;—"ইন্দ্র, কি উপায়ে হত
হইবে দানবরাজ, কহিতে সে পারি,
কহিতে উচিত কিন্তু নহে সে আমার ;
তুমি না হ'লেও অন্যে জানিত না কিছু ।

"তুমি সুরপতি ইন্দ্র,—তোমায় কিঞ্চিৎ
ভবিতব্য গূঢ় লিপি করি প্রকটন,
'ব্রহ্মার দিবার অন্তে বৃত্রের বিনাশ,'—
জানিবে বিশেষ তথ্য যাও শিবপাশে ।"

এত কহি অন্তর্হিতা হইলা নিয়তি ।
বাসব সহর্ষচিত্ত চিন্তি ক্ষণ কাল,
ভাগ্যের ভারতী চিত্তে আন্দোলিয়া সুখে,
অচিরাৎ স্বপ্নদেবে করিলা স্মরণ ।

কহিলা,—"হে দেব-দূত, সুসন্দেশবহ,
তোমার বারতা নিত্য মঙ্গলদায়িনী,
শীঘ্র যাও দেবগণ এখন যেখানে,
কহ গে তাদের দূত, এই সুবারতা ;—

"'কুমেরু পর্ব্বতে ইন্দ্র পূজা সাঙ্গ করি
ধ্যান ভাঙ্গি এত দিনে হইলা জাগ্রত,
নিয়তি প্রসন্ন তাঁরে হইলা সাক্ষাৎ,
করিলা বিদিত বৃত্র বিনাশ যে রূপে ।

" 'কৈলাসে ধূর্জ্জটি পাশে করিলে গমন,
কহিবেন সবিশেষ দেব শূলপাণি,

ভবিতব্য-লিপি যথা, বৃত্রের বিনাশ
ব্রহ্মার দিবার শেষে ভাগ্যের ভারতী।'

"নিয়তি-আদেশে এবে কৈলাস-ভুবনে
জানিতে বিশেষ তথ্য, পিনাকী নিকটে,
গতি মম ; পুনর্ব্বার লভি শিবাদেশ,
অচিরাৎ সুরবৃন্দ সংহতি মিলিব।"

বলিয়া চলিলা ইন্দ্র শিবের আলয়ে।
স্বপন, বাসব-বাক্যে স্বর্গ অভিমুখে
দেবগণ সমুদ্দেশে করিলা গমন,
বাসবের সমাচার করিতে ঘোষণা।

সেখানে আদিত্যগণ বসি নানা স্থানে
বিতণ্ডা করিছে নানা উৎসুক অন্তর,
কি উদ্দেশে বৃত্রাসুর নন্দনে আপন
সৈনিক সংহতি শত মর্ত্তে পাঠাইলা।

শক্রপক্ষে, প্রত্যাশারে যাইতে আদেশ,
কেহ বা উচিত কহে, কেহ অনুচিত ;
অলীক কথনে দৈত্য ছলিলা অমরে,
কেহ বা সংশয়যুক্ত কেহ দ্বৈধহীন।

প্রচেতা চিন্তায় মগ্ন, ভাবি কিছু কাল,
অনুভব কৈলা শেষে দৈত্য-অভিপ্রেত—
শচীর প্রবাস মর্ত্তে, ইন্দ্র কুমেরুতে,
তথ্য পেয়ে গেলা কোন(ও) সাধিতে অনর্থ।

এরূপ সংশয় ভাবি প্রচেতা তখন,
প্রকাশিলা দেবগণে দ্বিধা আপনার ;
কেহ কৈলা গ্রাহ্য তায়, কেহ না শুনিলা,
মতামত নানামত প্রচেতা-বচনে।

দেব-সেনাপতি স্কন্দ পার্ব্বতী-নন্দন,
কহিলা তখন—"বৃথা তর্ক কেন এত ?
যাক্ মর্ত্তে দূত কোন(ও) আসুক জানিয়া
সমর যথার্থ কি না গন্ধর্ব্ব-দানবে।

"সমাচার পেয়ে পরে কর্ত্তব্য বিধান
যা হয় হইবে শেষ, দূত কেহ যাক্।"
কহিলা প্রচেতা "কিন্তু অবসর পেয়ে
ঘটায় উৎপাত যদি, কি উপায় তবে ?"

উগ্রমূর্ত্তি অগ্নি ক্রোধে উদ্যত তখনি
যাইতে বসুধা-মাঝে শত্রু সংহারিতে ;
মন্ত্রণায় কালক্ষয়, সর্ব্ব কর্ম্মে ক্ষতি,
একাকী যাইবে মর্ত্তে সদর্পে কহিলা।

তখন কহিলা সূর্য্য ;—"বিপদ্ যদ্যপি
ঘটে কোন(ও) দেবে মর্ত্তে, তখনি স্মরণ
করিবে সে অন্য দেবে মানসে ডাকিয়া
দূত মাত্র একজন প্রেরণ উচিত।"

হেন আন্দোলন হয় দেবগণ মাঝে,
হেন কালে ইন্দ্র-দূত, শুভবার্ত্তাবহ,
স্বপন আইলা সেথা ; শীঘ্রতর অতি
একত্র হইলা তথা আদিতেয়গণ।

সহর্ষবদনে দূত অমরবৃন্দেরে
সম্ভাষি, কহিলা আজ্ঞা বাসবের যথা,
কহিলা—"আমারে ইন্দ্র শীঘ্র পাঠাইলা
শুনাইতে দেবগণে এ শুভ বারতা ;—

" 'কুমেরু পর্ব্বতে ইন্দ্র পূজা সাঙ্গ করি,
ধ্যান ভাঙ্গি এত দিনে হইলা জাগ্রত,

নিয়তি প্রসন্ন তাঁরে হইলা সাক্ষাৎ,
করিলা বিদিত বৃত্রবিনাশ-উপায়।

"'কৈলাসে ধূর্জ্জটি পাশে করিলে গমন,
কহিবেন সবিশেষ দেব শূলপাণি,
ভবিতব্য-গূঢ়-লিপি বৃত্রের নিধন
ব্রহ্মার দিবার অন্তে ভাগ্যের ভারতী।'

"নিয়তি-আদেশে এবে কৈলাস-ভুবনে,
জানিতে বিশেষ তথ্য পিনাকীর পাশে,
গতি তাঁর ; পুনর্ব্বার জানি সমুদয়
অচিরাৎ সুরবৃন্দে দিবেন সাক্ষাৎ।"—

দূতের বচনে মহানন্দ দেবগণে
মহাদম্ভে পুনরায় সংগ্রামে সাজিল ;
পুনরায় দৈত্যকুল প্রাচীর-শিখরে
তুলিল পতাকা শিব-ত্রিশূল-অঙ্কিত।

অষ্টম সর্গ

বৈজয়ন্ত-ধাম এবে দৈত্যালয়,
প্রকোষ্ঠ অন্তরে তায়,
ইন্দুবালা নাম রুদ্রপীড়-রামা
নিমগ্ন গাঢ় চিন্তায় ;
পূর্ণ মধুমাসে পূর্ণ কলেবর
পূর্ণকান্তি সুশোভন,
যেন কিসলয় চারু মনোহর,
তেমতি দেহ-গঠন।
মধুর সুষমা অতি মৃদুতর
সরস শিরীষ ছলে,

মাধুরী-লহরী অঙ্গেতে যেমন
উছলি উছলি চলে ;
(কাছে বসি রতি) করেতে ধারণ
গ্রন্থনরজ্জুর মূল ;
অসম্পূর্ণ মালা উরুদেশ পরে
চারি দিকে আলা ফুল।
অবদ্ধ কুন্তল পড়েছে বদনে,
গ্রীবাতে, উরস পরে,
যেন মেঘমালা বায়ুতে চঞ্চল
অর্দ্ধাবৃত শশধরে।
অর্দ্ধভঙ্গস্বর ঘর্ম্ম-বিন্দু-ভালে
রতিরে চাহি সুধায়,
"পৃথিবী হইতে এ অমরাবতী
কত দিনে আসা যায়।
নৈমিষ কাননে শচীরে রক্ষিতে
আছে কি অমর কেহ ?
বীর কি সে জন, সমরে নিপুণ,
যশস্বী কি রণে তেঁহ ?"
বলিতে বলিতে মণিবন্ধ পরে
আন্ মনে রাখে কর,
পরখি আয়তি, চেতিয়া অমনি,
স্মরে "শিব শিব হর॥"
কন্দর্প-কামিনী কহে "ইন্দুবালা
চিন্তা কেন কর এত ;
পতি সে তোমার সমরে পণ্ডিত
সাধিবেন অভিপ্রেত।
সত্বরে ফিরিয়া আসিয়া আবার
মিলিবেন তব সনে।
বীরপত্নী হৈয়ে দানবনন্দিনি
এত ভয় কেন রণে ?"

কহে ইন্দুবালা ফেলি গাঢ় শ্বাস,
নেত্র আর্দ্র অশ্রুজলে,
"বীরপত্নী হায় সবার পূজিতা
সকলে আমায় বলে।
পতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে
কত যে সতত ভয়,
জানে সে ক'জন, ভাবে সে ক'জন
বীরপত্নী কিসে হয়!
কত বার কত করেছি নিষেধ
না জানি কি যুদ্ধপণ!
যশঃ-তৃষা হায় মিটে না কি তাঁর
যশঃ কি স্বাদু এমন!
পল অনুপল মম চিত্তে ভয়
সতত অন্তরে দহি।
সে ভয় কি তাঁর না হয় হৃদয়ে,
সমরের দাহ সহি!"
কহিয়া এতেক, উঠি অন্যমনে,
অস্থির-চরণে গতি;
ভ্রমে গৃহ মাঝে, গৃহ-সজ্জা যত
নেহালে যতনে অতি॥
"এই জাতি ফুল তাঁর প্রিয় অতি"
বলি কোন পুষ্প তুলে।
"এই পালঙ্কেতে বসিবারে সাধ,"
বলি তাহে বৈসে ভুলে;
"এই অস্ত্রগুলি খুলি কত বার,
তুলি এই সারসন,
কহিলা 'সাজাব রণবেশে তোমা
শিখাব করিতে রণ॥'
এ কবচ অঙ্গে দিলা কত দিন,
শিরে এই শিরস্ত্রাণ!

কটিবন্ধে কসি দিলা এই অসি
হাতে দিলা এই বাণ !
অতিপ্রিয় তাঁর । অস্ত্র এই সব
আমার সাধের অতি !
তাঁর সাধে অঙ্গে ধরি কত দিন,
হেরে প্রিয় ফুল্লমতি ।
আহা এই ধনু চারু পুষ্পময় !
মনমথ দিলা তাঁয় !
যুদ্ধ ছল করি কত পুষ্পশর
ফেলিলা আমার গায় !
এবে শুকায়েছে, হয়েছে নিগন্ধ,
প্রিয়কর কত দিন,
না পরশে ইহা : সমর-রঙ্গেতে
রত তিনি অনুদিন ॥
সকলি কোমল প্রিয়ের আমার
সমরে শুধু নিদয় :
হেন সুকোমল হৃদয় তাঁহার
কেমনে কঠোর হয় !
আমিও রমণী, রমণীও শচী,
তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া, হইয়া নিষ্ঠুর
ধরিতে গেলা ধরায় ?
কি হবে শচীর, পতি কাছে নাই,
মহাবীর পতি মম !
আমিও যদ্যপি পড়ি সে কখন
বিপদে শচীর সম ।
ভাবিতে সে কথা থাকিয়া এখানে,
আমার(ই) হৃদয় কাঁপে !
না জানি একাকী গহন কাননে,
শচী ভাবে কত তাপে !

ঐন্দ্রিল-দুহিতা সেবিতে কিঙ্করী
স্বর্গে কি ছিল না কেহ ?
ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বরী দানবমহিষী,
দাসী চাহি ভ্রমে সেহ !
আমারে না কেন কহিলা মহিষী,
আমি সেবিতাম তাঁয়।
পূরে না কি তাঁর সাধের ভাণ্ডার
শচী না সেবিলে পায় ?
কেন আ(ই)লা দৈত্য এ অমরালয়ে,
আছিল আপন দেশ ;
পরে দিয়া পীড়া লভিয়া এ যশঃ,
কি আশা মিটিবে শেষ !
যার দিয়া তারে, ফিরি যদি দেশে
যান পুনঃ দৈত্যপতি ;
এ পোড়া আশঙ্কা, এ যন্ত্রণা যত,
তবে সে থাকে না, রতি !"
রতি কহে "আহা ! তুমি ইন্দুবালা
দানব-কুলের মণি !
না দেখি শচীরে তার শোকে এত
বিধুরা হইলা ধনি !
দেখিলে তাহারে না জানি বা কিবা
করিত তোমার চিতে ;
বুঝি শোকভরে ক্ষণমাত্র কাল
এই স্থানে না থাকিতে।
সে অঙ্গ-গঠন, মুখের সে জ্যোতি,
সে চারু গ্রীবার ভান,
মহিমাজড়িত সে গুরু চলনি,
সে উরু, উরস-স্থান ;
যে দেখেছে কভু চির দিন তার
হৃদয়ে থাকয়ে পশি !

দেখিলা সে রতি এ পোড়া নয়নে
পূর্ণিমার সেই শশী !
অমরার রাণী, ইন্দ্রাণী সে শচী,
তাহারে কিঙ্করী-বেশে
রাখিবে এখানে, রতির অভাগ্যে
দেখিতে হইল শেষে !”
সুকুমারমতি কহে ইন্দুবালা
“হায়, রতি, কি কহিলা !
এ হেন রামারে করিতে কিঙ্করী
দৈত্যেন্দ্রাণী আকাঙ্ক্ষিলা !
আমারে লইয়া, কন্দর্প-কামিনি,
চল সে পৃথিবী’পর,
হইতে দিব না নিদয় এমন,
ধরিব পতির কর ;
আমার বিনয় নারিবে ঠেলিতে,
রাখিবে আমার কথা ;
নারীর বিনয় পতির নিকটে
কখন নহে অন্যথা।
এত সাধ তাঁর করিবারে রণ,
সে সাধ মিটাব আমি ;
শচী বিনিময়ে থাকি বনবাসে
ফিরায়ে আনিব স্বামী।
কি পৌরুষ তাঁর বাড়িবে না জানি,
রমণীর প্রতি বল !
চল, রতি, চল লইয়া আমারে,
যাব সে অবনীতল ॥”
কহে কামপ্রিয়া “দৈত্যকুলবধু,
তাও কি কখন হয় ;
ভ্রমে চারি দিকে সদা দেব-সেনা,
পুরীতে দানবচয় !”

"তবে সে কেমনে যাইবেন তিনি ?"
কহে ইন্দুবালা সতী,
"যাইতে অবশ্য আছে কোন(ও) পথ,
সেই পথে চল, রতি ।"
ইন্দুবালা-বাক্যে মীনকেতু-জায়া
কহে "শুন দৈত্যাঙ্গনা,
যাবে ব্যূহ ভেদি বীরপতি তব,
তুমি ত যুদ্ধ জান না ।"
না ফুরাতে কথা উঠিয়া শিহরি,
ইন্দুবালা দ্রুতগতি,
গবাক্ষ সমীপে আসিয়া আতঙ্কে
কহে "অই শুন রতি !
অই বুঝি রণ হয় তাঁর সনে,
শুন অই কোলাহল ;
তুমুল সংগ্রাম, স্মর-সহচরি,
করে দেবাসুর দল !
নামিতে ধরায় অই কি সে পথ,
অই দিকে, স্মর-সখি ?
অই বুঝি হায় রুদ্রপীড়-ধ্বজ
উড়িছে শূন্যে নিরখি !
শূল-অঙ্কময় বিশাল কেতন
বুঝি বা সে হবে অই ;
এত ক্ষণে, রতি, না জানি কি হ'ল
কেমনে সুস্থির হই !
শুন ভয়ঙ্কর কিবা সিংহনাদ !
অগ্নিময় যেন শিলা,
তাল তাল তাল কত অস্ত্ররাশি
নভোদেশ আচ্ছাদিলা !
হায়, রতি, মোরে কে দিবে সম্বাদ,
কার সনে এই রণ !

অইখানে পতি আছে কি আমার ?
অনলে দহে যে মন !”
কহে কামপ্রিয়া “অয়ি ইন্দুবালা,
কই কোথা রণ কই ?
স্বপনে দেখিছ সমর এ সব,
অন্তরে আকুল হই।
আইনু শুনিয়া গিয়াছে ধরায়
তোমার হৃদয়-নেতা ;
নাহি কোন ভয় মিছা এ ভাবনা,
রুদ্রপীড় নাহি সেথা।”
শুনি চিন্তাবেগ উপশম কিছু,
কহে খেদে ইন্দুবালা ;
'পারি না সহিতে প্রদ্যুম্ন-কামিনি,
নিতি নিতি এই জ্বালা।
দৈত্যসেনা কত মরে অহর্নিশি,
পড়ে কত মহাবীর ;
দেখি দৈত্যকুল এইরূপে ক্ষয়
হৈবে বুঝি শেষ স্থির।
কত দৈত্যসুতা হয় অনাথিনী,
কত পিতা পুত্রহীন।
কত দেব-তনু পড়িয়া মূর্চ্ছাতে
অনুক্ষণ হয় ক্ষীণ।
যুদ্ধেতে কি লাভ, যুদ্ধ করে যারা
বিচারিয়া যদি দেখে,
তবে কি সে কেহ যশের আকর
বলিয়া উল্লেখে একে ?
দানবের কুলে জন্ম হয় মম,
বুঝি অদৃষ্টের ছলে।
কাম-সহচরি, সত্য তোমা বলি,
সতত অন্তর জ্বলে।”

"হায় ইন্দুবালা, তুমি সুকোমল
পারিজাত পুষ্প যেন !
পতি যে তোমার তাঁহার হৃদয়
নির্দ্দয় এতই কেন ?"
"বলো না ও কথা, মন্মথ-প্রেয়সি,
তুমি সে জান না তাঁয় ;
দেখ না কি কভু শৈল অঙ্গে কত
স্বাদু নীরধারা ধায় !
শচীর লাগিয়া না নিন্দিহ তাঁরে,
বীর তিনি রণ-প্রিয় !
শচীর বেদনা ঘুচাব আপনি,
ফিরিয়া আসিলে প্রিয় ।
যাব শচী পাশে, করিব শুশ্রূষা,
যাতে সাধ দিব আনি ।
মহিষী-কিঙ্করী হইতে দিব না,
কহিনু নিশ্চিত বাণী ।
মন্মথ-রমণি, নাহি কর খেদ,
যাহ ফিরে নিজ বাস,
পতির এ দোষ যাহে ভুলে শচী
পাইব সদা প্রয়াস ।
ভেবেছিনু আর গাঁথিব না ফুল,
থাকিবে অমনি ঢালা ;
এবে গুটাইয়া, আরো সুযতনে
গাঁথিয়া রাখিব মালা ।
যবে শচী ল'য়ে ফিরিবেন পতি
পরাব তাঁহার গলে,
পরাব শচীরে মনের আহ্লাদে
মুছায়ে চক্ষুর জলে ।
পতির মালিন্য নারী না ঢাকিলে,
কে ঢাকিবে তবে আর,"

বলিয়া, লইয়া কুসুমের রাশি,
বসিলা গাঁথিতে হার।
"কি মালা গাঁথিবে ইন্দুবালা তুমি,
কি মালা গাঁথিতে জান ?
নিজ হাতে রতি পুষ্প গাঁথি দিত,
তবু না জুড়াত প্রাণ।
দেবকন্যা যারে সেবিত নিয়ত,
সুমেরু উজ্জ্বল করি,
সে আজ এখানে ঐন্দ্রিলা সেবিয়া
রবে দাসী-বেশ ধরি!
এ দুঃখ তাহার করিবে মোচন,
দিয়া তারে পুষ্পহার ?
ফুলের রজ্জুতে করিলে বন্ধন
বেদনা নাহি কি তার ?
আর কেন চাও ফুটাতে অঙ্কুর
চরণে দলিয়া আগে ;
দানব-নন্দিনি, জান না সে তুমি,
দুঃখীরে পূজিলে লাগে!
মৃগেন্দ্রী আসিছে আপন আলয়ে
শৃঙ্খল বান্ধিয়া পায়!
রতির কপালে এও সে ঘটিল,
দেখিতে হইল হায়!"
বলি বাষ্পাকুল নয়নে তখনি
মন্মথ-রমণী চলে।
রতি-চক্ষু-জল নিরখি ভাসিল
ইন্দুবালা চক্ষু-জলে॥
পড়ে বিন্দু বিন্দু কুসুমের স্রজে,
ইন্দুবালা গাঁথে ফুল ;
ভাবিয়া পতিরে, ভাবি যুদ্ধভয়,
চিন্তাতে হৈয়ে আকুল।

কুরঙ্গী যেমন শুনিয়া গহনে
মৃগয়ীর দূর রব,
চকিত চঞ্চল, প্রতি পলে পলে
মৃত্যু করে অনুভব ;
সেইরূপ ভয়ে চমকি চমকি
গাঁথিতে গাঁথিতে চায়,
ফুল-মালা হাতে ইন্দুবালা রামা
রুদ্রপীড়-ভাবনায়।

নবম সর্গ

হেথা দৈত্য শত যোধ
চলে শূন্যে বিনা রোধ,
উদয়-অচল আদি হিমাচল-পথে।
শৃঙ্গে শৃঙ্গে পদক্ষেপ,
ক্রমশঃ পথ-সংক্ষেপ,
শৈলপথ ছাড়ি শেষে উরয়ে মরতে।
নৈমিষে জয়ন্ত লৈয়ে,
শচী অতি ব্যগ্র হৈয়ে,
জিজ্ঞাসে তনয়ে যত অমরের কথা,
"কোথায় দেবতাগণ ?
বাসব মেঘ-বাহন ?
পাতালের সমাচার স্বর্গের বারতা।
অমর-অঙ্গনাগণ,
কোথায় সবে এখন ?
কত কালে পুনঃ সবে হইবে মিলিত ?
আখণ্ডল পুনর্ব্বার
ধরিলা কি অস্ত্র তাঁর,
অথবা কুমেরু-চূড়ে ধ্যানে নিয়ন্ত্রিত ?"

হেন কালে রণশঙ্খ,
মৃগেন্দ্র-শ্রুতি-আতঙ্ক,
অসুরের সিংহনাদ পূরিল গগন ;
বন আলোড়িত হয়,
কাঁপিয়া অচলচয়
শিখরে শিখরে ধরে ধ্বনি অগণন ।
জয়ন্ত শুনে সে রব,
শুনয়ে যথা বৃষভ
ধাবমান অন্য কোন বৃষের গর্জ্জন ;
অথবা ঝটিকারম্ভে,
পক্ষ প্রসারিয়া দম্ভে,
শ্যেনপক্ষী শুনে যথা বায়ুর স্বনন ;
অথবা বিদ্যুতাচ্ছন্ন
উচ্চৈঃশ্রবা সুপ্রসন্ন,
শুনি যথা মেঘমন্দ্র গ্রীবা বক্র করে ;
কিম্বা ফণীন্দ্রের নাদে,
শুনিয়া যথা আহ্লাদে,
গরুড় বিশাল পক্ষ বিস্তারে অম্বরে ;
শুনিয়া দৈত্য-সংরাব
জয়ন্ত তেমতি ভাব,
অরণ্য ছাড়িলা বেগে হৈলা অগ্রসর ।
কালাগ্নি-সদৃশ অঙ্গে
কিরণ শত তরঙ্গে,
আস্য, গ্রীবা, অসি, বর্ম্ম, করিল ভাস্বর ॥
রুদ্রপীড়ে কিছু ক্ষণ,
করি দৃঢ় নিরীক্ষণ,
কহে, "হে দানবপুত্র, বহুদিন পরে,
আবার সমর-রঙ্গে,
ভেট হৈল তব সঙ্গে,
নৈ[illegible] আজ ধরণী-উপরে ।

ছিল যে দুঃখিত মন
না পরশি প্রহরণ,
দানব-সংহতি রণে ক্রীড়ন অভাবে,
তোমার সহিত ভেটে,
আজি সেই দুঃখ মেটে,
চিরক্ষোভ জয়ন্তের আজি সে জুড়াবে।
যুঝিতে না লয় চিতে,
কে আর জানে যুঝিতে,
পতঙ্গ সহিত যুদ্ধে নাহি পুরে আশ ;
হস্তী যদি দন্ত-বলে
গিরি-অঙ্গ নাহি দলে,
অনর্থ তবে সে তার সামর্থ্য-প্রকাশ।
সুরবৃন্দে বড় লাজ
গত যুদ্ধে দিলা, আজ
সে আক্ষেপে মনোসাধে পূর্ণাহুতি দিব ;
বাসব-নন্দন-বল,
সুরের রণ-কৌশল,
ভুলিলা, দানব-সুত, পুনঃ চেতাইব।
রুদ্রপীড় তব সনে,
সুখ বটে যুঝি রণে,
বীর কিন্তু নহ এবে হয়েছ তস্কর ;
মনে তাই ঘৃণা বাসি,
সমরে তোমারে নাশি,
সে সুখ এখন আর পাবে না অন্তর।
এ সব মশকবৃন্দে,
কি আর হইবে নিন্দে,
শালতরু পে'লে ছিন্ন কে করে কদলী ?
তোমার সমর-সাধ,
আমার চিত্তের সাধ,
ইন্দ্রের বাসনা অদ্য পূরাব সকলি ॥"

রুদ্রপীড় ক্রোধে দহে,
বাসব-নন্দনে কহে,
"তুই কি জানিবি বল্ সমরের প্রথা ?
বীরের উচিত ধর্ম্ম,
বীরের উচিত কর্ম্ম,
বৃত্রের নন্দনে কভু না হবে অন্যথা।
সংগ্রামে জিনেছি স্বর্গ,
সমূহ অমরবর্গ
এখন সে অতি তুচ্ছ দানবের দাস ;
ইন্দ্রের বনিতা যেই,
দাসের বনিতা সেই,
উচিত নহে সে ছাড়ে প্রভুপত্নী-পাশ।
কি যুদ্ধ আমায় দিবি,
যুদ্ধ কি, তা কি জানিবি,
জানে সে জনক তোর বাসব কিঞ্চিৎ ;
জানে সে অমরগণ,
অসুরের কিবা রণ,
আছিল পাতালে পড়ে হারায়ে সম্বিৎ।
লজ্জা নাহি চিতে আসে,
নিন্দা কর হেন ভাষে,
যে জন ত্রৈলোক্যজয়ী বৃত্রের কুমার ?
হারায়েছি শত বার,
হারাইব আর বার,
তুই সে নির্লজ্জ বড় ছুঁইবি আবার
সেই দীপ্ত হুতাশন ?
ভয়ে যার অদর্শন
হয়ে ছিলি এত কাল, হতাশে কোথায়
ধর্ অস্ত্র, কর্ রণ,
বল্ যুদ্ধে সম্ভাষণ
সাহস ধরিয়া প্রাণে করিবি কাহায় ?"

"বৃথা বাক্যে কাল যায়,
সকলে একত্রে আয়,"
কহিলা জয়ন্ত, "যুদ্ধ দেখ রে দানব!
ধর অস্ত্র শত যোধ,
এখনি পাইবে বোধ,
বাসবনন্দন তুল্য বিজয়ী বাসব॥"
বলি কৈলা সিংহনাদ,
দৈত্যের শঙ্খের হ্রাদ
অরণ্য আলোড়ি, শূন্য করিল বিদার।
শত যোদ্ধা একিবার,
কোদণ্ডে দিল টঙ্কার,
মেঘের নিনাদে ঘোর ছাড়িল হুঙ্কার॥
অন্য শব্দ সব স্তব্ধ,
দেব দৈত্যে যুদ্ধারব্ধ,
কেবল হুঙ্কারধ্বনি, বাণের গর্জ্জন।
আন্দোলিত হয় সৃষ্টি,
সুরাসুরে শরবৃষ্টি,
শৈলেতে শৈলেতে যেন সদা সংঘর্ষণ॥
দ্রুঘণ, মূষল, শল্য,
প্রক্ষ্বেড়ন, চক্র, ভল্ল,
দৈত্যের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বরিষে করকা।
জয়ন্তের শররাশি
চমকে তমসা নাশি,
অন্তরীক্ষে ধায় যেন নিক্ষিপ্ত তারকা॥
কেশরী শার্দ্দূল দল,
শুনিয়া সে কোলাহল,
ভ্রমে ভয়ে ছাড়ি বন, পর্ব্বত-গহ্বর।
বিহঙ্গ জড়ায়ে পাখা,
ত্রাসেতে ছাড়িয়া শাখা,
খসিয়া খসিয়া পড়ে ধরণী উপর॥

ধূলিতে ধূলিতে ছন্ন,
অভেদ নিশি মধ্যাহ্ন,
উদিগরিল বিশ্বম্ভরা গর্ভস্থ অনল।
অস্থর জয়ন্ত ক্ষিপ্ত
শেল, শূল, শর দীপ্ত,
ঘাত প্রতিঘাতে ছিন্ন কৈল নভঃস্থল॥
ধরাতল টল টল,
নদীকুল কল কল,
ডাকিয়া, ভাঙ্গিয়া রোধ করিল প্লাবন।
ঘুরিতে লাগিল শূন্য,
শৈলকুল হৈল ক্ষুণ্ন,
চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে দিগ্‌দিগন্তে পতন॥
হেন যুদ্ধ দেবাস্থরে,
হয় অর্দ্ধ দিন পূরে,
তখন জয়ন্ত, করতলে দীপ্ত অসি,
ছুটে যেন নভস্বৎ,
কিম্বা ক্ষিপ্ত গ্রহবৎ,
পড়িল বেগেতে দৈত্য-মণ্ডলী ঝলসি।
যথা সে অতলবাসী,
তিমি তুলি জলরাশি,
সাগর আলোড়ি করে পুচ্ছের প্রহার,
যবে যাদঃপতিজলে,
ভ্রমে ভীম ক্রীড়াচ্ছলে,
উত্তুঙ্গ পর্ব্বতপ্রায় দেহের প্রসার;
ক্রোশ যুড়ি শুষি বারি,
আবার ফেলে উগারি
দূর অন্তরীক্ষে, বেগে ছাড়িয়া নিশ্বাস;
নাসিকায় উৎক্ষেপণ,
অম্বুরাশি অনুক্ষণ,
অস্থির অম্বুধিপতি ভাবিয়া সন্ত্রাস।

কিম্বা গিরিশৃঙ্গ-রাজি
মধ্যে যথা তেজে সাজি,
ক্ষণপ্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা,
খেলে রঙ্গে ভীমভঙ্গি,
শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা ;
নিমেষে নিমেষ ভঙ্গ,
দগ্ধ গিরি-চূড়া অঙ্গ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর রাব ;
বেগে দীপ্ত গিরিকায়,
বিদ্যুৎ আবার ধায়,
ছড়ায়ে জ্বলন্ত শিখা উল্লাসিত-ভাব।
জয়ন্ত তেমতি বলে
দানব-যোদ্ধায় দলে,
রুদ্রপীড় সহ দৈত্যবর্গে ভীম দাপে।
পূর্ণ দেব-দিনমান,
অস্তাচলে সূর্য্য যান,
বিস্মিত দানবগণ জয়ন্ত-প্রতাপে ॥
তখন বৃত্র-তনয়,
জয়ন্তে সম্ভাষি কয়,
"ক্ষান্ত হও ক্ষণকাল যুদ্ধ পরিহরি।
সূর্য্য হের অস্তগত
যুদ্ধ কৈলা অবিরত,
বিশ্রাম করহ এবে, আইল শর্ব্বরী ॥
প্রভাতে আবার শুন,
সমরে পশিব পুনঃ,
না ধরিব প্রহরণ থাকিতে রজনী।
বীরবাক্য সুনিশ্চয়,
যুদ্ধে তব পরাজয়
নহে, যে অবধি শচী থাকিবে অবনী ॥"

জয়ন্ত কহিলা ভাষ,
"যথা তব অভিলাষ,
আমার না হৈল শ্রান্তি, শ্রান্তি যদি তব,
কর সে বিশ্রাম লাভ,
আমার সমান ভাব,
দিবস রজনী মম তুল্য অনুভব ॥
ধর অস্ত্র নাহি ধর,
এ রজনী, দৈত্যবর,
আমার সমর-বেশ থাকিবে এমনি,
যখন বাসনা হয়,
শুন হে বৃত্র-তনয়,
সমরে ডাকিও, থাকে না থাকে রজনী ॥"
বলিয়া নৈমিষ মাঝে,
আবরিত যুদ্ধসাজে,
বসিলা আসিয়া কোন তরুর তলায় ।
মনে মনে আন্দোলন,
করে সুখে অনুক্ষণ,
দিবার যুদ্ধের কথা প্রগাঢ় চিন্তায় ॥
প্রভাতে আবার রণ,
চিন্তা মনে সর্ব্বক্ষণ,
কত আশা হৃদয়েতে তরঙ্গ খেলায়—
রুদ্রপীড়-বিনাশন,
দৈত্যের দর্প দমন,
জননী-বিপদ্-শান্তি, খ্যাতি অমরায়,
হিল্লোলে হিল্লোলে আসে ;
কখন বা চিত্তে ভাসে,
সমর-আশঙ্কা—পাছে দানব হারায় ।—
বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠ দিয়া,
হস্ত পদ প্রসারিয়া,
চিন্তা করে কত ক্ষণে রজনী পোহায় ॥

গাঢ় ভাবনায় মগ্ন,
যেন বা সে নিদ্রাচ্ছন্ন,
বিশ্রান্ত নয়নদ্বয় মুদ্রিত অলসে।
পত্রের বিচ্ছেদ দিয়া,
চন্দ্ররশ্মি প্রবেশিয়া
মৃদু মৃদু সুশোভিত ললাট পরশে ;
শচী চপলার সনে,
আসিয়া অনন্য মনে
হেরে তনয়ের মুখে কৌমুদী-প্রপাত।
কত চিন্তা ধরে প্রাণে,
কত আশা মনে মানে,
ভাবে যেন সে রজনী না হয় প্রভাত ॥
চপলার কাণে কাণে,
মৃদু পবনের স্বানে,
কহে "সখি, দেখ কিবা হয়েছে শোভন!
মৃদু রশ্মি ক্লান্ত দেহে,
যেন পড়িয়াছে স্নেহে,
মন্দার-কুসুমে যেন চন্দ্রমা-কিরণ ॥
এই সুষমার খেলা,
চাঁদেতে চাঁদের মেলা,
আহা, আজি না দেখিল, সখি, পুরন্দর!
দেখা সে হইবে যবে,
কহিব তাঁহারে তবে,
দেখিলে সে কত তাঁর জুড়াত অন্তর ॥
শুনে এ রণ-সম্বাদ,
করিতেন কি আহ্লাদ,
দিতেন কতই সুখে পুত্রে আলিঙ্গন।
আশীর্ব্বাদ করি কত,
স্নিগ্ধ হৈয়ে অবিরত
করিতেন স্নেহে অই বদন-চুম্বন ॥

যদি থাকিতাম আজ,
অমর-বৃন্দের মাঝ,
অমরাবতীতে, সখি, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।
আজি কত মহোৎসবে,
তুষিতাম দেব সবে,
কতই আনন্দে আজি ভাসিত পরাণী॥
জয়ন্তে করিয়া সঙ্গে,
ভাসিয়া সুখ-তরঙ্গে,
ভ্রমিতাম কতই আনন্দে ত্রিভুবন।
বিষ্ণুপ্রিয়া কমলারে,
ঈশানপ্রিয়া উমারে,
দেখাতাম ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর নন্দন!
একা যে করিলা রণ
সহ দৈত্য শত জন!
সমরে করিলা ক্লান্ত রুদ্রপীড় শূরে!
সে আনন্দে বিসর্জ্জন—
ধরাতে নৈমিষ বন—
অরণ্যবাসিনী শচী আজি মর্ত্তপুরে!
আবার অন্তরে ভয়,
না জানি যে কিবা হয়
কাল-যুদ্ধে, রাত্রি পুনঃ হইলে প্রভাত;
রুদ্রপীড় মহাবীর,
জয়ন্ত ক্লান্তশরীর,
অসুরের অস্ত্রবৃষ্টি যেন উল্কাপাত!"
কহিয়া বিমর্ষ দুখে,
চাহি চপলার মুখে,
ফেলিয়া সুদীর্ঘশ্বাস কহে ইন্দ্রজায়া,
"তনয়ে স্মরি এখানে,
শৃঙ্খল বেঁধেছি প্রাণে,
সখি রে, দুরন্ত বড় সন্তানের মায়া!

পুত্র-মুখ যত ক্ষণ
না করিনু নিরীক্ষণ,
দানব-আশঙ্কা চিত্তে ছিল না তিলেক।
আগে না ভাবিয়া, সখি,
ও চারু মুখ নিরখি,
বিবশা হয়েছি এবে হারায়ে বিবেক ॥
অন্তরে আশঙ্কা হেন
বিপদ্ নিকট যেন,
সহসা আতঙ্কে কেন চিত্ত হৈল ভার ?
সখি, অন্য কোন দেবে
স্মরণ করিব এবে,
সহায় হইতে যুদ্ধে জয়ন্তে আমার ॥"
নিশি শেষে নিদ্রাভঙ্গে,
অর্দ্ধ চেতনের সঙ্গে,
অদূরে মুরলী ধ্বনি বাজিলে যেমন,
স্বপ্ন সহ মিশাইয়া,
পরাণেতে জড়াইয়া,
জাগ্রত করিয়া চিত্ত পরশে শ্রবণ।
জয়ন্ত-শ্রুতি-কুহরে,
তেমতি প্রবেশ করে
শচীর সে সুমধুর কোমল বচন।
উন্মীলিত নেত্রে বসি,
হেরি অস্তপ্রায় শশী,
কহিলা, জননীপদ করিয়া বন্দন,
"প্রভাত হইল নিশি,
প্রকাশিছে পূর্ব্বদিশি
দেখ, মাতঃ, চারু কান্তি অরুণের রাগে ;
পুত্রে আশীর্ব্বাদ কর,
না উঠিতে প্রভাকর,
প্রবেশি সংগ্রাম-স্থলে দানবের আগে ॥"

শুনি শচী শত বার
শিরস্ত্রাণ লৈলা তার,
যতনে অঙ্কেতে পুত্রে করিলা ধারণ।
কহিলা "বাছা জয়ন্ত,
আশিস্ করি অনন্ত,
চিরজয়ী হও রণে শচীর জীবন॥
কিন্তু প্রাণে এত ভয়,
কেন রে উদয় হয়,
আতঙ্কে কি হেতু এত শরীর অস্থির!
যত চাই পূর্ব্ব পানে,
ততই যেন পরাণে
অরুণকিরণ বিন্ধে সুপ্রখর-তীর!
না পারি সাহস ধরি,
নয়ন প্রসার করি,
যা হেরিতে যাই তাহে আতঙ্ক উদয়;
বিবর্ণ যেন মিহির,
গগন—মহী-শরীর
সকলি বিবর্ণ হেরি, যেন মসিময়!
নিমেষে নিমেষে চিতে
ইচ্ছা হয় নিরখিতে,
তোমার বদন আজি ভ্রান্তিতে যেমন!
কাছে আছ ভাবি এই,
ভাবি পুনঃ কাছে নেই,
কোল শূন্য হৈল যেন ভাবি বা কখন!
কখন(ও) সে শুনি ভুলে,
তুমি যেন শ্রুতিমূলে
'জননি, জননি' বলি করিছ নিনাদ।
কেন হেন হয় বল,
নেত্র-কোণে আসে জল,
কভু ত ছিল না হেন শচীর প্রমাদ!

একাকী যাইবে রণে,
ছাড়িতে না লয় মনে,
অন্য কোন দেবে এবে করিব স্মরণ।”
বলিয়া অধিক স্নেহ,
ভুজেতে বান্ধিয়া দেহ,
হৃদয়ের কাছে আনি করিল ধারণ॥
জয়ন্ত কহিল “মাতঃ,
হবে না বিপদ্‌-পাত,
স্নেহেতে ভাবিছ এত আশঙ্কা বৃথায়।
একাকী এ যুদ্ধে যাব,
নহে বড় লজ্জা পাব,
দেব দৈত্যে উপহাস করিবে আমায়॥
বৃত্রসুতে কি ভাবনা ?
আমিও জানি আপনা,
কালি সে বুঝেছি যত দৈত্যের বিক্রম।
স্মরি অন্য কোন দেবে,
জননি, না কর এবে
বৃথা, কৈনু গত কল্য যত পরিশ্রম॥
দেখ মাতঃ সূর্য্যোদয়,
বিলম্ব উচিত নয়,”
বলিয়া বন্দিয়া শচী-যুগল-চরণ
যুদ্ধস্থানে কৈলা গতি,
ইন্দ্রাণী দিলা সম্মতি,
অপাঙ্গে অশ্রুর বিন্দু, আকুল বচন॥
নিদ্রাভঙ্গে চিন্তান্বিত,
রুদ্রপীড় উৎকণ্ঠিত,
ভাবিছে কি হৈবে পুনঃ সমরে সে দিন
ছিল সঙ্গে যোদ্ধা শত,
নবতি হইলা হত,
জীবিত যে কয়জন, শ্রান্তিতে মলিন॥

কখন(ও) বা ভাবে ভ্রমে,
জয়ন্তের পরাক্রমে,
রুদ্রপীড় নাম বুঝি হয় বা নিষ্ফল ;
ইন্দ্রহস্তে হৈবে নাশ,
মিথ্যা বুঝি সে বিশ্বাস,
জেতৃ বুঝি নহে তার বাসব কেবল ॥
এইরূপ চিন্তান্বিত,
যুদ্ধসাজে সুসজ্জিত,
প্রতিজ্ঞা করিছে দৃঢ় স্মরিয়া শঙ্কর—
হয় মৃত্যু নয় জয়,
নহিলে কভু নিশ্চয়
ত্রিদিবে না যাবে আর বিদারি অম্বর ॥
ভাবিতে ভাবিতে চায়,
জয়ন্তে দেখিতে পায় ;
সত্বরে লইয়া সঙ্গে দশ দৈত্য বীর
অগ্রসর হৈলা রণে,
রণশঙ্খ ঘনে ঘনে,
আবার নিনাদি শূন্য করিল অস্থির ॥
দ্বিগুণ বিক্রমে এবে,
দানব আক্রমে দেবে,
ছাড়িয়া বিকট দর্পে গর্জ্জন ভীষণ।
দেব দৈত্যে যুদ্ধারম্ভ,
আবার ভুবন স্তব্ধ,
শূন্যমার্গে অবিরত অস্ত্র সংঘর্ষণ।
আবার কাঁপিল ধরা,
মূর্ত্তি ধরি ভয়ঙ্করা,
তুমুল যুদ্ধ সঙ্কুল, ক্ষুব্ধ জল স্থল ;
দগ্ধ হৈল তরুকুল,
বিচ্ছিন্ন পর্ব্বতমূল,
ভীষণ কর্কশ বেশে সাজে রণস্থল ॥

জয়ন্ত দানব মাঝে,
যুঝিছে তেমতি সাজে,
যুঝিলা যেমন পূর্ব্বে বিনতা-তনয়
গরুত্মান্ মহাবীর,
ফণীন্দ্রে করি অস্থির,
প্রবেশি পাতালপুরে ভুজঙ্গমময়।
চারি দিকে আশীবিষ
ফণা ধরি অহর্নিশ,
গাঢ় অন্ধকারে করে বিকট গর্জ্জন,
গরুড় দুর্জ্জয় দর্পে,
ঝাপটে ঝাপটে সর্পে
প্রসারি বিশাল পক্ষ করায় ঘূর্ণন।
এরূপে পূর্ব্বাহ্ন গত,
জয়ন্ত-শরে নিহত
আবার দানব পঞ্চ পড়িল ভূতলে—
পড়ে যথা ধরাধর,
শৃঙ্গ ভাঙ্গি ভূমি'পর—
ভূকম্পনে চলে জল উছলে উছলে॥
তখন আক্রুদ্ধ-বেশ,
আকুঞ্চিত ভুরু-কেশ,
রুদ্রপীড় মুহূর্ত্তেক জয়ন্তে নিরখি,
ভীষণ হুঙ্কার রবে,
শূন্যেতে তুলিলা তবে,
প্রকাণ্ড ক্রুঘণ এক মুষ্টিতে থমকি,
ঘুরায়ে ঘুরায়ে বেগে,
ঘোর শব্দ যেন মেঘে,
দুর্জ্জয় প্রচণ্ড তেজে করিল প্রহার।
না করিতে সম্বরণ,
জয়ন্ত অঙ্গে পতন
হইল প্রকাণ্ডমূর্ত্তি শৈলের আকার॥

না সহি দুর্ব্বহ ভার,
অচল বিকুলি হার
বিচ্ছিন্ন হইলে যেন, পড়িল তেমন !
কিম্বা যেন রাশীকৃত
চন্দ্ররশ্মি আভা-হৃত,
খসিয়া পৃথিবী অঙ্গে হইল পতন !
শিরীষকুসুমস্তর,
যেন বা অবনী'পর,
পড়িয়া রহিল মহী করিয়া শোভন।
দেখিতে দেখিতে দ্যুতি,
নিমেষে মিশে তেমতি,
ভস্মেতে অঙ্গার দীপ্তি মিশায় যেমন !
মৃত্যুহীন দেবকায়া,
মূর্চ্ছাই মৃত্যুর ছায়া,
জয়ন্তে আচ্ছন্ন করি চেতনা হরিল।
নিদ্রিত মানব যথা,
নিশ্চল হইল তথা,
রেণু-ধূসরিত তনু পড়িয়া রহিল ॥
উল্লাসে দানব দল,
জয়শব্দ কোলাহল,
নিনাদে, অবনি শূন্য কৈল বিদারণ।
শিহরে যেমন প্রাণী,
শববাহী-হরিধ্বনি,
গভীর নিশীথকালে করিয়া শ্রবণ,
তেমতি সে ভয়ঙ্কর,
দানবের জয়স্বর,
শুনিয়া শিহরে শচী অন্তরে পীড়িয়া,
চঞ্চল দামিনী যথা,
ইন্দ্রপ্রিয়া বেগে তথা,
হেরে আসি পুত্রতনু ধরাতে পড়িয়া।

"হা বৎস জয়ন্ত" বলি
স্খলিত চরণে চলি,
ধাইয়া আসিয়া পার্শ্বে ধরিল তনয় ;
কোলেতে করিল তনু,
ছিলাশূন্য যেন ধনু,
বদনে স্থাপিয়া দৃষ্টি স্পন্দহীন হয়।
না বহে শ্বাস প্রশ্বাস,
কণ্ঠে রুদ্ধ গাঢ় ভাষ,
কঠোর অশ্রুর বিন্দু নেত্রে নাহি খসে,
নয়নে নিবদ্ধ হেন,
শিশিরের বিন্দু যেন
কমল পলাশে বদ্ধ হিমের পরশে।
অন্তরে প্রবাহ ধায়,
হৃদয় ভাঙ্গিতে চায়,
নির্গত হইতে নারে সে শোক নির্ঝর ;
যেন কল কল করি,
গহ্বর সলিলে ভরি,
পর্ব্বত নির্ঝর ভ্রমে বেষ্টিত প্রস্তর।
না পড়ে চক্ষের পাতা,
যেন ধরাতলে গাঁথা,
মলিন প্রস্তরমূর্ত্তি অর্দ্ধ অচেতন।
পুত্রতনু কোলে ধরি,
নিরখে নয়ন ভরি,
হৃদয়ে শোকের সিন্ধু হয় বিলোড়ন।
যত দেখে পুত্রমুখ,
তত বিস্ফারিত বুক,
ক্রমে তেজোরাশি তত প্রকাশে বদন ;
বারিভারাক্রান্ত মেঘ
ভেদিলে কিরণ-বেগ,
প্রকাশয়ে সূর্য্য যথা, দেখিতে তেমন।

নিকটে চপলা সখী,
শচীর মুখ নিরখি,
স্তব্ধভাব উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে না পায়,
নয়নে অশ্রুর ধার,
গলিত যেন তুষার,
বদন উরস বহি দর দর ধায়।
ভাবে দৈত্যসুত মনে,
চাহিয়া শচী-বদনে,
পরশিতে এ শরীর প্রাণে যেন বাধে ;
ধরিতে না উঠে কর,
চরণ হয় অচর,
এর চেয়ে নাহি কেন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ?
বুঝি বা নিষ্ফলে যায়
জনকের অভিপ্রায়,
সমরের এত ক্লেশ, এত যে আয়াস !
জয়ন্ত সমরে হত,
সুধু সে সুখ্যাতি কত ?
বুঝি পূর্ণ না হইল চিত্ত-অভিলাষ ॥
চিন্তা করি ক্ষণকাল,
নিকটে ডাকে করাল,
অনুচর দৈত্যে এক নিকষ্কর নাম ;
চিত্তে নাহি দয়ালেশ,
খল পামরের শেষ,
তারে আজ্ঞা দিলা পূরাইতে মনস্কাম।
উল্লাসে দানব ক্রূর,
সর্প যেন ছাড়ি দূর
শচীর পশ্চাতে দ্রুত করিয়া গমন ;
ভুজঙ্গ জড়ায় যেন,
করেতে কুন্তল হেন
জড়ায়ে, তুলিলা কেশে করি আকর্ষণ।

হায় মত্তগজ যথা,
ছিঁড়িয়া মৃণাল-লতা,
শুণ্ডেতে ঝুলায়ে তুলে শতদল থর ;
দানব-করেতে তথা,
নিবদ্ধ কুন্তল লতা,
দুলিতে লাগিল শূন্যে শচীকলেবর।
করিয়া উল্লাস ধ্বনি,
মুহূর্ত্তে ছাড়ি অবনী,
উঠিল অচলপথে দানবের দল ;
শিখরে শিখরে পদ,
এড়ায়ে কন্দর নদ,
শূন্যমার্গে চলে দৈত্য কাঁপায়ে অচল।
সংহতি চলে চপলা,
আকাশ করি উজলা,
ক্রন্দন-নিনাদে পূরি অন্তরীক্ষদেশ ;
ছাড়িয়া উদয়-গিরি,
নানা শৈলশিরে ফিরি,
স্বর্গের নিকটে আসি উত্তরিল শেষ।
রুদ্রপীড় অগ্রসর,
শঙ্খে ঘন ঘোর স্বর
অমরা কম্পিত করি বাজায় তখন ;
শুনিয়া দনুজ যত,
প্রাচীরে প্রাচীরে শত
শত কম্বু-নাদ করে নিস্বন ভীষণ।
সে নাদ পশিল কাণে,
বাজিল শচীর প্রাণে,
সহসা ঘুচিল স্তম্ভ, চেতনা জাগিল ;
স্মৃতি-পথে আচম্বিতে,
উত্থিত হইয়া চিতে,
চিন্তা-সরিতের স্রোত উথলি চলিল।

"কোথায় জয়ন্ত হায়!"
বলি চারি দিকে চায়,
"কে করিল শূন্য কোল, কে হরিল তোরে।
বিপদে রাখিতে মায়
আসিয়া, ফেলিলি তায়
অকূল আঁধারময় শোকসিন্ধু-ঘোরে।
কি দেখিতে আসি হেথা,
হে ইন্দ্র, সূর্য্য, প্রচেতা,
কই কোথা আমার সে জিনি পারিজাত?
জয়ন্ত কুমার কই,
শচীর নন্দন কই,
দেবরাজ-পুত্র কই—হায় রে বিধাতঃ!
হা শঙ্কর উমাপতি!
হা বিষ্ণু কমলাপতি!
হায় গৌরী, হায় রমা, হায় বাগ্‌বাণী—
শুষ্ক আজি অকস্মাৎ,
শচী-হৃদি-পারিজাত,
কি আর দেখাবে স্বর্গে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।
এসো সে দেখিবে এবে,
দানবের পদ সেবে,
দুঃখিনী সহায়হীনা শচী ইন্দ্রজায়া!
কোথায় ত্রিদশকুল!
কোথা আদ্যাশক্তি মূল!
দনুজপরশে শচী—কলুষিত-কায়া!"
বলি কান্দে ইন্দ্রপ্রিয়া,
ঘৃণাতাপে দগ্ধ হিয়া,
প্রজ্বলিত শোকানল-শিখায় অস্থির;
"হা জয়ন্ত" বলি চায়,
নাসাপথে বেগে ধায়
উত্তপ্ত ভীষণ শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর।

বহে চক্ষে জলধারা—
যথা সে ত্রিলোক-তারা
ত্রিপথগা গঙ্গা যবে বিষ্ণুর চরণে
বহিলা অনন্ত স্বেদি,
ব্যোমকেশ জটা ভেদি,
বিপুল তরঙ্গে ভাসাইয়া ঐরাবণে।
শচীর ক্রন্দন-নাদে,
ত্রিলোকের জীব কাঁদে,
ব্যাকুলিত কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মপুরী ;
ব্যাকুলিত রসাতল,
ব্যাকুল অবনীতল,
শচীর আক্ষেপ ধায় ত্রিজগত পূরি।
যথা মহাবাত্যা যবে
ধ্বনি করে ঘোর রবে,
ঘন বেগে ঘন ধারা, মারুত-গর্জ্জন ;
কখন বা হয় শান্ত,
কখন দাপে দুর্দ্দান্ত,
ভীষণ প্রচণ্ড বায়ু, প্রচণ্ড বর্ষণ।
শচী কান্দে সেই বেশ,
শূন্যে আকর্ষিত-কেশ,
বৃত্রাসুর-দূত আসি রুদ্রপীড়ে কয় ;
"প্রবেশ অমরাবতী,
দেখ সে দেব-দুর্গতি,
সমরে অমর সহ দানবের জয়।"
রুদ্রপীড় দেখে চেয়ে,
আছে শৈলরাজি ছেয়ে,
চারি দিকে দেব-তনু কিরণ প্রকাশি ;
দিনান্তে নদীর জল,
ঈষৎ-বায়ু-চঞ্চল,
তাহে যেন ভাসিতেছে ভানু-রশ্মিরাশি

দেখিতে দেখিতে চলে,
বৃত্রাসুর-সভাতলে,
নিকস্কর শচীদেহ সেখানে রাখিল ;
শচীমূর্ত্তি দৈত্যপতি,
নেহারি অনন্যগতি,
চমকি সম্ভ্রমে শীঘ্র উঠি দাঁড়াইল।

দশম সর্গ

হেথায় কুমেরুশৈল ছাড়িয়া বাসব,
ইন্দ্রায়ুধ অস্ত্রাদিতে হৈয়ে সুসজ্জিত—
চলিলা কৈলাসধামে নিয়তি-আদেশে,
নিত্য বিরাজিত যেথা উমা, উমাপতি।

উঠিতে লাগিলা শূন্যে, নিম্নে ধরাতল—
জলধি পর্ব্বতমালা, তরুতে সজ্জিত—
দেখাইছে একেবারে আলেখ্য যেমন
বিভূষিত বেশভূষা চারু অবয়ব।

নীলবর্ণ শোভাপূর্ণ বিশাল শরীর
কোন স্থানে প্রকাশিছে শান্ত জলনিধি ;
অরণ্যানী শত শত কত শোভাময়
কোনখানে বিরাজিত বিটপমণ্ডলী।

কত বেগবতী নদী শাখা প্রসারিয়া
ঢালিছে ধরণী-অঙ্গে তরঙ্গ বিমল,
ঘেরিয়া কানন, গিরি, নগরী, সুন্দর—
সহস্র প্রবাহমালা দীপ্ত প্রভাকরে।

স্তরে স্তরে মেঘাকারে শোভে কোনখানে
সজ্জিত শৈলের শ্রেণী কুজ্ঝটি-আবৃত,

সুদৃশ্য ধরণী-অঙ্গে কিবা সুললিত,
মণ্ডিত শিখর চারু ভানুর ছটায় !

হিমাদ্রির উচ্চ-শৃঙ্গ দূর অন্তরীক্ষে
দেখিলা কাঞ্চনতুল্য কিরণ-মণ্ডিত—
দেবগণ লীলাচ্ছলে শিখরে যাহার
প্রকাশিলা কোন(ও) কালে পবিত্র ভারতে—

দেখিলা শৃঙ্গেতে তার গোমুখীগহ্বরে
ধায় ভাগীরথী-ধারা, দেখিলা নিকটে
কালিন্দী-সরিৎ-স্রোত বহিছে কল্লোলে,
সাজাইতে পুণ্যভূমি আর্য্যপ্রিয়-দেশ ।

ক্রমে ব্যোমগর্ভে যত প্রবেশে বাসব,
স্তরে স্তরে পরস্পরে করি প্রদক্ষিণ
নিরখিলা সুসজ্জিত অন্তরীক্ষ মাঝে
জ্যোতিঃ-বিমণ্ডিত কোটি গ্রহের উদয় ।

দেখিলা ভ্রমিছে শূন্যে শশাঙ্কমণ্ডল
ধরাসঙ্গে, ধরা-অঙ্গ করি প্রদক্ষিণ,
প্রকাশিয়া চারুদীপ্তি সূর্য্য চারি ধারে,
শীতল কিরণে পূর্ণ করি নভঃস্থল ।

ভ্রমিছে সে সুধাকর পৃথিবী ছাড়িয়া
আরো দূর শূন্যপথে অতি দ্রুতবেগে,
চন্দ্রমা-বেষ্টিত চারি, চারু-শোভাময়,
দীপ্ত বৃহস্পতিতনু ঘেরিয়া ভাস্করে ।

সে সকলে দূরে রাখি গ্রহ শনৈশ্চর,
ভাতি-উপবীত অঙ্গে, চলেছে ছুটিয়া
ভয়ঙ্কর বেগে শূন্যে ঘেরিয়া ভাস্করে,
অষ্ট কলানিধি সঙ্গে কি শোভা সুন্দর !

দেখিলা সে কত গ্রহ উপগ্রহ হেন,
অন্তরীক্ষে ভ্রমে সদা নিজ নিজ পথে
বিবিধ বরণ ছটা অঙ্গে প্রকাশিয়া,
আনন্দিত করি শূন্য অপূর্ব্ব ধ্বনিতে।

দেখিতে দেখিতে বেগে চলিলা বাসব
ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ বায়ুস্তর করি অতিক্রম—
ধরাতল ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর অতি,
সুদূর নক্ষত্র তুল্য লাগিল ভাতিতে।

ক্রমে ক্ষীণ—লীনপ্রায়—মসীবিন্দুবৎ
হইল ধরণী-অঙ্গ, বাসব ক্রমশঃ
উঠিতে লাগিলা যত অনন্ত অয়নে,
চন্দ্র শুক্র শনৈশ্চর ছাড়ি নিম্নদেশে।

অদৃশ্য ধরণী শেষ—বাসব যখন
ছাড়িয়া সুদূর নিম্নে এ সৌর জগৎ,
বায়ুবিরহিত ঘোর অনন্তের মাঝে
উত্তরিলা আসি ভীম কৈলাসপুরীতে।

শব্দশূন্য, বর্ণশূন্য, প্রশান্ত, গভীর,
ব্যাপৃত সে ব্যোমদেশ, ব্যাস অন্তহীন,
বিকীর্ণ তাহার মাঝে ছায়ার আকার,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মূর্ত্তি কোটি কোটি কত!

বিশ্বপ্রতিবিম্ব হেন দশ দিক্ যুড়ি
বিরাজিছে সে গগনে দেখিলা বাসব—
ফুটিতেছে, মিশিতেছে অনন্ত শরীরে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, কোটি জলবিম্ববৎ।

বসিয়া তাহার মাঝে শম্ভু ব্যোমকেশ
ঐশ্বর্য্য-ভূষিত অঙ্গ, সংযত মূরতি,

প্রকাশিত বক্তৃ, ভালে প্রগাঢ় ভাবনা ;
তনু মনোহর যেন রজতের গিরি ।

গাঙ্গেয় সলিল-কণা কণা পরিমাণে
ঝরিতেছে জটাজুটে—ঝরিছে তেমতি,
হিমাদ্রি-অচল-অঙ্গে উত্তুঙ্গ শিখর,
ধবলগিরিতে যথা হিমবরিষণ ।

বসিয়া নিমগ্ন-চিত্ত গভীর কথনে ;
গভীর কথনে মগ্ন উমা বাম দেশে ;
একে একে বিশ্বনাথ বিশ্ববিম্ব যত
দেখায়ে গৌরীরে তত্ত্ব কহেন বুঝায়ে ;—

কি হেতু হইলা সৃষ্টি, সৃষ্টি কি প্রকারে,
পঞ্চ ভূত, আত্মা, মনঃ, প্রকৃতি প্রথমা,
পরমাণু, পরমায়ু, উৎপত্তি, বিনাশ,
কাল, পরকাল, ভাগ্য, বিধি-সংস্থাপনা ।

পুরুষপ্রকৃতিভেদ হৈলা কিবা হেতু,
হইলা বা কত কাল, কিরূপ সে ভেদ,
ছিল কিম্বা নাহি ছিল সে ভেদ আদিতে,
হইবে কি না হইবে পুনঃ সে অভেদ ।

কত কাল কোন্ বিশ্ব বিরাজে কি ভাবে,
সৃষ্টির আরম্ভে মূর্ত্তি স্থিতি কি প্রকার ;
কেন বা জগৎগর্ভে সকলি অস্থায়ী,
সদা পরিবর্ত্তশীল জড় কি চেতন ।

কিরূপে অণুর সৃষ্টি, জীবের অঙ্কুর,
হইলা আদি মুহূর্ত্তে, বিনাশন যবে
কোথায় কি ভাবে রবে পরমাণুকুল ;
জীবাত্মা অনিত্য কিবা নিত্য চিরদিন ।

এই বিশ্ব সুপ্রত্যক্ষ—এ সৌর জগৎ—
বর্ত্তমান কত কাল থাকিবে এ আর ;
নরদেহধারী প্রাণী মনুজ আখ্যাত
ধরিবে কি মূর্ত্তি পুনঃ কল্পান্তর পরে।

পাপ পুণ্য কিসে হয় ; দুষ্কৃতি, সুকৃতি,
অদৃষ্ট অধীনগণে ঘটে কি প্রকারে ;
সুখ হৈতে মানবের দুঃখ-পরিমাণ
গুরুতর কেন এত জগতীমণ্ডলে।

অন্য জীব-আত্মা, আর নরের আত্মায়
কি ভেদ, কি ভেদ দেব-মানবসন্তানে,
সুখ দুঃখ ভোগাভোগ, মুক্তি বা নির্ব্বাণ,
দেবতা, মানব, দৈত্য ভিতরে কি ভেদ।

এইরূপ দেবনর-চিন্তার অতীত
নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ণীত করি ব্যোমকেশ
কহিছেন ভবানীরে ব্রহ্মাণ্ড দেখায়ে ;
শুনিছেন কাত্যায়নী চিত্ত প্রফুল্লিত।

এরূপে ব্যাপৃত হৈমবতী মহেশ্বর,
মহা ঘোর শূন্যগর্ভ কৈলাস-ভিতরে ;
হেন কালে সুরপতি আসিয়া সেথায়
সম্ভ্রমে বন্দিলা উমা, উমাপতি হরে।

বাসবে দেখিয়া দুর্গা মধুর বচনে
কুশল জিজ্ঞাসি তায় কৈলা সম্ভাষণ ;
জিজ্ঞাসিলা "কি কারণে গত এত কাল
না আইলা পুরন্দর কৈলাসপুরীতে ?

"কি হেতু মলিন দেহ, বদন বিরস ?
সর্ব্বাঙ্গ বিবর্ণ শুষ্ক সমাধিতে যেন,

কিম্বা যেন রণস্থলে ছিলা কত কাল,—
কি বিপদ্ উপস্থিত আবার ত্রিদিবে ?"

কহিলা মেঘবাহন—"হে আদ্যা প্রকৃতি,
ভুলিলা কি সর্ব্বকথা—দেবের দুর্দ্দশা
কি করিলা বৃত্রাসুর মহেশ্বর-বরে,
সমরে অমরাবতী জিনিয়া প্রতাপে ?

"দেবগণ স্বর্গচ্যুত, জ্যোতিঃশূন্য দেহ,
শিবদত্ত মহাশূল-আঘাতে তাড়িত,
রক্ষা পাইল কোন(ও) মতে পাতালে পশিয়া,
সুরভোগ্য স্বর্গ এবে দৈত্যের আবাস।

"শচী বৈজয়ন্তহারা ভ্রমিছে ধরায়,
অরণ্যে নিবাস নিত্য অহর্নিশিকাল ;
অন্য দেবীগণ যত স্বর্গচ্যুত সবে,
না জানি কি ভাবে কোথা আছে লুকাইয়া।

"ত্রিদিব বিজয়াবধি নিয়তি পূজায়
নিমগ্ন ছিলাম আমি কুমেরু-জঠরে,
পরাজিত, পরাশ্রিত, শক্রতিরস্কৃত—
বিপদ্ ইহার হইতে কি আর ভবানি !

"ভুলিলা কি, মাহেশ্বরি, মহেশের মত,
সুরবৃন্দে একেবারে ? ভুলিলা বাসবে ?
ভুলিলা কি ইন্দ্রাণীরে পর্ব্বতনন্দিনি—
পার্ব্বতি, ভুলিলা কি গো পুত্র ষড়াননে ?

"জানি নাই, ভাবি নাই, বিপদ্ নূতন
হৈল কিনা উপস্থিত অন্য কিছু আর—
নিয়তি-আদেশে নিত্য অন্তরীক্ষপথে
চলেছি ক্রমশঃ এই কৈলাস উদ্দেশে।"

ভবানী কহিলা "সত্য অহে ভগবন্,
ভ্রান্ত হৈয়ে এত দিন তত্ত্ব আলাপনে
ছিলাম ঈশান সঙ্গে রত এইরূপে ;—
জান ত আনন্দ কত সে তত্ত্ব শ্রবণে।

"কি কব সে মৃত্যুঞ্জয়ে, সদা আশুতোষ,
যে যাহা বাসনা করে না ভাবি পশ্চাৎ
দেন তারে অচিরাৎ বর আকাঙ্ক্ষিত,
আপনি নিমগ্ন সদা এই চিন্তাসুখে।

"এত ক্ষণ, ইন্দ্র, তুমি উপস্থিত হেথা,
কথোপকথন এত তোমায় আমায়,
হের সে নিবিষ্টচিত্ত তথাপি তেমতি,
উমাপতি সমভাব,—সংজ্ঞা-বিরহিত !

"অমরে যন্ত্রণা এত দিলা বৃত্রাসুর !
আহা, ইন্দ্র, এত কষ্ট ভুঞ্জিলা হে তুমি !
শচীর ধরায় বাস অরণ্য ভিতরে !
কার্ত্তিকেয় মহামূর্চ্ছা-যাতনা-পীড়িত !

"ইন্দ্র, আমি এই ক্ষণে কহিব শঙ্করে,
তাঁর আশীর্ব্বাদপুষ্ট দৈত্য দুরাচার
উচ্ছিন্ন করিল স্বর্গ দেবে তিরস্কারি,—
করেন এখনি দৈত্য নিধন উপায়।"

এত কহি কাত্যায়নী চাহি মহাদেবে
কহিলা—"শঙ্কর, হের আইলা বাসব
কৈলাসভুবনে, দেব, তোমার আশ্রয়ে,
তব বরপুষ্ট বৃত্র দৈত্যের পীড়নে।

"হে শূলিন্, সদা তুমি এরূপে বিভ্রাট
ঘটাও অমরবৃন্দে, দৈত্য আশ্বাসিয়া ;

দেখ স্বর্গরাজ্য এবে হয় ছারখার—
দানবদৌরাত্ম্যে, দেব না পারে তিষ্ঠিতে।

"মায়া নাই, দয়া নাই, স্নেহবিরহিত,
দেবদেবীগণে সবে নিক্ষেপি বিপদে,
ভুলিয়া আপন পুত্র পার্ব্বতীতনয়ে,
আছ নিত্য এই ধ্যানসুখে নিমীলিত।

"রক্ষিতে না পার যদি সৃষ্টির নিয়ম,
আশু তুষ্ট হৈয়ে তবে কেন দুষ্ট জনে
বর দিয়া, পাড় এত বিষম উৎপাত ?
উমাপতি, কর বৃত্র-নিধন উপায়।"

ত্রিপুর-অন্তক শম্ভু শিবানীরে চাহি
কহিলা "হে হৈমবতি, বৃত্রের সংহার
এখন(ও) কি না হইল ? পাপিষ্ঠ দনুজ
এখন(ও) কি সুরবৃন্দে করে নিষ্পীড়ন ?

"রহ গৌরী, ক্ষণকাল" বলি চিন্তা করি,
কহিলেন শূলপাণি "শুন হে বাসব,
দুঃখ অবসান তব হইবে সত্বর—
বৃত্রের নিধন ব্রহ্মদিবা অবসানে।"

ইন্দ্র কহে "দেবদেব, জানি সে সম্বাদ
অদৃষ্ট পূজিয়া বহু কষ্টে বহুকাল ;
আদেশে তাঁহার এবে এসেছি কৈলাসে,
বৃত্র-বিনাশের প্রথা জানিতে বিশেষ।

"ইন্দ্রের যাতনা, দেব, পারিবে বুঝিতে
বৃত্রভুজদর্পে রণে হৈয়ে পরাজিত,
বাসবের বলবীর্য্য নহে অবিদিত,
ত্র্যম্বক, তোমার আর উমার নিকটে।

"আপন মহিমা ব্যক্ত করিতে আপনি
নাহি পারি—না সম্ভবে আখণ্ডলে কভু—
ত্রিপুরারি, তবু চিত্তবেদনার বেগ
দমন করিতে নারি চেতনা থাকিতে।

"ছিলাম স্বর্গের পতি সুরেন্দ্র বিখ্যাত,
অসুরের রণে কভু নাহি পরাভব,
আজি সে ইন্দ্রত্ব মম বৃত্রাসুরে দিয়া,
ভ্রমি হের নানা স্থানে ভিক্ষুক-সদৃশ।

"এ কোদণ্ডতেজে দৈত্য না বধেছি কারে?
বৃত্র কি সে অস্ত্রাঘাত সহিত আমার?
কি কব, করিলা যুদ্ধে অজেয় তাহারে,
আপন ত্রিশূল দৈত্যে দিয়া শূলপাণি!"

কহিতে কহিতে ইন্দ্র কৈলা আকর্ষণ
ভীমতেজে আপনার ভীষণ কার্ম্মুক;
ইন্দ্রের পরশে গাঢ়, চমকে চমকে,
জ্বলিতে লাগিল তাহে জ্যোতিঃ অপরূপ।

সামান্য মানবকুলে বীর যেবা হয়,
অরাতির দম্ভ তার চিত্তের গরল;
পতঙ্গ কীটের তুল্য নহে যে পরাণী,
শত্রু-নির্যাতনে মৃত্যু সেও চাহে কভু।

মহাবীর্য্যবান্ ইন্দ্র, দেবের প্রধান—
দনুজ-বিজিত হৈয়ে, দ্যুতি-প্রজ্বলিত
বহ্নিতুল্য চিত্ততাপে দগ্ধ নিরন্তর,
হৃদয়ের দীপ্ত জ্বালা বাক্যেতে প্রকাশে।

শুনে উমা, উমাপতি আকৃষ্ট হইয়া,
ইন্দ্রের কাতর উক্তি, চিত্তে তীব্র বেগ;

হেন কালে অকস্মাৎ ব্যোমকেশ-জটা
ঈষৎ কাঁপিল শীর্ষে শঙ্করে চেতায়ে।

খসিয়া পড়িল ধনু আখণ্ডলকরে,
উমার অশ্রুর বিন্দু গণ্ডেতে ঝরিল,
সহসা উদ্বেগ চিত্তে হইল সবার,
বিপদে স্মরিছে যেন অনুগত কেহ।

জিজ্ঞাসিলা মহেশ্বর চাহিয়া উমারে—
"কেন হৈমবতি হেন হয় অকস্মাৎ?
বিপদে স্মরণ শিবে করিছে কেহ বা?
সহসা নতুবা জটা কাঁপিছে কি হেতু?"

না ফুরাতে শিববাক্য, কহিলা পার্ব্বতী
"হে উমেশ, শচী আজ করিছে স্মরণ,
বিপদে পড়িয়া ঘোর দৈত্যের পীড়নে—
নৈমিষ হইতে দৈত্য করিছে হরণ।"

ভবানীর বাক্যারম্ভে দেবেন্দ্র বাসব
জানিতে পারিয়া সর্ব্ব, ছাড়ি হুহুঙ্কার,
তুলিয়া কার্ম্মুক শূন্যে—দিব্য জ্যোতির্ম্ময়-
স্বর্গ অভিমুখে শীঘ্র হইলা ধাবিত।

"তিষ্ঠ, ইন্দ্র, ক্ষণকাল—" বলিয়া মহেশ
হস্ত প্রসারিয়া তারে কৈলা নিবারণ।
শিব-করে আকর্ষিত হ'য়ে আখণ্ডল,
গর্জ্জিতে লাগিলা যেন ক্রোধিত অর্ণব,

যবে বাত্যা-উত্তেজিত, মেদিনী গ্রাসিয়া,
ধায় ক্রোধে যাদঃপতি, অবরোধে যদি
সে বেগ নিবারি অঙ্গে উচ্চ শৈলকুল,
বেষ্টি চতুর্দ্দিক্ দৃঢ় পাষাণ-ভিত্তিতে।

গর্জ্জি হেন ক্ষণকাল শান্তভাব কিছু,
কহিলা "ধূর্জ্জটি, তৃপ্ত নহ কি অদ্যাপি ?
যা ছিল ইন্দ্রের শেষে তাহাও দনুজে
সমর্পিলা এত দিনে, মৃত্যুঞ্জয়ী দেব ?

"পুত্র মূর্চ্ছাগত, পত্নী দৈত্য-অপহৃত,
রক্ষা হেতু যাই তাহে করহ নিষেধ ?
বাসনা কি, শিব, তব ইন্দ্রের লাঞ্ছনা
না থাকিবে বাকি কিছু বৃত্রাসুর কাছে ?

"কেন তবে সৃষ্টিমাঝে রেখেছ অমর ?
কেন এ ব্রহ্মাণ্ড যত বিধি-বিরচিত
নাহি চূর্ণ কর তবে ?—কেন, হে বিধাতঃ,
করিলে দেবের সৃষ্টি যন্ত্রণা ভুগিতে ?

"শিবের শিবত্ব শুধু এই কি কারণে ?
অমরে অপ্রীতি সদা, সম্প্রীতি অসুরে ?
এই কি সে সর্ব্বজন-পূজিত শঙ্কর ?
স্বজনের শত্রু যাঁর মিত্র-আচরিত ?

"নাহি চাহি কোন ভিক্ষা, না চাহি জানিতে
বৃত্রবধ কি উপায়ে, ছাড়হ আমায়,
দেখ, পশুপতি, এবে কোদণ্ডসহায়
একা ইন্দ্র কি সাধিতে পারে স্বর্গপুরে।"

ইন্দ্রের ভর্ৎসনা শুনি ত্রিপুর-অন্তক
কহিলা আনিতে শূল, বীরভদ্রে চাহি ;
কহিলা বাসবে "শান্ত হও, সুরপতি,
শচীর স্মরণে চিত্ত হয়েছে ব্যাকুল।

"এত দর্প দনুজের অমরা হরিয়া,
অমরাবতীর শোভা—শচী পুলোমজা—

পরশে শরীর তার ?—হা রে বৃত্রাসুর !
শিবের প্রদত্ত বর ঘৃণিত করিলি ?”

বলিতে বলিতে ক্রোধ হইল মহেশে,
ব্রহ্মাণ্ডের বিম্ব যত শূন্যে মিশাইল,
পরশিল জটাজুট অনন্ত আকাশে,
গরজিল শিরে গঙ্গা বিভীষণ নাদে ।

গর্জ্জিলা তেমতি, যথা হিমাদ্রি বিদারি
ভাগীরথী ধায় মর্ত্তে গোমুখী-গহ্বরে ;
জ্বলিল ললাট-বহ্নি প্রদীপ্ত শিখায়—
বহ্নিময় হৈল সেই শূন্যব্যাপী দেশ ।

ধরিলা সংহারমূর্ত্তি রুদ্র ব্যোমকেশ,
গর্জ্জিয়া সংহার-শূল করিলা ধারণ,
তুলিলা বিষাণ তুণ্ডে—দীপ্ত শ্বেত তনু,
অনলসমুদ্রে যেন ভাসিল মৈনাক ।

ভয়ে পুরন্দর শীঘ্র সম্মুখ ছাড়িয়া
ঈশানীপশ্চাতে আসি কৈলা অধিষ্ঠান ;
বীরভদ্র সন্ত্রাসিত দাঁড়াইলা দূরে,
পার্ব্বতী ঈশানে উচ্চে করিলা সম্ভাষ—

“সম্বর, সম্বর, দেব, সংহার-ত্রিশূল,
না কর বিষাণে ঘোর প্রলয়ের ধ্বনি,
অকালে হইবে সর্ব্ব সৃষ্টি বিনাশন,
সম্বরণ কর শীঘ্র সংহারমূরতি ।

“কি দোষ করিলা কহ বিশ্ববাসিগণ ?
কি দোষ করিলা অন্য প্রাণী যে সকল ?
কোন্ দোষে দোষী, দেব, দেবতা মানব ?
একা বৃত্রে বিনাশিতে বিশ্বধ্বংস কর ?

"কহ ইন্দ্রে বৃত্রনাশ-বিধি, ত্রিপুরারি,
নিক্ষেপে সংহারশূল সৃষ্টি নাশ হবে ;
ভবিতব্য-লিপি, দেব, না কর খণ্ডন,
সম্বর সংহার-মূর্ত্তি, ঈশ, উমাপতি।"

পার্ব্বতী-বাক্যেতে রুদ্র ত্যজি উগ্রবেশ,
ধরিলা আবার পূর্ব্ব প্রশান্ত মূরতি—
রজতগিরি-সন্নিভ ধবল অচল
ভূষিয়া বরষে যথা হিমানীর কণা।

সহাস্য বদনে ইন্দ্রে সম্ভাষি কহিলা
"আখণ্ডল, বৃত্রবধ অনুচিত মম,
পার্ব্বতী কহিলা সত্য এ শূল-নিক্ষেপে
সমূহ ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হৈবে অকস্মাৎ।

"পুরন্দর, ভাগ্যে তার মৃত্যু তব হাতে,
যাও শীঘ্র দধীচি মুনির সন্নিধান,
মহাতেজঃপুঞ্জ ঋষি, দেব-উপকারে
ত্যজিবে আপন দেহ, পবিত্রহৃদয়।

"দধীচির পূত অস্থি বিশ্বকর্ম্মা-করে
হইবে অদ্ভুত অস্ত্র—অমোঘসন্ধান ;
সংহার-ত্রিশূলতুল্য তেজঃ সে আয়ুধে,
প্রলয়বিষাণ শব্দে নিনাদিবে সদা ;

"অব্যর্থ হবে সে অস্ত্র তীব্র বহ্নিময়
সর্ব্বত্র সকল কালে সর্ব্বসংহারক ;
ত্রিদিবে না রবে আর দানব-উৎপাত ;
বজ্র নামে সেই অস্ত্র হৈবে অভিহিত।

"ব্রহ্মার দিবার অন্তে সায়াহ্নে যখন
সূর্য্যরথ অস্তাচলচূড়া পরশিবে,

নিক্ষেপ করিবে তাহা বৃত্রবক্ষস্থলে—
যাও শচী-উদ্ধারিতে, সত্বরে বাসব।

"বদরী-আশ্রমে ঋষি দধীচি এক্ষণে
তপস্যা করিছে, বিষ্ণু-আরাধনা ধরি,
সেইখানে, সুরপতি ইন্দ্র, কর গতি,
অস্থি লভি বৃত্রাসুরে বিনাশ বজ্রেতে।"

শুনিয়া শঙ্করবাক্য সহর্ষ বাসব,
বিশ্বমাতা উমারে বন্দিয়া ভক্তিভাবে,
বন্দি গাঢ় ভক্তিসহ দেব উমাপতি,
চলিলা দধীচি-পার্শ্বে শূন্যেতে মিশায়ে

একাদশ সর্গ

সমরে অমর পুনঃ হৈলা পরাভব,
অমরাবতীতে দৈত্য করে মহোৎসব।
জয়ধ্বনি, কোলাহল, পথে পথে পথে ;
ভ্রমিছে দানববৃন্দ পূর্ণমনোরথে।
রথব্রজ সুসজ্জিত, সুসজ্জিত হয়,
সজ্জনাশোভিত শান্ত কুঞ্জর-নিচয়,
আরূঢ় সৈনিকবৃন্দ উৎসবে নিরত ;
সমূহ অমরা ব্যাপি ভ্রমে অবিরত।
পুষ্পমাল্যে পরিপূর্ণ গৃহহর্ম্ম্যরাজি,
বর্ত্মপাশে শোভে দিব্য পতাকায় সাজি ;
সিঞ্চিত-সুগন্ধি-বারি স্নিগ্ধ পথিকুল ;
চতুষ্পথ পথ-ঊর্দ্ধে বিন্যাসিত ফুল।
বাজিছে প্রাচীরে, শৈল-শিখরে-শিখরে
বিজয়দুন্দুভি, মৃদু জলদের স্বরে ;
ভাসিছে আনন্দে দৈত্যরমণীমণ্ডলী,
সংগ্রামনিবৃত্ত পুত্র, পতি, বক্ষে দলি ;

মার্জ্জিত পুষ্পের হার গ্রথিত যতনে
পরাইছে পতিপুত্রে প্রফুল্লিত মনে।
মঙ্গল-সূচনা নানা, মঙ্গল-বাদন,
আলয়ে আলয়ে সদা সঙ্গীত নর্ত্তন।
পদব্রজে গীতিজীবী চিত্ত-উৎসাহিত,
গাইয়া ভ্রমিছে সুখে বিজয়সঙ্গীত।
অসীম আনন্দ মনে, দিতিসুতগণে
সুখে নিরখিছে আস্য আশার দর্পণে ;—
সমরে অমরজয়—স্বর্গপুরে শচী—
জড়াইছে চিত্তে নানা বাসনা বিরচি।
ছুটিছে দেখিতে শচী দৈত্যবালাগণ,
বিচলিত কেশ-বেশ, স্খলিত বসন ;
অঞ্চল লুটায় ভূমে, কঞ্চুলিকা খসে,
রসনা ত্যজিয়া শ্রোণি নিতম্ব পরশে ;
বক্ষ ছাড়ি ভুজশিরে উঠে একাবলী ;
কুণ্ডল চঞ্চল ভয়ে ধরে কেশাবলি ;
মঞ্জীর ছাড়িয়া পদ পড়ে ক্ষিতিতলে ;
চরণ-অলক্ত লুপ্ত, পৃক্ত রেণুদলে।
ছুটিছে আনন্দস্রোত ত্রিদিব পুরিয়া,
ভ্রমিছে দানববৃন্দ জয়ধ্বনি দিয়া ;
রুদ্রপীড়-যশোগীত সর্ব্বজনমুখে,
বৃত্রের বিক্রম সর্ব্বজন ভাবে সুখে।
বৈজয়ন্ত মাঝে ঐন্দ্রিলার নৃত্যাগারে,
দৈত্যপতি পুত্রমুখ আনন্দে নেহারে।
ঐন্দ্রিলা বসিয়া বামপার্শ্বে হাস্যমুখ,
শচীর হরণবার্ত্তা শুনিতে উৎসুক।
রুদ্রপীড়ে সম্বোধন করি দৈত্যরাজ,
কহিলা "তনয়, দীপ্ত দৈত্যের সমাজ
তোমার যশঃপ্রভায়, তোমার বিক্রমে ;
কিরূপে আনিলা শচী কহ অনুক্রমে।"

রুদ্রপীড়—বৃত্রপুত্র—বাক্য সুবিনীত
কহিলা পিতারে চাহি "সামান্য সে, পিতঃ,
সামান্য বারতা তুচ্ছ কহিব কি আর,
দেখিলাম স্বর্গে আসি যেবা চমৎকার,
সে কথা অগ্রেতে, তাত, শুনাও তনয়ে—
নির্জীব নিরখি কেন অমর-নিচয়ে ?
কবে হৈল, কিবা যুদ্ধ, কে যুদ্ধ করিল ?
কোন্ বীর বাহুবলে বিপক্ষে মথিল ?
বড়ই রহিল ক্ষোভ—আমি সে সমরে
না লভিনু কোন যশঃ যুঝিয়া অমরে।
না জানি যে ভাগ্যধর কত সুসৈনিক,
আমার পূর্ব্বের যশঃ করিল অলীক।
কি সামান্য খ্যাতি লভি জয়ন্তে জিনিয়া ?
কিবা কীর্ত্তি করি লাভ, শচীরে আনিয়া ?
অস্ত্র না থাকিত, কীর্ত্তি হইত অক্ষয়,
এ যুদ্ধে অমরবৃন্দে কৈলে পরাজয়।
বৃথা সে জল্পনা, তাত, কহিয়া সম্বাদ,
প্রীতি দান কর পুত্রে—শুনিতে আহ্লাদ।"
রুদ্রপীড়বাক্যে তবে দনুজের পতি
কহিলা "তনয়, নাহি হও ক্ষুণ্ণমতি।
যশোভাগ্য বড় তব জানিহ নিশ্চয়,
ছিলে না এ দেবাসুর-যুদ্ধে সে সময় ;
থাকিলে সুখ্যাতিভাগ বৃদ্ধি না পাইত,
অথবা পূর্ব্বের যশে মালিন্য ধরিত।
মহাপরাক্রান্ত যত সেনাপতি মম
সর্ব্বজনে এ সমরে হৈলা অসম্ভ্রম।
শুন তবে, চিত্তে যদি এতই আক্ষেপ,
সংগ্রামের সমাচার কহি সে সংক্ষেপ।
নৈমিষকাননে গতি করিলা যখন,
কিঞ্চিৎ বিলম্বে তায় যত সুরগণ

চারি ধারে একেবারে বিষম সাহসে
আক্রমণ কৈলা পুরী সহসা হরষে ;
পাইল কি না পাইল ইন্দ্র-সমাচার
কহিতে না পারি, কিন্তু বিক্রমে দুর্ব্বার
পশিতে লাগিল দ্বার করিয়া উচ্ছেদ,
লঙ্ঘিয়া প্রাচীরচূড়া, ভিত্তি করি ভেদ,
তিন অহোরাত্রি দৃষ্টি-শ্রুতি-পথ রোধে,
অম্বরে অস্ত্রের বৃষ্টি উভপক্ষ যোধে।
দেবতা দৈত্যের জান সমরের প্রথা,
জান ত কি দুর্নিবার সংক্রুদ্ধ দেবতা ;
বৈশ্বানর অরুণের জান ত প্রতাপ,
একে একে যুঝে যদি ধরিয়া উত্তাপ ;
বরুণের তীব্র বেগ, প্রভঞ্জন-বল,
পার্ব্বতীপুত্রের বীর্য্য, সমর-কৌশল,
অবগত আছ সর্ব্ব ; একত্রে সে সবে,
একেবারে প্রজ্বলিত করিল আহবে।—
অগ্নি প্রবেশিলা তেজে পশ্চিম তোরণে ;
সূর্য্য দেখা দিলা পূর্ব্বে সহস্র কিরণে ;
উত্তর তোরণে দোঁহে বরুণ পবন ;
পুরদ্বার লৈলা নিজে পার্ব্বতীনন্দন।
অসংখ্য অমরসৈন্য সংহতি সবার
একেবারে ভেদ কৈলা পুরী চারিদ্বার।
পরাক্রান্ত সেনাধ্যক্ষ, বীরবর্গ যত,
রণক্ষেত্র আচ্ছাদিয়া পড়ে অবিরত ;
তুমুলরণসংকুল উভয় সেনায়,
পরাজয় দৈত্যদলে, জয় দেবতায়।
অসহ্য দুর্দ্ধর বেগে একান্ত অস্থির,
ভঙ্গ দিলা যুদ্ধ ত্যজি দৈত্যপক্ষ-বীর।
পুরীমধ্যে প্রবেশিলা আদিত্য সকল ;
বিত্রস্ত অসুরসৈন্য আতঙ্কে বিহ্বল।

তখন একাকী যুদ্ধে হইয়া নিরত
আদিতেয়গণে করি পুরী-বহির্গত।
পূর্ব্ব রণে ত্রিদশ পলায় রসাতলে,
এবার রহিল সবে সংগ্রামের স্থলে ;
করিল অদ্ভুত যুদ্ধ, অদ্ভুত বিক্রম ;
সম্প্রহারে আমারও হৈল বহু শ্রম ;
তখন সে শিবদত্ত ত্রিশূলপ্রহারে,
একেবারে বিলুণ্ঠিত কৈনু সবাকারে।
দেবের যে মৃত্যু, সবে এবে সে মূর্চ্ছায়—
কত কাল না ভুগিব আর সে জ্বালায়॥"
শুনিতে শুনিতে, রুদ্রপীড়-সর্ব্বকায়
লোমহর্ষ দেখা দিল উৎসাহ-ছটায় ;
বিস্ফারিত নেত্র, উরঃস্থল বিস্ফারিত—
গুণ-ছিন্ন হৈলে যথা ধনু প্রসারিত,
অথবা ক্রোধিত ফণী যথা ফণা ধরে,
ব্যালগ্রাহী-কোলাহল শুনিলে অন্তরে—
সেই ভাবে রুদ্রপীড় চাহিয়া জনকে
ছাড়িল নিশ্বাস দীর্ঘ, হলকে হলকে।
কহিল "হা পিতঃ, মম না ঘটিল ভাগে
যুঝিতে সে দেবাসুরযুদ্ধে অনুরাগে ;
সুযোগ তাদৃশ আর ঘটন দুষ্কর—
চির আশা এত দিনে হইল অন্তর!"
বৃত্রাসুর কহে "পুত্র, না ভাব বিষাদ,
কহ এবে শুনি তব নৈমিষ-সম্বাদ।
বহু খ্যাতি কৈলা লাভ সে কার্য্য সাধনে,
পূরিছে অমরা তব যশের কীর্ত্তনে।"
পিতার আদেশে রুদ্রপীড় আদি-অন্ত
প্রকাশ করিলা জিনে যেরূপে জয়ন্ত ;
কহিলা জিনিতে যত পাইলা আয়াস,
আনিলা যেরূপে শচী করিলা প্রকাশ।

শুনিয়া ঐন্দ্রিলা মহা-আনন্দে মগন,
মুখঘ্রাণ লৈয়ে, শীর্ষ করিলা চুম্বন ;—
কেমন দেখিতে শচী, কিরূপ বরণ,
কিরূপ আকৃতি, কিবা অঙ্গের গঠন,
কিরূপ বসন, ভূষা, চলন কিরূপ,
কত বয়ঃ, কার মত, কিবা তার রূপ ;
হাব, ভাব, হাসিভঙ্গি, নাসা, ওষ্ঠাধর,
বক্ষ, বাহু, কটি, উরু, অঙ্গুলী, নখর,
দেখিতে কিরূপ—জিজ্ঞাসয়ে শত বার ;
জিজ্ঞাসয়ে কেশপাশ, ভুরু কি প্রকার ;
তিল তিল করি শচীরূপের বর্ণন,
শত বার শত ছলে করিলা শ্রবণ।
রুদ্রপীড় কহে "শচী অতি রূপবতী,
বর্ণিতে সে রূপ নাহি আইসে ভারতী ;
রূপ হৈতে গাম্ভীর্য্য গভীর অতিশয়,
ক্ষণিক আমার(ই) চিত্তে সম্ভ্রম-উদয় ;
বসিল নৈমিষে যবে পুত্র কোলে করি,
দেখিয়া সে মূর্ত্তি চিত্ত উঠিল শিহরি ;
দেবী বটে, বটে শচী শত্রুর বনিতা,
তথাপি সে মূর্ত্তি চিত্তে আছে প্রভাম্বিতা।
শুনিয়া উথলে ঐন্দ্রিলার চিত্তবেগ ;
বদন ঢাকিল যেন ঘোরতর মেঘ।
বহুদিন হৈতে শচীরূপের গরিমা,
বহুদিন হৈতে তার গর্ব্বের মহিমা,
শুনিত ঐন্দ্রিলা পূর্ব্বে—কখন কদাচ ;
আঁচে শুনা, আঁচে জানা, কটুতার আঁচ
পরাণে আছিল অগ্রে ; শুনিত ভুলিত ;
শচীও না ছিল কাছে, ধরাতে থাকিত।
এবে নিত্য নিত্য তার শুনি রূপ গুণ,
হৃদয়ে জ্বলিল যেন জ্বলন্ত আগুন।

হিংসার ভাজন যদি থাকে বহু দূরে
হিংসকের চিত্ত তবু কালকূটে পূরে ;
নিকটে আইলে বিষ উথলে তখন,
অসহ্য, হৃদয়ে জ্বলে, চিতার দহন ।
আছিল বিশ্বাস অগ্রে, গরবে কেবল,
শচীর সুখ্যাতি ব্যাপ্ত ত্রিলোকমণ্ডল ;
সৌরভ যে এত তার, মাধুর্য্য নির্ম্মল,
না জানিত, এবে শুনি হইল পাগল ;
তাহে পুত্র-মুখে তার রূপের বাখানি—
জ্বলন্ত গরলে যেন পূরিল পরাণী ।
লুকাইতে ঈর্ষাবেগ না পারিয়া আর,
বৃত্রাসুরে কহে দর্পে নখে ছিঁড়ি হার—
"যে আইসে সেই কহে এমন তেমন,
রতি কহে নাহি শচীরূপের তুলন ;
সত্যই কি শচী তবে এতই রূপসী ?
আমার অঙ্গের বর্ণ তার অঙ্গে মসী !
আমার এ কেশ, তার কুন্তল তুলায়,
চারুতায়, মৃদুতায় শুনি লজ্জা পায় !
এ শরীরে নাহি তার দেহের গরিমা ?
এ গ্রীবাতে নাহি সেই গ্রীবার ভঙ্গিমা ?
জানে না চরণ মম চলন-প্রণালী ?
সিংহীর চলনি তার, আমি সে শৃগালী ?
শুন, হে দানবপতি, শুন তোমা কহি,
আর সে তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না সহি,
এখনি আনহ শচী, কিঙ্করীর বেশে
দাঁড়াক আসিয়া পার্শ্বে, রূপব্যাখ্যা শেষে ;
রূপ আছে, আছে তার, রূপ কেবা চায় ?
দেখি আগে কেমন সে চামর ঢুলায় ;
দেখি আগে হাতে দিয়া তাম্বুল-আধার,
দেখি সে কেমন জানে অঙ্গ-সংস্কার ;

কেমন পরায় বাস, সাজায় ভূষণ,
জানে কি না ভালরূপে কবরী-রচন ;
জানে যদি ভালমত হাব ভাব হাস,
রাখিব নিকটে তারে, শিখাবে বিলাস ;
নতুবা যেমন সিংহী—সিংহীর আচারে
থাকিবে পিঞ্জরাগারে চতুষ্পথ ধারে ;
দেখাইতে আছে রূপ, দেখাইবে সবে,
পাবে সুখ, রূপব্যাখ্যা পথিকের রবে ।
আন তারে, দৈত্যপতি, বিলম্ব না কর,
চল আজ মহোৎসবে সুমেরুশিখর ;
পশ্চাতে চলুক মম শচী গরবিনী,
হইয়া বসনভূষাতাম্বুল-বাহিনী ;
দেখুক দানব সবে গৌরব কাহার—
পুলোমদুহিতা কিম্বা দৈত্য-মহিলার !”
শুনিয়া জননী-বাক্য, বিনীত-বচনে
রুদ্রপীড় কহে, “মাতঃ, কষ্ট কি কারণে ?
দাসী হৈতে আসিয়াছে হইবে সে দাসী ;
মহত্ত্ব হারাও কেন লঘুত্ব প্রকাশি ?”
পুত্রের বচনে, চাহি ব্যাঘ্রীর সদৃশ,
কটাক্ষ করিয়া কূট, নেত্র অনিমিষ
ঐন্দ্রিলা কহিলা, “পুত্র, তুমি শিশু অতি,
কি জানিবে আমার এ চিত্তের যে গতি ?
বামন কি পারে কভু শিখর পরশে ?
গরুড়ের নীড়ে সাধ করে কি বায়সে ?
নারীমাঝে আমা হৈতে অন্য যদি কেহ
অধিক গৌরব ধরে, দহে যেন দেহ—
হৃদে জ্বলে হলাহল—সে যদি না মম
কাছে থাকি সেবা করে কিঙ্করীর সম ;
শুন কহি ঐন্দ্রিলার সুদৃঢ় বচন—
অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণ ॥”

কৈলাসে ঐন্দ্রিলাবাক্য শুনিলা ঈশানী ;
শচীরে ভাবিয়া হৈল আকুল পরাণী ॥
কহিলা মহেশে, মহেশের ক্রোধানল
জ্বলিল প্রদীপ্ত করি গগনমণ্ডল ;
বাজিল প্রলয়শৃঙ্গ শ্রুতি-বিদারণ ;
বহিল ঘন হুঙ্কারে ভীষণ পবন ;
সংহার-ত্রিশূলাকৃতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে
ভ্রমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্ত পরে।
চমকিল ব্যোমমার্গে ভাস্করের রথ ;
অতল ছাড়িয়া কূর্ম্ম উঠে অদ্রিবৎ ;
বাস্থকি গুটায় ফণা, মেদিনী কম্পিত ;
উত্তাল উল্লোলময় সিন্ধু বিধূনিত ;
ভয়েতে ভুজঙ্গকুল পাতালে গর্জ্জয় ;
সত্মজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি রয় ;
বিদীর্ণ বিমানমার্গ, গিরিশৃঙ্গ পড়ে ;
চেতনে জড়ের গতি, গতিপ্রাপ্ত জড়ে ;
টলমল্ টলমল্ ত্রিদশ-আলয় ;
মূর্চ্ছিত দেবতা-দেহে চেতনা-উদয় ;
দোহুল্য সঘনে শূন্যে সুমেরু-শিখর ;
ঘোর বেগে বৈজয়ন্ত কাঁপে থর থর।
ঐন্দ্রিলার হস্ত হৈতে খসিল কঙ্কণ ;
রুদ্রপীড়-অঙ্গে হৈল লোম-হরষণ ;
নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল,
"রুদ্রের ক্রোধাগ্নি-চিহ্ন" বলিয়া উঠিল ॥

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বাদশ সর্গ

কহ, মাতঃ শ্বেতভুজে, স্বয়ম্ভুনন্দিনি,
কি হইলা অতঃপর বৈজয়ন্ত-ধামে ?
শিবের ক্রোধাগ্নি-শিখা, ব্যাপি ব্যোমদেশ,
ত্রাসিত করিলা যবে ত্রৈলোক্য-মণ্ডল।

কি করিলা বৃত্রাসুর, কি ভাবিলা চিতে,
শুনিয়া সে ভয়ঙ্কর প্রলয়-বিষাণ ?
দাম্ভিকা গন্ধর্ব্ব-বালা দৈত্যেন্দ্র-মহিষী,
সে দৈব উৎপাতে, কহ, চিত্তে কি ভাবিলা ?

ইন্দ্রপুরী প্রবেশিয়া পুলোমানন্দিনী
যাপিলা কিরূপে কাল রিপুদল মাঝে ?
কি করিলা দেবগণ দানবে দণ্ডিতে ?
কিরূপে যুঝিলা স্বর্গ, শচী উদ্ধারিতে ?

কেমনে দেবেন্দ্র ইন্দ্র, অভীষ্ট সাধিতে,
লভিলা দধীচি-অস্থি ? বিশ্বকর্ম্মা তায়
কিরূপে গঠিলা বজ্র—ভীম প্রহরণ ?
বধিলা কিরূপে ইন্দ্র বৃত্র মহাসুরে ?

কহ, মাতঃ, অমরার কোন্ স্থানে এবে
শিব-শক্তিধর বৃত্র ?—কি চিন্তা-পীড়িত ?
শূন্য কেন বৈজয়ন্ত-সভাগৃহ আজি ?
হে দেবি, করিয়া দয়া, কহ সে ভারতী।

উত্তুঙ্গ সুমেরু-শৃঙ্গ উঠেছে যেখানে
অনন্ত গগনমার্গে—স্বর্গ শোভা করি,

মস্তকে বিশাল শৃঙ্গ ধরি যেন সুখে,
হর্ষে হাসিতেছে নিজ সামর্থ্য নিরখি,

শূল হস্তে দৈত্যপতি একাকী সেখানে
দাঁড়ায়ে ভূধর-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া,
একদৃষ্টি শূন্যদেশে কটাক্ষ হানিছে—
যেখানে শিবের ক্রোধ-বহ্নি দেখা দিল।

অপূর্ব্ব দেখিতে চিত্র!—সুমেরু অচলে
বৃত্রের বিশাল বপু, গিরি যেন কোন(ও)
অন্য কোন(ও) গিরি-অঙ্গে পড়েছে হেলিয়া,
পরীক্ষা করিছে শক্তি দেহে কার কত!

ভীমদৃষ্টি ভয়ানক, কুঞ্চিত ভ্রূভাগ,
তিমিরে আচ্ছন্ন মুখ তিন চক্ষু জ্বলে,
মেঘেতে আচ্ছন্ন যেন গগন গম্ভীর
বিদ্যুতের ছটা ধরি! ভাবে বৃত্রাসুর,—

"শিবের ক্রোধাগ্নি কি এ? শিবের বিষাণ
গর্জ্জিল কি অইখানে ত্রৈলোক্য কাঁপায়ে?
জাগাতে নিদ্রিত বৃত্রে—জানাতে তাহারে
তাহার দিবস অস্ত! কৃতান্ত-শর্ব্বরী

আসিছে তমসা-জালে ঢাকিতে দানবে?
দর্পে যার প্রকম্পিত, পল্লবের প্রায়,
ভূলোক, দ্যুলোক, শূন্য! ভুজবলে যার
স্বর্গে, মর্ত্তে দৈত্য-নাম নিত্য পূজনীয়!

মুণ্ড কাটি করি তপ কত কল্পকাল,
গঙ্গাধরে তুষ্ট করি অভীষ্ট লভিনু!
সিদ্ধ হইনু শিব-বরে খ্যাতি ত্রিভুবনে—
সে সৌভাগ্য-শিখা এবে হবে কি নির্ব্বাণ?

পণ্ড শিব-আরাধনা? সামর্থ্য নিষ্ফল?
অবিশ্রান্ত রণ-ক্লেশ অশেষ যাতন,
দুর্ব্বার সংহারশূল শঙ্কর-অর্পিত,
সব ব্যর্থ?—দৈব-বহ্নি ঘোষিল কি ইহা?

অথবা উন্মাদ আমি অলীক আতঙ্কে
ভ্রান্ত হয়ে ভাবি মনে?—তবে কি কারণ
সহসা ত্রিনেত্রে মম পলক পড়িল?
শিব-ক্রোধানল ভিন্ন বৃত্র ভীত কিসে?

হবে বা দয়ার্দ্রচিত্ত দেব আশুতোষ
ক্রুদ্ধ হৈলা ইন্দ্রজায়া শচী-কারাবাসে?
জানাইলা রোষ তাঁর—ভক্তপ্রিয় দেব—
জ্বালাইয়া ক্রোধানল গগনমণ্ডলে!"

এত ভাবি, দৈত্যপতি নিশ্বাসি গভীর
কটাক্ষ হানিলা তীব্র শূন্যেতে আবার;
নমিলা উদ্দেশে রুদ্রে; শিবদত্ত শূলে
সম্ভ্রমে পূজিয়া যত্নে ফিরিলা আলয়ে।

ইন্দ্রপুরী-দ্বারে দৈত্যা ঐন্দ্রিলা সুন্দরী,
দ্রুত কৈলা আলিঙ্গন দানবে দেখিয়া,
সাদর-সম্ভাষ মুখে, নেত্রে প্রেমশিখা,
যতনে ধরিলা হস্ত অপাঙ্গ হেলায়ে।

দৈত্যনাথ চিন্তামগ্ন, না কৈল উত্তর।
চতুরা ঐন্দ্রিলা ভাব বুঝিলা ভঙ্গিতে,
ধরিলা গম্ভীর মূর্ত্তি; ধীর পাদক্ষেপে,
হস্ত ধরি, ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশিলা।

বসাইল রত্নাসনে,—হায়, যে আসনে
ইন্দ্র, ইন্দ্রজায়া, পূর্ব্বে লভিত বিশ্রাম,

ত্রিদিবে যখন দেব মাতিত উৎসবে,
দৈত্য-রণে জয়ী হয়ে যত্নে আজি তায়

বসাইলা বৃত্রাসুরে, গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী
বসিলা নিকটে, বার্ত্তা সুধাইলা কত ;
করিলা কতই যত্ন দানবে তুষিতে ।
কুঞ্জরপালক যথা মত্ত করিরাজে

তোষে নানা স্তোক-বাক্যে, যবে করিরাজ
পাদক্ষেপে পরাঙ্মুখ ঊর্দ্ধে শুণ্ড তুলি ।
তখন দনুজেশ্বর বৃত্র বলবান্
চাহিয়া ঐন্দ্রিলা-মুখ কটাক্ষ হানিলা,

কহিলা গম্ভীর স্বরে—নগেন্দ্র-গহ্বরে
গর্জ্জিল পবন যেন ভীষণ নিস্বনে—
"ঐন্দ্রিলে—ঐন্দ্রিলে, জান না কি হেমকুম্ভ
ভাঙ্গিলে দ্বিখণ্ড করি চরণ-আঘাতে ।

বিশাল সাম্রাজ্য এই ;—ব্রহ্মাণ্ড ঘুড়িয়া
বৃত্রের দোর্দ্দণ্ড দাপ ; হেথা এই সুখ,—
এই স্বর্গে, ইন্দ্রধামে, অমর-বাঞ্ছিত
ঐশ্বর্য্য অপরিসীম খ্যাতি চরাচরে ;

বৃত্রের সম্বল—চন্দ্রশেখরের দয়া ;
চিরদীপ্ত চিরন্তন প্রাক্তনবিভাস ;
সকলি হইল ব্যর্থ তোমা হৈতে বামা—
দানবি, দৈত্যের কুল উন্মূল তো হতে ।

ক্রোধান্বিত বিশ্বনাথ, শচী-অপমানে,
জানাইলা রুদ্র-রোষ বিষাণে নিনাদি,
জাগাতে নিদ্রিত বৃত্রে—দণ্ডিতে, ঐন্দ্রিলে,
গন্ধর্ব্ব-কন্যার দর্প দনুজে আঘাতি ।

চেয়ে দেখ অন্তরীক্ষে সে বহ্নির রেখা
এখন(ও) ভাতিছে মৃদু সুমেরু-উপরে—
দীপ্ত অন্ধকার যথা!" বলিয়া নীরব
দনুজ-ঈশ্বর, শিবভক্ত মহাসুর।

ঐন্দ্রিলা তখন—"দেব! দৈত্যকুলনাথ,
ঐন্দ্রিলা-বল্লভ, দম্ভী, শম্ভুশূল-ধারী,
হেন অসম্ভব দ্বিধা অন্তরে তোমার?
অম্বুনিধি আন্দোলিত শুশুক-ফুৎকারে?

নগেন্দ্র-ভূধর-কম্প পতঙ্গ-নিশ্বাসে!
খগেন্দ্রে ভুজঙ্গ-ভয়! কি প্রমাদ হায়!
কি দেখিলা—কোথা রুদ্র-ক্রোধ-হুতাশন?
কোথা বা বিষাণ-শব্দ?—উন্মাদ কল্পনা!

কে কহিলা তোমারে এ, হে দনুজেশ্বর,
হাস্যকর উপন্যাস—রোগীর প্রলাপ?
জান না কি শূর—স্বর্গে নিসর্গের খেলা,
অনন্ত-মাঝারে হয় নিত্য কত রূপ?—

কিবা জ্বালা চক্ষু ধাঁধি জ্বলে শূন্যদেশে,
যখন প্রকাণ্ড কোন(ও) গ্রহের মণ্ডল
খণ্ড খণ্ড হয়ে ছোটে ব্রহ্মাণ্ড ঝলসি!
কিবা ভয়ঙ্কর ধ্বনি শ্রবণ বিদারি

ভ্রমণ করয়ে শূন্যে নক্ষত্রে যখন
নক্ষত্র আঘাতি ধায় গম্ভীর অম্বরে,
দৈব আকর্ষণ-বলে!—হে দনুজ-নাথ,
দেখেছ শুনেছ পূর্ব্বে কত দৈব হেন।

অথবা মায়াবী দেব দনুজে ছলিতে,
সবে একত্রিত এবে যুদ্ধ-আড়ম্বরে,

ইন্দ্রজাল ইন্দ্রপুরে দেখায় অদ্ভুত,
দুর্ব্বল করিতে ছলে দৈত্যভুজবল।

শিবভক্ত শিবপ্রিয়, তুমি দৈত্যরাজ,
তোমাকে বিমুখ শম্ভু? চিত্তে দেহ স্থান
হেন কাল্পনিক চিন্তা?—কলঙ্ক তোমার,
কলঙ্ক, হে শিবভক্ত ধূর্জ্জটির নামে!

আমি যদি দৈত্যপতি তোমার আসনে
হতেম, দেখিতে তবে আমার কি পণ!—
ভয়, চিন্তা, দ্বিধা, দয়া, আমার হৃদয়ে
স্থান না পাইত পণ অসিদ্ধ থাকিতে!

প্রতিজ্ঞা করিলে—দানবের পণ, প্রভু,
মনে যেন থাকে—দেব-সেনাপতিবৃন্দে
জিনিয়া সমরে, বান্ধি আনি অমরায়,
ইন্দ্রের মন্দিরে বসি বন্দনা শুনিবে।

সে প্রতিজ্ঞা নহে সিদ্ধ! হাসে দেবগণ,
আপনি হইলা বন্দী আপন সংশয়ে!
বৃথা নিন্দ ঐন্দ্রিলারে, দনুজ-ঈশ্বর,
অলীক স্বপনে মুগ্ধ তুমি সে আপনি!"

"বামা তুমি"—বলি দৈত্য তুলিলা নয়ন;
হেরিলা ঐন্দ্রিলা-মুখ, গর্ব্বিত, গম্ভীর,
দম্ভে ওষ্ঠ প্রস্ফুটিত, চারু বিম্বাধর
বিস্ফারিত ঘন ঘন, প্রদীপ্ত নয়ন!

সে চিত্র নিরখি বৃত্র আবার নীরব।
লাবণ্য-মণ্ডিত গণ্ড—দম্ভের ছটায়
চিত্ত প্রতিবিম্ব যেন প্রজ্বলিত এবে
সর্ব্ব অঙ্গে, অবয়বে, ললাট, গ্রীবায়।

যেন বা কি দৈব বাণী, অন্যের অশ্রুত,
গোপনে শুনেছে বামা,—তাই সে প্রত্যয়
দৃঢ়তর এত মনে,—তাই উপহাস
করিছে দনুজ-বাক্যে দনুজ-মহিষী।

দেখিয়া দৈত্যের(ও) মনে দর্প উপজিল;
ঐন্দ্রিলার গর্ব্বে যেন চিত্তে ক্ষণকাল
জন্মিল প্রত্যয় হেন—তাঁহারি সে ভ্রম!
ঐন্দ্রিলা কহিলা তবে কটাক্ষ হাসিয়া,

"বামা আমি"—বলি দম্ভে সম্ভাষি গম্ভীর,
দাঁড়াইল মহাদর্পে শির উচ্চ করি,
ভুজঙ্গী ঘাতকে লক্ষ্যি দংশিবার আগে
সঘন গর্জ্জিয়া যেন প্রসারয়ে ফণা।

কিম্বা যেন রাজহংসী পদ্মবন লুটি
মৃণাল-আহারে তুষ্ট স্বচ্ছ সরোবরে,
চঞ্চুতে পঙ্কজ-শোভা, পক্ষ সাপটিয়া
মধ্যহ্রদে স্থির হ'য়ে গ্রীবা উচ্চ করে।

"বামা আমি—দনুজেন্দ্র, রমণী কি হেয়?
তুচ্ছ কীট-পতঙ্গ সদৃশ কি হে বামা?
পুরুষের বন্ধু বামা—মন্ত্রী পুরুষের,
বীরের একই মাত্র সহায় রমণী।

শুন, অহে দৈত্যনাথ, 'বামা' সত্য আমি,
ঐন্দ্রিলা ত্রিলোকখ্যাত সর্ব্ব[illegible];
সামান্যা অবলা নহে দানবী ঐন্দ্রিলা;
ঐন্দ্রিলা তোমার ভার্য্যা, শুন হে দানব।

সত্যই যদ্যপি শচী-হরণে ত্র্যম্বক
ক্রুদ্ধ হ'য়ে ক্রোধানল জ্বালিলা গগনে,

সত্যই যদ্যপি হয় সে উচ্চ নিনাদ
প্রলয়-বিষাণ-শব্দ—স্তব্ধ কেন তায় ?

খণ্ডন অসাধ্য এবে সংঘটন যাহা ;
ক্রুদ্ধ যদি উমাপতি, সে ক্রোধ নির্ব্বাণ
হবে না, জানিহ, পুনঃ,—ভাবনা কি তবে ?
ভাবনা কার্য্যের আগে, সাধন এখন।

স্খলিত হিমানীস্তূপ কম্পিত ভূধরে
ঘর্ঘর নিনাদি, চূর্ণ করি শৃঙ্গমালা,
ধায় যবে ধরাতলে অরণ্য উজাড়ি,
কে নিবারে গতি তার—কার সাধ্য হেন ?

তেমতি জানিও ইহা ;—নতুবা দৈত্যেশ,
দানবেন্দ্রনামে ঘোর কলঙ্ক লেপিতে
বাসনা যদ্যপি থাকে, স্বর্গজয়ী নাম
ঘুচাইতে চাও যদি—শচী ফিরে দাও,

ফিরে দাও শচী তার পতির নিকটে
নিজে ভেটবাহী হ'য়ে, নিঃশঙ্ক দানব।
নহে কহ আমি তার দাসী হ'য়ে যাই,
করযোড়ে ইন্দ্রাণীরে সঁপি ইন্দ্র-করে।"

দেখিলা দানবরাজ গরিমার ছটা
ঐন্দ্রিলার মুখপদ্মে—যথা সে পঙ্কজে
সূর্য্যের কিরণমালা, অরুণ যখন
অরুণস্যন্দনে চাপি, নীলাম্বর পথে

আনন্দে চালায় রথ ; মৃদু কলস্বরে
জাগায় মানবে সুখে বিহঙ্গমব্রজ।
নিরখি পূর্ণেন্দুমুখ, দৈত্যরাজ-মুখে
ভাতিল অতুল জ্যোতি,—শশাঙ্ক-কিরণ

চূর্ণ মেঘস্তরে যথা। ঢাকিল আবার
(ঢাকে যথা মেঘচূর্ণ পূর্ণশশধরে)
দনুজেন্দ্র-মুখকান্তি চিন্তার ছায়াতে।
কহিলা মহাদানব চিন্তি ক্ষণকাল,

"বামা তুমি ইন্দুমুখী গন্ধর্ব্বনন্দিনি,
এ নহে নিসর্গখেলা—তা হ'লে কি কভু
আতঙ্কে আমার নেত্রে পলক পড়িত !—
নিসর্গ-ক্রীড়ার রঙ্গ দেখেছি সে কত।"

কহিলা—"এ মহেশের ক্রোধ(ই) যদি হয়,
কি চিন্তা এখন তাহে ? জান না ঐন্দ্রিলে,
মৃত্যুঞ্জয় আশুতোষ—ক্রোধ নাহি রয়।
শচীরে ছাড়িব আমি তুষিতে মহেশ।"

এত কহি রতিরে কহিলা দৈত্যপাত
"শীঘ্র যাও, মদনমোহিনি, শচীপাশে,
কহ তারে আসিতে এথায় ; কায়ক্লেশ
ঘুচাব তাহার অচিরাৎ।" দ্রুতগতি

দৈত্যপতি হইলা বাহির ; মহাবেগে
উঠিল প্রাচীরে চাহি দেখিলা চৌদিকে,—
দৈত্যদৃষ্টি যত দূর—দূরপ্রান্তে তার,
অধিত্যকা, উপত্যকা আচ্ছাদন করি

জ্বলিছে দেবের তনু গভীর নিশীথে।
স্থানে স্থানে রাশি রাশি—কোথাও বিরল—
কোথা অবিরল শ্রেণী—দু'একটি কোথা।
দিগন্ত ব্যাপিয়া শোভা। দেখিতে তেমতি

হে কাশি, তোমার তটে—জাহ্নবীসলিলে
ভাসে যথা দীপমালা তরঙ্গে নাচিয়া

কার্ত্তিকের অমানিশা-অন্ধকার হরি,—
মত্ত যবে কাশীবাসী দেওয়ালী-উৎসবে।

অথবা দেখিতে, আহা, নক্ষত্র যেমন—
নক্ষত্র নিশীথ-পুষ্প—নীলাম্বর মাঝে
শোভে যবে অন্ধকারে গগন আবরি।
দীপ্ত সে আলোকে নানা বর্ম্ম, প্রহরণ,

খড়্গ, অসি, শূল, ভল্ল, নারাচ, পরশু ;
কোদণ্ড বিশাল-মূর্ত্তি, গদা ভয়ঙ্কর,
জ্যোতির্ম্ময় দীপ্ত-তনু তূণীর, ফলক,
তোমর, মার্গণ, টাঙ্গী ভীম খরশান।

কোনখানে স্তূপাকার জ্বলিছে তিমিরে
বিবিধ অস্ত্রের রাশি, কোথাও উঠিছে
রথের ঘর্ঘর শব্দ—নেমি দীপ্তিময় ;
কোথা শ্রেণীবদ্ধ রথ, কোথাও মণ্ডলে।

তুরঙ্গের হ্রেষারব, করীর বৃংহিত,
মহিষের ঘোর শব্দ উঠিছে কোথাও,
গাঢ়তর রজনীর নিঃশব্দতা হরি ;—
কোথাও মাধুর্য্যপূর্ণ অমরের বাণী।

কোন বা শিবির'পরে শিখিপুচ্ছ শোভে ;
কোন শিবিরের চূড়ে মৃগাঙ্ক অঙ্কিত ;
হেমকুম্ভ কার(ও) ধ্বজে, কার(ও) ধ্বজে তারা,
কোন বা শিবির-ধ্বজে জ্বলন্ত পাবক।

কত স্থানে স্তূপাকার মেঘের বরণ
বিশাল শরীর, মুণ্ড, ভুজদণ্ড, উরু,
রুধিরাক্ত দৈত্যবপু, দেখিতে ভীষণ,
ভয়ঙ্কর করিয়াছে দেবরণস্থল।

দেখিতে দেখিতে নিশি প্রভাত হইল,
স্বর্গের দিবার জ্যোতি উদিল পূর্ব্বেতে,
দন্ত কড়মড়ি দৈত্য, নিশ্বাসে হুঙ্কারি,
ফিরিল আকুল-চিত্ত মন্ত্র-সভাতলে।

উচ্ছলিত হৃদিতল অশুভ চিন্তায়,
ক্রোধে, তাপে, প্রজ্বলিত রণক্ষেত্র হেরি,
ভুলিতে চিত্তের ব্যথা সমর-প্রাঙ্গণে
প্রতিজ্ঞা করিলা দৈত্য ; সুমিত্রে ডাকিয়া

আজ্ঞা দিলা সেনাবৃন্দে সমরে সাজিতে।
অমরা-উত্তর-দ্বারে—যেথা মহারথ
অমরসেনানীগণ কার্ত্তিকেয় আদি—
সাজিতে লাগিল সৈন্য ভীম কোলাহলে !

ত্রয়োদশ সর্গ

নগেন্দ্র-অঞ্চলে—যেথা নগেন্দ্র-সম্ভবা
তটিনী অলকনন্দা কল কল স্বরে
কহিছে, অটবী-অঙ্গ ধীরে প্রক্ষালিয়া,
"দিনমণি অস্তগত"—উরিলা সুরেশ

ছাড়িয়া অম্বরপথ। বিশাল বিস্তৃত
রম্য সে অরণ্যদেশ !—সন্ধ্যার তিমির,
গাঢ়তর স্নেহে যেন দিয়া আলিঙ্গন,
আদরে ধরেছে সুখে অটবী-সখীরে !

অরণ্য, ভিতরে কত মহীরুহরাজি—
পলাশ, শিরীষ, বট, অশ্বত্থ, শাল্মলী,
জটে জটে, স্কন্ধে স্কন্ধে, জড়ায়ে জড়ায়ে
নিঃশব্দে ভাবিছে যেন ভীম বাত্যা-তেজ

বিরাজিছে অরণ্যানী—দেখিতে তেমতি,
হাসি, কান্না, ক্রোধ যেন একত্রে মিশ্রিত।
কোথা শান্ত স্থির ভাব, কোথা ভয়ঙ্কর,
কোথা বা তমসা-পূর্ণ বিবর্ণ মলিন।

ধীর-পদে, শর্ব্বরীর ঘোর অন্ধকারে
চলিলা বাসব বক্র অরণ্য-বর্ত্মেতে,
শুনিতে শুনিতে কত—ফেরু-ঝিল্লি-রব,
বিকট তক্ষকনাদ ভল্লুক-চীৎকার,

পেচকের ঘোর ধ্বনি, কেশরিগর্জ্জন
ভয়াতুর বিহঙ্গের পক্ষের নিস্বন,
শাখাচ্যুত পল্লবের শব্দ মৃদুতর,
পবনের স্বন্ স্বন্ সুঘোর নিশ্বাস।

নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন পল্লব-রাজিতে
দেখিলা খদ্যোতদ্যুতি শোভিছে কোথাও
সাজাইয়া তরুরাজি অপরূপ রূপে—
কোটি মণিখণ্ড যেন অটবী-মস্তকে।

কোথাও আবার শাখা-জটা ভয়ঙ্কর—
নিশাচর যেন ঘোর ঘন অন্ধকারে
প্রসারণ করে কর।—দেখিতে দেখিতে
চলিলা অমরনাথ কৌতুকে মগন।

নিরখিলা এক স্থানে আসি কিছু দূরে
রমণী-মণ্ডলী-শোভা বন-অন্ধকারে—
রজনী-সীমন্তে যথা তারকার দাম
শোভে, শূন্য শোভা করি, মৃদুল রশ্মিতে।

আলিঙ্গন পরস্পরে, মধুর সম্ভাষ
জিনি কলকণ্ঠ-ধ্বনি—সুখের মিলনে

প্রবাসী ভাসয়ে যথা স্বদেশী লভিয়া।
নির্ব্বাসিত কিম্বা যথা ফিরি নিজালয়ে

দেখিতে লাগিলা ইন্দ্র পৌলোমীবল্লভ
সে সুদৃশ্য মনোহর অদৃশ্য ভাবেতে,
মহাকুতূহল-মগ্ন ; দেখিলা বিস্ময়ে,
কেহ বা শিখণ্ডী-মূর্ত্তি ছাড়িয়া সুন্দর,

ধরিছে সুন্দরতর, সুর-বিমোহন,
অপূর্ব্ব অঙ্গনারূপ, লাবণ্যমণ্ডিত।
কেহ সুখে কুহু-কণ্ঠ-রূপ পরিহরি
নিন্দিছে শশাঙ্ক-জ্যোতি রূপের ছটায়।

কুরঙ্গিনীতনু ত্যজি কোন মনোরমা
কুরঙ্গলাঞ্ছন নেত্রে তরঙ্গ তুলিছে,
তাপসের চিত্ত-হর! কোন সীমন্তিনী
ছাড়িয়া শার্দ্দূল-বেশ, দেহে প্রকাশিছে

অনুপম চারু কান্তি রতিকান্তি জিনি।
কহিছে কোন ললনা,—সুচামর কেশ
লুটিছে চরণ-পার্শ্বে—ভ্রমিছে যেমন
মধুকরকুল রক্ত-কমল উপরে।

কহিছে, "হা কত কাল, অদৃষ্ট রে আর,
সুরাঙ্গনা এ দুর্গতি ভুঞ্জিবে ধরায়।
ধিক্ দেবগণে দৈত্য-রণে পরাজিত।
ধিক্ ইন্দ্রে,—জিষ্ণু নামে কলঙ্ক তাঁহার।"

হেন কালে অগ্রসরি সুরেন্দ্র বাসব
রমণী-মণ্ডলী-পার্শ্বে দিলা দরশন ;
পৃষ্ঠেতে কার্ম্মুক দীপ্ত, রত্ন-বিভাময়,
জ্বলিছে উজ্জ্বল করি অরণ্য বিশাল।

হরষিত হংসীকুল নিরখিলে যথা
মরালে মণ্ডল-মাঝে, হরষিত তথা
দেবাঙ্গনাগণ ইন্দ্রে ঘেরিলা চৌদিকে,
দ্রুত সুধাইলা স্বর্গ উদ্ধার কি রূপে ?

কহিলা, "হে শচীনাথ, দারুণ যন্ত্রণা
এত দিনে অবসান ; আর না হইবে
সহিতে প্রবাস-ক্লেশ, হৃদয়ের দাহ,
পশুপক্ষীরূপে ছদ্মবেশে ধরাবাসে।

ত্রিদিবে অসুরদল-প্রবেশ অবধি
পলাইনু মোরা সবে—দাবাগ্নি যেমন
প্রবেশিলে বনে, ধায় কুরঙ্গিনীদল—
তদবধি অনন্ত যাতনা হে সুরেশ ;

কেহ বিহঙ্গিনী-রূপে বৃক্ষের আশ্রয়ে,
কেহ বা কুরঙ্গী, কেহ ক্রৌঞ্চীবেশ ধরি,
মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী কেহ, কেহ বা মহিষী,
হা অদৃষ্ট—কেহ রূপে বরাহী, জম্বুকী !

সে দুর্দৈব অবসান এত দিনে দেব,
অমরী-উদ্দেশে আ(ই)লা স্বর্গ উদ্ধারিয়া—
হে সুরেন্দ্র, শচীপতি, আ(ই)স এইখানে
অভিষেক করি তোমা অমর উৎসবে।"

বলি ধা(ই)লা নানা জনে পুষ্প-অন্বেষণে,
গাঁথি মালা সাজাইতে মহেন্দ্র-শীর্ষক,
ঝুলাইতে পুষ্পহার সুরেশ-গলায়,—
অমর-সঙ্গীতে বন পুলকিত করি।

ক্ষুব্ধচিত্ত পুরন্দর—যথা বলহীন
কেশরী পিঞ্জর মাঝে—ছাড়িলা নিশ্বাস

গম্ভীর প্রবল বেগে! হায় রে ভূতলে
দেবেন্দ্র ভিক্ষুক আজি দৈত্য-ভুজদাপে;

আশ্বাসে করিলা শান্ত সুরকন্যাদলে;
সুমন্দ গম্ভীর স্বরে কহিলা প্রকাশি
কি হেতু ধরায় গতি; কহিলা যে হেতু
গতি তাঁর দধীচি-আশ্রমে শিবাদেশে;

যে বারতা দিলা তাঁরে কুমেরুশিখরে
ইন্দ্র-বাক্যে হরষ-বিষাদে ভাগ্যদেব।
কহিলা অঙ্গনাদল, "হে পৌলোমী-নাথ,
কিছু অগ্রে দধীচির পবিত্র আশ্রম।

দয়ার সাগর ঋষি ঋষিকুলচূড়া,
অদ্বিতীয় সুরলোকে! জেনেছি আমরা
যে অবধি ভূমণ্ডলে বাস, হে সুরেশ;—
জীব-উপকারে ঋষি জগতে অতুল।

ব্রত—পর-উপকার, স্বার্থ-পরিহার;
কল্পনা, কামনা, চিন্তা—পরের মঙ্গল;
কিবা কীটে, কি পতঙ্গে সদা দয়াশীল
মুনীন্দ্র কৃপার সিন্ধু—জীবচূড়ামণি।

জীবন দিবেন তিনি দেবের কল্যাণে,
না চিন্ত; অমরপতি!" দেখাইলা পথ।
চলিলা সুরেশ ধীরগতি।—কতক্ষণে
দেখিলা গগন-প্রান্তে তরুণ কিরণ,

চারু-মূর্ত্তি প্রভাকর শূন্যে সাম্যভাব!
খেলিছে কুরঙ্গরাজি; অজিন রঞ্জিত
শোভিছে কুটীরদ্বার; শ্রুতি-সুখকর
স্তুতিধ্বনি চারি দিকে উচ্চে উচ্চারিত;—

কোথাও ভাস্কর-স্তোত্র-ললিত-লহরী,
গায়ত্রী-বন্দনা কোথা, সন্ধ্যা-আরাধনা,
বিশদ স্বরেতে বেদ-সঙ্গীত কোথাও,
কোনখানে "মহিম্নঃ" মহাস্তবপাঠ।

শিষ্যবৃন্দ, আনন্দে ঘেরিয়া তপোধনে,
শুনিছে মহর্ষিবাক্য—অনন্যমানস;
হায় রে যেমতি বাগীশ্বরী-বীণাধ্বনি
শুনিতে উৎসুক-চিত্ত অমরমণ্ডলী

সৃষ্টির উৎসব-দিনে—পদ্মাসনা যবে
দেব-চিত্ত-মোহকর শুনান ভারতী।
কহিছেন মহা-ঋষি, কিরূপে কলহ,
সর্ব্ব-জীব-দুখমূল, আইল ধরায়!

"এক দিন—হায় কেন উদিল সে দিন—
জলধি-সম্ভবা বিষ্ণু-জায়া স্বর্গধামে
চাহিলা বিরিঞ্চি-পাশে, সৃষ্টিতে অতুল,
অপরূপ রত্ন কোন(ও) সৃজি দিতে তাঁরে!

বিধাতা সৃজিলা ফল অতুল ভুবনে—
কান্তি, চন্দ্র-শোভা জিনি—ভ্রান্তি নিরখিলে;
সৌরভ জিনিয়া চারু সুরভি পীযূষ,
অমর-দনুজে ঘোর দ্বন্দ্ব যার লাগি,

ফিরে যবে দেবাসুর অম্বুনিধি মথি
শ্রান্তদেহে অমরায়—দগ্ধ হলাহলে!
অনন্ত যৌবন ফলে পরশিলে বামা,
পুরুষের করস্পর্শে অক্ষয় প্রতাপ।

ব্রহ্মাণী মোহিলা হেরি, চাহিলা সে ফল;
ক্রোধান্ধ কেশবজায়া; দেবীবৃন্দ মাঝে

উপজিল ঘোর দ্বন্দ ;—না চিন্তি বিধাতা
নিক্ষেপিলা বিষময় ফল ধরাতলে।

তদবধি ঈর্ষা, দ্বেষ, হত্যা এ জগতে।
নর-রক্তে নিমজ্জিত এ ধরণী-তল!
রণ-স্রোত প্রবাহিত সে অবধি ভবে—
মানব-নিধনে যাহা নিত্য মহামারি!

কত দিনে বুঝিবে রে মনুজ-সন্তান
কি কুটিল ব্যাধি লোভ!—কি কূট গরল
নরকুল-দেহে দ্বন্দ্ব!—কবে সে বুঝিবে
আত্মার পশুত্ব লাভ সমর-প্রাঙ্গণে।

কুটিল, কূট-কটাক্ষী, হত্যা ভয়ঙ্করী
সাধিতে যা পারে ভবে, নারে কি রে তাহা
অমর-নন্দিনী দয়া সরলা সুন্দরী?
কবে নরকুল—অবনী-সীমন্ত-রত্ন—

মিলি সখ্যভাবে সুখে নিত্য ছড়াইবে
ভ্রাতৃত্বের সুখ-ধারা; যথা সে সুখদা,
বিমল-তরঙ্গা গঙ্গা পুণ্যভূমি মাঝে
ছড়ান সলিলধারা মানবে রক্ষিতে!

হা দেব কমলাপতি, দেব বিশ্বম্ভর!
হর বিশ্বভার শীঘ্র এ ভ্রান্তি ঘুচায়ে—
ভ্রান্ত নরকুলে, দেব, কর চিরসুখী!
হৃষীকেশ, হও, প্রভো, মানবে সদয়!"

পৌলোমী-ভরসা ইন্দ্র, মুগ্ধ ঋষিভাবে,
অলক্ষ্যে অদৃশ্যভাবে ছিলা এতক্ষণ,
পূর্ণ জ্যোতি দেবকান্তি এবে প্রকাশিলা।
নীরদ-লাঞ্ছন কেশ প্লাবিত কিরণে,

বক্ষেতে বিশাল বর্ম্ম—ভাস্কর যেমন
প্রভাতে অরুণোদয়ে কুহেলি আবৃত।
শোভিছে অতুল তূণ, সুন্দর কার্ম্মুক—
কাদম্বিনী কোলে যাহা চির শোভাময়!

জ্বলিছে সহস্র অক্ষি, যথা তারাদল
নিশীথে শর্ব্বরীকোলে! উঠি তপোধন
সশিষ্যে, সম্ভ্রমে সুখে অতিথি সম্ভাষি,
যোগাইলা মৃগচর্ম্ম—পবিত্র আসন।

জিজ্ঞাসিলা সুশীতল গম্ভীর বচনে
"আশ্রমে কি হেতু গতি? কিবা অভিলাষ?"
ভগ্নচিত্ত আখণ্ডল নেহারি নির্ম্মল
কৃপালু ঋষির মুখ,—ভগ্নচিত্ত যথা

দয়ালু দর্শক-বৃন্দ নবমীর দিনে
যূপকাষ্ঠে বান্ধে যবে নির্দ্দয় কামার,
মহিষমর্দ্দিনী দশভুজা-মূর্ত্তি আগে,
অসহায় ছাগ, মেষ, পূজায় অর্পিতে!

কে পারে আনিতে মুখে, সে নিষ্ঠুর বাণী—
কে পারে চাহিতে অন্যে প্রাণ ভিক্ষাদান,
না পেয়ে হৃদয়ে ব্যথা? কে হেন দারুণ
প্রাণীমাঝে?—নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ পুরন্দর!

হেরি ঋষি, ক্ষণকালে, ধ্যানেতে জানিলা
অতিথির অভিলাষ; গদ গদ স্বরে
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন,
"পুরন্দর, শচীকান্ত?—কি সৌভাগ্য মম,

জীবন সার্থক আজি—পবিত্র আশ্রম!
এ জীর্ণ পঞ্জর অস্থি পঞ্চভূতে ছার

না হ'য়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি !
হা দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্নের(ও) অতীত !'

এতেক কহিয়া ধীরে মহাতপোধন,—
শুদ্ধচিত্তে পট্টবস্ত্র, উত্তরীয় ধরি,
গায়ত্রী গম্ভীর স্বরে উচ্চারি সঘনে,
আইলা অঙ্গন-মাঝে ; কৈলা অধিষ্ঠান

সুনিবিড়, সুশীতল, পল্লব-শোভিত,
শতবাহু বটমূলে। আনি যোগাইলা,
সাশ্রুনেত্র শিষ্যবৃন্দ, আকুল-হৃদয়,
যোগাসন গাঙ্গেয় সলিল সুবাসিত।

জ্বালিলা চৌদিকে ধূপ, অগুরু, গুগ্‌গুল,
সর্জ্জরস ; সুগন্ধিত কুসুমের স্তর
চর্চ্চিত চন্দনরসে রাখিলা চৌদিকে,
মুনীন্দ্রে তাপসবৃন্দ মাল্যে সাজাইলা।

তেজঃপুঞ্জ তনুকান্তি জ্যোতি সুবিমল
নির্ম্মল নয়নদ্বয়ে, গণ্ড, ওষ্ঠাধরে !
সুললাটে আভা নিরুপম ! বিলম্বিত
চারু শ্মশ্রু, পুণ্ডরীকমাল্য বক্ষঃস্থলে !

বসিলা ধীমান্—আহা, ললিত দৃষ্টিতে
দয়ার্দ্র হৃদয় যেন প্রবাহে বহিছে !
চাহি শিষ্যকুলমুখ, মধুর সম্ভাষে
কহিলেন, অশ্রুধারা মুছায়ে সবার,

সুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে ;—"কি কারণ,
হে বৎসমণ্ডলি, হেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রুপাত ? এ ভব-মণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে পায় কত জন !

হিতব্রত সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা ?
হায় রে অবোধ প্রাণী—এ নশ্বর দেহ
না ত্যজিলে পরহিতে কিসে নিয়োজিবে ?
লভি জন্ম নরকুলে কি ফল হে তবে ?

অনুক্ষণ জীবনের স্রোতধারা ক্ষয়,
হয় সে কতই রূপে !—কেন তবে হেন,
ঘটে যদি কার(ও) ভাগ্যে সে দুর্লভ যোগ,
কাতর নরের চিত্ত সে ব্রত সাধনে ?

হে ক্ষুব্ধ তাপসবৃন্দ, হে শিষ্যমণ্ডলী,
জগত-কল্যাণ হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্মপালনে ;
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে।"

ঋষিবৃন্দে আলিঙ্গন দিলা এত বলি,
আশীষিলা শিষ্যগণে ; কহিলা বাসবে—
"হে দেবেন্দ্র, কৃপা করি অন্তিমে আমার
কর শুচি দেহ মম বারেক পরশি।"

অগ্রসরি শচীপতি সহস্র-লোচন
তপোধনশিরঃ স্পর্শি স্বকর কমলে,
কহিলা আকুল স্বরে—শুনি ঋষিকুল
হরষ-বিষাদে মুগ্ধ—কহিলা বাসব—

"সাধুশিরোরত্ন ঋষি তুমিই সাত্ত্বিক !
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন !
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতীতলে
চির মোক্ষফলপ্রদ—নিত্য হিতকর !

জীবময় নররূপী—অকূল জলধি,
ভাসিছে মিশিছে তায় জলবিম্ব প্রায়

জীবদেহে অনুদিন। এ ভব-মণ্ডলে
অক্ষয় তরঙ্গময় জীবন-প্রবাহ।

ক্ষুদ্র প্রাণী-দেহ ক্ষয়ে এ সিন্ধু-সলিল
হ্রাস বৃদ্ধি নাহি জানে—নিয়ত গভীর
স্রোতময়। অহিত জগতে নহে তায়,
অহিত—নিষ্ফলে প্রাণী-দেহের নিধনে।

প্রাণী মাত্রে—কি মহৎ, কিবা ক্ষুদ্রতম—
সাধিতে পারয়ে নিত্য মানবের হিত,
সাধিতে পারয়ে নিত্য অহিত নরের,
আপন আপন কার্য্যে জীবন-ধারণে।

বালিবৃন্দ যথা নিত্য রেণু পরিমাণে
বাড়ে দিবা, বিভাবরী, সাগর-গর্ভেতে,
ক্রমে স্তূপ—দ্বীপাকার—ক্রমশঃ বিস্তৃত
বৃহৎ বিপুল দেশ তরু-গিরিময়,

তেমতি এ নরকুল উন্নত সদাই,
সাধু-কার্য্যে মানবের—প্রতি অহরহ।
কর্ত্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ-পরিহার,
জীবকুল-কল্যাণ সাধন অনুদিন।

পরহিতব্রত, ঋষি, ধর্ম্ম যে পরম;
তুমিই বুঝিয়াছিলে উদ্‌যাপিলে আজ।
মুছ অশ্রু ঋষিবৃন্দ,—ঋষিকুলচূড়া
দধীচি পরম পুণ্য লভিলা জগতে।

কি বর অর্পিব আর নিষ্কাম তাপস,
না চাহিলা কোন বর, এ সুকীর্ত্তি তব
প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে।
তব বংশে জনমি মহর্ষি দ্বৈপায়ন

করিবে জগতখ্যাত এ আশ্রম তব—
পুণ্য বদরিকাশ্রম পুণ্যভূমি মাঝে।"
বলিয়া রোমাঞ্চতনু হইলা বাসব
নিরখি মুনীন্দ্রমুখে শোভা নিরমল।

আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্ব্বেদ-গান,
উচ্চে হরিসংকীর্ত্তন মধুর গম্ভীর,
বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ—ধ্যানমগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে।

মুনি-শোকে অকস্মাৎ অচল পবন,
তপনে মৃদুল রশ্মি, স্নিগ্ধ নভস্তল,
সমূহ অরণ্য ভেদি সৌরভ উচ্ছ্বাস,
বনলতা তরুকুল শোকে অবনত!

দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিশ্বাসশূন্য, নিস্পন্দ ধমনী,
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি

মিশাইল শূন্যদেশে। বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য—হরিশঙ্খ; শূন্যদেশ যুড়ি
পুষ্পাসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি!—
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

চতুর্দ্দশ সর্গ

অমরার প্রান্তভাগে মন্দাকিনীতীরে
মন্দির পাষাণময়, নিভৃত আলয়,
অনুতপ্ত অমরের চির চিন্তাধাম;—
বন্দী এবে ইন্দ্রজায়া সে তপোমন্দিরে

চতুর্দ্দিকে সেই সব নিকুঞ্জ-কানন,
স্বর্গজাত তরুরাজি সৌরভ-পূরিত,
সেই পারিজাত পুষ্প—শোভা ঘ্রাণে যার
উন্মাদিত দেবচিত্ত। শোভিছে আলোকে
দূরে বৈজয়ন্তপুরী—ইন্দ্র-অট্টালিকা—
চারু কারুকার্য্যে যায় সৃষ্টিতে অতুল
করিলা অমরশিল্পী—শিল্পিকুলরাজ
বিশ্বকৃৎ; সুখিত অমর বাসগৃহ।
দূরে সে নন্দনবন শোভিছে তেমতি
প্রমোদ বিশ্রাম সুখ চিরদিন যায়
লভিলা বাসবজায়া; শোভিছে তেমতি
চির পরিচিত যত অমর-বিভব।
শচী পেয়ে পুনরায় অমরার মাঝে
অমরা হাসিছে আজি! নব কুসুমিত
নন্দনে কুসুমদল সুগন্ধ ছড়ায়ে
ভাসিছে অপূর্ব্ব সুখে। উন্মাদিত প্রাণে
পারিজাত পরিমল করি বিতরণ
খুলিছে হৃদয়দ্বার। নির্ম্মল মলয়
গন্ধে মুগ্ধ করি স্বর্গ আনন্দে ছুটিছে
হরিতে শচীর শ্রান্তি! হরষে অধীর
ছুটেছে তরঙ্গময়ী মন্দাকিনী-ধারা
প্রক্ষালি পবিত্র জলে শৈল নিকেতন—
শচী-নিকেতন আজি! মনঃশিলাতল
আরো মনোরম মূর্ত্তি শচী-সমাগমে!
কে আছে ত্রিলোক মাঝে প্রাণী হেন জন
সুদূর প্রবাস ছাড়ি স্বদেশে ফিরিয়া,
(কি পঙ্কিল, কিবা মরু, কিবা গিরিময়
সে জনমভূমি তার,) নিরখি পূর্ব্বের
পরিচিত গৃহ, মাঠ, তরু, সরোবর,
নদী, খাত, তরঙ্গ, পর্ব্বত, প্রাণিকুল,

নাহি ভাসে উল্লাসে, না বলে মত্ত হ'য়ে
'এই জন্মভূমি মম !' কে আছে রে, হায়,
ফিরিয়া স্বদেশে পুনঃ না কাঁদে পরাণে
হেরে শত্রু-পদাঘাতে পীড়িত সে দেশ।
বিজেতা-চরণতলে নিত্য বিদলিত
বলিতে আপন যাহা—প্রিয় এ জগতে।
বিজন অরণ্যভূমি—বনের(ও) কুসুম
ভুঞ্জিতে পরাণে ভয়। শত্রুর অর্চ্চনা
দেব-অর্চ্চনার আগে ত্রিসন্ধ্যা যেখানে।
কে না ভোগে নরকের যন্ত্রণা সে দেশে ?
চিন্তময়ী ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর হৃদয়ে
সে পীড়া-দহন আজি। গভীর উচ্ছ্বাসে
বহিছে হৃদয়তলে চিন্তার হিল্লোল।
নয়ন ফিরাতে চিত্তে বিন্ধে তীক্ষ্ণ শলা।
চপলা তরলমতি সে শোভা হেরিয়া
ধরিতে নারিলা ধৈর্য্য সুরেশ-জায়ারে
সম্বোধন করি ধীরে কহিতে লাগিলা,
দেখাইয়া অমরার শোভা চারি দিকে ;—
"হের, সুরেশ্বরি, হের, চারি ধারে কত
অমরের কীর্ত্তিস্তম্ভ। আহা, কি সুন্দর
জম্ভভেদি প্রতিমূর্ত্তি বিরাজে ওখানে।
ভগ্ন ডানি ভুজ এবে—তবু কি সুন্দর।
নমুচি-সূদন নাম যা হ'তে ইন্দ্রের,
হের, ইন্দ্ররমা, সেই নমুচি নিধন
হতেছে বাসব-হস্তে।—পাষাণে রচিত
কি সুচারু মূর্ত্তি, আহা, দেব বাসবের।
অই পাকদৈত্য পড়ে সুরেন্দ্রের শরে।
অই বলাসুর বীর রুধির উদগারি
ত্যজিছে বিশাল বপু। বিশ্বকর্ম্মা-করে
রচিত বিচিত্র আরো দেবকীর্ত্তি কত।

অই হের মনোহর সে শোভামণ্ডপ,
রত্নাগার নাম যার ; পদ্মযোনি যায়
করিতেন অধিষ্ঠান ইন্দ্রপুরে আসি।
তেমতি উজ্জ্বল শোভা এখন(ও) তাহাতে।
অই সেই কমলার কোমল আসন
মণিময় পদ্মে গাঁথা। দৈত্য দুরাচার
হরেছে কতই দেখ মণিখণ্ড তার।
বিষ্ণু-রত্নাসন-শোভা, দেখ তার পাশে।
কি বিচিত্র, আহা মরি, বেদী নিরুপম,
ত্রিভুবন-মোহকর—ত্রিদিবে অতুল,
বসিতেন আসি যায় জগতজননী
কাত্যায়নী ত্রিনয়না—শূলপাণি সহ।
অই বিরাজিছে সেই বাণীর মন্দির,
শ্বেতভুজা আনন্দে বিহ্বলা যার মাঝে,
সপ্ততার বীণা ধরি গায়িতেন সুখে
অমর-সৃজন বার্ত্তা। পড়ে কি স্মরণে
হে দেবেন্দ্র-মনোরমা, কি আনন্দ-স্রোত
ভাসিত অমরামাঝে ? মহর্ষি নারদ
উন্মত্ত সে গীত শুনি নাচিত হরষে।
পঞ্চ তালে তাল সুখে দিতেন মহেশ।
হে সুরেশ-প্রণয়িনি, কি চিন্তা মধুর
হেরে পুনঃ এই সব। কত সে স্মরণ
হয় পুরাগত কথা। অনন্ত হিল্লোল
উথলিত চিত্ত-মাঝে যেন অকস্মাৎ।
আহা, প্রবাসের পরে, কিবা মনোহর
স্মৃতিরশ্মি চিন্তাপথে খেলে মৃদুতর
অস্তসূর্য্যরেখা যথা কাদম্বিনী-কোলে
খেলায় সন্ধ্যার মুখে উজলি গগন।
বিষাদ-হরষমাখা মধুর বচনে
কহিলা সুরেশকান্তা "হে চারুহাসিনি,

কোথা বল অমরার সে শোভা এখন।
কোথা সে অতুল স্বর্গ ইন্দ্ররমণীর।
কেন আর চিত্ত দাহ করিস্, চপলে,
শুনায়ে ও সব কথা। শিখিব যখন
সেবিতে ঐন্দ্রিলাপদ শুনিব আহ্লাদে।
স্বর্গ নহে, চপলা, এ—ইন্দ্রাণীর কারা।"
"কি কহিলা, ইন্দ্রজায়া, কারা এ তোমার?"
কহিলা চপলা দুঃখে অন্তরে আকুল
"চারি ধারে এই সব অমর বিভব
হাসিছে না আজ(ও) কি সে তেমতি গৌরবে?
বলিছে না অই শোভামণ্ডিত সুমেরু,
শিখর উঠেছে যার অনন্ত বিদারি,
তোমার(ই) চরণ তার সেবিতে বাসনা?
বলিছে না এ দেবদেউল উচ্চশিরে
'বৈজয়ন্ত শচীধাম'? এই মন্দাকিনী
কার পদ প্রক্ষালিতে মহাগর্ব্বে হেন
চলেছে তরঙ্গ তুলি? ভ্রমিছে হরষে
আবর্ত্ত পুষ্কর আদি অই যে অম্বরে
কারে পৃষ্ঠাসন দিতে? অই যে বিজুলি
কার রথ-চক্রনেমি ভাতিতে ছুটিছে?
শচী ঐন্দ্রিলার দাসী বলে কি উহারা?
কিম্বা বলে সুরেশ্বরী মহিষী তাদের?"
উৎসুক উৎফুল্ল মুখ হেরি চপলার,
সৃক্কনে হাসির রেখা, সুরেন্দ্র-রমণী
আলিঙ্গন দিল তায়; কহিলা "চপলে,
কহ শুনি সুখকর সে শুভ সম্বাদ,
রতি শুনাইলা যাহা সে দিন আমায়,—
জয়ন্ত-চেতনপ্রাপ্তি বারতা মধুর।
না মিটে পিপাসা মম সে কথা শুনিয়া।
সখি রে, ধরার মাঝে নৈমিষ-বিপিনে

থাকিতাম মনসুখে পুত্র কোলে করি
পেতাম যত্তপি নিত্য তায়। কি আহ্লাদ,
আহা সখি, ভুঞ্জিনু সে দিন মর্ত্তধামে
পুত্রকোলে বসিনু যখন সে নৈমিষে।
কোথা স্বর্গ তার কাছে, হায় লো চপলে।
ক্ষিপ্ত হয়ে ভাবিলাম তা হ'তে অধিক
সুখ এ অমরালয়ে। পুত্র পেলে কোলে
জননীর স্বর্গসুখ—সর্ব্বত্র সমান।
কত দিনে চপলা রে, সে সুখ আবার
ভুঞ্জিতে পাইব চিত্তে? কত দিনে বল্
জয়ন্তে করিয়া কোলে ভুলি এ দুর্দ্দশা—
দৈত্য-করে আমার এ কেশ আকর্ষণ!"
হেন কালে কামপ্রিয়া আসিয়া নিকটে
বন্দিলা শচীর পদ। আশীষি ইন্দ্রাণী
কহিলা—"মন্মথপ্রিয়ে, সদা সুখী আমি
হেরি তোরে—ভুলিব না মমতা তোমার।
কি সুখী করিলা হায় শুনায়ে সে দিন
জয়ন্ত-চেতন-বার্ত্তা—মধুর সংবাদ।
কহিতেছিলাম এই চপলারে পুনঃ
শুনাতে সে সুসম্বাদ।—হও চিরসুখী।
কি বারতা কহ আজি? কহ, ইন্দুবালা—
চারুমতি দৈত্যবধূ—কি কহিলা শুনি
সে উত্তর? ভাবিলা নিদয়া বুঝি মোরে—
নিদয়া যেমন দৈত্যমহিষী ঐন্দ্রিলা?
কত সাধ, কামবধূ, শুনি তোর মুখে
ইন্দুবালা-বিবরণ, দেখিতে তাহারে।
কিন্তু ভাবি পাছে তার বাসনা পুরালে,
পাপীয়সী ঐন্দ্রিলা পীড়য়ে সে বালায়।"
উত্তরিলা মন্মথরমণী—হাস্তছটা
বিম্বাধরে সদা মনোহর।—"হে বাসব-

মনোরমে, বাসনা পূরিল এত দিনে।
মনোবাঞ্ছা পুরাইলা বিধি ! দিলা মোরে,
সুরেশ্বরি, শুনাতে তোমায় এ সম্বাদ !
মৃত্যুঞ্জয় এত দিনে সদয় তোমায় !
এত দিনে হৈমবতী হেরম্ব-জননী
চাহিলা তোমার মুখ ! শিব-ক্রোধানলে
(জ্বলিল যে ক্রোধানল সে দিন অম্বরে)
ত্রাসিত ত্রিদিবজয়ী দনুজ-ঈশ্বর
ভাবিলা ছাড়িবে তোমা মহেশে তুষিতে।
হে সুরেশ-রমা, দৈত্যনাথ কহিলা আমায়
'শীঘ্র যাও, মদনমোহিনি, শচীপাশে,
কহ তারে আসিতে হেথায়' ; অচিরাৎ
কারাবাস শেষ তব, সতি !" নীরবিলা
কামকান্তা মধুরহাসিনী প্রিয়ম্বদা।

ঝটিকার আগে যথা গম্ভীর আকাশ,
পুলোম ঋষির কন্যা—পুরন্দর-জায়া
তেমতি গম্ভীর ভাব। ভাবিতে লাগিলা
অনঙ্গমহিলা-বাক্যে চিন্তিত অন্তর !
কত ক্ষণ পরে—"না রতি" কহিলা ধীরে
"মায়াবী অসুর ছলে ছলিল তোমায় !
না বুঝিলে, কামবধূ, কালভুজঙ্গিনী
ঐন্দ্রিলার কূটখেলা ! ছাড়িবে আমায় ?
হে অনঙ্গ-সহচরি, এ কথা কিরূপে
হৃদয়ে আশ্রয় দিলে ? যার তরে চর
ধরামাঝে পাঠাইয়া কেশে ধরাইয়া
আমায় আনিল হেথা, তার বাক্য হেলি,
দৈত্যপতি ছাড়িবে শচীরে ! কহ শুনি
কি ছলনে ভুলিলে এ ছলে ? সত্য যদি
ভাবিলে তা, বলো বা কিরূপে—সুসম্বাদ
ভাবিলে ইহায় ? রতি, শুভ সমাচার

শুনাতে আমায়, যদি শুনাইতে আজ
তাপিতশরীর নাথ বাসব আপনি
প্রবেশিলা অমরায়—স্বহস্তে মোচন
করিতে ভার্য্যার দুঃখ। কিম্বা পুত্র মম
জয়ন্ত জননী-ক্লেশ করিয়া নিঃশেষ
আসিছে বসিতে কোলে! হে অনঙ্গরমে,
শচী কি সে দানবের আজ্ঞাবহ দাসী,
আদেশে ছুটিবে তার বলিবে যেখানে?
মোচন করিতে আমা' নাহি কি সে কেহ,
অকূল অমরকুল থাকিতে এখানে?
না রতি, কহ গে দৈত্যে—চাহি না উদ্ধার,
সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা,
পতি-হস্তে যত দিন মুক্তি নহে মম!"
এত কহি স্থির নেত্রে শূন্য দেশে চাহি
উচ্ছ্বাসিলা চিত্তবেগ—"হে শিবে শৈলজে,
জীবদুঃখ-বিনাশিনি, শচী নিজালয়ে
সেবিবে ঐন্দ্রিলা-পদ—দেখিবে তা তুমি?"
নীরবিলা বাসব-বাসনা সুরেশ্বরী।
স্থলপদ্ম তুল্য, মরি, উৎফুল্ল বদনে
শোভা দিল অপরূপ!—প্রভাতিল যেন
তাড়িত কিরণ স্থির তুষার-রাশিতে
আভাময়,—আভাময় করি দশ দিক্!
শিহরিলা অনঙ্গ-মোহিনী হেরি শোভা;
ভাবি মনে অসুরের ক্রোধন মূরতি,
কাঁদিয়া চলিলা ধীরে ঐন্দ্রিলা-আগারে।

পঞ্চদশ সর্গ

গেলা যবে দৈত্যপতি উত্তর তোরণে
দণ্ডিতে অমরদর্প—দণ্ডিতে সমরে
মহাবল বায়ুকুলপতি প্রভঞ্জনে,
দণ্ডিতে দুর্জ্জয় পাশী জলকুলেশ্বরে,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেবে, শাসিতে সংগ্রামে
ভীম শিখিধ্বজ শিবসুতে,—গেলা বরি
রুদ্রপীড়ে সেনাপতি-পদে। দম্ভ ছাড়ি
দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলা দৈত্যসুত।
পূর্ব্বদ্বারে ঘোর রণ দেবতা-অসুরে—
ভীমরঙ্গে যুঝিছে অনল, যুঝে সঙ্গে
ইন্দ্রসুত জয়ন্ত কুমার ধনুর্ধর।
বাজিছে অমরবাদ্য সমর-উল্লাসে;
দৈত্যরণবাদ্য বাজে অম্বুনিধি-নাদে;
ভয়ঙ্কর কোলাহল বিদারে অম্বর!
অগ্রসরি চমূমুখে কোদণ্ড টঙ্কারি
দাঁড়াইল রুদ্রপীড়—বাজে ঘোর রণ!
ছুটিল অমর ঠাট ত্রিদিব আকুলি;
ছুটিল দানব গর্জ্জি জলদ-গর্জ্জনে;
ঘন ঘন টলে স্বর্গ বীরপদভরে।
কভু ক্ষণকাল, দেবসৈন্য অগ্রসর
বিমুখি দনুজে—কভু নিন্দি দৈত্যসেনা
অমরবৃন্দেরে, ধায় ঘোর কোলাহলে।
ঝটিকা-তাড়নে যথা তরঙ্গ উত্তাল
খেলে রঙ্গে বেলাসঙ্গে সাগরের কূলে—
কভু জলরাশি দম্ভে ছুটে উঠে তীরে,
আবার পালটি ধায় সিন্ধুর গর্ভেতে—
তেমতি সমর-রঙ্গ অমর-দানবে!
লঙ্ঘিয়া প্রাচীর ক্রমে উঠিতে লাগিলা

অমর-বাহিনী ; অগ্নি অগ্নিময়-তনু,
জয়ন্ত ভীষণ, দেব-সেনাদল আগে
ছুটিছে উৎসাহে, সিংহনাদে সুরকুল
করি উৎসাহিত। পড়ে দেব-অস্ত্রাঘাতে
দৈত্য-অনীকিনী, পড়ে শিলাখণ্ড যথা
আছাড়ি আছাড়ি, ছাড়ি উচ্চ গিরিশৃঙ্গ,
কিম্বা যথা দ্রুমরাজি ঝড়ে মড়মড়ি।
ঘোর উচ্চস্বরে বহ্নি—"হে অমরচমূ,
আর(ও) ক্ষণকাল বীর্য্য দেখাও এমনি,
দেবহস্তগত তবে হয় এ নগরী।—
অই স্থান, হে বীরেন্দ্র বাসবতনয়,
লঙ্ঘিবলে, দানবশূন্য নিমেষে এ দ্বার।
দেখিবে অচিরে সে চির আনন্দধাম,
দেখো নাই দেব-চক্ষে বহু কল্প যাহা,—
অমরার চিররম্য নন্দন উদ্যান।"
বলি অগ্নি, স্ফুলিঙ্গ-মণ্ডিত কলেবর
লম্ফে লম্ফে সর্ব্ব অগ্রে উঠিলা প্রাচীরে,
ছুটিলা জয়ন্ত দ্রুত সসৈন্য পশ্চাতে।
নারে রুদ্রপীড়সেনা সে বেগ ধরিতে ;
বৃত্রসুত যুঝিলা অদ্ভুত পরাক্রমে,
নারিলা ফিরাতে নিজদলে ; ভঙ্গ দিলা
সেনা সঙ্গে, সর্ব্ব অঙ্গে শোণিতের ধারা।
এথায় উত্তর দ্বারে অমর-সুরথী
যুঝিছে দানবসঙ্গে ; সমরে মাতিয়া
দেখাইছে সুরবৃন্দ অমর-বিক্রম,
নিবারি দৈত্যেন্দ্র-ভুজবল ভয়ঙ্কর।
সুরক্ষিপ্ত শররাশি, ঝলসি গগন,
ছুটিছে আকুলি দিক্—বিদারি যেমন
বিদ্যুৎতরঙ্গ ধায় অনন্ত শরীরে—
উগারি অনলরাশি বিভীষণ-শিখা।

পড়ে ভীম জটাসুর, (সঙ্গে ফিরে যার
দ্বিকোটি দানব নিত্য) দৈত্য মহাকায়,
দন্ত কড়মড়ি, ভীম গদার প্রহারে ;
ঘুরাই ঘর্ঘরে যাহা বায়ুকুলপতি,
হানিছে চৌদিকে, নাশি দনুজের দল,
একা লণ্ডভণ্ড করি দ্বিকোটি দানবে।
কালাগ্নি জ্বলিছে অঙ্গে, ধাইছে মার্ত্তণ্ড
উজলি সমর-সিন্ধু—উজলি যেমন
বাড়বাগ্নি ধায় জ্বালি সিন্ধু শত ক্রোশ—
ঘুরায়ে প্রচণ্ড চক্র অসুরে নাশিছে।
পলাইছে দন্তবক্র দানব দুর্ম্মতি,
(অমর জর্জ্জরতনু দন্তাঘাতে যার,
ভয়ে যার লবণ-সমুদ্র প্রকম্পিত)
পলাইছে স্বদল সহিত ভীম বেগে ;
লক্ষ লক্ষ দৈত্যসেনা ছুটিছে পশ্চাতে—
যথা ঘোর রঙ্গে ধায় ঘুরিতে ঘুরিতে
ঘূর্ণবায়ু সঙ্গে বৃক্ষ, লতা, পত্রকুল।
শত খণ্ডে খণ্ড করি মুণ্ড দানবের
ফেলিলা মার্ত্তণ্ড দেব ; নিমেষে নাশিলা
সহস্র দনুজ বীর, শূন্যে ঘুরাইয়া
দীপ্ত চক্র ভয়ঙ্কর। পড়িলা সমরে,
দুরন্ত বরুণ-হস্তে দানব দুর্জ্জয়
সিংহতুণ্ড—সিংহের সদৃশ মুণ্ড গ্রীবা।
কাঁপিত নাবিকবৃন্দ সদা যার ভয়ে
পশিতে পিঙ্গলার্ণবে—পশিতে যেমনি
কৃতান্ত-ভবনে পাপী। কেশরিগর্জ্জনে
বরুণে নেহারি দৈত্য প্রসারি দ্বিভুজ
(উন্নত বিশাল শালতরুকাণ্ড যথা)
ছুটিলা বিকট বেগে গগন আঁধারি।
দিলা রড় বরুণের অনুচর সেনা

দেখিয়া অদ্ভুত কাণ্ড। গর্জ্জিলা বরুণ—
গর্জ্জিলা যে রূপে পূর্ব্বে, যবে অহিরাজ
উগারিলা কালকূট—নীলকণ্ঠ পেয়।
কহিলা—"যা পলায়ে, রে ভীরু ফেরুপাল।
লুকা গিয়া নরকান্ধকারে সুরাধম।
অমরকুলকলঙ্ক। ভঙ্গ দিলি রণে,
পৃষ্ঠদেশে থাকিতে বরুণ? হা পামর।
দেখ, দেবকুলাঙ্গার, দেখ দূরে থাকি,
সে সাহসও থাকে যদি, পাশীর কি তেজঃ।"
বলি হুঙ্কারিলা, যথা হুঙ্কারি প্রলয়ে
আন্দোলি অতলতল তরঙ্গ ছুটান;
ধরিলা সাপটি মহাপাশ—দিলা ছাড়ি।
মেঘমন্দ্র মন্দ্রিল অম্বরে; পড়ে দৈত্য
ভীম নাদে, নখে দন্তে মনঃশিলা ঘাতি,—
ছাইল সমরাঙ্গণ দৈত্যশবদেহ।
যুঝিছে অমরসৈন্য প্রাচীরশিখরে,
নিম্নদেশে হীনবল দনুজবাহিনী,
নিরখি মহাদানব গর্জ্জিলা ভীষণ—
বাসুকিগর্জ্জন ভীম যথা; মহাদন্তে
হানিলা প্রাচীরমূলে ঘোর পদাঘাত;
টলিল অটল ভিত্তি বিশাই নির্ম্মিত।
পড়িল ভাঙ্গিয়া শত খণ্ডে খণ্ড হয়ে,
ভূকম্পনে ভাঙ্গে যথা ভূধরশরীর।
তুলিলা তখন মহাখড়্গ—ভিন্দিপাল—
দুই হস্তে মুষ্টিতে সাপটি; পরশিল
বিশাল অনন্ত প্রান্ত সে খড়্গ ভীষণ।
আক্রুদ্ধ বৃষভ তুল্য বিক্রমে দৈত্যেশ,
খণ্ড খণ্ড করি শূন্য ভীম ভিন্দিপালে,
মথিতে লাগিলা বেগে দেব-চমূরাশি।
উড়িল অমরতনু আচ্ছাদি অম্বর,

যথা সে কার্পাসরাশি উড়ায় ধূনারি
টঙ্কারি ধূননযন্ত্র ক্ষিপ্র দণ্ডাঘাতে।
প্রবাহিল শ্বেত স্বচ্ছ অমর-শোণিত ;
দেব-অঙ্গে বহিল তরঙ্গাকারে ধারা
মনোহর—সৌরভে পূরিয়া অপরূপ।
অক্ষত দেবের তনু অস্ত্রের আঘাতে,
(অশরীরী মারুত যেমন) ছিন্ন নহে
ক্ষণকাল সে ভীম প্রহারে—কিন্তু দেহ
দহে অস্ত্রদাহে, দহে যথা নরদেহ
কূট হলাহলে ঘোরতর। সুরবৃন্দ
জ্বলনে অস্থির, দৈত্যপ্রহারে আকুল,
ছাড়ি স্বর্গতল শীঘ্র উঠিলা বিমানে ;
উঠিলা নিমিষে শূন্যে কোটি ব্যোমযান
আভাময়—দেব-অঙ্গ-শোভা অঙ্গে ধরি।
অযুত নক্ষত্র যেন উদিল সহসা
নীলাম্বরে! অপূর্ব্ব কিরণ অভ্রময়
ছুটিতে লাগিল শূন্যে শতাঙ্গ-লহরী
নিনাদি মধুর নাদে ; ছুটিল চকিতে
শিখিধ্বজ মহারথ ইরম্মদগতি ;
ছুটিল সূর্য্যের একচক্র সুস্যন্দন
উত্তাপে ঝলসি নভশ্চর প্রাণিকুল ;
অপূর্ব্ব নিনাদে পাশী বরুণ স্যন্দন
ছুটিতে লাগিল চক্রে চূর্ণি মেঘদল ;
মনোরথগতি বায়ু-রথ দ্রুতবেগে
আকুল করিল ব্যোমদেশ। বৃষ্টিধারে
দেবপুরী অমরা-উপরে বরষিল
শরজাল—দৈত্যচমূ মুণ্ড, গ্রীবা, বক্ষ,
বাহু ভেদি ; চমকে উজলি অস্ত্রতনু—
তড়িত-নির্ঝর যথা। দনুজবাহিনী
অনুপায়!—দূর শূন্যে অমর সুরথী ;

না পারে স্পর্শিতে অস্ত্রে কিম্বা ভুজপাশে।
লাগিল পড়িতে, পলকে পলকে দৈত্য-
সেনা অগণন। নিরখিলা বৃত্রাসুর—
ত্রিনেত্র ঘুরিল ঘন বহ্নিচক্র প্রায়
উজলি বিশাল ভাল ; দন্তে হুহুঙ্কারি
বাড়ায়ে বিপুল বপু করিলা দীঘল—
দীঘল ভূধর মেরু যথা ; কিম্বা যথা
ফণীন্দ্র বাসুকি সিন্ধু-মন্থন-প্রলয়ে।
দাঁড়াইলা রণস্থলে দনুজেন্দ্র শূর ;
প্রসারি সঘনে বাহু, ঘন লম্ফ ছাড়ি,
প্রচণ্ড চীৎকারধ্বনি হুঙ্কারি নাসায়,
দূর শূন্যে দেবযান ধরিতে লাগিলা,
আছাড়ি আছাড়ি চূর্ণ কৈলা ক্ষণকালে
রথ অশ্ব অস্ত্রকুল সুদূরে নিক্ষেপি।

দেবসেনাপতিবৃন্দ ত্রাসিত তখন
আরো দূরতর ঘোর অন্তরীক্ষপথে
চালাইলা দিব্য যান, দিব্য অস্ত্রকুল
চাপে বসাইলা দ্রুত, শিঞ্জিনী টঙ্কারি
ঘোর নাদে ; মহাতেজে ছুটিল সঘনে
অস্ত্রকুল, বিশ্বহর প্রলয় পবন
ছুটে যথা ভাঙ্গি গিরিশৃঙ্গরাজি—ভাঙ্গি
দ্রুমকাণ্ড-শাখা বেগে ;—মুহূর্ত্তে উড়িল
দশ দিকে, লক্ষ লক্ষ দৈত্য মহাকায় ;
লণ্ডভণ্ড দৈত্যব্যূহ। ভয়ঙ্কর বেগে
ছুটিল বারীশ-অস্ত্র মহাপ্রহরণ ;—
ত্রিভুবন স্তম্ভিত, কম্পিত চরাচর ;
প্রলয়-প্লাবন-রঙ্গে টলিল ভূধর ;
ভাসিল দনুজ-দল উত্তাল হিল্লোলে ;
শূন্যে ঘুড়ি পড়িতে লাগিলা ঊর্দ্ধপদ
অযুত দনুজতনু দূর নিম্নে বেগে—

পর্ব্বত, ভূতল, সিন্ধু, অতল আচ্ছাদি।
ঘন হাহাকার শব্দ দৈত্যমণ্ডলীতে!
বিকট মৃত্যু-আরাব—দন্তের ঘর্ষণ!
দহিছে দিতিজগণে প্রচণ্ড ভাস্কর
বরষি প্রখর কর—কালানল যেন—
রণক্ষেত্রে অন্য দিকে। যুঝিছে কৌশলী
সমরপণ্ডিত ধীর শূর উমাসুত;
দেখি বৃত্রে অন্য শরে অভেদ্যশরীর
হানিছে সুতীক্ষ্ণতর শর চমৎকার;—
শূন্য ব্যাপি একেবারে বাহিরিছে যেন
কোটি ভুজঙ্গমমালা; মালার আকারে
ঘেরিছে অসুর-অঙ্গ বিন্ধি খরতর,
বিন্ধে যথা বিষদন্ত বিষাক্ত তক্ষক
যমদূত। শরদাহে আকুল অসুর,
লক্ষ্য করি শিবসুতে ধরিলা সাপটি
সংহারীর শেষ শূল—দিলা শূন্যে ছাড়ি।
চলিলা সে অস্ত্রবর অম্বর উজলি,
জ্বলিল দুর্জ্জয় শিখা ঝলকে ঝলকে;
ব্রহ্মাণ্ড পূরিল শূল-গর্জ্জনে ভৈরব।
ঘোর রঙ্গে ভ্রমে অস্ত্র—গ্রহপিণ্ড যেন
হইলে স্বস্থানচ্যুত ভ্রমে শূন্যদেশে—
কভু বক্র চক্রগতি, কভু স্থির ভাব,
কখন নক্ষত্র তুল্য গতি অদ্ভুত!
স্তম্ভিত দনুজ দেব, অস্থির আকাশ,
নেহারি শম্ভুর শূল। কুমার-আদেশে
অদৃশ্য হইলা সূর্য্য আদি ক্ষণকালে—
লুকাইয়া তনু-আভা গভীর তিমিরে!
ডুবিল, মরি রে, যেন আঁধারি গগন
কোটি তারকার বৃন্দ! হরিল দেবতা
দেবতেজে, গগনের তেজোরাশি যত—

না রহিল শর-লক্ষ্য অন্তরীক্ষে আর।
এক মাত্র প্রজ্বলিত শূলের কিরণ
জ্বলিতে লাগিল শূন্যদেশে ক্ষণে ক্ষণে।
প্রান্তে প্রান্তে গগনের ভ্রমিলা ত্রিশূল
ঘুরি অন্তরীক্ষময়, লক্ষ্য না হেরিয়া
ফিরিলা দৈত্যেন্দ্র-করে অভিমানে নত।
দেখিলা দনুজপতি সে অস্ত্র-আলোকে
রণস্থল—ভীম শবস্থল এবে। একা
সে প্রাঙ্গণ-মাঝে। যথা নগরাজচূড়া
মৈনাক, মীনেন্দ্র তিমি বেষ্টিত সাগরে,
গজকূর্ম্ম-রণে যবে উড়ে বৈনতেয়।
দেখিলা অদূরে, হায়, ধূলিবিলুণ্ঠিত
দনুজবিজয়-কেতু। নেহারি দুঃখেতে
দৈত্যনাথ স্বহস্তে ধরিলা সে পতাকা;
ধীরগতি আলয়ে ফিরিলা চিন্তাকুল।

ষোড়শ সর্গ

নিকুঞ্জ সুন্দর, নন্দন ভিতর,
চারু শোভাময় মুনি মোহকর,
নবীন পল্লবে ঝর ঝর ঝর
নিনাদ মধুর; থর থর থর
মঞ্জরী দোলে।
সুগন্ধ-মোদিত নিকুঞ্জ কাননে
সুমন্দ মারুত আনন্দিত মনে
চলিয়া চলিয়া মধুর নিস্বনে
ছুটিছে চৌদিকে—পড়িছে সঘনে
কুসুম-কোলে॥
হাসে ফুলকুল তরুণ সুন্দর;
সুললিত শোভা, রসে ভর ভর,

শ্বেত রক্ত নীল পীত কলেবর
থরে থরে থরে—হাসি মনোহর
মুকুল-মুখে।
ঝরে সুধাকণা তনু স্নিগ্ধ করি
ঝরে হিম যথা নিশিগন্ধা'পরি ;
ছোটে কুঞ্জময় মধুর লহরী
সঙ্গীত-বাদন—শ্রুতিমূল ভরি
অতুল সুখে॥
ডালে ডালে ডালে ডাকে পাখীকুল ;—
স্বরগ-বিহঙ্গ আনন্দে আকুল ;
কেলি করে সুখে খুঁটিয়া মুকুল
উড়ি ডালে ডালে ; কুরঙ্গ ব্যাকুল
বেড়ায় ছুটে।
ভ্রমে পঞ্চবাণ, পিঠে পুষ্পধনু
হাতে পুষ্পশর, সুমোহন তনু,
অরুণ অধরে প্রভাতয়ে জনু
সুহাসি বিজুলী ; নেত্র-কোণে ভানু
তরঙ্গে লুটে॥
ঐন্দ্রিলা কহিছে "শুন হে মদন,
রচিলা নিকুঞ্জ বাসনা যেমন ;
আশার(ও) অধিক এ সুরভি বন
ত্রিদিবে অতুল—সফল সাধন
তোমার স্মর।
দৈত্যপতি হেরি এ কুঞ্জ সুন্দর
বাখানিবে তোমা, শুন গুণধর,
রণশ্রান্ত যবে মহাদৈত্যবর
ফিরিবে এখানে ;—রতি-মনোহর
সুখে বিহর॥"
বলি কুঞ্জে পশি, ঐন্দ্রিলা সুন্দরী
হাসে চারু হাসি সুদর্পণ ধরি ;

হাসে চারু হাসি পীন-পয়োধরী
হেরি বিম্বাধর,—অপাঙ্গ-লহরী
নয়নে খেলা।
"বামা আমি, অহে দৈত্যকুলেশ্বর"
কহে দৈত্যরামা অর্দ্ধ-মৃদু-স্বর,
"শচী ছাড়ি নাথ, আমায় কাতর
করিবে ভেবেছ—ইচ্ছায় আমার
এতই হেলা॥
আমি, দৈত্যনাথ, রমণী তোমার,
বাসনা পুরাতে আছে অধিকার
তোমার(ও) যেমন তেমতি আমার,
হে দনুজপতি, দেখিবে এবার
বামা কেমন।"
হেন কালে শুনি ভূষণের ধ্বনি
ফিরিলা ঐন্দ্রিলা—যেন ভুজঙ্গিনী
ডমরুর রবে, ফিরয়ে তখনি
ফণা দুলাইয়া—ভাবিয়া ইন্দ্রাণী
করে গমন॥
দেখিলা একাকী অনঙ্গমোহিনী
রতি আসে ধীরে, বাজিছে কিঙ্কিণী ;
চিন্তা-অবনত চারু চন্দ্রাননী—
যথা সূর্য্যমুখী, যবে সে যামিনী
হয় আগত।
জিজ্ঞাসে ঐন্দ্রিলা "মদন-মহিলা,
ইন্দ্রপ্রিয়া শচী কোথায় রাখিলা ?
বাসব-বনিতা, কহ, কি কহিলা
শুনে সে বারতা,—শিরোপা কি দিলা
মনের মত॥"
"দৈত্যেশ-মহিষি, আমি তব দাসী,
কেন ব্যঙ্গ কর, মুখে নাই হাসি ;

ইন্দ্রের কামিনী যে অভিমানিনী
জান ত সকলি—গন্ধর্ব্ব-নন্দিনি,
শচী না আসে।
না চাহে মোচন, চির কারাবাসে
রবে ইন্দ্রজায়া—এ স্বর্গ-নিবাসে,
শচী নাহি চাহে আপন মঙ্গল
দনুজ-প্রসাদে—সহিবে সকল
না ভাবে ত্রাসে ॥"
প্রফুল্ল-আনন গন্ধর্ব্ব-কুমারী
নয়ন-কোণেতে রতিরে নেহারি,
খেলায়ে অপাঙ্গে তড়িত-তরঙ্গ
দংশিলা অধর—করি গ্রীবাভঙ্গ
ক্ষণেক থাকি ॥
কহিলা, "কি, রতি, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী
না আসিবে হেথা? সাবাস মানিনী।
বৃথা কি হবে সে অসুরের বাণী
'শচীর উদ্ধার'?—যাব লো আপনি
এ সব রাখি ॥
সাজা দেখি, রতি, ভাল ক'রে মোরে,
কেশ-বেশন্যাস আসে ভাল তোরে;
সাজা লো তেমতি যেন হাসিডোরে
বাঁধি দৈত্যরাজে—রতি, মন ভ'রে
সাজা আমায়।
জিনিয়া সমর ফিরিলে অসুর,
রণশ্রান্তি তাঁর করিব লো দূর
এ নিকুঞ্জ-বনে।—মরি কি মধুর
মদন-কৌশল! মরি কি প্রচুর
সুগন্ধ বায়!"
সাজাইলা রতি গন্ধর্ব্ব-কুমারী,
(ধন্য রতি, তোর গুণে বলিহারি!)

নীলোৎপল যথা ধু'লে ধারাবারি—
ঐন্দ্রিলার মুখ ; অলকার সারি
ভ্রমর তায় ।
সাজিলা ঐন্দ্রিলা ; মধুর মাধুরী
বসন ভূষণে পড়ে যেন ঝুরি ;
পড়ে যেন ঝুরি চারু পয়োধরে ।
লাবণ্য-তরঙ্গ থরে থরে থরে
নাচিল পায় !
বসন্ত-সময়ে কিবা সাজে রতি
ভুলাতে কন্দর্পে—রূপকুলপতি ?
শিবের সমাধি ভাঙ্গিতে পার্ব্বতী
সাজিলা বা কিবা ? মোহিনী যুবতী
সুধা-তুমুলে ?
নিন্দিয়া সে সব ঐন্দ্রিলা রূপসী
সাজিলা সুন্দর, বাসে কটি কসি ;
কুন্তলে রতন ঝলিছে ঝলসি
তারকার মালা—মন্মথপ্রেয়সী
আপনি ভুলে !
অসুর-মোহিনী নেহারে মুকুরে
সে বেশ-লাবণ্য, গরবেতে পূরে ;
শচীরে পাইবে ভুলায়ে অসুরে
ভাবিল নিশ্চিন্ত ; কোকিলা-কুহরে
কহে, "লো রতি,
সাজা এইখানে যত অলঙ্কার,
যত বেশভূষা আছে লো আমার ;
রতন-মুকুট, মণিময় হার,
জয়লব্ধ ধন,—ধনেশ-ভাণ্ডার
ঢাল যুবতি ॥
আন যান, পুষ্পরথ, অশ্ব, গজ,
নেতের পতাকা, হেমময় ধ্বজ ;

আন বীণা, বেণু, মন্দিরা, মুরজ,
আমার যা কিছু ;—মানস-পঙ্কজ,
ফুটাব আজ।
বল্ চেড়ীদলে সশস্ত্র সাজিয়া
দাঁড়াক সকলে এখানে আসিয়া,—
ত্রিজটা, ত্রিগুণা, কপালী, কালিকা,
যে যথা আছে লো গন্ধর্ব্ব-বালিকা
দানবী-সাজ।
যাও, হে অনঙ্গ, ফিরিলে অসুর
জানাই(ও) বারতা, নিকুঞ্জে মধুর
ভ্রমি কিছু কাল।"—বাজিল ঘুঙ্ঘুর
নাচিয়া কটিতে—চরণে নূপুর
মধুর তায়।
"ঐন্দ্রিলার গতি কে ফিরাতে পারে"
কহিলা দানবী মৃদুল ঝঙ্কারে ;
"হে দনুজনাথ, ঐন্দ্রিলা হে নারে
বাসনা ছাড়িতে—বাসব-প্রিয়ারে
ধরাব পায়।"
হেন কালে কাম কহিলা সংবাদ
ফিরিছে দৈত্যেন্দ্র সাধি নিজ সাধ
জিনিয়া সমরে—যথা সে নিষাদ
উজাড়ি অরণ্য, পূরাইয়া সাধ
কুটীরে যায়॥
সুগম্ভীর গতি, অতি ধীর ভাব,
ভাবে দৈত্য মনে "এ জয়ে কি লাভ ?
সমূহ বাহিনী সংগ্রামে অভাব
করিল অমর—এ রূপে দানব
ক দিন রবে ?
আমি যেন রণে লভিনু বিজয়,
আমার(ই) যেন এ শরীর অক্ষয়,

প্রান্তি রণে যদি দৈত্যকুল ক্ষয়
হয় হেন রূপে—কারে লয়ে জয়
ভুঞ্জিব তবে ?”
চলিল ঐন্দ্রিলা আশু বাড়াইয়া,
বসন্ত-সখারে সংহতি লইয়া,
চলন-ভঙ্গিতে তরঙ্গ তুলিয়া
ভুলায়ে কন্দর্প—মধুর অমিয়া
হাসিতে ঢালি।
দিলা আলিঙ্গন প্রফুল্ল লোচন :
নেহারি অসুর দানবী-বদন
ভুলিলা সকল ভাবনা-বেদন
যা ছিল অন্তরে—নিমেষে ক্ষালন
মনের কালি।
কহিলা, “ঐন্দ্রিলে, এ কি মনোহর
শোভা হেরি আজ। মরি কি সুন্দর
রুধিরে ফুটিছে সু-ওষ্ঠ, অধর—
অরুণের রাগে। তনু-স্নিগ্ধকর
এ ভুজলতা।”
“রণশ্রান্তি, নাথ, ঘুচাতে তোমার,
আমার আদেশে বিরচিলা মার
মধুর নিকুঞ্জ ; শোভা হেরি তার
সাজিনু আপনি!—রণচিন্তা-ভার
ঘুচাব চল।”
রুণু রুণু ধ্বনি কিঙ্কিণী, নূপুরে,
আশু হৈলা ধনী ধীরে ধীরে ধীরে,
অলীঘল-তনু এবে দৈত্যবরে
বাঁধি ভুজপাশে—চারু অঙ্গে ঝরে
শশাঙ্ক-আলো।
প্রবেশি নিকুঞ্জে শিহরে দানব।
চারি দিকে মৃদু মধুর সুরব,—

যেন উথলিছে মাধুরী-অর্ণব
চলিয়া চৌদিকে !—মুকুল, পল্লব,
অনঙ্গ-শর।
অচেতন দৈত্যে ভুঞ্জিয়া মাধুরী !
জাগাইল হাসি ঐন্দ্রিলা সুন্দরী ;
রণ-শ্রান্ত শূরে স্বরে শান্ত করি,
চলিলা ভ্রমণে—ভুজপাশে ধরি
অসুরবর ॥
কিছু দূরে গিয়া কহে দৈত্যরাজ
"এ কি হেরি, প্রিয়ে, তব ভূষা, সাজ !
কেন এ সকল কেন হেথা আজ
পড়িয়া এ ভাবে ? চেড়ীরা সসাজ !—
এ কি সমর ?"
"কোথা তবে আর রাখিব এ সব,
কহ শুনি অহে হৃদয়-বল্লভ !
কার গৃহ, হায়, ভবন ও সব
দেখিছ ওখানে ?—অমর-বিভব !
শচী-ভবন !
অমরার রাণী !—ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী !
কহিলা রতিরে, কহিলা বাখানি,
এ ভুবন তার !—কহিলা কি জানি
তস্কর আমরা ?—চাহে না সে ধনী
কারা-মোচন।
'দৈত্য-বাক্য ছার'—কহিলা আবার
'কারামুক্তি, হায়, কে করে রে কার ?'
শুন হে দানব, পুলোমকন্যার
এ সুখ-ঐশ্বর্য্য !—তার(ই) অধিকার
হেথা সকলি !
কি জানি কখন্ আসিবে সে ধনী,
মনোদুখে তাই আইনু আপনি

লতার নিকুঞ্জে !—ছাড়িব যখনি
শচী আজ্ঞা দিবে।”—নীরব রমণী
এতেক বলি।
শুনিতে শুনিতে ক্রোধেতে অধীর
বাড়িতে লাগিল অসুর-শরীর
পর্ব্বত-আকার, নিশ্বাস-সমীর
বহিল সবেগে—কহিল গম্ভীর
“রতি কোথায় ?”
রতি কাঁপি কাঁপি আসি দৈত্যপাশে
কহে—“ইন্দ্রপ্রিয়া রবে কারাবাসে ;
নাহি চাহে শচী আপন মঙ্গল
দৈত্যেশ-প্রসাদে—সহিবে সকল
থাকি এথায়।”
রক্তবর্ণ আঁখি ঘুরিল সঘনে,
ফুলিল অধর ভীষণ বদনে,
কড় কড় ধ্বনি রদনে রদনে
উঠিল বিকট—কহিলা গর্জ্জনে
ভীম অসুর।
“আমার আদেশ হেলিলি ইন্দ্রাণি ?
বিফল করিলি দৈত্যরাজ-বাণী ?”
বলি’ ছিঁড়ি কেশ দুই হস্তে টানি
ছুটিল হুঙ্কারি ;—হেরি দৈত্যরাণী
বামা চতুর।
নিল ফুলধনু আপনার হাতে ;
বাঁকাইল চাপ (ফুলবাণ তা’তে)
আকর্ণ পূরিয়া ; বসি হাঁটু গাড়ি
(সাবাস সুন্দরি !) বাণ দিল ছাড়ি
ঈষৎ হাসি।
অব্যর্থ সন্ধান ! মদনের বাণ
আকুল করিল দনুজ-পরাণ ;

ফিরিয়া দেখিল স্থির সৌদামিনী
হাসিছে ঐন্দ্রিলা—দানব-কামিনী
লাবণ্য-রাশি।
দাঁড়াইলা শূর। আসিয়া নিকটে
ঐন্দ্রিলা কহিলা মধুর কপটে
"এ নহে উচিত, হে দনুজনাথ,
তুমি যাবে সেথা করিতে সাক্ষাৎ
শচীর সনে।
তবে গর্ব্ব তার হবে যে সফল—
সেই স্বর্গরাণী। হবে কি বিফল
দাসীর আদেশে দৈত্যরাজ-বল?
ঐন্দ্রিলা-বাসনা জান ত সকল,
আছে ত মনে।"
কহে দৈত্যপতি "তোমায়, সুন্দরি,
দিলাম সঁপিয়া ইন্দ্র-সহচরী;
যে বাসনা তব, তার দর্প হরি,
পূরাও মহিষি;—ফণা চূর্ণ করি
আনো ফণিনী।"
হরষে উন্মত্ত হাসিল ঐন্দ্রিলা;
সুখে দৈত্যবরে আলিঙ্গন দিলা;
চেড়ীদল সঙ্গে গরবে চলিলা
গজেন্দ্র-গমনে; কটাক্ষে হানিলা
ঘোর দামিনী।

সপ্তদশ সর্গ

দেবারি দনুজনাথ দৈত্যসভা-মাঝে
বেষ্টিত অমাত্যবর্গ; সমর-কুশল
মহাবল সেনাপতিবৃন্দ চারি ধারে।
নিকটে বসিয়া ধীর সুমিত্র ধীমান্

কহিছে গম্ভীর স্বরে—"দৈত্যকুলেশ্বর,
দিন দিন মরে দৈত্য দেবের উৎপাতে ;
মরিলা যে কত, হায়, না হয় গণনা—
বীরবংশ ধ্বংসপ্রায় দেবতার তেজে।

ক্রমে দর্প, সাহস বাড়িছে দেবতার ;—
বাড়ি' বরিষায় যথা তরঙ্গিণী-ধারা
ধায় রঙ্গে ভাঙ্গি বাঁধ দুকূল উছলি,
গৃহ, শস্য, পশু, প্রাণী নাশি অগণন।

হের দুর্নিবার তেজে জয়ন্ত, অনল,
সমরে অসুরে জিনি অসম সাহসে
প্রবেশিলা পূর্ব্ব দ্বারে—সজ্জিলা প্রাচীর
অসংখ্য অমর-সৈন্য ; হে দৈত্যশেখর,

অর্দ্ধেক অমরাবতী ভুজবলে দেব
অধিকার কৈলা এবে। উত্তর তোরণে,
আবার সাজিছে রণে দেবসেনাপতি—
মহারথী কুমার, বরুণ, সূর্য্য, বায়ু।

ভাবিলা, হে দনুজেন্দ্র, পলাইলা তারা
লুকাতে ত্রিশূল-ভয়ে পাতালে আবার,
সে আশা নিষ্ফল, প্রভু, ইন্দ্রজালে ছলি
করিছে কপট রণ অমর মায়াবী।

হৈলা দেব অসুর-কণ্টক। কি উপায়ে,
বুঝিতে না পারি, হায়, এ সুবর্ণ-পুরী
হবে সুররথী-শূন্য—দুঃসহ সমর
সহিবে ক দিন আর এরূপে দানব?"

দানবকুল-ঈশ্বর বৃত্রাসুর তবে—
"সত্য যা কহিলা, মন্ত্রি! কিন্তু কহ, সুধি,

কি ফল বাঁচিয়া স্বর্গ ছাড়ি ?—যার লাগি
কত তপ কৈম্ব কত যুগ নিরাহারে ;

জিনিতে সমরে যায় কত মহারথী
দৈত্যবীরকুলশ্রেষ্ঠ ত্যজিলা পরাণ ;
যার লাগি অসংখ্য অসংখ্য দৈত্যসেনা
পড়ে রণে, বীরদর্পে, শমনে না ডরি।

জনম বীরের কুলে—মরণ(ই) সফল
শত্রু ঘাতি রণস্থলে ! হে সচিবোত্তম,
কে কোথা রাজত্ব ভুঞ্জে বিনা যুদ্ধ পণে—
মৃত্যুভয়ে সমরে বিরত কবে শূর ?

কবে সে বীরের চিত্তে কৃতান্তের ভয়
হানিতে সমরে শত্রু ? ত্যজিতে পরাণ
যুঝি রঙ্গে রিপু সঙ্গে সমর-প্রাঙ্গণে ?
শুন, মন্ত্রি, যত দিন এ দনুজকুলে

একমাত্র অস্ত্রধারী থাকিবে জীবিত,
পারিব ধরিতে অস্ত্র এ প্রচণ্ড ভুজে,
বহিবে রুধির-স্রোত এ দেহে আমার,—
নহি ক্ষান্ত তত দিন এ দুরন্ত রণে।"

হেন কালে রুদ্রপীড়, বীর-চূড়ামণি,
মণ্ডিত সমর-সাজে আসি দাঁড়াইলা
নতশির, পিতার সম্মুখে কর যুড়ি।
শীর্ষক উজ্জ্বল শিরে, অঙ্গে সুকবচ,

রত্নময় অসিমুষ্টি ঝলসে কটিতে—
সারসনে ; পৃষ্ঠদেশে নিষঙ্গ ঝলসে।
কহিলা, "হে তাত, তোমা দেখাতে এ মুখ,
পাই লাজ ; হে বীরেন্দ্র, তব পুত্র আমি

চির অরিন্দম রণে—সমরে হারিনু
নারিনু রক্ষিতে পুরী তিন দিন কাল।
হারিনু অনল-হস্তে! জয়ন্ত বালক
অধিকার কৈল দ্বার রক্ষিত আমার!

রণে ভঙ্গ দিল, পিতঃ, দনুজবাহিনী—
আমি যার সেনাপতি! জীবিত থাকিয়া
তাহা চক্ষে নিরখিনু! এ নিন্দা ঘুচাব,
ত্রিলোকবিজয়ী দৈত্য-পতি, রণস্থলে;

সমর-বহ্নিতে—যথা দাবাগ্নিতে বন—
দহিব অমর-সৈন্য; সমর-কুশল
জিনিব অনল দেবে—জয়ন্তে জিনিব;
নতুবা, হে তাত, এই শেষ দরশন

ও চরণ-অরবিন্দ!—আজ্ঞা দেহ সুতে।”
বলি পিতৃপদ-ধূলি ধরিলা মস্তকে।
শুনিয়া পুত্রের বাণী বৃত্রের নয়নে
দেখা দিল বাষ্পবিন্দু; দ্বিভুজ প্রসারি

পুত্রে দিলা আলিঙ্গন, কহিলা দৈত্যেশ—
“এ প্রতিজ্ঞা, বীরশ্রেষ্ঠ, উচিত(ই) তোমার,
দনুজ-কুলতিলক পুত্র রুদ্রপীড়!
চির অরিন্দম তুমি—কিন্তু শুনি পুনঃ

সুরেন্দ্র আসিছে রণে, পশিবে সত্বর
অমরায়—সুরনাথ দুর্জ্জয় সমরে;
না পারে যুঝিতে তারে ত্রিভুবনে কেহ,
মৃত্যুঞ্জয়ী বৃত্র বিনা, রক্ষঃ, সুরাসুরে।

তার সনে সমরে পশিবি একা তুই?—
রে সুধন্বি, একমাত্র পুত্র তুই মম।”

বলি পুনঃ গাঢ়তর দিলা আলিঙ্গন
রুদ্রপীড়ে বক্ষে ধরি দনুজ-শেখর।

কহিলা আবার ছাড়ি ঘন দীর্ঘশ্বাস
"কিন্তু বীর তুই—বীরপুত্র—মহারথী—
কেমনে নিবারি তোরে ? কেমনে বা বলি
যাও, বৎস—দৈত্যকুল-রবি, অস্তে যাও।"

"হে পিতঃ" কহিলা বৃত্র-নন্দন তখন
"কি ফল জীবনে, হেন কলঙ্ক থাকিতে ?
কি ফল তোমার(ই), তাত, হেন বংশধরে ?
নিন্দা যার আজীবন ত্রিলোক ঘুষিবে,

হাসিবে অসুর, সুর যক্ষ যার নামে—
জীবনে, জীবন-অন্তে, জগতে ঘৃণিত !
ত্রিলোকবিজয়ী পিতঃ, কহিবে সকলে,
কুলাঙ্গার,—কাপুরুষ—তনয় তাঁহার।

পলাইলা প্রাণভয়ে—না ফিরিলা রণে
পুনর্ব্বার ! এ কলঙ্ক নহিলে মোচন
জীবন নিষ্ফল মম ! হে দনুজনাথ,
মরিব বীরের মৃত্যু সমরে পশিয়া।"

উৎসাহ-প্রফুল্ল নেত্রে, আনন্দে অসুর,
নিরখিলা পুত্রমুখ ছটা-বিমণ্ডিত—
ভানু-বিমণ্ডিত যথা কনক-অচল
সহস্র-কিরণমালী উদিলে শিখরে !

কহিলা সম্বরি বেগ "না নিবারি তোমা,
যাও রণে অরিন্দম, পুত্র, রণজয়ী ;
পালো বীরধর্ম্ম—ভাগ্যে যা থাকে আমার।"
বলি কৈলা আশীর্ব্বাদ অশ্রুবিন্দু মুছি।

বন্দি পদ জনকের আনন্দে চলিলা
রুদ্রপীড় ; জননী-নিকটে গেলা দ্রুত।
দেখিলা ঐন্দ্রিলা চেড়ীদলে সুসজ্জিতা
চলে মন্দাকিনী-তীরে শচীরে বান্ধিতে।

আনন্দে জননী-পদ বন্দিলা বীরেশ ;
কহিলা "জননি, সুতে দেহ পদধূলি,
দিলা আশীর্ব্বাদ পিতা ;—প্রতিজ্ঞা আমার
নির্দ্দেব করিব স্বর্গ-পুরী। কিন্তু, মাতঃ,

কে কহিতে পারে ক্রূর সমরের গতি,
না হেরি যদ্যপি আর ও পদযুগল,
ও পদযুগলে, মাতঃ, এ মিনতি মম
রেখো মা, চরণে ইন্দুবালা সরলারে,

পতিগতপ্রাণা সতী স্নেহেতে পালিতা,
রক্ষা করো, জননি গো, স্নেহদানে তারে।"
হায় রে, ঝরিল অশ্রু বীরেন্দ্র-নয়নে।
স্মরি সে হৃদয়-ইন্দু—ইন্দুবালা-মুখ।

এ বিদায়ে কার, হায়, না আর্দ্রয়ে হিয়া ?
ঐন্দ্রিলার(ও) শিলাময় হৃদয় তিতিল ;
বাষ্প-বিন্দু নেত্রকোণে, কহিলা দানবী
তনয়ের মুখঘ্রাণ ল'য়ে ঘন ঘন,

"এ অশুভ কথা, বৎস, কেন রে শুনালি ?
কাজ কি সমরে তোর ? একা দৈত্যনাথ
নাশিবে অমরকুল শঙ্কর-ত্রিশূলে।—
দৈত্যকুল-পঙ্কজ, সমরে নাহি যাও।"

"না, মাতঃ, অন্তর জ্বলে অনন্ত শিখায়
সুরহস্তে হারি রণে, নির্ব্বাণ-আহুতি

সমর্পিব এবে তায় অমরে দণ্ডিয়া ;—
তনয়ের শেষ ভিক্ষা মনে রেখো, মাতঃ !

পেয়েছি চরণধূলি জনকের ঠাঁই,
দেহ পদধূলি তব।" এতেক কহিয়া
ভক্তিভাবে প্রণমিলা জননী-চরণে !
পুত্র কোলে করি স্নেহে দানব-মহিষী

বান্ধিলা শীর্ষক-চূড়ে বিল্ব সচন্দন,
কহিলা আশ্বাসি "বৎস, এ অর্ঘ্য সতত
অলক্ষ্যে রক্ষিবে তোরে—এ মম আশীষ ;
যাও রণে, রণজয়ী অরিন্দম বীর।"

হেথা চারু ইন্দুবালা, কল্পতরু-মূলে,
(শুভ্র কুসুমের মালা লুটিছে উরসে)
বসি শ্বেত শিলাতলে, সখিদলে মেলি,
শুনিছে রণসংবাদ ভাসি অশ্রুনীরে।

আহা, সুমলিন মুখ ! হৃদয় কাতর !
যেন রে নিদয় কেহ বিহঙ্গ ধরিয়া
হেমন্তের দেশ হ'তে আনিলা গ্রীষ্মেতে !
ভাবিছে দানববালা তেমতি আকুল !

কে পারে সহিতে, প্রাণ সুকোমল যার,
সমরের ঘোর শিখা—জ্বলিলে চৌদিকে ?
অহরহ দিবানিশি রণ-কোলাহল ?
করুণ ক্রন্দনাঘাত নিত্য শ্রুতিমূলে ?

কহিতে লাগিলা শেষে ব্যাকুল হইয়া
"কত দিনে, হায়, সখি, এ সমর-স্রোত
শুকায়ে নিঃশেষ হবে ? কত দিনে, পুনঃ
ধরিবে পূর্ব্বের ভাব এ অমরাবতী ?

পুত্রশোকাতুরা, আহা, মাতার রোদন,
সখি রে, বিদরে হিয়া !—বিদরে লো প্রাণ
স্বামিহীনা রমণীর করুণ ক্রন্দন !—
ভগিনীর খেদ-স্বর ভ্রাতার বিয়োগে ।

হায়, সখি, বল তোরা—বল কি উপায়ে
দনুজের এ দুর্দ্দশা ঘুচাইতে পারি ?
এ দেহ করিলে দান হয় যদি বল
নিবাই সমরানল তনু সমর্পিয়া ।

সখি রে, বুঝিতে নারি, কিরূপে এ সব
অসুর-অমর-কুলে মহাবীর যত
(নিদয় নহে লো তারা) আপনা পাশরি
জীবনঘাতক অস্ত্র হানে পরস্পরে ?

না ভাবে মমতা লেশ, নাহি ভাবে দয়া,
সদাই উন্মাদপ্রায় নিঠুর সমরে ;
হানি অস্ত্র বধে প্রাণী, ভাবে না অন্তরে
কত যে যাতনা জীবে—জীবন-নিধনে ।

সমর-সুরাতে, হায়, অমর, দানব,
হয় কি এতই, সখি, অজ্ঞান উন্মাদ ?
কিম্বা, কি সে পরাণীর(ই) প্রকৃতি দ্বিভাব—
কুটিল, কপটাচারী প্রাণীমাত্র সবে ?

কেমনে বা ভাবি তাহা ? হৃদয়বল্লভ
আমার যিনি লো সই, কপটতা তাঁরে
না পরশে কোন কালে—তবু কি কারণ
সমরে নাশিতে প্রাণী না হন বিমুখ ?

দিব না দিব না নাথে সমর-প্রাঙ্গণে
প্রবেশিতে পুনরায় ; রাখিব বাঁধিয়া

হৃদয় উপরে এই ভুজলতা-পাশে—
নিদারুণ হ'তে তাঁরে দিব না লো আর।"

হেন কালে রুদ্রপীড় বৃত্রের তনয়
সজ্জিত সমর-সাজে, সুধীর-গমন,
অধোমুখে ধীরে ধীরে উদ্যানে প্রবেশি,
অগ্রসর ক্রমে সেই কল্পতরু-মূলে।

দূর হৈতে দেখি পতি, উঠিয়া শিহরি,
ছুটিলা উতলা হয়ে ইন্দুবালা বামা;
পড়িলা বক্ষেতে তাঁর বাহু জড়াইয়া,
তরুলতা তরুদেহ ঘেরে যথা সুখে।

কহিলা—কোকিলাধ্বনি কণ্ঠে কুহরিল,
(হায়, যবে ভগ্ন-স্বরে ডাকে পিকবধূ)
কহিলা "হে নাথ, কেন দেখি হেন সাজ!—
রণসাজে কেন পুনঃ সাজালে সুতনু ?

এখন(ও) সমর-ক্লেশ দূর নহে তব ;
এখন(ও) নিশিতে, নাথ, নিদ্রা নাহি যাও ;
কত স্বপ্ন সারা নিশি শুনাও প্রাণেশ—
আবার এ বেশ কেন দহিতে আমায় ?

ছলিতে আমায় বুঝি সাধ ছিল মনে—
ইন্দুবালা ভাবে ভয় সমরের বেশে,
তাই ভয় দেখাইতে, আইলে প্রাণেশ ?
খোল, প্রভু, রণসাজ—না পারি সহিতে!

কি নিষ্ঠুর, হায়, তুমি!—ললনা-হৃদয়
মথিতে আইলে, প্রিয়, ছলনা করিয়া!
ত্যজ রণসাজ শীঘ্র ; দেখা(ই)ও না আর
বিভীষিকা, তরুণীর হৃদয় তাপিতে।"

"প্রেয়সি, নিষ্ঠুর আমি, সত্যই কহিলা ;
পালিতে বীরের ধর্ম্ম, দিলাম বেদনা
তোমার হৃদয়ে, প্রিয়ে,—লভিতে বিদায়
এসেছি, বিদায় দেহ যাই রণস্থলে।"

"যাবে নাথ"—বলি, ধীরে চারু চন্দ্রাননী
তুলিলা বদন-ইন্দু পতিমুখ-তলে ;—
প্রদোষ-কমল যথা মুদিতে মুদিতে,
নেহারে শিশিরে ভিজি অস্তগত ভানু !

"যাবে নাথ ?—যাবে কি হে ছিঁড়িয়া এ লতা ?
বেঁধেছি তোমায় যাহে এত সাধ করি !
ছিঁড়ে কি হে তরুবর, ঘেরে যদি তায়
তরুলতা, ধীরে ধীরে আশ্রয় লভিয়া ?

ছিঁড়িলে, তবুও, নাথ, লতিকা ছাড়ে না—
গতি তার কোথা আর বিনা সে পাদপ ?
কোথা, নাথ, বলো বলো তরঙ্গের গতি
বিনা সে সাগরগর্ভ ? হে সখে, নির্ঝর

খেলিতে না বাসে ভাল শৈলঅঙ্গ বিনা ;
শত ফেরে ঘেরি তারে করয়ে ভ্রমণ
ঝর ঝর নাদে সদা—তেমতি হে আমি
থাকিব তোমার এই হৃদয়ে জড়ায়ে !"

শুনি, স্নেহভরে বীর ধরিলা তরুণী,
চারু চন্দ্রানন চুম্বি, ফেলি অশ্রুধারা ;—
শুকাইল ইন্দুবালা ! নিদাঘে যেমন
শুকায় কুসুমলতা ভানুর পরশে।

কহিলা সরলা বালা—নয়নের জলে
ভিজিল বীরের বর্ম্ম, হৈম সারসন—

"যাবে যদি, নাশো আগে এই লতাকুল
পালিনু যে সবে দোঁহে যত্নে এত দিন ;

এই পুষ্প-তরুরাজি, কিসলয়ে ঢাকা—
হের দেখ কত পুষ্প দুলি ডালে ডালে
অধোমুখে ভাবে যেন দুঃখিনীর কথা—
স্বহস্তে অর্জ্জিনু যায় কতই আদরে।

নাশো আগে এই সব বিহঙ্গমরাজি
রঞ্জিত বিবিধ বর্ণে—নয়নরঞ্জন।
প্রতি দিন পালিলা যে সবে দুগ্ধ-দানে ;
ক্ষুধার্ত্ত দেখিলে যায় হইতে কাতর।

নাশো এই সখীগণে, আজীবন যারা
সুখের সঙ্গিনী মম—আজীবন কাল
সম্প্রীতে পালিলা, সদা—সেবিলা, প্রাণেশ,
প্রাণ, মন, দেহ স্নেহ-রসে মিশাইয়া।

নাশো পরে এ দাসীরে, জীবন নাশিতে
নাহি ত তোমার মায়া, বীর তুমি, নাথ—
পাতিয়া দিলাম বক্ষ, হানো এ হৃদয়ে
সে রক্ত-পিপাসু অসি—রণে যাও বীর।"

বলি মূর্চ্ছাগত ইন্দুবালা ইন্দুমুখী ;
সখীরা যতনে পুনঃ করায় চেতন ;
রুদ্রপীড় স্নেহে চুম্বি অধর, ললাট,
শিবিরে চলিলা দ্রুত চঞ্চল গতিতে।

নীরবে, চাহিয়া পথ, থাকি কত ক্ষণ
কহিলা দানবকন্যা চারু ইন্দুবালা—
"হায়, সখি, সংগ্রামের মাদকতা হেন!
শিখিব সংগ্রাম আমি ফিরিলে প্রাণেশ।"

হায়, ইন্দুবালা, তুমি কি জানিবে বলো
জীবের হৃদয়ার্ণবে কি অদ্ভুত খেলা ?
মূর্ত্তিমতী সরলতা তুমি জীবকুলে।
দানবকুলের চারু কোমল নলিনী !

আকুল সরলা বালা—ব্যথিত চঞ্চল,
থাকিতে নারিলা স্থির স্নিগ্ধ শিলাতলে,
স্নিগ্ধ কুসুমের দাম অন্তরে নিক্ষেপি,
তরু-ছায়া ত্যজি গৃহে করিলা প্রবেশ।

পতিগত-প্রাণা সতী ভাবিলা তখন
করিবে শিবের পূজা—পতির মঙ্গল
কামনা করিয়া চিতে ; লভি শুভ বর
নিবারিবে চিত্তবেগ শান্তির সলিলে।

আজ্ঞা দিলা সখীগণে পূজা-আয়োজন
করিতে বিধানমত, পবিত্র আগারে ;
পরিলা সুপট্ট বাস, স্নানে শুচি-তনু,
প্রবেশিলা পূজাগারে সাধ্বী শুদ্ধমতি ;

সুবিল্ব, চন্দন, পুষ্পমাল্য, সুবসন
অর্পি শিবমূর্ত্তি'পরে, স্থির ভক্তি সহ
ধ্যানে শিবমূর্ত্তি ভাবি, জপি শিবনাম,
বর মাগিবার আগে উঠিলা সুন্দরী—

উঠিলা সবিল্ব জল ঢালিতে মস্তকে ;
ধরিলা মঙ্গলঘট ভক্তির উল্লাসে ;—
হায় রে, বিমুখ যারে বিধাতা যখন
কোন সে কামনা সিদ্ধ নাহি হয় তার !

সহসা কাঁপিল হস্ত দানববালার,
কাঞ্চন মঙ্গলঘট পড়িল খসিয়া

মহাদেব-মূর্ত্তি'পরে—খণ্ড খণ্ড হ'য়ে,
বিল্বপত্র, জল, পুষ্প ছুটিল চৌদিকে।

অধীর হইলা হেরি ইন্দুবালা সতী;
দর দর দুনয়নে ঝরিল সলিল;
শিহরিল শীর্ণ তনু; "হে শম্ভু" বলিয়া
ভূতলে পড়িল বামা স্বামিমুখ স্মরি।

সখীগণে মেলি সবে করি কোলাকুলি
পূজাগৃহ-বাহিরে লইল ইন্দুবালা;
রতি আসি নানা মত বুঝাইলা তায়;
সান্ত্বনা করিয়া কিছু, করিলা সুস্থির।

চেতন পাইয়া ঘন ফেলি দীর্ঘশ্বাস,
কহে দৈত্যরাজ-বধূ দারুণ আক্ষেপে—
"হে শঙ্কর উমাপতি, দাসীর কপালে
এই কি আছিল শেষে?—রতি লো, আমার

পতি-আরাধনা ভার এত কি মহেশে?
কি দোষে দোষী লো দাসী প্রমথেশ-কাছে?
পাব না কি, রতি, আর হৃদয়েশে মম—
জানি না সে পাদপদ্ম বিনা ত্রিভুবনে।"

কহিলা মদনপত্নী "হে দানব-বধূ,
ভাবিতে কি আছে হেন—এ অশুভ কথা
বদনে এনো না, সতি, ইথে অকুশল—
প্রিয়জন-অকুশল অশুভ চিন্তায়।

নাহি কি ভাবিতে অন্য—হৃদয়-বেদনা
জুড়াতে নাহি কি আর উপায়, সরলে?
সমদুঃখী পরাণীর যাতনা সকলি
ভুলিলে কি চারুমতি?—ভুলিলে শচীরে?

অমরায় ফিরে যবে আ(ই)লা তব প্রিয়
নৈমিষ অরণ্য হৈতে শচীরে বান্ধিয়া,
হে ইন্দুবদনা, তুমি কাঁদিলা কতই—
শচী-দুঃখে কত দুঃখ করিলা তখন।

সে পুলোম-কন্যা এবে নিভৃত মন্দিরে
নিরানন্দ দিবানিশি। ভুলি দুঃখ তার,
বৃথা ভয়ে হেন ভাবে ভাবিছ আপনি?-
আপন হৃদয়-ব্যথা এতই কি, সতি?"

রতিবাক্যে ইন্দুবালা সলজ্জবদনা,
স্মরি মনে মনে পতি, স্মরি শচীকথা,
অধোমুখে ভাবিতে লাগিলা অশ্রুমুখী ;-
হিমবিন্দু-সিক্ত যেন শশাঙ্ক মলিন।

অষ্টাদশ সর্গ

কুলু কুলু ধ্বনি!—চলে মন্দাকিনী ;
দেবকুলপ্রিয়, পবিত্র তটিনী ;
লতায়ে লুটিছে সুর-মনোহর
মন্দার দুকূলে—দুকূল সুন্দর
সুরভি বিমল ফুল-শোভায়।

যে ফুলের দলে সুরবালাগণে
হেলাইত তনু বিহ্বলিত মনে ;
না হেলিত ফুল সুর-তনু ধরি,
খেলিত যখন অমর অমরী
সিতপুষ্পরেণু মাখিয়া গায়॥

যখন অমরা ছিল অমরের,
সুরধামে দম্ভ ছিল না দৈত্যের ;
সুরবালা-কণ্ঠে সঙ্গীত ঝরিত,
যে গীত শুনিয়া কিন্নরী মোহিত ;
কন্দর্প অনঙ্গ যে গীত শুনে !

যখন পৌলোমী আখণ্ডল-বামে
বসিত আনন্দে চিরানন্দধামে ;
দেবঋষিগণ আনি পুণ্ডরীক
অমৃত হ্রদের—বাক্যে অমায়িক
দিত শচী-করে গরিমা গুণে ॥

সেই মন্দাকিনীতীরে ম্রিয়মনা,
মন্দির-অলিন্দে, শচী সুলোচনা ;
কাছে সুহাসিনী চপলা সুন্দরী,
রতি চারু বেশে, বসি শোভা করি—
ঘেরেছে মাধুর্য্যে অমরা-রাণী ।

প্রভাতের শশী চারু ইন্দুবালা
শচীপদতলে, বসি কুতূহলা
হেরিছে শচীর বিমল বদন
শুনিছে কৌতুকে—বালিকা যেমন—
ইন্দ্রাণীর মৃদু মধুর বাণী ॥

কহিছে পৌলোমী কোথা ব্রহ্মলোক,
দেখিতে কিরূপ, কিরূপ আলোক
প্রকাশে সেখানে ; কিরূপ উজ্জ্বল
কনক-নির্ম্মিত ব্রহ্মার কমল,
সতত চঞ্চল কারণ-জলে !

কিবা অদভুত সে রেণু-সমুদ্র ;
বীচিমালা তায় কি বিপুল, ক্ষুদ্র ;
কত অপরূপ সৃজনের লীলা
প্রকাশ তাহাতে ; কিরূপ চঞ্চলা
পরমাণুময়ী মহী সে জলে ॥

কোথা বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠ-ভুবন ;
ভকতবৎসল কিবা জনার্দ্দন ;
কিবা সে লক্ষ্মীর অক্ষয় ভাণ্ডার,
কতই অনন্ত দান কমলার ;
কিবা শ্রীপতির পালন প্রথা ;

দেখিতে কিরূপ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ;
কি শোভা কৌস্তুভে—কেশব ভূষণ ;
কমলা-লাবণ্যে কি চারু মাধুরী,
ক্ষীরোদ মধুর যে মাধুর্য্যে পূরি ;
কিবা সুধাময় রমার কথা ॥

কৈলাস ভুবন কিরূপ ভৈরব ;
ভৈরব কিরূপ জটাধারী ভব ;
কিরূপে ত্রিশূলী করেন প্রলয়—
ত্রিলোক ব্রহ্মাণ্ড যবে রেণুময়—
প্রলয়-বিষাণ কিবা সে ঘোর !

কিবা দয়াময়ী শঙ্করগৃহিণী ;
ভবে শুভঙ্করী, দুর্গতিহারিণী ;
জীবদুঃখে উমা কতই কাতর,
কি দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, নর,
ভক্তজন-স্নেহে সদাই ভোর ॥

আগে সে কিরূপে বাসবে তুষিতে
বিধি, হরি, হর অমর-পুরীতে
আসিতেন সুখে—আসিতেন উমা,
রাগ-মাতা বাণী, রমা পদ্মালয়া
ইন্দ্রত্ব-উৎসব যে দিন স্বরে

ঘুচাইতে ইন্দুবালা-মনোব্যথা
শুনাইলা শচী সে অপূর্ব্ব কথা,
হরষে ত্রিদিব মাতিত যখন,
ধরি পঞ্চ তাল নিজে পঞ্চানন
গায়িতেন যোগী গভীর স্বরে ;

গণপতি জ্ঞানী সে গীত শুনিয়া,
ছাড়ি যোগ ধ্যান, ভাবেতে ডুবিয়া
মিশাতেন স্বর সে স্বর সহিত ;
কমলা উতলা, বিধি রোমাঞ্চিত
আনন্দে অধীরা ভবেশজায়া।

শুনি গূঢ় তন্ত্র হরিগান ভুলি,
ছাড়ি তুম্ব-যন্ত্র ঊর্দ্ধে বাহু তুলি,
নাচিত নারদ হরষে বিহ্বল,
পঞ্চ তালে ঘন ঘাতি করতল,
আনন্দ-সলিলে ভিজায়ে কায়া ॥

শুনাইলা শচী দনুজবালায়—
ত্রিদিবে আসিয়া থাকিত কোথায়
মনুষ্য-জীবনে সফল-সাধন
সাধু, পুণ্যশীল প্রাণী যত জন—
আত্মা-সুখ-ভোগ কিবা সেথায়

কহিলা ইন্দ্রাণী "শুন রে সরলে,
এই স্বর্গধামে আছে কত স্থলে,
সুপবিত্র ঋষি-আত্মা মোহকর
কত নিরুপম মাধুরী সুন্দর,
দিতিসুতগণ না জানে যায় ॥"

শুনি ইন্দুমুখী ইন্দুবালা বলে
"হে অমর-রাণি, আমি সে সকলে,
শুনাইলে যাহা মধুমাখা স্বরে,
পাব কি দেখিতে ?—শুনিয়া অন্তরে
কত কুতুহল উথলে, হায় !"

কাতর-হৃদয় কহে ইন্দ্রপ্রিয়া,
চারু ইন্দুবালা-চিবুক ধরিয়া,
মৃদুল নিশ্বাসে নাসিকা কম্পিত,
মৃদুল মধুর অধর স্ফুরিত,
বাষ্পবিন্দু ধীরে নয়নে ধায় ;—

"রহিল এ খেদ শচীর অন্তরে—
অনুগত জনে, মনে আশা ক'রে,
না পাইল ফল তাহার নিকটে।
বল, ইন্দুবালা, বল অকপটে
কি দিয়া এখন তুষি তোমায়।"

কহিলা সরলা সুশীলা দানবী,
(যেন নিরমল সরলতা-ছবি)
"ইন্দ্রপ্রিয়ে, মম চিত্তে অভিলাষ—
চিরদিন তব কাছে করি বাস,
বচনে তোমার সুখেতে ভাসি !

চল, দেবি, চল আমার আলয়ে,
আমি নিত্য তোমা গন্ধ পুষ্প লয়ে
করিব শুশ্রূষা ; হৃদয়ের সুখে
হেরিব সতত, শুনিব ও মুখে
বীণা-বিনোদন বচন-রাশি।

কেন, ইন্দ্রপ্রিয়ে, এ কারা-মন্দিরে
দুঃখে কর বাস ? আমি মহিষীরে
করি অনুনয়, রাখিব তোমারে
আপন আলয়ে—অশেষ প্রকারে
করিব যতন তোমার লাগি।

স্বামী গেলা রণে কাতর হৃদয়,
তোমা কাছে পেলে তবু স্নিগ্ধ হয়
এ দগ্ধ অন্তর—চল, সুরেশ্বরি,
আমার আলয়ে ; হে সুর-সুন্দরি,
নিকটে তোমার ইহাই মাগি।"

শুনি ইন্দ্রজায়া বাক্যেতে মৃদুল,
"হায় রে, সরলে, তুই দৈত্যকুল
করিলি উজ্জ্বল" কহিলা বিস্ময়ে,
নেহারি সঘনে, ব্যথিত হৃদয়ে,
তরুণীর আর্দ্র নয়নদ্বয়।

হেন কালে রতি চকিত, চঞ্চল,
(হরিণী যেমন কিরাতের দল
হেরিলে নিকটে) বলে, "ইন্দ্রপ্রিয়া,
হের দেখ অই—চেড়ীদল নিয়া
ঐন্দ্রিলা আসিছে বাঘিনী-প্রায় ;

"ইন্দুবালা, হায়, লুকা কোন(ও) স্থানে,
এখনি দানবী বধিবে পরাণে ;
না জানি ললাটে আমার(ই) কি ঘটে—
মহেন্দ্ররমণি, এ ঘোর শঙ্কটে
কি করি, সত্বর কহ উপায় ?"

ইন্দুবালা ভয়ে, রতির বচনে,
চাহি শচীমুখ কহে, "কি কারণে
লুকাইব আমি ? কেন, সুরেশ্বরি,
বধিবে আমায় দৈত্যেশ-সুন্দরী ?
কোন্ দোষে আমি দোষী গো তাঁয় ?"

উত্তর করিলা সুরেশ-রমণী,
(তানপূরাতারে যেন তারধ্বনি)
মীনকেতু-জায়া কি হেতু এ ভয়,
ইন্দ্রপ্রিয়া শচী অমরী কি নয় ?
নারিবে রক্ষিতে আশ্রিতে তার ?

যাও, লো চপলে, যেখানে অনল
রণজয়ী সুর—কহিও সকল,
কৈও তাঁরে মম আশীষ-বচন,
সত্বরে এথায় করিয়া গমন,
করুন দনুজ-বালা উদ্ধার।

থাকো অইখানে থাকো ইন্দুবালা,
কি ভয় তোমার ? কপটীর ছলা
শিখো না কখন(ও), মেখো না হৃদয়ে
পাপ-পঙ্ক হেন, কোন(ও) প্রাণী-ভয়ে ;—
কপট আচারে অনন্ত জ্বালা।

যাও কামবধূ, প্রাণে যদি ভয়,
লুকাইয়া থাকো ;—শচী রতি নয়,
দানবী-ঝঙ্কারে নহে সে অস্থির,
আছে সে সাহস এখন(ও) শচীর,
পারিবে রক্ষিতে এ চারু বালা।"

লুকাইল রতি। হেরে ইন্দ্রজায়া,
হেরে ইন্দুবালা, (যেন প্রাণী-ছায়া),
আসিছে সাজিয়া চেড়ীরা করাল,
কিরণে জ্বলিছে প্রহরণ-জাল,
ভাস্থ মাখি যেন তরঙ্গ-থর ;

চলেছে কালিকা ঘন-নিতম্বিনী
মৃহু মন্দ গতি—যেন কাদম্বিনী
বিজুলি পরিয়া করিছে নর্ত্তন—
জ্বলিছে কবচ ভীম দরশন,
হাতে প্রভান্বিত শাণিত শর।

চলেছে ত্রিজটা বিশাল-লোচনা,
সিন্দূরের ফোঁটা ভালে বিভীষণা,
ভীম ভল্ল হাতে—মদমত্ত করী
ধায় যেন রঙ্গে শুণ্ড উচ্চে ধরি—
ছলিছে ত্রিবেণী চলেছে বামা।

প্রচণ্ডা-কপালী চলে খড়্গ তুলি,
পৃষ্ঠদেশে কেশ পড়িয়াছে খুলি ;
চামুণ্ডা-করেতে অসি খরশান,
ধামলী-পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গেতে বাণ,—
চলে মহাদম্ভে শতেক রামা।

চেড়ীদল-সঙ্গে চলেছে রে রঙ্গে
ঐন্দ্রিলা সুন্দরী, লাবণ্য-তরঙ্গে
সুবর্ণ উজলি ; ঝরে যেন অঙ্গে
বিদ্যুত-লহরী—নয়ন অপাঙ্গে
খেলে কালকূট-গরলশিখা।

নিকটে আসিয়া, চিত্ত চমকিত,
নেহারে ঐন্দ্রিলা হইয়া স্তম্ভিত,
অমরার রাণী ইন্দ্রাণী-বদন ;
চারু দীপ্তিময় অতুল কিরণ
সুচিত্রে যেমন স্বপনে লিখা।

কোথা রে ঐন্দ্রিলে, তোর বেশভূষা ?
অভূষিত তনু জিনি চারু উষা
ভাতিছে আপনি ; প্রকাশিয়া বিভা
তনু-শোভাকর, মনের প্রতিভা
উছলি হৃদয় জ্বলিছে মুখে।

হায় রে মলিন শশাঙ্ক যেমন
হেরি দিনমণি, দানবী তখন
মলিন তেমতি শচীর উদয়ে,
ঈর্ষা-বিষ-দাহ জ্বলিল হৃদয়ে,
শচীরে নেহারি অধীর দুখে।

ক্ষণে ধৈর্য্য পেয়ে, চাহি ইন্দুবালা,
ঢালি নেত্রকোণে অনলের জ্বালা
কহিলা—"দানবকুল-কলঙ্কিনি,
বধূবেশে তুই কালভুজঙ্গিনী,
বসিলি রিপুর চরণতলে ?

আমার কিঙ্করী,—তার পদতলে
স্থান নিলি তুই ? অসুর-মণ্ডলে
অশ্রাব্য করিলি ঐন্দ্রিলার নাম,
পূরাইলি, হায়, শচী-মনস্কাম ?
কি কব হৃদয়ে গরল জ্বলে।

এখনি মুছায়ে এ কলঙ্ক-মসি,
ভিজাতাম তোর শোণিতে এ অসি,
কি বলিব, হায়, পুত্র-অনুরোধ
না দিলা লইতে সেই পরিশোধ—
চেড়ীহস্তে তোর বধিব প্রাণ।"

পরে ব্যঙ্গ স্বরে বলিলা—"ইন্দ্রাণি,
জানিতাম তুমি অমরার রাণী ;
বালিকা ছলিতে শিখিলা সে কবে ?
ঐন্দ্রজাল-শিক্ষা স্বর্গে আছে তবে ?—
হায়, এ ত্রিদিব অপূর্ব্ব স্থান।"

বলি, ক্রোধে ভীমা তুলিলা চরণ
শচী-বক্ষঃস্থল করি নিরীক্ষণ ;
বন্ধন ছিড়িয়া ছুটিল কুন্তল,
যেন ফণা তুলি দোলে ফণিদল ;—
সুন্দরী রমণী-ক্রোধ কি কটু।

চেড়ীদলে আজ্ঞা করিলা নিদয়া
বান্ধি আনি দিতে রুদ্রপীড়জায়া,
বান্ধিতে শৃঙ্খলে ইন্দ্রের অঙ্গনা ;—
ছুটিল কিঙ্করী করালবদনা,
ভীমাজ্ঞা পালিতে সতত পটু।

হেন কালে রণবেশে বৈশ্বানর,
চপলার সনে, আসিয়া সত্বর
বন্দিলা শচীরে ; জয়ন্ত কুমার,
করতলে অসি ধরি খরধার,
নমিলা আসিয়া জননীপদে।

পুত্রে কোলে করি শচী সুলোচনা,
বহ্নিরে তুষিলা, পীযূষ-তুলনা
বচনে মধুর ; চাহি ইন্দুবালা
অনলে কহিলা—"সত্বরে এ বালা
লয়ে কোন(ও) স্থানে রাখ বিপদে ;

বধিতে উহারে দানব-মহিলা
দেখ দাঁড়াইয়া," বলি, সুধাইলা
চাহি পুত্রমুখ, কুশল সম্বাদ ;
কোলে পেয়ে পুনঃ অসীম আহ্লাদ
যতনে নয়নে হৃদয়ে ধরে।

ইন্দ্রজায়া-বাক্যে হ'য়ে অগ্রসর
ইন্দুবালা-পার্শ্বে উগ্র বৈশ্বানর
চলিলা তখনি ; সতৃষ্ণ নয়নে
হেরে দৈত্যবধূ শচীর বদনে,
কপোল বাহিয়া সলিল ঝরে।

দেখি ইন্দুবালা-বদন-মুকুল—
হায় রে, যেমন নিদাঘের ফুল
নব তরুশিরে কিরণ-তাপিত—
পুরন্দরজায়া শচী ব্যাকুলিত,
হৃদয়ের বেগ ধরিতে নারে ;

ভাবিতে লাগিলা বুঝি আকিঞ্চন,
"কিরূপে একাকী করিবে গমন
চারু ইন্দুবালা ? এ চারু লতায়
স্নেহনীর দানে কে পালিবে, হায় ?
কে জুড়াবে তপ্ত হৃদয় তার ?"

অয়ি নিরুপমা সুরেশ-রমণি,
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড-মানসের মণি,
তব চিত্তে বিনা হেন মধুরতা
কার চিত্তে শোভে এ স্নেহ, মমতা
বিপক্ষ-বধূরে কে করে আর ?

জয়ন্ত শচীরে করি অনুনয়
বুঝাইলা কত—ত্যজি সে আলয়
জুড়াতে সন্তপ্ত হৃদয়ের তাপ ;
কহিলা "হা মাতঃ, এ দাসের পাপ
ঘুচাও আদেশ করিয়া দাসে,

নারিনু রক্ষিতে নৈমিষে তোমায়,
সে মনোবেদনা, জননি গো, যায়
এ কারা-বন্ধন ঘুচালে তোমার ;
আজ্ঞা কর, মাতঃ, দনুজবামার
দর্প চূর্ণ করি বাঁধিয়া পাশে।"

দনুজরাজেন্দ্র-বনিতা ঐন্দ্রিলা,
যথা বিস্ফারিত ধনুকের ছিলা,
ছিলা এত ক্ষণ ; সহসা তখন
সাপটি ধরিয়া তুলিলা ভীষণ
চামুণ্ডার দীপ্ত খর কৃপাণ,

মনঃশিলাতলে শচীতনুভাতি
প্রভাম্বিত যেথা, চরণে আঘাতি
সঘনে তাহায়, দাঁড়াইল বামা ;—
নিশুম্ভ-সমরে যেন দম্ভে শ্যামা
দাঁড়ায় নিনাদি বিকট স্বান।

হেরি ক্রোধে বহ্নি জ্বলিতে লাগিলা,
জয়ন্ত টংকারে কোদণ্ডের ছিলা ;
লজ্জিত আবার ভাবে দুই জনে
বামা-অঙ্গে শর হানিবে কেমনে,
কিরূপে দমন করে ভীমায়।

আসি হেন কালে দাঁড়ায় সম্মুখে
বীরভদ্র বীর, ব্যোম শব্দ মুখে,
হাতে মহাশূল, শিরে বহ্নি জ্বলে,
শিবাজ্ঞা শুনায়ে জয়ন্ত, অনলে,
সত্বরে দোঁহারে করে বিদায়।

সঙ্গে করি পরে ইন্দ্র-রমণীরে
চলে শিবদূত ; চলে ধীরে ধীরে
শচী সুলোচনা, জননীর স্নেহে,
জড়াইয়া বাহু ইন্দুবালা-দেহে,
কনক ভূধর সুমেরু যেথা ;

হাসিল ত্রিদিব—শচী-পদতলে
ত্রিদিব-কুসুম দলে দলে দলে
লুটিতে লাগিল ফুটিয়া ফুটিয়া,
যেন মনে সাধ সে পদ ধরিয়া
চিরদিন তরে রাখিবে সেথা।

বীরভদ্র বীর কহে ঘোর বাণী
চাহি ঐন্দ্রিলারে "শুন রে দৈত্যানি,
রবে ইন্দ্রপ্রিয়া সুমেরুশিখরে
যত দিন বৃত্র সমরে না মরে—
অসুর-নিধন নিকট অতি।"

মহোরগ যথা মহামন্ত্রে বশ,
শুনি শিবদূত-নির্ঘোষ কর্কশ
তেমতি ঐন্দ্রিলা—রহিলা স্তম্ভিত,
কে যেন চরণযুগলে জড়িত,
করিয়া শৃঙ্খল নিবারে গতি।

ঊনবিংশ সর্গ

গভীর ধরণীগর্ভে, গাঢ় তমোময়
নির্জ্জন দুর্গম স্থান বিশাল বিস্তৃত,
বিশ্বকর্ম্মা-শিল্পশাল ; ভীম শব্দ তায়
উঠিছে নিয়ত কত বিদারি শ্রবণ ;
প্রকাণ্ড মুদ্গর-ধ্বনি কোটি কোটি যেন
পড়িছে আঘাতি শূর্ম্মী ; নিনাদি বিকট
সহস্র বাসুকি-গর্জ্জ ভয়ঙ্কর যথা,
দগ্ধ-ধাতুস্রোত বেগে ছুটিছে সলিলে।
ধূম-বাষ্প-পরিপূর্ণ গভীর সে দেশ,
সপ্তদীপ-শিল্পশালা একত্রিত যেন
হইলা গহ্বরে আসি ; গাঢ়তর ধূম,
ভস্মরাশি, বাষ্পরাশি, দগ্ধ-বায়ুস্তর
উঠিছে নিশ্বাস রোধি তীব্র ঘ্রাণ সহ।
প্রবেশিলা পুরন্দর সে কেন্দ্র-গহ্বরে
লইয়া দধীচি-অস্থি। উচ্চ স্তম্ভ 'পরে
দেখিলা জ্বলিছে ঊর্দ্ধে, জিনি সূর্য্য-আভা,

তড়িৎপিণ্ডের শিখা, দীপের আকারে—
উজলি ভূমধ্য-দেশ। দেখিলা আলোকে
ভীমবলী আখণ্ডল ধাতুস্তরমালা,
পাংশুল, পাটল, শুভ্র, কৃষ্ণ, রক্ত, পীত,
বক্রগতি সর্পাকৃতি চৌদিকে ভেদিছে
মহীদেহ ; নানা বর্ণে রঞ্জিত তেমতি
যথা ঘনস্তর-দল নানা আভাময়
পশ্চিম গগন-প্রান্তে ভানুরশ্মি ধরি।
কোনখানে ধূমবর্ণ লৌহ-ধাতুরাশি
পশিছে পৃথিবীগর্ভে,—শত শত যেন
মহাকায় অজগর পুচ্ছে পুচ্ছ বাঁধি
ছুটিছে মহীজঠরে ; কোনখানে শোভে
শুভ্র খড়ীকের স্তব তড়িত-আলোকে
আভাময় ; রক্তবর্ণ তাম্রের তবক
কোনখানে—রুধিরাক্ত তরঙ্গ আকৃতি ;
রজত সুবর্ণরাজি অন্য ধাতু সহ
নিরখিলা আখণ্ডল সে মহীজঠরে
শোভাকর,—শোভাকর যথা অন্ধকারে
বিজুলি উজ্জ্বল আভা কাদম্বিনীকোলে।
জ্বলিছে ভূমি-অঙ্গার-স্তর কত দিকে,
কোথাও বা শিখাময়, কোথা গুমি গুমি,
ছড়ায়ে বিকট জ্যোতি ; যথা ধূমধ্বজ
গৃহদাহে, কভু দীপ্ত কভু গুপ্ত বেশ।
পীতবর্ণ হরিতাল-স্তূপ কোন স্থানে
ধরে শিখা নীলবর্ণ—দীপ্তি খরতর ;
কোথাও পারদরাশি হ্রদের আকারে,
কোথা স্রোতে তরঙ্গিত ছুটিছে ধরায়।
অগ্রসরি কিছু দূরে দেখিলা বাসব
অগ্নিপ্রজ্বালন-যন্ত্র,—যেন বা আগ্নেয়
শৈলশ্রেণী, সারি সারি বদন প্রসারি

উগারে অনলরাশি ধাতুরাশি সহ।
মিশেছে সে সব যন্ত্রে বায়ু-প্রবাহক
বিশাল লৌহের নল শত দিক্ হ'তে—
জরায়ু সহিত যথা গর্ভিণীজঠরে
গর্ভস্থ শিশুর নাড়ী মিলিত কৌশলে।
নলরাজি অন্যমুখে প্রকাণ্ড ভীষণ
উঠিছে পড়িছে জাঁতা, ধাতুবিনির্ম্মিত,
ভয়ঙ্কর শব্দ করি,—ছুটিছে পবন
কভু ধীরগতি, কভু ঘোরতর বেগে।
যন্ত্রমণ্ডলীর মাঝে বিপুল শরীর,
প্রসারিত বক্ষদেশ, বাহু লৌহবৎ,
দেবশিল্পী ঘুরাইছে চক্র লৌহময়
ঘর্ম্মাক্ত, ললাটঘর্ম্ম মুছি বাম করে।
ঘুরিতেছে একেবারে শিল্পশাল যুড়ি,
সংযোজিত পরস্পরে অদ্ভুত কৌশলে,
লক্ষ লক্ষ লৌহযন্ত্র সে চক্রের সহ ;
শূর্ম্মীঘাতি পড়ে কোটি ভীষণ মুদ্গর,
ছুটিছে শূর্ম্মীর পৃষ্ঠে শত শত স্রোতে
গলিত কাঞ্চন, লৌহ, তাম্র আদি ধাতু ;
মুহূর্ত্ত ভিতরে তায় শলাকা বৃহৎ,
সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর তার, ধাতু-পত্র নানা,
গঠিত আপনা হ'তে ; গঠিত নিমেষে
কত মূর্ত্তি—সুবলনি গঠন সুন্দর।
শ্বেত কৃষ্ণ শিলাখণ্ডে কত স্থানে সেথা
বিচিত্র সুন্দর মূর্ত্তি, চারু অবয়ব,
বাহির হইছে নিত্য ; কত স্তম্ভরাজি
স্ফটিক-লাঞ্ছন আভা—শোভে চারি দিকে !
কখন বা বিশ্বকৃৎ লৌহচক্র ছাড়ি
শর্ব্বলা ধরিয়া হস্তে প্রচণ্ড আঘাতে
ভেদিছে ভূধর-অঙ্গ, তখনি সে ঘাতে

শত ধ্বনি প্রতিধ্বনি ছাড়িতে ছাড়িতে
বিদীর্ণ গিরির অঙ্গে তরঙ্গ ছুটিছে
শিল্পশালে, বারিকুণ্ড পূর্ণ করি নীরে।
কখন বা সুরশিল্পী খুলিছেন ধীরে
ধরা-অঙ্গে আগ্নেয় পর্ব্বত-আচ্ছাদন,
শিল্পশাল-বহ্নিধূম-বাষ্প নিবারিতে,—
গর্জ্জিয়া গভীর মন্দ্রে তখনি ভূধর
উগারিছে অগ্নিরাশি, পাংশু, ধাতুক্লেদ,
কাঁপিতে কাঁপিতে ঘন ; শূন্য ভয়ঙ্কর
পরিপূর্ণ ধূমাশ্রিত বহ্নির শিখায়।
শিলাচূর্ণ ধাতুস্রাব ভস্ম বরিষণে
ভস্মীভূত কত দেশ অবনীপৃষ্ঠেতে—
শত শত নগরী নিমগ্ন রেণুস্তরে !
গঠে শিল্পী কত সেতু, কত অট্টালিকা,
প্রাচীর-দেউল-দুর্গ-প্রকরণ কত,
সুতৈজস, অস্ত্র, বর্ম্ম, দেখিতে অদ্ভুত।

নিরখি চলিলা ইন্দ্র ; সত্বর আসিয়া
দাঁড়াইলা শিল্পী-পাশে। বিশ্বকর্ম্মা হেরি
দেবেন্দ্র বাসবে সেথা ক্ষান্ত দিলা শ্রমে ;
মুছি ঘর্ম্ম, আসি কাছে, হইয়া প্রণত
কহে সুরশিল্পিরাজ "কি ভাগ্য আমার—
আমার এ ধূম্রশালে, দেবেন্দ্র আপনি !
সফল আয়াস মম এত দিনে, দেব !"
এতেক কহিয়া শচীনাথ-আগে-আগে
দেখায়ে চলিলা পথ ; খুলিলা অপূর্ব্ব
অন্যের অদৃশ্য দ্বার রত্ন-গিরিদেহে ;
প্রবেশিলা ইন্দ্র সহ সুরম্য আলয়ে ;—
রজত-নির্ম্মিত গৃহ, কারুকার্য্য চারু
প্রাচীর-পটল-অঙ্গে দিব্য বাতায়নে ;
খচিত কাঞ্চন, মণি, হীরক, প্রবাল,

চারি ধারে স্তম্ভরাজি ; চারু শোভাময়
চারু মূর্ত্তি চারি দিকে সুন্দর বলনি—
কমনীয় বামাতনু পুরুষ সুঠাম
নিরুপম হেম, মণি, রজত নির্ম্মিত
চলিতেছে, বসিতেছে, নর্ত্তন বাদনে
রত সদা ; সচেতন যেন বা সকলি !
কত রঙ্গে কত দিকে বাজিছে বাজনা
ললিত মধুর স্বরে ! কত অদভুত
রহস্য বিস্ময়কর সে হর্ম্ম্য-ভিতরে ;
কে বর্ণিতে পারে, হায়, দেবশিল্পী-খেলা !

মণ্ডিত হীরকখণ্ড সুবর্ণ-আসনে
বসাইলা আখণ্ডলে—পার্শ্বে দাঁড়াইলা
শিল্পিগুরু ; সুধাইলা কি হেতু দেবেন্দ্র
সে গহ্বরে ? কি মহৎ কার্য্য হেন তাঁর •
সুরেন্দ্র আপনি যাহা আসেন সাধিতে,—
উদ্দেশে স্মরিলে আজ্ঞা সুসিদ্ধ যাঁহার ?
"হে বিশাই, দেবশিল্পি, শিল্পিকুলেশ্বর
সুনিপুণ !" কহিলা সুরেশ স্বর্গপতি,
"কোথা স্বর্গ ? কোথা বসি স্মরিব তোমায় ?
বৃত্রাসুর পাপমতি এখনও ধ্বংসিছে
সুরপুরী ! উদ্ধারিতে তায়, শিবাদেশে
এ ধরণীগর্ভে গতি মম ; না মরিবে
দনুজ-ঈশ্বর অন্য:শরে, বজ্র-বাণ
হে কৌশলি, করহ নির্ম্মাণ ত্বরা করি ;—
এই অস্থি,—মহর্ষি দধীচি দিলা যাহা
দেবের মঙ্গলে তনু ত্যজি আপনার,—
লহ, বিশ্বকৃৎ, অস্ত্র গঠ অচিরাৎ ;
কহিলা পিনাকী ইথে যে অস্ত্র গঠিবে
সংহারত্রিশূল তুল্য তেজঃ সে আয়ুধে ;
প্রলয়-বিষাণ-শব্দে হুঙ্কারিবে সদা ;

ত্রিদিবে না রবে আর দানব-উৎপাত,
বজ্র নামে সেই অস্ত্র হবে অভিহিত।"
শুনি দুঃখে দেবশিল্পী কহিলা "সুরেশ,
ত্রিদিব-উদ্ধার নহে আজও ; হের দেখ
সাজাইতে সে সুবর্ণময়ী অমরায়
করিয়া কতই যত্ন কতই গঠিনু
সুভূষণ ! এখনও দনুজ দগ্ধ করে
সে নগরী ? এত শ্রম বিফল আমার !
পালিব আদেশ তব সুরকুলপতি,
ক্ষমা কর ক্ষণ কাল।" বলিয়া প্রাচীরে
বসাইলা অতি ক্ষুদ্র রজতকুঞ্চিকা,
অমনি সুহেমঘট পূর্ণ হিমজলে,
স্বর্ণ থালে সুরস অমরখাদ্য আহা !
কে পারে বর্ণিতে—কোথা আম্র সুধাফল
ক্ষিতিতলে ! রাখিলা বাসব-সন্নিধানে ;
কহিলা বিশাই—"তব অভ্যর্থনা, দেব,
কি আতিথ্য সম্ভবে আমায় ? দীন আমি !
ভোগবতী-বারি—এই স্বাদু সুশীতল।"
সম্প্রীত আতিথ্যে স্বরীশ্বর শচীনাথ
কহিলেন "হে শিল্পিশেখর বিশ্বকৃৎ,
সংকল্প করেছি আমি না ছুঁইব কিছু
পেয় ভোজ্য ত্রিজগতে, ত্রিদিব উদ্ধার
না হইলে,—নহিলে এখনি সুখে আমি
পূরাতাম অভিলাষ তব ; পূর্ণপ্রীতি
আতিথ্যে তোমার।" শুনি আখণ্ডলব্রত
অস্থি লয়ে কর্ম্মশালে ফিরিলা সত্বর
শিল্পিরাজ ; পুরন্দর ফিরিলা পশ্চাতে।
দিলা ঘুরাইয়া চক্র ;—ঘ্যান্ ঘ্যান্ ডাকি
পড়িতে লাগিল জাঁতা, প্রবেশিল বায়ু
অগ্নিপ্রজ্বালন-যন্ত্রে, খরতর তেজে

যন্ত্রগর্ভ শিখাময় ; মুহূর্ত্ত ভিতরে
অষ্ট জ্বালযন্ত্রে অষ্ট কটাহ বৃহৎ
বসাইলা সুরশিল্পী ভীম ভুজবলে ;
দিলা অষ্ট ধাতু তায়—লৌহাদি কাঞ্চন ;
দাঁড়াইলা শূর্ম্মী-পাশে সাপটি মুদ্গর।
ছুটিল ধাতুর স্রোত কটাহ হইতে
অষ্ট ধারে একবারে—দৃশ্য ভয়ঙ্কর ;
ঘন ঘন মুদ্গরের প্রচণ্ড আঘাত
পড়িতে লাগিল তায় বধিরি শ্রবণ।
এইরূপে ধাতুস্রাব একত্রে মিশায়ে,
করি ভীম পিণ্ডাকৃতি, শিল্পিকুলরাজ,
নিষ্কাশিল মহাধাতু অদ্ভুত প্রকৃতি,
গলিত না হয় যাহা অত্যুষ্ণ অনলে ;
সে ধাতু, দধীচি-অস্থি ; এক পাত্রে রাখি
উত্তাপিলা বিশ্বকর্ম্মা দুরন্ত উত্তাপ
ধরি তড়িত্তাপযন্ত্র ;—দুই কেন্দ্র ছাড়ি
ছুটিল বিদ্যুৎস্রোত বিপুল তরঙ্গে,
মহাতেজে তেজোময় করি সে গহ্বর ;
কাঁপিতে লাগিল ধরা ঘন ভূকম্পনে,
মাটিতে ছুটিল ঢেউ, উন্নত ভূধর
ডুবিয়া হইল হ্রদ ধরণী-অঙ্গেতে,—
সে ঘোর উত্তাপে ধাতু গলিল নিমেষে।
অষ্টধাতুপিণ্ড সহ সে পিণ্ড মিশায়ে
মহাশিল্পী আরম্ভিলা বজ্রের গঠন,
প্রকাশি কৌশলে যত নিপুণতা তাঁর।
সুবিশাল দণ্ডাকৃতি গঠিলা প্রথমে,
পরে মধ্যগত স্থূল কোণে বাঁকাইয়া
পিটিয়া গঠিলা ফলা অপূর্ব্ব মূরতি—
দুই মুখ দ্বিবিধ আকৃতি, বিভীষণ।
পশাইলা অস্ত্র-অঙ্গে ভীম যন্ত্রযোগে

প্রদীপ্ত প্রচণ্ড তেজঃ, বিদ্যুৎ-অনল
জ্বলিতে লাগিল পৃষ্ঠ, ফলা ভুজদ্বয়ে।
গঠিলা হরিচন্দনত্বকে করত্রাণ,
নহে দগ্ধ যে পাদপ তড়িত-উত্তাপে;
অস্ত্রকোষ গঠিলা তাহাতে মনোহর।
বিবিধ বিচিত্র চিত্র দিব্য শোভাকর
যন্ত্রযোগে দেবশিল্পী সহর্ষ অন্তরে,
আঁকিলা অস্ত্রের দেহে; মূর্ত্তি নানাবিধ
(চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, গ্রহ, সাগর, সুমেরু)
অনলরেখায় দীপ্ত—জ্বলিতে লাগিলা।
আঁকিলা অমরোৎসব এক ফলাদেহে,
পারিজাত মাল্য পরি অমর-অঙ্গনা
রত নৃত্য গীত বাদ্যে; দেবতামণ্ডলী
দেখিছে সহর্ষচিত্ত দাঁড়ায়ে অন্তরে।
আঁকিলা অন্য ফলকে কৃতান্তনগরী;
ভীষণ নরককুণ্ড পার্শ্বে যমদূত
দণ্ড হাতে দাঁড়াইয়া ভীম আঘাতিছে
নারকী প্রাণীর মুণ্ডে; আঁকিলা কোথাও
কুম্ভীপাক ঘোর হ্রদ; কোথাও ভীষণ
উচ্ছ্বাস নরককুণ্ডে প্রাণিকলরব;
বহিছে রুধিরহ্রদে তরঙ্গ কোথাও;
কোথাও শীতোষ্ণ কুণ্ডে কাঁপিছে পাতকী
সপ্ত দিবা নিশাভাগ ব্যাপিত এরূপে
শিল্পশালে দেবশিল্পী—অষ্টম দিবসে
পূর্ণ-অবয়ব বজ্র সৃষ্টি সমাধিলা।
অস্ত্র গড়ি বিশ্বকর্ম্মা সহাস্য বদন
কহিলা সুরেন্দ্রে চাহি "নিক্ষেপের প্রথা
নিবেদি চরণে, দেব, কর অবধান;
মধ্যভাগে এইরূপে দৃঢ় আকর্ষিয়া,
করত্রাণে ঢাকি কর, ঘুরায়ে ঘুরায়ে

ছাড়িতে হইবে দ্রুত ; তখনি দম্ভোলি
(রিপুদম্ভবিনাশন দ্বিতীয় এ নাম)
শত্রু নাশি ক্ষণ কালে ফিরিবে নিকটে।"

হেন কালে অকস্মাৎ তিন দিক্ হ'তে,
দীপ্ত করি শিল্পশালা, তিন মহাতেজঃ,
লোহিত শ্যামল শ্বেত বরণ সুন্দর,
জ্বলিতে জ্বলিতে অস্ত্র-অঙ্গে প্রবেশিলা।
প্রণমিলা পুরন্দর তিন তেজঃ হেরি
স্মরি বিধি, বিষ্ণু, হরে ; তখনি গভীর
গরজিল ভীম নাদে দম্ভোলি ভীষণ।
দেবশিল্পী দগ্ধপ্রায় সে প্রখর তেজে
না পারি ধরিতে অস্ত্র, এবে গুরুভার
ছাড়ি দিল অকস্মাৎ, ঘন ঘন ঘন
কাঁপিল ধরণীকেন্দ্র প্রচণ্ড আঘাতে।

মহানন্দে শচীনাথ নিরখি দম্ভোলি
তুলিলা দক্ষিণ হস্তে, করিলা উত্তম
পরখিতে অস্ত্রবরে ; বিশ্বকর্ম্মা ভয়ে
করযোড়ে পুরন্দরে নিবারি কহিলা—
"না নিক্ষেপ(ও) অস্ত্র, দেব, এ মম আলয়ে,
এখনি উৎসন্ন হবে এ বিশাল পুরী ;
বহু পরিশ্রমে, প্রভু, করেছি সঞ্চয়
এ সকল ;—হবে ভস্ম বজ্রের নিক্ষেপে।"

নিরস্ত, বিশাই-বাক্যে, দেবকুলপতি
স্বরীশ্বর, আশীর্ব্বাদ করিলা তাঁহারে ;
সানন্দ অন্তরে শীঘ্র ছাড়ি কেন্দ্র-গুহা
বজ্র লয়ে শূন্যপথে আরোহিলা পুনঃ।

বিংশ সর্গ

বাজিল দুন্দুভি রণ-রণ-নাদে,
অসুর অমর উন্মত্ত সে হ্লাদে ;
ছাড়ে সিংহনাদ, ছাড়ে হুহুঙ্কার,
চলে দৈত্যসেনাদল অনিবার,
তরঙ্গ যেমন তরঙ্গ কাছে।

ঘনস্তর যথা গগন-মণ্ডলে
বায়ুমুখে গর্জ্জি, মহাবেগে চলে,
চলে দৈত্যসেনা যোজন-বিস্তার ;—
দুই পক্ষে দুই বাহিনী-প্রসার,
মধ্যে অক্ষৌহিণী প্রধান বল।

সুসজ্জ সমর-সাজে বীরবর
চলে রুদ্রপীড় মহাধনুর্দ্ধর,
চলে ভীম ধনুঃ সঘনে টঙ্কারি ;
দুই পক্ষ-নেতা দুই অমরারি—
কালভদ্র-বীর সুন্দনাসুর।

চলেছে বাহিনী-অগ্রবর্ত্তী-সেনা,
অস্ত্রমুখে ঘন অনলের ফেণা
হতেছে নির্গত, ঝলকে ঝলকে,
বহ্নি তাল তাল পলকে পলকে
ছুটিছে নিক্ষিপ্ত নক্ষত্র প্রায়।

হেরি দেবদল ভাঙি দুই দলে
জয়ন্ত-অনল-আদেশেতে চলে ;
ঘন ধনুর্ঘোষ, ঘন সিংহনাদ,—
দেবতনু দীপ্ত কিরণের বাঁধ
তিমির-তরঙ্গে যেন ভেটিতে।

অগ্নি অগ্নিময় চাপ ধরি করে,
দৈত্যসেনা'পরে শরবৃষ্টি করে ;—
বহ্নিবৃষ্টি যেন দেখিতে ভীষণ ;
জয়ন্ত-কার্ম্মুকে বাণ-বরিষণ
যেন শিলাপাত দনুজে ঘাতি।

ক্রমে অগ্রসর দুই মহাবল,
মহাশব্দে যেন ধায় জলদল,
বরুণ যখন আপনি সারথি,
মহাসিন্ধু-বারি শত চক্রে মথি,
শতচক্র রথ চালান বেগে।

মিলিল দু'দল,—দুই মহানদ
মিলে যেন রঙ্গে ফুটিয়া উন্মদ,
ফেন রাশি রাশি তরঙ্গে তরঙ্গে
ছুটে কোলাহলি দুই নদ-অঙ্গে
দু'নদ-বিস্তার সমূহ যুড়ি।

শিঞ্জিনী-নির্ঘোষ ঘন ঘন ঘন ;
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত শব্দ বিভীষণ ;
সেনার গর্জ্জন, তূরী-শঙ্খ-নাদ,
রথচক্রধ্বনি, অশ্ব-হ্রেষা-হ্রাদ ;
বিপুল তুমুল সমর-স্রোত।

ধূলি ধূমজালে গগন আচ্ছন্ন,
রথচক্র অশ্ব-ক্ষুরেতে উৎসন্ন
অমরা-নগরী ; ঘোর অন্ধকার
দৃষ্টি নাহি চলে, দীপ্ত অস্ত্রধার
চমকে চমকে নয়ন ধাঁধে।

ছোটে রুদ্রপীড়-রথ ভয়ঙ্কর,—
ভীম রুদ্রমূর্ত্তি ভীম ধ্বজে যার,—
ছোটে জয়ন্তের অরুণ-স্যন্দন,
ছোটে বহ্নিরথ ঘোর দরশন
স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়ে যোজন-পথ।

কালভদ্র কৃষ্ণ তুরঙ্গ-উপরে
মহাখড়্গ করে ফিরিছে সমরে;
সুন্দন অসুর ভীষণ করাল,
ঘোর গদা হাতে জিনি তরু শাল,
ফিরিছে উন্মত্ত মাতঙ্গবৎ।

পড়ে সৈন্যগণ সংখ্যা অগণন,
শস্য-স্তম্ভ-রাশি অঘ্রাণে যেমন
কৃষকের অস্ত্র-আঘাতে লুটিয়া
পড়ে শস্যক্ষেত্রে ভূতল ছাইয়া
খেলাইয়া ঢেউ ধরণী-অঙ্গে;

শালবনে কিম্বা যথা পত্রকুল,
উড়িয়া পবনে উত্তাপে আকুল,
নিদাঘ-আরম্ভে পড়ে রাশি রাশি
নীরস, পিঙ্গল বরণ প্রকাশি
যোজন-বিস্তার অরণ্য ঢাকি।-

পড়ে দেবসেনা থরে থরে থরে—
পুষ্পরাশি যেন রণস্থল 'পরে,
কিম্বা বহ্নিগর্ভ বাজি শূন্যে উঠি
শূন্যপথে যেন ভাঙ্গি পড়ে লুটি
ছড়ায়ে সহস্র কিরণকণা।

ভীষণ সমর-হুতাশন জ্বলে
অমরা-ভিতরে, স্থলে স্থলে স্থলে
যোঝে দলে দলে দেবতা অসুর ;
রণতেজে ঘন কাঁপে সুরপুর
ঘোর আড়ম্বর বীর-আরাব ।

সুমেরু-শিখরে চপলা চাহিয়া
দেখাইছে শচী অঙ্গুলি তুলিয়া
"হের লো চপলে, কিবা ভয়ঙ্কর
রণ অইখানে—কি ঘোর ঘর্ঘর—
একাদশ রুদ্র যোঝে ওখানে ;

ভৈরব বিক্রমে যুঝিছে দানব,
মহাখড়্গ ধরি—মুখে ভীম রব—
হানিছে চৌদিকে, পড়িছে অমর ;
কোন্ বীর, রতি, অই খড়্গধর,
ক্রোধিত বৃষভ ছুটিছে যেন ?

সর্ব্ব অঙ্গে ঝরে রুধির-প্রবাহ,
সর্ব্ব অঙ্গে জ্বলে প্রহরণ-দাহ,
তবু যুঝে একা একাদশ সনে
মত্ত হস্তী যেন ভাঙ্গে নলবনে—
অমরবাহিনী দেখ্ পলায় ।"

চারু ইন্দুবালা সরলা সুন্দরী
সুধিলা—"ইন্দ্রাণি, বলো গো কি করি,
এ ঘোর আঁধার শর-ধূমময়
শূন্যপথে দৃষ্টি কিরূপেতে হয়,
কিরূপে দেখিতে পাও এ দূরে ?

আমি ত কিছুই নারি নিরখিতে,
শুধু মাঝে মাঝে চকিতে চকিতে
হেরি অস্ত্রজ্বালা, শুনি কোলাহল
বহু দূরে যেন চলে সিন্ধুজল
উথলি হিল্লোলে অনন্ত পথে !"

শচী বুঝাইলা দানব-বালায়
দেব-চক্ষু বিনা দেখিতে না পায়
ধূমাচ্ছন্ন দেশে, কিবা তমসায় ;
ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পায় দেবতায়,
দানব-মানব-নয়ন স্থূল ।

কহিছে শচীরে মদনের প্রিয়া
কালভদ্র-দৈত্য-বীর্য্য বাখানিয়া,
হেন কালে রৌদ্র অজ-রুদ্র-শর
দ্বিখণ্ড করিয়া খড়্গ খরতর
বিন্ধে কক্ষদেশে আঘাতি তায় ;

অস্থির ব্যথায় পড়িল অসুর,—
একাদশ রথচক্র, অশ্বক্ষুর
ক্ষুব্ধ করি স্বর্গ তখনি ছুটিল,
খেদায়ে দনুজ-বাহিনী চলিল,
কালভদ্রে বধি শাণিত শরে ।—

হেরি রুদ্রপীড় ভগ্ন নিজ দল
চালাইল রথ—অমরা চঞ্চল,
মহা ঘোর শব্দে কোদণ্ডে টঙ্কার,
বাণে বাণে বাণে সাজাইল হার
ভুজঙ্গের শ্রেণী যেন আকাশে ।

সুন্দনে কহিয়া পশ্চাতে থাকিতে
চলিলা বিশিখ ছাড়িতে ছাড়িতে,
রুদ্রগণে গিয়া আগে আগুলিলা,
মুহুর্মুহু গুণে বাণ বসাইলা—
যেন লক্ষ শর একত্রে ছাড়ে।

কাটিলা নিমেষে রথের ধ্বজিনী,
রথচক্র, নেমী, অশ্বের বন্ধনী ;
একাদশ রুদ্র নিমিষে নীরথ,—
ফিরিতে সুন্দন নিবারিলা পথ,
পড়ে রুদ্রগণ ঘোর বিপদে ;

মুখে বাণবৃষ্টি, বাণবৃষ্টি পিঠে
শূন্য অন্ধকার নাহি চলে দিঠে,
বহে শতধারে অমর-শোণিত
অপূর্ব্ব সুগন্ধি সৌরভ পূরিত,
অস্ত্রের দাহনে দহে শরীর।

জয়ন্ত কহিলা "হের বৈশ্বানর,
বৃত্রসুত-শরে দেহ জরজর
রুদ্র একাদশ—পশ্চাতে সুন্দন—
না পারে দানবে করিতে দমন,
অস্থির শরীর অসুর-তেজে।"

শুনি অগ্নি, বেগে চালাইলা রথ,
চক্রের ঘর্ষণে অগ্নিময় পথ,
সর্ব্ব অঙ্গে দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ ছুটিল,
নলবনে যেন দাবাগ্নি পশিল,
তেমতি ক্রোধিত অনল-বেশ।

চারি দিকে দৈত্য-সেনা ঝরি ঝরি
পড়ে তীক্ষ্ণ শরে, সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তরী-
আঘাতে যেমন পড়ে নলবন,
দনুজ-চমূতে অনল তেমন
করিছে নিধন দনুজ-রাশি ;

দেখিতে দেখিতে ভীম হুতাশন
দৈত্যচমূ দলি, নিবারি স্যন্দন,
দাঁড়াইলা গিয়া রুদ্রগণ-আগে
কালাগ্নির তেজে ; ভয়ঙ্কর রাগে
বহ্নি-রুদ্রপীড়ে তুমুল রণ ।

কহিলা হুঙ্কারি দনুজকুমার
"বৈশ্বানর, শিক্ষা দেখিব এবার,
বুঝিবে এবার বৃত্রের তনয়
সমরে না জানে জীবনের ভয়,
এ ভুজ-দণ্ডের সামর্থ্য কত ।"

বলি শরে শরে কৈলা অন্ধকার,
ছাড়িতে লাগিলা বিকট হুঙ্কার ;
কোদণ্ড-টঙ্কার নিমিষে নিমিষে,
বাণের গর্জ্জন স্তব্ধ করি দিশে
বধির করিল শ্রবণমূল ।

অনল তৎপর সে আশুগ-জাল
এড়াইলা, রথ রাখি ক্ষণকাল
শর-লক্ষ্য-স্থান-অন্তরে আসিয়া,
আবার ঘর্ঘর নির্ঘোষে ঘুরিয়া
বিজুলি-গতিতে অতি নিকটে,

ফিরিল নিমিষে ক্রোধে হুতাশন,
না করিতে লক্ষ্য দনুজ-নন্দন,
দীপ্ত অসি ধরি, লম্ফে ছাড়ি রথ,
রুদ্রপীড়-রথ-অশ্বে জ্বালাবৎ
হানি দীপ্ত অসি করিল নাশ ;

শতখণ্ড করি ফেলিল শতাঙ্গ—
নেমি, নাভি, ধুর, ধ্বজ, রথ-অঙ্গ,
ভীম অসি-ঘাতে—বিনাশিয়া সূত,
উঠি ভগ্ন রথে লম্ফ দিয়া দ্রুত,
রুদ্রপীড়-ধনুঃ দ্বিখণ্ড করি ;

হানিবারে যায় বক্ষঃস্থলে তার
মহাজ্যোতির্ম্ময় তীব্র তরবার,
হেন কালে দৈত্যসুত সুচতুর
ছাড়ি নিজ রথ, রথেতে শত্রুর
উঠিল বেগেতে প্রলম্ফ ছাড়ি।

পদাঘাতে সূতে ফেলিয়া অন্তরে,
নিজে রশ্মি ধরি, ঘোর বেগভরে
চালাইল রথ—কিছু দূরে গিয়া
রাখিলা স্যন্দন, চরণে চাপিয়া
ধরিলা অশ্বের রশ্মির ডোর ;

নিলা অনলের ধনুর্ব্বাণ তূণ,
কার্ম্মুকে বসায়ে দিব্য নব গুণ,
গর্জ্জিতে লাগিলা ভুজঙ্গের প্রায়,
লক্ষ লক্ষ শর অনলের গায়
ক্ষিপ্রহস্তে ক্ষণে নিমিষে ফেলি।

"সাধু রুদ্রপীড়—ধন্য মহাবল"
ছাড়িল হুঙ্কার দানবের দল ;
শরেতে অস্থির শূর বৈশ্বানর,
ভগ্ন রথ 'পরে ক্রোধে থর থর,
না পারি রোধিতে অরাতি-বাণ।

ছুটাইল রথ অনলে রক্ষিতে
জয়ন্ত-সারথি পল না পড়িতে ;
ছুটাইল রথ কুবের দুর্ব্বার,
ছুটাইল অশ্ব অশ্বিনীকুমার
অনল-সহায়ে বিজুলি-বেগে।

হেন কালে বৃত্রসুত সুনিপুণ,
মহাধনুর্দ্ধর কর্ণে টানি গুণ,
হানে ভয়ঙ্কর সুশাণিত বাণ
হুতাশন-কণ্ঠ করিয়া সন্ধান ;
বিন্ধিল সে শর ভেদিয়া লক্ষ্য।

জয়ন্ত, কুবের, অশ্বিনীকুমার
ঘেরিল বহ্নিরে কাছে আসি তাঁর ;
বিশিখ-জ্বলনে অস্থির অনল
কহিল—"বীরেশ, ঐন্দ্রি মহাবল,
দেও তব রথ জানাই দৈত্যে—

বহ্নির কি তেজ।" প্রবোধিলা সবে—
"এস মহাভাগ, ক্ষণ শ্রান্তি ল'ভে,
এ যাতনা তব হ'লে কিছু দূর
রণে এস পুনঃ ; বৃত্রসুতে ক্রূর
বুঝিয়া আমরা রোধিব রণে।"

বলি ইন্দ্রাত্মজ-রথে বৈশ্বানরে
তুলিলা সকলে; রাখিয়া অন্তরে
সমরে ফিরিলা—জয়ন্ত সুধীর
কুবেরের রথে, দুই মহাবীর
অশ্বিনীকুমার অশ্বেতে চলে।

দনুজনন্দন বহ্নিরে বিমুখি
মহাদর্পে ছাড়ে—অন্তরেতে সুখী—
তীব্র শরজাল দেব-সেনা 'পরে;
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিন্ধিছে সে শরে
অমর-বাহিনী দহি যাতনে।

জয়ন্ত, কুবের, অশ্বিনীকুমার,
রুদ্রপীড়-রথ ঘেরিল আবার;
আবার বাজিল সমর তুমুল
ভীম অস্ত্রাঘাতে ক্ষুব্ধ সৈন্যকুল,
শরে হুলস্থুল সমর-স্থল।

বেগে লম্ফ দিয়া কুবের তখন
গদা ঘুরাইয়া করিল গমন,
উড়াইয়া শরে শুষ্ক পত্রাকারে
ঘূর্ণবায়ুগতি গদার প্রহারে,
পদভরে ঘন কাঁপে ত্রিদিব।

সমর-কুশল অসুর-কুমার
ছাড়ি ধনুর্ব্বাণ, ছাড়ি হুহুঙ্কার,
দাঁড়াইলা রথে ভীম শেল ধরি,
কুবেরের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করি
বেগে ছাড়ি দিলা বিপুল তেজে।

বিন্ধিল ভীষণ শেল বক্ষঃস্থলে,
দারুণ প্রহারে শ্বাস নাহি চলে,
পড়িল ধনেশ হ'য়ে হতচিত,
জয়ন্ত-স্যন্দন ছুটিল ত্বরিত,
ধনেশেরে ঐন্দ্রি তুলিলা রথে।

শিঞ্জিনী টানিয়া আকর্ষিলা বাণ
দনুজ-নন্দনে করিয়া সন্ধান ;—
শচী নিরখিয়া আতঙ্কে উতলা,
কহে ভীত স্বরে "হের লো চপলা,
যাও শীঘ্রগতি, নিবার সুতে ;

না প্রবেশে রণে রুদ্রপীড় সনে ;
মহাধনুর্দ্ধর দনুজ-নন্দনে
নারিবে সংগ্রামে করিতে বারণ,
যার হাতে হারে দেব হুতাশন,
তার সনে একা যুঝিতে ধায়।

নিবার নিবার নিবার চপলে,
যাও দ্রুতগতি, যাও রণস্থলে,
বাজিবে হৃদয়ে শেল সম ব্যথা
পড়ে যদি পুত্র, পড়েছিলা যথা
নৈমিষ-অরণ্যে দানবাঘাতে।"

চপলা চলিলা সুচপল-গতি
দেবদূত-বেশে যথা দেবরথী ;
কহে ইন্দুবালা "হায়, ইন্দ্রপ্রিয়া,
তব বাক্যে, সতি, কাঁদে মম হিয়া,
কেন প্রাণনাথ হেন নিদয়।

কহ চপলারে আনিতে এখানে—
ঘুচাতে এ ভয় তোমার পরাণে
পুত্রে আনি কাছে ; পুরন্দরজায়া,
বুঝিবারে পারি তব চিত্তমায়া
আমার(ই) হৃদয়-বেদনা-বেগে।

হায় নাথ, যেন ব্যথিলে আমায়,
ব্যথা দেও কেন অন্যে পুনরায়।"
বলি অশ্রুজলে বক্ষঃ ভিজাইলা ;
দেবদূত-বেশে এখানে চপলা
বাসব-কুমারে সম্ভাষি কয়—

"রণে ক্ষান্ত হও সুরেশনন্দন,
সহিতে নারিবে ভীম প্রহরণ,
রুদ্রপীড়-হাতে—জননী-আদেশ,
একাকী সমরে ক'রো না প্রবেশ,
বিঁধো না তাঁহার হৃদয়ে শেল ;

একাকী যে বীর নিবারে সমরে
একাদশ রুদ্র, যক্ষ, বৈশ্বানরে,
তারে কি সংগ্রামে পারিবে জিনিতে ?
লও অন্য স্থানে এ রথ ত্বরিতে,
কুবেরে অনলে সুসুস্থ কর।"

বলিয়া তখনি হৈল অদর্শন,
শুনি দূতমুখে জননী-বচন
জয়ন্ত দুঃখেতে ফিরাইল রথ
ত্যজি ধনুর্ব্বাণ,—ধরি অন্য পথ
কুবেরে লইলা অনল-পাশে।

জয়ন্তে বিমুখ দেখি বৃত্রসুত
ঘোর সিংহনাদে—শিক্ষা অদভুত—
অযুত অযুত শর নিক্ষেপিলা
দেব-চমূ ঘাতি,—রথে তুলি নিলা
আপন সারথি, নিষঙ্গ, ধনু ;

মথিতে লাগিলা সুর-সেনাদল—
বাড়বাগ্নি যেন দহি রসাতল,
জলজন্তুকুল আকুল করিয়া
ভ্রমে সিন্ধুগর্ভে ছুটিয়া ছুটিয়া
দুরন্ত প্রচণ্ড ভীষণ দাপে—

অদূরে দেখিলা অশ্বিনীকুমার
যুঝিছে অবাধে বিক্রমে দুর্ব্বার ;
দিব্য অশ্ব 'পরে দেব দুই জন
হানিছে কৃপাণ সুতীক্ষ্ণ ভীষণ,
লণ্ডভণ্ড করি দনুজদল।

তখনি দৈত্যেশ-সুত মহাবলী
আদেশে সারথি সুরাসুরে দলি
চালাইলা রথ ঘর্ঘর নিনাদে
বেগে সেই দিকে,—রুদ্রপীড় সাধে
ধরিলা কার্ম্মুক টঙ্কারি গুণ।

চক্ষের পলকে লক্ষ্য করি স্থির
দুই তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপিলা বীর,
নিক্ষেপিলা পুনঃ আর দুই শর
নিমেষ না ফেলি—কাঁপি থর থর
পড়ে দেব-অশ্ব আরোহী সহ ;

ভীষণ হুঙ্কার ছাড়ে দৈত্যদল,
ভঙ্গ দিল রণে অমরের বল,
পশ্চাতে চলিল দানবের সেনা
(বন্যা যেন চলে বুকে করি ফেনা)
দনুজনন্দন, সুন্দন বীর।

ধায় রণমত্ত কেশরী যেমন
ছাড়ি সিংহতুল্য ভীষণ গর্জ্জন,
দেখিতে দেখিতে অমরবাহিনী
প্রাচীর-বাহিরে তাড়িত তখনি,
লতা পত্র যথা ঝটিকা-মুখে।

দেবব্যূহ ভেদ করি মত্তগতি
চলে দৈত্য-সেনা, চলে দৈত্য-রথী ;
রণক্ষেত্র দূরে ছাড়িয়া চলিল,
যথা চলে বেগে তটিনী-সলিল
তরঙ্গ-আঘাতে ভাঙিলে কূল।

শচী, সুমেরুর শিখর-উপরে,
হেরে সেনাভঙ্গ কাতর অন্তরে ;
রুদ্রপীড়-বীর্য্য হেরি চমকিত
চাহে দৈত্যবধূ-বদনে ত্বরিত,
বুঝিতে তাহার হৃদয়-ভাব।

তেমতি বিমর্ষ ভাবেতে সরলা
দেখিলা ভাবিছে—তেমতি উতলা !
কহিলা ইন্দ্রাণী "এ কি দেখি ভাব,
চারু ইন্দুবালা, পতির প্রভাব
দেখিয়া তবুও প্রসন্ন নহ।

আমার তনয় হইলে এখনি
ভাবিতাম ওরে জগতের মণি ;
কি বীর্য্য, সাহস, কি শিক্ষা কৌশল !
একা হারাইল ত্রিদশের দল,
শত্রু বটে, ধন্য বীর বাখানি ।"

ইন্দুবালা অশ্রু ফেলি দর দর
কহে "সুরেশ্বরি, কাঁদিছে অন্তর,
নাহি চাহি আমি প্রভাব, প্রতাপ,
পরাণে না সহে এ ঘোর উত্তাপ,
ইন্দ্রপ্রিয়া, হায়, অভয় দেহ—

না দেবে ঘটিতে কোন(ও) অমঙ্গল
প্রিয়ের আমার,—হে শচি, সম্বল
একমাত্র অই এই দুঃখিনীর !
আমার(ই) অদৃষ্ট-দোষে হেন বীর,
না জানি কপালে কি আছে শেষ ?"

কহে ইন্দ্রজায়া "ললাট-লিখন
অরে ইন্দুবালা, কে করে খণ্ডন !
চিন্তা নাহি কর, কি আশঙ্কা তব ?
ইন্দ্র নাহি হেথা—সতি, তব ধ্রুব
বাসব-অভাবে অমর-প্রায় ।"

হেথা রুদ্রপীড় গর্জ্জিছে ভীষণ
সমর-প্রাঙ্গণে, দেবরথিগণ
দূর হ'তে তায় কৈলা দরশন ;—
কার্ত্তিকেয়, সূর্য্য, বরুণ, পবন,
দেখিলা অগ্নির শতাঙ্গ-ধ্বজ ।

বুঝিলা তখনি পূর্ব্বদ্বারে রণ
হইলা কিরূপ ; জয়ন্ত তখন
অশ্বিনীকুমারে কুবেরে অনলে
সংহতি লইয়া আইলা সে স্থলে,
বিবরিলা রণ-বারতা যত।

সুররথিগণ শুনি চিন্তাকুল—
বৃত্র, বৃত্রসুত করিলা আকুল
অমর-সেনানী ; কিরূপে উদ্ধার
সে দোঁহার হাতে হইবে আবার,
পিতা পুত্র দোঁহে অজেয় রণে।

কহিলা ভাস্কর "শুন, দেবগণ,
বিনা ইন্দ্র যদি সমরে নিধন
না হবে ইহারা,—কি হেতু হে তবে
এ দারুণ ক্লেশ, এ ঘোর আহবে ?
ইন্দ্র লাগি সবে বিরত হও।

নতুবা যদ্যপি রাখ মম কথা,
করহ সমর ধরি অন্য প্রথা,
ত্যজি ধনুর্ব্বাণ, বাহন, স্যন্দন,
নিজ নিজ তেজে করহ ধারণ
প্রলয়ের মূর্ত্তি যে রূপ যার।

দ্বাদশ প্রচণ্ড রূপে জ্বলি আমি,
জ্বলুন কালাগ্নি-বেশে বহ্নিস্বামী,
প্রলয়-প্লাবন ছুটান বারীশ,
পবন উড়ান ঝড়ে দশ দিশ,
দেখি কি না দৈত্য নিধন হয়।"

সূর্য্যবাক্যে বায়ু ছুটিতে উদ্যত,
সিন্ধুপতি তাঁরে করিলা বিরত ;
কহিলা "কি কহ, অহে প্রভাকর,
দনুজে নাশিতে তেজঃ বিশ্বহর
প্রকাশি, ব্রহ্মাণ্ড করিবে লয় ?

নাশিবে নিখিল পরাণীর প্রাণ
নাশিতে দু'জনে ? করিবে শ্মশান
বিশ্ব চরাচর ?—কহ কি উচিত
দেবের এ কাজ ?"—"না জানি কি হিত,
জানি দেহ দগ্ধ" কহিলা রবি ।

হেন কালে শূন্যে ভৈরব নির্ঘোষ
কোদণ্ডটঙ্কারে—যুড়ি শত ক্রোশ
ঘন সিংহনাদে পূরে শূন্য দূর,
ঘন সিংহনাদে পূরে সুরপুর,
অমর দানব শূন্যেতে চায় ;

দেখে—ইন্দ্রধনু গগন যুড়িয়া
শোভে মেঘশিরে দুলিয়া দুলিয়া,
নামে ধীরে ধীরে দেব আখণ্ডল,
মস্তক বেড়িয়া কিরণমণ্ডল,
চিরপরিচিত সুনীল তনু ।

পরশিলা ইন্দ্র অমরা আবার
কত কল্প পরে, করিতে সংহার
বৃত্র মহাসুর ;—দিলা আলিঙ্গন
সুররথিগণে পুলকিত মন
দেব শচীপতি অমরনাথ ।

হর্ষে সিংহনাদ দেব-সৈন্যদলে,
অমরনগরী স্তব্ধ কোলাহলে ;
সহর্ষ-বদন চাহিয়া চপলা
কহে শচী "সখি, গেল চিত্তমলা,
জুড়াল হৃদয়, নয়ন মন ।"

বলি, অকস্মাৎ চাহি ইন্দুবালা
মলিন বদনে, শচী শিহরিলা ;
স-অশ্রু নয়ন ফিরায়ে তখন,
চপলার সনে বিবিধ কথন
কহিতে লাগিলা সুরেশরামা

একবিংশ সর্গ

কৈলাসে নগেন্দ্রবালা জানিলা যখন
পুরন্দরজায়া শচী-বক্ষঃ লক্ষ্য করি
ঐন্দ্রিলা তুলিলা পদ,—দলিলা চরণে
পৌলোমীর প্রতিবিম্ব চারু আভাময়
কিরণে অঙ্কিত স্বর্গ-মনঃশিলাতলে,
বাষ্পবিন্দু নেত্রকোণে, জয়ারে সম্বোধি
কহিতে লাগিলা মহামায়া মৃদুস্বরে ;—
"জয়া রে, কি হেতু বল্ জগতীমণ্ডলে
পর-চিত্তে পীড়া দিতে প্রাণিবৃন্দ হেন
তিলার্দ্ধ না ভাবে দুখ, না চিন্তে মানসে
কি দারুণ ব্যথা প্রাণে তার, পর-দম্ভে
পীড়িত যে জন ! হায়, সখি, মনস্তাপ
কতই এখন ভুঞ্জে শচী—মনস্বিনী
চেতন-রূপিণী, চিন্তাময়ী ! শুন জয়া,
হেন চিত্তজ্বালা নিত্য ভুঞ্জে যে পরাণী,

সেই বুঝে নররক্তে কেন নিরন্তর
আর্দ্র-তনু মহীতল ; কি মহা পীড়ন
ত্রিজগতে দম্ভ, দ্বেষ, দর্প, ভুজবলে !
এত দিনে ইন্দ্রজায়া বুঝিল রে জয়া,
বিজিতের হৃদিদাহ কিবা বিষময় !
কি বিষম কালকূট-জ্বালা অধীনতা।
হে সঙ্গিনি, তুমিও সে বুঝিলে এখন
শুভঙ্করী নাম ধরি কেন কালে কালে
করাল কালিকা-রূপে আবির্ভূতা উমা।"
কহিতে কহিতে চিত্তে ঈষৎ চঞ্চল,
কহিলেন ক্রোধস্বরে মহাকাল-জায়া
জীবদম্ভ-সংহারিণী—"এ দম্ভ তাহার
থাকিত কি এতক্ষণ ? দানবী ঐন্দ্রিলা
এই দণ্ডে জানিত সে ভীম-ভামিনীর
বীর্য্য কিবা।—চণ্ডবিলাসিনী চণ্ডীরোষ !
রে ভৈরবি, কি কব সে ইন্দ্রে অগৌরব
আমি যদি বৃত্রে বধি দণ্ডি সে বামারে।"
এত কহি, ভবানী ভাবিয়া ক্ষণকাল
ত্যজিয়া কৈলাসপুরী শূন্যে প্রবেশিলা ;
বিশ্ব-মধ্য-কেন্দ্র-মাঝে যথা ব্রহ্মলোক
উত্তরিলা ব্রহ্মময়ী ইরম্মদগতি।
দেখিলা সে মহাশূন্যে, অনন্ত ব্যাপিয়া,
কিরণমণ্ডলাকার বিপুল পরিধি,
ব্রহ্মার পুরীর প্রান্তরেখা—শোভাময়
অদ্ভুত আলোকে। নীল অনন্তের কোলে
নিরন্তর খেলে যেন ভানুর হিল্লোল,
বিবিধ সুবর্ণ নীলবর্ণে মিশাইয়া।
দেখিলা ভৈরবকান্তা সে বিশ্ব-প্রদেশে,
কর্ব্বুর, দানব, কিম্বা সিদ্ধ, দেবযোনি,
ব্যোমচর প্রাণী যেবা আইসে সেখানে,

ভ্রমে ভুলি শূন্য-পথ, প্রণমি তখনি
যায় দূরে, উচ্চেতে উচ্চারি ধাতানাম,
ভক্তি-পুলকিত কলেবর ! চারি দিকে
ঘেরি সে মহামণ্ডল—কিরণ-পূরিত—
পার্শ্ব নিম্ন ঊর্দ্ধ দেশে অপূর্ব্ব মূরতি
নবীন ব্রহ্মাণ্ডরাজি সতত নির্গত ।
দেখিলেন জগদম্বা প্রফুল্ল অন্তরে
সে ব্রহ্মাণ্ডকুল-গতি অকূল শূন্যেতে,
কত দিকে কত রূপে, কত শোভাময় !
ভেদি সে ভানুমণ্ডল, প্রবেশিলা সতী
বিশ্বমোহকর ব্রহ্মলোক-মধ্যভাগে ।
দেখিলা সেখানে, সীমাশূন্য মহাসিন্ধু-
সদৃশ বিস্তার—স্রোত-পারাবার ঘোর ;
তরঙ্গিত সদা,—ঘূর্ণ্যমান ঊর্ম্মিরাশি
নিঃশব্দে সতত ভীম আবর্ত্তে ঘুরিছে
বিধাতার আসন ঘেরিয়া । নিরাকার,
নিভ্রাণ, নির্জ্যোতিঃ, আভাহীন, তাপশূন্য,
সে স্রোতঃ-ঊর্ম্মির সিন্ধু ; ঊর্দ্ধদেশে তার
বাষ্পরাশি সূক্ষ্মতম মণ্ডলে মণ্ডলে—
যথা শুভ্র মেঘরাশি গগনে সঞ্চার ;
ঘুরিছে অদ্ভুত বেগে—অচিন্ত্য মানসে,
অচিন্ত্য কবি-কল্পনে—সে বাষ্পমণ্ডলী,
আবর্ত্ত ভিতরে কোটি আবর্ত্ত যেন বা !
জনমি তাহায় মৃদু আলোক-মণ্ডল
ব্যাপিছে অনন্ত তনু—কেন্দ্র আভাময় ;
আভাময় সূক্ষ্মতর তরল কিরণ
সে কেন্দ্রের চারি ধারে ; দূরতর যত,
তত গাঢ়তর দৃঢ় পরমাণুব্রজ—
বায়ু, বহ্নি, বারি, ধাতু মৃৎপিণ্ডরূপে ।
ছুটিছে অনন্তপথে সে পিণ্ড-কলাপ

সূর্য্য, চন্দ্র, ধূমকেতু, নক্ষত্র আকারে
নানা বর্ণ, নানা কায়—অপূর্ব্ব নিনাদে
পূরিয়া অম্বরদেশ ; কোথাও ফুটিছে
মনোহরা মনুজ-ভুবন মোহময় !
বিরাজে সে উর্ম্মিময় অকূল অর্ণবে
বিধির সৃজনাসন—অচিন্ত্য নিগমে !
চারি ধারে সে আসন ঘেরি নিরন্তর
ছুটিছে তরঙ্গমালা, লুটিতে লুটিতে
উঠিছে আসনদণ্ডে আনন্দে খেলায়ে ;
হেন ক্রীড়ারঙ্গে রত সে তরঙ্গরাজি
খেলিছে আসন-পার্শ্বে ; বিধি-পদাম্বুজ
যখনি পরশে তায়, তখনি সহসা
সে অপূর্ব্ব স্রোতঃমালা জীবনমণ্ডিত,
পূর্ণ নিরমল রূপ জীবাত্মা সুন্দর—
পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃরেখা অঙ্গে পরকাশ !
পুলকিত পদ্মযোনি হেরেন হরষে
সে জীব-আত্মা মণ্ডলী ; হেরেন হরষে
সৃষ্টির ললাম শ্রেষ্ঠ জীবের চেতন,
দেব-নর-প্রাণিদেহে স্নেহ সুখাধার !

বিরিঞ্চি কারণসিন্ধুগর্ভে হেনরূপে
গঠিছেন কত প্রাণী সকৌতুক মনে।
নবীন জীবনাস্বাদে মুগ্ধ জীবকুল
ভুঞ্জিছে অভূতপূর্ব্ব কতই উল্লাস !—
সে মুহূর্ত্ত-সুখ ! আহা, কে পারে বর্ণিতে,
কে পারে চিন্তিতে, হায় ? আভাস তাহার
(দীপভাতি যথা সূর্য্যকিরণ-আভাস)
ভাব মনে হে ভাবুক, শিশুর উল্লাস,
যবে পয়ঃসিক্ত তুণ্ডে, অর্দ্ধস্ফুট স্বরে,
ধরি জননীর কণ্ঠ হাসে চিত্তসুখে,
প্রকাশি পীযূষপূর্ণ স্নেহ ফুল্লাননে !

এ হেন আনন্দরসে হইয়া বিহ্বল
প্রথমে যখন, হেরে সে প্রাণিমণ্ডলী
স্রোতগর্ভ অর্ণবের উর্ম্মিকুল-ক্রীড়া,
হেরে শূন্যে বায়ু, বাষ্প, বিদ্যুৎ, আলোক-
সৃজন-লীলা অদ্ভুত, তখনি সভয়ে
শুষ্ক, শীর্ণ পুষ্পপ্রায় মুদ্রিত নয়ন,
ধায় বিধাতার অঙ্কে ভয়ে লুকাইতে,
ধায় ভয়ে শিশু যথা জননীর কোলে!
পশি বিধাতার ক্রোড়ে যখনি আবার
হেরে সে করুণাপূর্ণ নির্ম্মল আনন,
তখনি নির্ভয় পুনঃ—পাশরি সকলি,
তখনি আপনা হৈতে চিত্তের উচ্ছ্বাস
সঙ্গীত-উচ্ছ্বাসে বহে অপূর্ব্ব ধ্বনিতে!
অপূর্ব্ব ধ্বনিতে উচ্চে পরব্রহ্মনাম
ডাকিতে ডাকিতে উঠে যে যার ভুবনে,
জগৎ-সীমন্ত-রত্ন জীবরূপ ধরি!

আনন্দে আনন্দময়ী কারণ-সিন্ধুতে
হেরিলা কতই হেন সৃজনের লীলা,
পুঞ্জ পুঞ্জ জড়, জীব, ব্রহ্মাণ্ড, আকাশ,
সূর্য্য, তারা, শশধর, স্বর্গ, রসাতল,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সৃষ্টি—অপূর্ব্ব দেখিতে!
দেখিতে দেখিতে সুখে শঙ্করমোহিনী
চলিলেন ধীরগতি—দাঁড়াইলা আসি
বিপুল কারণ-সিন্ধুতটে মহামায়া।

সহসা উদিল ছটা—অতুল শোভায়
উজলি মহা অর্ণব। হেরি সে কিরণ,
সবিস্ময়ে পদ্মযোনি উন্মীলি নয়ন
চাহিলা, যে দিকে চারু শোভার উদয়
সম্ভ্রমে আইলা কাছে শঙ্করী হেরিয়া।

সম্ভাষি সুমিষ্ট স্বরে সুরজ্যেষ্ঠ বিধি

জিজ্ঞাসিলা "কি বারতা হে ত্র্যম্বকজায়া,
কি কারণ গতি এথা ?—কোথা বিশ্বনাথ ?
কি হেতু বিধিরে আজি হেন অনুকূল ?"
"হে বিরিঞ্চি, তুমি ভিন্ন," কহিলা অম্বিকা,
"দেবকুলকন্যা-মান কে রাখিবে আর ?
ভয়ে নারি কহিতে মহেশে এ সম্বাদ ;
শুনি পাছে করেন প্রলয় বামদেব।
দুষ্ট বৃত্রাসুরজায়া দানবী দাম্ভিকা
তুলিলা হানিতে পদ শচী-বক্ষস্থলে,
হে কমলযোনি, ব্যথিলা শচীর হৃদি ;
কে আর হে তবে পরচিত্তে পীড়া দিতে
হইবে শঙ্কিত, ইন্দ্রজায়া পৌলোমীর
এ দশা যদ্যপি ? দর্প চূর্ণ কর, দেব,
দনুজবামার অচিরাৎ,—কর বিধি,
হে বিধাতঃ, বৃত্র-বধ যাহে ; বধি তারে
দানবীর দৌরাত্ম্য ঘুচাও স্বর্গধামে,
ঘুচাও, হে পদ্মাসন, উমা-মনস্তাপ।"
বিরিঞ্চি উমার বাক্যে চিন্তি কতক্ষণ,
নগেন্দ্রনন্দিনী-সঙ্গে বৈকুণ্ঠভুবনে
গেলা যথা রমাপতি ; মাধব সংহতি
ফিরিলা সত্বরে পুনঃ ভুবন কৈলাসে।
বসিয়া ভবানীপতি, ভাবে নিমগন,
কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্ত্তি চারিধারে,
হেরিছেন কুতূহলী যোগীন্দ্র মহেশ
ধ্বংসের অপূর্ব্বগতি !—বিশ্বচরাচরে
কত রূপে কত জীব, কত জড়তনু,
মুহূর্ত্তে হইছে লীন ! নিগূঢ় রহস্য—
নিসর্গবন্ধনসূত্র-ছেদন-প্রণালী !
বোধাতীত, চিন্তাতীত, অতীত কল্পনা—
জড় জীব-ধ্বংসগতি ! কাল-সংঘটন !

কিবা সূক্ষ্মতর ক্ষুদ্র সূত্রেতে জড়িত
জীবের জীবন, ভোগ, সম্পদ্, প্রতাপ।
কি সূক্ষ্ম মিলন বিশ্ব-চরাচর মাঝে
অচেতনে সচেতনে—ভূলোকে দ্যুলোকে।
প্রাণিকুলে, জড়-জীবে, আত্মায় শরীরে।
কিবা মনোহর ক্ষুদ্র শৃঙ্খলমালায়
জড়িত ব্রহ্মাণ্ডবপুঃ!—কেশাগ্র সদৃশ
সূত্রের রেখায় বদ্ধ আত্মা, মন, দেহ।
শিথিল হইলে ক্ষণে নিখিল বিকল।
দেখিছেন মহাযোগী প্রগাঢ় কৌতুকে
সে লয় প্রলয়-রঙ্গ ভুবনে ভুবনে।
দেখিছেন যোগিবর কালের প্রভাবে
জীবব্রজ কত মর্ত্তে, সৃষ্টি-শোভাকর
জীবমূর্ত্তি পরিহরি, হতেছে বিলীন
গভীর কালের গর্ভে। কত জ্ঞানদীপ
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে ক্ষণে ক্ষণে
নিবিছে—ডুবিছে ঘোর অজ্ঞান-তিমিরে।
সুষমা কতই রূপ, কতই জগতে
হতেছে কলঙ্কময়—অচিহ্ন কোথাও
অসীম লাবণ্যরাশি চক্ষের নিমিষে!
চতুর্দ্দশ লোক মাঝে আত্মা সুবিমল
নির্ব্বাণ নক্ষত্র প্রায় জ্যোতিঃ হারাইয়া
পড়িতেছে কত দিকে কত শত, হায়,
পাপপঙ্কপরিপূর্ণ অন্ধতম কূপে—
পুড়িতে সন্তাপ-তাপে। দেখিছেন দেব
সে সবার অধোগতি ব্যথিত অন্তরে;
যথা নরচিত্ত হেরি সূর্য্যের মণ্ডল
রাহুর গভীর গ্রাসে যবে প্রভাকর।
কোন(ও) বা অবনী, এই প্রাণিপুঞ্জময়,
উদ্ভিদ্ লতায় সুশোভিতা, ক্ষণপরে

হইছে পাষাণপিণ্ড খণ্ডিত হিমানী—
প্রাণিশূন্য তুষারের মরু ভয়ঙ্কর।
কোথাও আবার কোন(ও) বিপুল জগৎ
বিদীর্ণ হইয়া চূর্ণ—রেণুর আকারে
মিশিতেছে শূন্যদেশে। কত জনপদ
উন্নতিসোপান ছাড়ি ডুবিছে কালেতে
অচিহ্ন হইয়া ভবে চিরদিন তরে।
দেখেন কোথাও কোন ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে,
ভীষণ প্রলয়-রঙ্গ—জীব, জড় যত,
উদ্ভিদ্, ভূধর, বারি, ভূমণ্ডল, বায়ু,
কালানলে দগ্ধীভূত শূন্যেতে লুকায়
অণুরূপে ব্যোমগর্ভে—শূন্যময় করি
সে ধরামণ্ডল-ধাম; কোথাও আবার
দেখিছেন ভূতনাথ যুগবিপর্য্যয়—
দুর্জ্জয় প্লাবনে মগ্ন বিশাল ধরণী,
পশু, পক্ষী, নরকুল, অদৃশ্য সকলি,
ভ্রমিছে বিমানমার্গে; ডাকিছে পবন
ভীষণ প্রলয়শব্দে মিশি সে প্লাবনে!
সে ঘোর প্লাবনে বিশ্ব-ভুবন চকিত!
এইরূপ লয়প্রথা ভুবনে ভুবনে
কি দেব-মানব-বাস, কিবা সিদ্ধধামে,
দেখিছেন যোগীন্দ্র নিমগ্ন গাঢ় ভাবে;
মুহুর্ত্তর কখন(ও) ঈষৎ হাস্য মুখে।
হেন কালে মুরহর, স্বয়ম্ভু, ভবানী,
দাঁড়াইলা ব্যোমকেশ শঙ্করে সম্ভাষি;
সদানন্দ মহানন্দে কৈলা আলিঙ্গন
কেশব, হিরণ্যগর্ভে—উমারে চাহিয়া
তুষিলেন আশুতোষ মধুর হাসিতে।
মাধব তখন—সদা প্রিয়ম্বদ দেব—
গম্ভীর বচনে শুনাইলা বিশ্বনাথে

সকল বারতা—শুনাইলা শচীদুঃখ,
শুনাইলা শিবে অম্বিকার মনস্তাপ।
শুনিতে শুনিতে জটা ধূর্জ্জটি-মস্তকে
কাঁপিতে লাগিল ধীরে- -ফলকে
শশধর খরতর আভা প্রকাশিল।
মহাকাল-ক্রোধমূর্ত্তি উদয় দেখিয়া
সান্ত্বনিলা হৃষীকেশ সত্বর শঙ্করে।
বিষ্ণুর বচনে মৃত্যুঞ্জয়ী মহেশ্বর
কহিলেন "হে মাধব, উমার বাসনা
পূর্ণ কর এই দণ্ডে,—হে কমলযোনি,
কর যাহে বৃত্রাসুর নাহি জীয়ে আর,
জানি আমি আমার(ই) বরেতে স্পর্দ্ধা তার,
কিন্তু কহ শুনি, কেশব কৈটভহারি,
স্বয়ম্ভু বিধাতা, কেবা সে নহ তোমরা
ভক্তির অধীন সদা—যথা ভক্তাধীন
ভ্রান্তমতি আশুতোষ? ভ্রান্তি যদি তায়,
এই দণ্ডে সেই ভ্রান্তি ঘুচাতে বাসনা
দনুজের অদৃষ্ট খণ্ডিয়া; হের ইন্দ্র
সসজ্জ সমরক্ষেত্রে; বজ্রপ্রহরণ
নির্ম্মাইলা বিশ্বকর্ম্মা; দিলা তোমা দোঁহে
নিজ নিজ তেজঃ অস্ত্রে অব্যর্থ করিয়া;
একমাত্র অন্তরায়—অন্ত নহে আজ(ও)
বিধাতার দিনমান—সে বাধা ঘুচাও
অকালে অসুরে নাশি, হে বিধি, কেশব!—
আপনার কর্ম্মদোষে মজে যে আপনি,
কে রক্ষিতে পারে তারে?" বলি শূলপাণি,
ভকতবৎসল দেব বৃত্রে ভাবি মনে
ত্যজিয়া গভীর শ্বাস বসিলা নীরবে।
হেরি মহেশের মূর্ত্তি দেব চক্রপাণি,
মন্ত্রণা করিয়া ক্ষণকাল ব্রহ্মা সহ,

উত্তরিলা মহেশ্বরে—"হে অন্তকহারি,
কর্ম্মফলে প্রাণিবৃন্দে উন্নতি, পতন,
স্বতঃ পরিবর্ত্তশীল প্রাক্তন-প্রভাব ;
তথাপি, উমেশ, উমা-অনুরোধে আমি,
দেব প্রজাপতি, বৃত্র-ভাগ্যলিপি নাশে
হইনু সম্মত।" বলি, লুকাইলা তনু ;
লুকাইলা প্রজাপতি মূর্ত্তি ক্ষণকাল ;
অতনু হইলা মহাদেব ;—তিন গুণ,
একত্রে মিলিয়া অকস্মাৎ, প্রকাশিলা
পরব্রহ্ম-রূপ নিরুপম !—অতুলিত
শোভাপূর্ণ কৈলাসভুবন ক্ষণমাঝে।
ক্ষণমাঝে ঘোর শূন্যে হৈল ঘোর ধ্বনি—
"বৃত্রের অদৃষ্টলিপি অকালে খণ্ডিত।"
হেথা ভাগ্যদেব গাঢ় চিন্তানিমজ্জিত,
বসিয়া বৈকুণ্ঠপ্রান্তে, বিস্তৃত সম্মুখে
বিশাল প্রাক্তন-লিপি—দৃশ্য মনোহর !
ছায়া-ইন্দ্রজালে যথা ধূর্ত্ত যাদুকর
দেখায় অদ্ভুত রঙ্গ—অদ্ভুত তেমতি
অনন্ত আলেখ্য-অঙ্গে ক্রীড়া নিরন্তর।
কোনখানে ভূমণ্ডলবিজয়ী বীরেশ
ছুটে চতুরঙ্গ দলে পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া ;
আবার মুহূর্ত্ত-কালে সে বীরকেশরী
মরুভূমে পদব্রজে ভ্রমে চিন্তাকুল।
এই রাজ-অভিষেক,—আনন্দ হিল্লোল
খেলিছে ধরণী-অঙ্গে, প্রবাহে প্রবাহে
কত গজ, তুরঙ্গম, কত প্রাণিকুল
সুসজ্জ প্রাঙ্গণ মাঝে। তখনি আবার
আলেখ্যে শ্মশানছায়া ভয়ঙ্কর বেশ।
রাজতনু চিতা'পরে, অপত্য, বান্ধব,
বাষ্পাকুলনেত্রে ঘেরি শবে। ক্ষণকালে

চিতাপার্শ্বে কোথা আচম্বিতে অট্টালিকা
সুসজ্জিত—রঞ্জিত বসনাবৃত চারু—
বিবাহমণ্ডপে সুখে দম্পতি আসীন।
মুহূর্ত্তে আবার, মৃত পতি কোলে করি
কাঁদিছে যুবতী, ছিন্নভিন্ন কেশবেশ,
বসন, ভূষণ বিলুণ্ঠিত। ক্ষণে ক্ষণে
কতই যুবক—আহা, ভূষিত সুষমা,
প্রতি অঙ্গে সুখে যেন স্বাস্থ্য মূর্ত্তিমান্—
হারাইছে সে লাবণ্য—যৌবনে স্থবির।
যৌবনে উচ্ছিন্ন কত রামারূপরাশি।
কোন চিত্র, ঊর্ণনাভজাল-পূর্ণ এই,
উজ্জ্বল নিমেষ মধ্যে। কোন দীপ্ত ছবি
প্রভান্বিত নিরন্তর—সহসা মলিন।
কোন সে আলেখ্য-দৃশ্য—দারিদ্র্য-প্রতিমা
মূর্ত্তিমান্ এই যেন—দেখিতে দেখিতে
মনোহর চারু বেশ—মণি, মরকত-
ময় রত্ন সুশোভিত। কত পর্ণশালা
ধরিছে সুহর্ম্ম্যরূপ চক্ষের পলকে।
কত সে আবার দিব্য স্বর্ণ অট্টালিকা
ধরিছে কুটীর বেশ,—কালের কালিমা,
তৃণ, গুল্ম, লতা, আচ্ছাদিত কলেবর।
মিশাইছে কত চিত্র ফুটিতে ফুটিতে,
যথা তরু-শৈলকুল, প্রভাত-কুহেলি
আবরিলে মহীদেহ মিহিরে লুকায়ে।
কত দৃশ্য মিলাইছে চিরদিন তরে।

এইরূপে জগতের যে কোন প্রদেশে
কালধর্ম্মে, কর্ম্মাকর্ম্মে, সুযোগে, কুযোগে
ঘটিছে যখন যাহা সুগতি, অগতি,
কিবা জীব, কিবা জড়, কি উদ্ভিদকুলে,
তখনি সে চিত্রপটে, নিত্য ক্রীড়াময়,

অঙ্কিত হইছে তাহা ;—নিমগ্ন মানসে
দেখিছেন ভাগ্যদেব নিশ্চল নয়নে।
বৃত্রের বিশাল চিত্র সে আলেখ্য'পরে
কত শোভা বিভূষিত, কত আভাময়,
জ্বলিছে উজ্জ্বল মূর্ত্তি—প্রদীপ্ত ছটায়
ত্রিভুবন প্রজ্বলিত !—হেরিছেন ভাগ্য
কুতূহলে। হেন কালে অম্বর বিদারি
ধ্বনিল ভৈরব ধ্বনি—আকাশবাণীতে
প্রকাশিয়া ব্রহ্মরূপী ত্রিমূর্ত্তি-আদেশ।
সভয়ে প্রাক্তন শীঘ্র ফিরায়ে নয়ন
নিরখিলা চিত্রপটে,—দেখিলা সহসা
বৃত্রের বিশালচিত্র, কালিমামণ্ডিত,
মিশাইছে ধীরে ধীরে—শোভাবিরহিত !

দ্বাবিংশ সর্গ

বসিয়া অসুর-পার্শ্বে অসুরভামিনী ;—
নবীন নীরদরাশি, লুকায়ে বিজুলি হাসি,
বুকে ইন্দ্রধনু-রেখা, ঢাকিয়া মিহির,
পরশি ভূধর-অঙ্গ রহে যেন স্থির !

যেন চল চল জলে নীলোৎপলদল,
প্রসারিত নেত্রদ্বয়, দৈত্যমুখে চাহি রয়,
নিস্পন্দ শরীর, ধীর, গম্ভীর বদন,—
না পড়িলে ধারাজল জলদ যেমন !

দেখিয়া দনুজনাথ সে মুখের ভাব
বিস্ময় ভাবিয়া মনে, কর ধরি সযতনে
করতলে চাপি ধীরে মধুর উল্লাসে,
কহিলা উৎসাহপূর্ণ মৃদুল সম্ভাষে—

"এ কি হেরি, দৈত্যরাশি, যামিনী উদয়
এ সুখমধ্যাহ্নকালে ?   রুদ্রপীড় শরজালে
নির্দ্দেব করিলা পুরী অনলে জিনিয়া,
পরিলা অতুল যশঃকিরীট মণ্ডিয়া।

পলাইল সুরসেনা শিবা যেন ভয়ে ;
জয়ন্ত শশক প্রায়   রথ লয়ে বেগে ধায়
পালটি না ফিরে চায় ; দৈত্যের তাড়নে
অমরার প্রান্তে দেব ভাবে ক্ষুণ্ণ মনে ;

ভাসে অসুরের দল আনন্দ উৎসাহে ;
পুত্রের সুযশঃ-গান,   ত্রিভুবনে দৈত্যমান
আজি প্রভান্বিত কত !—সার্থক জীবন,
আজি সে সফল, প্রিয়ে, সফল সাধন !

হেন পুত্রে গর্ভে ধরি, এ সুখের দিনে,
চিত্তে নাই সুখোচ্ছ্বাস,   মুখে নাই প্রীতিভাষ,
পুত্রের কল্যাণে নাই মঙ্গলকামনা ;—
এ ভাবে মনের খেদে কেন হে বিমনা ?

হের দেখ করতলে ধনেশভাণ্ডার !
ঘোষিতে পুত্রের জয়   কর যাহা চিত্তে লয়,
ভাসাও ত্রিদশালয় উৎসব-হিল্লোলে—
এ দিন কখন(ও) যেন কেহ নাহি ভুলে।

কি অভাবে মনোদুখে দনুজমহিষি ?
কি নাহি করিতে দান,   কিবা স্থান, কিবা মান,
কহ কিবা চাহে প্রাণ, কি আশা পূরাতে—
কোন্ রাজসিংহাসনে কাহারে বসাতে ?

আজন্ম দরিদ্র যেবা দনুজের কুলে
সেও আজি আশাবান্, আশায় যুড়ায় প্রাণ,
স্বপনে কল্পনা করি অসাধ্য কামনা।
ইচ্ছাময়ী ঐন্দ্রিলা হে মলিনবদনা?

জননীর মনস্তাপে পুত্রে অকল্যাণ—
সে কথা বিস্মৃতি-জলে ভাসায়ে, হৃদয়তলে
বিষাদে আশ্রয় দিলে, কি হেন ভাবনা?—
ঐন্দ্রিলে, চিত্তের বেগে ভুলিলে আপনা।"

উত্তরিলা দৈত্যরাজমহিষী তখন;—
"খলের চাতুরি মায়া বহুরূপী দেহচ্ছায়া,
ধরে কত রূপ তাহা—কে বুঝিতে পারে?
রমণীর চাতুরিতে রমাপতি হারে!—"

উত্তরিলা "হে দনুজকুল অধীশ্বর,
অভাগ্য যখন যার তখনি অদৃষ্টে তার
কত যে লাঞ্ছনা ভোগ কে বর্ণিতে পারে!
নহিলে নির্দয় হেন কেন হে আমারে?

ঐন্দ্রিলা পাষাণ-প্রাণ!—তনয়ে ভুলিলা?
আপনার তুচ্ছ জ্বালা ভেবে, মুখ করি কালা,
আইলা পতির কাছে?—হে হৃদয়নাথ,
হৃদয় ব্যথিতে আর পেলে না আঘাত?

কবে সে কঠিন হেন দেখেছ আমায়?
কারে বধিয়াছি প্রাণে কাহার জীবন দানে
নিদয়া হইয়া তোমা কৈনু নিবারণ?
কি দেখিলে কবে বল নিষ্ঠুর তেমন?

হায়, ঐন্দ্রিলার হেলা তনয়ের প্রতি,
ধিক্ ঐন্দ্রিলার নামে ; এই ছিল পরিণামে
শুনিতে হইল তারে এ পরুষবাণী—
পতির বদনে, হায় !—ধিক্ রে পরাণী !

কারে জানাইব আর মনের বেদনা ?
জন্মকাল যাঁর সনে নিদ্রাহার একাসনে
তিনিই আমারে যদি ভাবিলা এমন—
কি জানাব কে জানিবে মনের যাতন !

থাক হে দনুজনাথ তনয়-বৎসল,
কর ভোগ একা সুখে ; যে খেদ আমার বুকে
থাকুক তেমতি, দুখে পুড়ুক পরাণী—
থাক সুখে দয়াময়—চলিল পাষাণী ।”

বলি ভাক্ত ক্রোধে বামা উঠি দাঁড়াইল ;
কত অনুরোধ করি, কত যত্নে করে ধরি,
বসাইলা মহিষীরে নিকটে আবার ;
ঘুচাইলা কত যত্নে চিত্তের বিকার ।

কহিলা তখন রামা মধুর কপটে—
“হে বীর সমরপ্রিয়, রণক্ষেত্রে অদ্বিতীয়,
জান তুমি সুধু রণ-রঙ্গক্রীড়া যত ;—
তুমি কি জানিবে কহ বামা-স্নেহ কত ?

কি জানিবে জননীর প্রাণে কিবা হয় ?
সন্তানের মমতায় কত ব্যথা চিন্তা তায়,
কত দিকে ধায় চিত্ত ?—হে দৈত্যভূষণ,
পুরুষ বুঝে কি কভু রমণীর মন ?

বিজয়-উল্লাসে এবে তুমি সে উন্মাদ।
ভাবিছে আমার মন পুত্রে দিয়া দরশন
দেখাব কিরূপে তারে এ বদন ছার—
পাপীয়সী-কোলে যবে বসিবে কুমার।

শুধিবে যখন 'মাতা, ইন্দুবালা কোথা?
দিয়াছিনু তব করে পালিতে সোহাগ ভরে;
কোথা সে স্নেহের লতা রাখিলে আমার?'
কি ব'লে হৃদয়ে শেল বিন্ধিব তাহার?

হারায়েছি, দৈত্যনাথ, পুত্রের মাণিক,—
হারায়েছি হৃদয়েশ অঞ্চলের নিধি শেষ
দনুজেন্দ্র, হারায়েছি 'সুশীলা' তোমার;—
ইন্দুবালা বিনা এবে পুরী অন্ধকার।"

বলি বাষ্পাকুলনেত্রে হইল নীরব।
অচল নগেন্দ্র প্রায় দৈত্যপতি স্তব্ধ-কায়,
চাহি ঐন্দ্রিলার মুখ থাকি কত ক্ষণ,
ছাড়িলা অরণ্য-শ্বাসে গভীর নিস্বন।

"কি কহিলা, ঐন্দ্রিলা" বলিলা গাঢ় স্বরে,
"ইন্দুবালা নাই মম সে সুধাংশু নিরুপম
ডুবেছে কি অস্তাচলে?—পাব না কি আর
দেখিতে সে নিরমল পীযূষ-আধার?

আর কি সে স্নেহময়ী সরলার কথা
হৃদয় শীতল করি, চিন্তার উত্তাপ হরি
জুড়াবে না এ শ্রবণ—জুড়াত যেমন
নিন্দিয়া বীণার ধ্বনি ঝরিত যখন?

না ঐন্দ্রিলে, নিধনের নহে সে প্রতিমা,—
হরিতে সে সুষমায় কৃতান্ত কাঁদিবে, হায় !
চিরায়ু সে ইন্দুবালা অক্ষয় রতন ;—
বিজয়ী বীরের যশ চিরায়ু যেমন !"

"হেন অমঙ্গল কথা, হে দনুজপতি,
কি হেতু আন হে মুখে," ঐন্দ্রিলা কৃত্রিম দুখে,
কহিলা বিমর্ষ ভাবে চাহি দৈত্যপানে,
"এ বেদনা কেন দাও দুখিনীর প্রাণে ?

চির আয়ুষ্মতী হ'ক বধূ সে আমার !
চিরায়তি থাক্ তার পরশে না যেন তার
কেশের শতাংশ ভাগ শমন দুর্ম্মতি !
হে নাথ, শমন হৈতে নিদারুণ অতি।

ইন্দ্রের কামিনী শচী—সাপিনী কুটিলা ;
কপটে ছলিলা, হায়, শিশুমতি বালিকায় ;
সাধিতে নারিল যাহা দেবতারা বলে,
সুসিদ্ধ করিল তাহা কুহকীর ছলে !

হা ধিক্ ঐন্দ্রিলা-প্রাণে—ধিক্ দৈত্যরাজ,
তোমার কুলের বধূ ভুলি দৈত্যস্নেহমধু,
ভুলি কুল-মান-গর্ব্ব হেলিয়া সকল,
আশ্রয় করিলা কি না শচী-পদতল !

তব আজ্ঞা শিরে ধরি, দনুজকেশরি,
শচী আনিবারে যাই, হতভাগ্যে পোড়া ছাই,
নিরখিনু ইন্দুবালা সেবে শচীপদ !—
ব্রহ্মাণ্ডে রহিল, নাথ, এ কলঙ্ক-হ্রদ !

অসহ্য হৃদয়বেগ না পারি ধরিতে,
শচীরে গঞ্জনা দিয়া বধূরে আনিতে গিয়া,
ঘটিল যা ছিল শেষ কপালে আমার,—
যেমন দুরাশা, হায়, পুরস্কার তার!

বলি নাই ভাবি নাই, চাহি না বলিতে
সে দুঃখের কথা কভু, সহিতে হইল প্রভু,
স্বর্গজয়ি-জায়া হয়ে শচীপদাঘাত!—
সে দুঃখ 'পাষাণ' প্রাণে সয়েছি হে নাথ!

সহিতে না পারি কিন্তু এ অখ্যাতি তব;
স্বামীর কুখ্যাতি যায়, নারীর কলঙ্ক তায়,
ভাবি তাই সে কলঙ্ক ঘুচাব কেমনে—
ইন্দুবালা পড়ে মনে জাগ্রতে স্বপনে।

চল, দেখাইব চল, স্বচক্ষে দেখিবে,
বুঝিবে সে কি কারণ দহে 'পাষাণী'র মন,
কেন এ সুখের দিনে হয়েছি হতাশ!
নারীর বচনে, নাথ, কি কাজ বিশ্বাস!"

ঈষৎ কম্পিত নাসা, কুঞ্চিত ললাট,
সঘনে নিশ্বাস ঘন আরক্তিম ত্রিনয়ন,
চলিল দনুজপতি দানবী-সংহতি;
চলিল দৈত্যেশবামা গর্ব্বিত মূরতি;

ধন্য রে ঐন্দ্রিলা, তোর পণে বলিহারি!
চলেছ নদীর বেগে চাপি চিন্তা, চিত্ত-বেগে,
সাধন করিতে নিজ সাধের মনন;
জান না হৃদয়ে কভু নিরাশা কেমন।

চলিলা অস্থরপতি, মহিষী-সংহতি
উঠিলা প্রাচীর'পরে ; নিরখিলা স্তরে স্তরে
অকূল সাগর-তুল্য সুরাসুর-দল ;
নিরখিলা স্বর্ণময় সুমেরু অচল।

শোভিছে অমরা-প্রান্তে—সহস্র শিখর
উঠেছে অনন্ত ভেদি যেন কল্পনার বেদি,
সুরবিমোহিনী মূর্ত্তি, সাজান(ও) রয়েছে ;
নির্ম্মল কিরণমালা সর্ব্বাঙ্গে সেজেছে!

কোন সে শিখরে তার,—আহা, কিবা শোভা,
ছায়া-কিরণেতে মিলি খেলিতেছে ঝিলিমিলি!—
দেখায় তর্জ্জনী তুলি দনুজমহিষী—
বসিয়া সুরেশকান্তা উজলিছে দিশি ;

পদতলে ইন্দুবালা মলিনবদনা—
শীর্ণালস কলেবর, অস্ফুট কুসুম-থর
মধ্যাহ্নের সূর্য্যতাপে বিরস যেমন ;
নিশ্চল, অলস, অর্দ্ধ-মুদিত নয়ন ;

কাছে রতি স্তব্ধমতি, চপলা অচলা,
হেরিছে সমরাঙ্গণে মুগ্ধচিত্ত কয় জনে—
চারু চিত্রপটে যেন তুলির লিখন!
নিরখি দনুজরাজ বিস্ময়ে মগন।

বিস্ময়ে মগন দৈত্য কত ক্ষণ থাকি
করিল নাসিকাধ্বনি, গরজিল যেন ফণী,
লম্ফ ছাড়ি লঙ্ঘিতে সুমেরু-দেহ বাড়ে ;
হেন কালে সুরাসুরে সিংহনাদ ছাড়ে,—

পূরিয়া সমরক্ষেত্র সেনাকোলাহল
সহসা শূন্যেতে উঠে, রথ অশ্ব বেগে ছুটে,
করিব্রজ শুণ্ড তুলি গর্জ্জিল ভীষণ,
বাজিল পটহ, ভেরী, দামা, অগণন।

নিমেষে পালটি নেত্র দেখিলা প্রাঙ্গণে
রুদ্রপীড় রথে রথী, যেন বিদ্যুতের গতি
ছুটিছে বাহিনী-অগ্রে, উঠেছে পতাকা—
ভয়ঙ্কর রাহুরূপ কেতু-অঙ্গে আঁকা।

নিরখি ভুলিলা দৈত্য সকল ভাবনা;
স্থির-নেত্র স্তব্ধবৎ, একদৃষ্টে চাহি রথ,
দেখিতে লাগিলা বৃত্র অনন্যমানস
রথের তরঙ্গগতি, অশ্বের তরস্।

সমর-আহ্লাদে চিত্ত সদাই বিহ্বল,
তাহে পুত্র যুদ্ধসাজে প্রবেশিছে শত্রুমাঝে,
নিরখি অপূর্ব্ব ভাবে হৃদয় মথিল,
অদ্ভুত আনন্দস্রোত চিত্তে প্রবাহিল।

দেখিলা অসুর, সুরমধ্যস্থলে আসি
স্থির হৈল রথগতি; অতুল সানন্দমতি
পুত্রের সমরসজ্জা হেরে বৃত্রাসুর—
রতন-সম্ভবা বিভা উজলিছে ধুর;

শুভ্র সারসের পুচ্ছ মণিগুচ্ছে নত
দুলিছে শীর্ষকে বাঁকা, অঙ্গত্রাণে অঙ্গ ঢাকা,
হীরকমণ্ডিত অসিমুষ্টি কটিতটে,
সারসনে অসিকোষ দুলিছে দাপটে;

বক্র ধনুঃ বাম করে ; রথ-অঙ্গে শোভে
হেমময় নানা তূণ, নানা বর্ণ ধনুর্গুণ,
শাণিত কৃপাণশ্রেণী, গদা, প্রক্ষেড্বন,
ধনুঃদণ্ড, বিবিধ আয়ুধ অগণন।

ধনুঃপৃষ্ঠে করতল, উঠি মহেষ্বাস
দাঁড়াইলা রথোপরে, গভীর বিশদ স্বরে
কহিলা সম্ভাষি সূতে, প্রফুল্ল নয়ন—
"হে সারথি, আজি মম সফল জীবন ;

দুর্জ্জয় ত্রিদশনাথে সমরে সম্ভাষি
পরিব অতুল যশ উজ্জ্বল করি শিরস্,
রাখিব অক্ষয় খ্যাতি অসুরমণ্ডলে,
দেখাব কার্ম্মুকশিক্ষা সুররথীদলে।

জানি মৃত্যু সুনিশ্চয় বাসবের হাতে
আজি এ সমরাঙ্গণে, ত্যজিব অক্ষুব্ধ মনে
এ দেহ, হে সূতবর—সৌভাগ্য আমার
ভালে না লিখিলা ভাগ্য অন্য মৃত্যু ছার।

ত্রিলোকে অজেয় ইন্দ্র—ত্রিদিবের পতি,
শরক্ষেপ প্রথা যার বীর-চক্ষে চমৎকার
তার সনে আজি রণে যুঝিব হরষে,
এ মরণে কার মনে সুখ না পরশে ?

সারথি, মৃত্যুর চিন্তা ঘুচেছে এখন ;
আজি সুরাসুরগণ দেখিবে অদ্ভুত রণ,
দেখিবে বীরের মৃত্যু অদ্ভুত কেমন ;
এক কথা, সারথি হে, রাখিও স্মরণ,—

অন্তিম শয়নে যবে দেখিবে আমায়,
দেখ(ও) যেন শত্রু কেহ রণক্ষেত্রে এই দেহ
ঘৃণিত চরণে নাহি করে পরশন,—
রাক্ষস, পিশাচে যেন না করে ভক্ষণ।

এই অগ্নিচক্র রথ লভিনু যা রণে
হারাইয়ে হুতাশনে, দিও হে পিতৃচরণে,
দিও পদে এই মম অঙ্গ-আচ্ছাদন,
বলো—রুদ্রপীড়-সাধ হয়েছে সাধন।

এই অর্ঘ্য, সুতশ্রেষ্ঠ, দিলেন জননী
রক্ষিতে সমর-ক্ষেত্রে তাঁর প্রাণাধিক পুত্রে,
দিও জননীরে পুনঃ—বলিও তাঁহায়—
মৃত্যুকালে এই অর্ঘ্য ধরিনু মাথায়।

দিও, সুত, এ সারসপুচ্ছ মণিময়,
উজ্জ্বল শীর্ষক'পরে আজি যাহা শোভা করে,
দিও ইন্দুবালা-করে, করিতে স্মরণ
উন্মাদিনী প্রেমে যার মুগ্ধা আজীবন;

বলো তারে, সারথি হে"—বলিতে বলিতে
কপোলে সলিলধারা ঝরে হিমবিন্দু-ঝারা,
ভাবি সে হৃদয়ময়ী স্নেহের পুতলী;
ঘন শ্বাসে কণ্ঠরোধ—নীরবিলা বলী;

বসিলা সমরাসনে ভীম শঙ্খ নাদি;
বাজিল দুন্দুভিধ্বনি, ঘন ঘন ঘন ধ্বনি
বাজিল সমরতূরী যুড়িয়া প্রাঙ্গণ;
দানবের সিংহনাদে কাঁপিল গগন।

হেরি ষড়ানন শীঘ্র সেনা-অগ্রভাগে
আইলা নক্ষত্রগতি স্বদল-বিপক্ষ মথি,
দাঁড়াইল শিখিধ্বজ রথ থর থরি ;
উড়িল বিশাল কেতু শূন্য শোভা করি।

কহিলা উমানন্দন জলদগর্জ্জনে,—
মুহূর্ত্তে নিস্তব্ধ সব রণতূর্য্য ঘনরব,
রথের ঘর্ঘর শব্দ, হস্তীর গর্জ্জন,
হয়ব্রজ স্তব্ধভাব, উন্নত-শ্রবণ ;—

কহিলা জলদস্বনে—"রে দাম্ভিক শিশু,
বহ্নিরে নিবারি রণে উন্মত্ত হইলে মনে,
অমর-সেনানী-অগ্রে আ(ই)লে একা রথী—
ভুলিলে শমনভয় আরে ছন্নমতি ?

যে শিবিরে আদিতেয় মহারথিগণ,
এক এক জন যার নিমিষে ব্রহ্মাণ্ড ছার
বিক্রমে করিতে পারে, অবহেলি তায়
সমরে পশিলে একা অবোধের প্রায় ?

না চিনিলে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড গ্রহনাথে ?
পবন ভীষণ দেবে ? সিন্ধু যারে নিত্য সেবে
আক্রুদ্ধ বরুণ পাশী ? যম দণ্ডধরে ?
ফণীন্দ্র বাসুকি ফণাধর-কুলেশ্বরে ?

ভীম অঙ্গারক কুজ, সৌরি শনৈশ্চর,
বৈনতেয় খগেশ্বর, নৈঋ্ত নৈঋ্তধর,
জয়ন্ত বাসবপুত্র অসীম-সাহস,
আমি দেবসেনাপতি ভবেশ-ঔরস।

এ বীরবৃন্দের মাঝে বল কার সনে
যুঝিবি সাহস করি ? বুঝিবি রে ধনুঃ ধরি
দেবের বিক্রম কত দাম্ভিক বালক—
সমুদ্র শোষিতে চাও হইয়া শুষক ?"

"হে পার্ব্বতীসুত"—দর্পে উত্তরি তখন
কহিলা বৃত্রতনয়, "পাবে শীঘ্র পরিচয়
শিশু কি প্রাচীন এই অসুর-আত্মজ—
রণে অগ্রসর শীঘ্র হও শিখিধ্বজ ;

কি ফল বিচারি কার সনে করি রণ—
করেছি অলঙ্ঘ্য পণ পরাজিব সর্ব্বজন,
নির্দেব করিব স্বর্গ আজি এ সমরে,
নতুবা ত্যজিব প্রাণ ব্যাকুলি·অমরে ;

যত জন, যে বা ইচ্ছা, হও অগ্রসর,
নহিব বিমুখ আজ সাধিতে বীরের কাজ—
আজি সমরের পণ উদ্‌যাপন মম,
ঘুচাব সমরে পশি দেব-চিত্তভ্রম।

ভেটিব সমরাঙ্গণে, সুরনাথে আজি—
বীরচক্ষে চমৎকার শিঞ্জিনীর ক্রীড়া তাঁর,
দেখিব সে জ্যার ভঙ্গী—নাহি চাহি আন্ ;
আশু পূর্ণ কর আশা, ধর ধনুর্ব্বাণ।"

বলি সব্যসাচী বৃত্রসুত ধনুর্ধর
লঘু হস্তে খর শর ফেলিল শতাঙ্গ 'পর,
লক্ষ্য করি বরুণ, পবন, প্রভাকরে ;
সেনাপতি শিখিধ্বজ বিন্ধি খর শরে।

বাজিল দুন্দুভি-ধ্বনি স্বর্গ কোলাহলি,
বাজিল সমরশঙ্খ, ভীরুর প্রাণে আতঙ্ক,
ঝড়গতি চারি রথ ছুটিল সম্মুখে ;
উড়িল ধূলির জাল গাঢ় অভ্রমুখে ;

চারি কোদণ্ডের ছিলা বধিরি শ্রবণ
ভীম শব্দে একেবারে, নিনাদিল চারি ধারে,
ছুটিল কলম্বকুল তারারাশি হেন,
ছুটে ঘনঘটা-কোলে তড়িল্লতা যেন ।

ছুটিছে নৈঋ´ত হ'তে ভাস্করের রথ,
তেজস্কর সাত হয়, নাসাতে পবন বয়,
ক্ষুরে না পরশে ক্ষণে মনঃশিলা-তল—
ক্রোধিত তপনতেজে স্যন্দন উজ্জ্বল ;

অগ্নিকোণে বরুণের শঙ্খময় রথ
মেঘের মন্দ্রে, ফেনরাশি নাসারন্ধ্রে
চারি কৃষ্ণ হয় ফেনময় কলেবর,
শত চক্র বায়ুগতি ঘুরিছে ঘর্ঘর ।

ঈশানে পার্ব্বতীসুত-স্যন্দন ভীষণ—
বিশাল কেতন-চূড়ে উড়িছে আকাশ যুড়ে,
খেলে যেন ইন্দ্রধনু আভা ছড়াইয়া,—
অশ্বের তরল গতি তরঙ্গ জিনিয়া ।

বায়ুকোণে পবনের শতাঙ্গের খেলা—
যেন কিরণের রেখা, যায় কি না যায় দেখা,
ছুটিছে মানসগতি জিনিয়া তরসে ;—
কুরঙ্গ-অঙ্কিত কেতু গগন পরশে ।

দেখিয়া দনুজস্থত সমরকুশলী—
আজ্ঞা দিলা সারথিরে, মণ্ডলে মণ্ডলে ফিরে
বেগে চালাইতে অশ্ব,—না হয় যেমন
শরলক্ষ্য ক্ষণকাল ঘোটক, স্যন্দন।

বিজুলির বেগে যেন ঘুরিতে লাগিল
চক্রাকারে মহারথ, অনল-স্ফুলিঙ্গবৎ
ক্ষিপ্রহস্তে রুদ্রপীড় ভীম ধনুঃ ধরি,
কিবা শিক্ষা অদভুত, চারি রথোপরি

হানিতে লাগিল শর শিলাধারাবৎ ;
চক্রাকারে শূন্য'পর একে ঘেরি অন্য স্তর—
মণ্ডল-আকারে বারিলহরী যেমন,
ছুটিল তড়িৎগতি বিচিত্র মার্গণ ;

পড়িল ভাস্কর-রথ-চূড়া আচম্বিতে ;
কাঁপিল সূর্য্য-স্যন্দন শরাঘাতে ঘন ঘন ;
বরুণের তুরঙ্গম বাণেতে অস্থির,
ধারাকারে কৃষ্ণ-অঙ্গে ছুটিল রুধির।

অচল বায়ুর রথ—কুরঙ্গ উধাও,
শত খণ্ড ধনুগু'ণ, বাণ-মুখে উড়ে তূণ,
ধনুঃশূন্য প্রভঞ্জন, নিমেষে বিকল,
ছুটিতে লাগিল বেগে ভ্রমি রণস্থল।

অস্থির পার্ব্বতীস্থত বৃত্রস্থত-তেজে—
এই নিবারিছে শর তখনি মুহূর্ত্ত'পর
সর্ব্ব অঙ্গ-কলেবর শরজালে ঢাকা ;
সঘনে কাঁপিছে রথ—ভগ্ন চূড়া, পাখা।

চমকিত দেবগণ, ইন্দ্র চমকিত ;
উন্মত্ত অসুর দল হেরি দৈত্যসুত-বল,
সুরাসুর দুই দলে ধ্বনি ঘন ঘন—
"সাধু রুদ্রপীড়—সাধু বৃত্রের নন্দন।"

অধীর সে ধ্বনি শুনি তনু পুলকিত
উল্লাসে দনুজনাথ উচ্চৈঃস্বরে অকস্মাৎ
"সাধু রুদ্রপীড়" বলি নিস্বন ছাড়িল,
দূর শূন্যদেশে যেন জলদ গর্জ্জিল।

দেখিল অসুর, সুর, প্রাচীর-শিখরে
গাঢ় ঘনরাশি-প্রায় বৃত্রাসুর মহাকায়
দাঁড়ায়ে, বিশাল হস্ত শূন্যে প্রসারিয়া,
আশীর্ব্বাদ করে যেন পুত্রে সঙ্কেতিয়া।

চঞ্চল নিবিড় কেশ উড়িছে পবনে,
বিশাল ললাটস্থল, শ্রবণে বীর-কুণ্ডল,
ধটিনী-বেষ্টিত কটি, প্রসৃত উরস,
তিন নেত্রে অরুণের রক্তিমা-পরশ।

বৃত্রে হেরি দেব-যোধ পদাতিক দল,
ভীত কুরঙ্গের প্রায়, বেগে শত দিকে ধায়,
রণক্ষেত্রে নিক্ষেপিয়া চর্ম্ম-প্রহরণ ;
পালটি ফিরিয়া নাহি করে দরশন।

নিরখি উদ্দেশে বৃত্রে ধনু হেলাইয়া
রুদ্রপীড় প্রণমিলা, ক্ষণ ক্ষান্ত ধনু-ছিলা,
আবার কোদণ্ড ঘাতি টানিলা শিঞ্জিনী—
চমকিল জ্যানির্ঘোষে অমরবাহিনী।

অধৈর্য্য অমররথী ; সরোষে তখন
আজ্ঞা দিলা তিন জন, চালাইতে অনুক্ষণ,
রুদ্রপীড়-রথমুখে নিজ নিজ যান,
সতর্কে কোদণ্ড ধরি করিল সন্ধান।

চলিল দৈত্যারি-রথ অব্যর্থ গতিতে,
না মানি শরের গতি, না মানি বিপথ, পথি,
অবিচ্ছেদ ঋজুগতি চলিল সমুখে—
দুর্ব্বার বিশিখস্রোত-বেগ ধরি বুকে।

তিন মুখে তিন দেব সুরথী নিপুণ
বরুণ বারিধীশ্বর, গ্রহপতি প্রভাকর,
তারকসূদন শূর পার্ব্বতীনন্দন—
অন্য দিকে গদাহস্তে ভীম প্রভঞ্জন!

রুদ্রপীড়-রথগতি মন্দীভূত ক্রমে,
ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর চক্রে ভ্রমে রথবর,
শেষে স্থির মধ্যস্থলে নিবারি গমন ;
হেরি সুররথিবৃন্দ ছাড়িল গর্জ্জন।

"মা ভৈ মা ভৈ" শব্দে ভীষণ নিনাদি
কহিল দনুজেশ্বর "হের পুত্র ধনুর্দ্ধর
ক্ষণকাল নিবার এ সুররথিগণে,
এখনি বাহিনী-সঙ্গে প্রবেশিব রণে।

গোকর্ণ, শালিবাহন, গাধি, ঘটোৎকচ,
সোমধৃতি, তৃণগতি, হে দৈত্য-রথিক-পতি,
বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠেতে শীঘ্র হও অগ্রসর"—
রণক্ষেত্রে চাহি উচ্চে ডাকি দৈত্যেশ্বর

নামিলা প্রাচীর হ'তে।—এখানে ত্বরিত
মিলি সুররথিগণ আরম্ভিলা মহারণ
ঘেরি রুদ্রপীড়-রথ বিষম হুঙ্কারি,
দৈত্যসুত-শররাশি শরেতে নিবারি ;

কাটিলা ভাস্কর অগ্নি-স্যন্দনের চূড়া ;
কাটিলা রথের চক্র তারকারি শরে বক্র ;
বরুণ শাণিত অস্ত্র হানিতে লাগিলা ;
সদাগতি গদা ধরি ক্রোধেতে ছুটিলা—

লম্ফে লম্ফে প্রদক্ষিণ করি চারি দিকে
ঘন ঘন ঘোর ঘাতে রথচক্র পাতে পাতে
চূর্ণ কৈলা ক্ষণকালে—অশ্বের বন্ধনী
ছিঁড়িলা নিমিষে, চূর্ণ যুগন্ধর, অণী।

অচল দেখিয়া রথ দনুজকেশরী
লম্ফ দিয়া রণস্থলে নামি মনঃশিলাতলে,
সিংহ যেন দাঁড়াইল কিরাত-বেষ্টিত,
দীপ্ত তরবারি বেগে মস্তকে ঘূর্ণিত ;

শত খণ্ডে খণ্ড কৈল পবনের গদা ;
নিমিষে কার্ম্মুক পুনঃ লয়ে করে দিলা গুণ,
শিঞ্জিনী অপূর্ব্ব রঙ্গে খেলিতে লাগিল,
ক্ষণে ক্ষণে শরজাল গগনে ছুটিল।

আঘাতিল প্রভাকরে, বরুণে আঘাতি,
আচ্ছাদি কুমার-অঙ্গ শত দিকে হ'য়ে ভঙ্গ
পড়িতে লাগিল, ঢাকি শতাঙ্গ, গগন,—
বিমুখি সংগ্রামে শরদগ্ধ প্রভঞ্জন।

তখন পার্ব্বতীপুত্র দেবসেনাপতি
দিব্য অস্ত্র ধরি করে, দ্বিখণ্ড করিলা শরে,
রুদ্রপীড়-শরাসন ভীষণ আঘাতে—
নিমিষে বীরেন্দ্র ধনুঃ নিলা অন্য হাতে ;

না টানিতে শিঞ্জিনী, প্রচণ্ড দিবাকর
খণ্ড করি থুরে থুরে কোদণ্ড ফেলিলা দূরে
বসাইলা চাপে অস্ত্র ঘোর আভাময়—
নিরখি তিলার্দ্ধ কালে বৃত্রের তনয়

ধূমদণ্ড—ধূমকেতু-আকৃতি ভীষণ—
ধরিলা সাপটি করে, বাহিরিল থরে থরে
কিরণের রেখাকারে গগনে বিস্তারি
তাম্রময় শলাকা সহস্র সারি সারি ;

ঝাপটে ঝাপটে ঝাড়ি যে দিকে হেলায়ে
ধরিছে আকাশ-মুখে, সে দিকে শলাকামুখে
শিলাকারে ধাতুর বর্ত্তুল বাহিরিছে,
ঘোর শব্দে শূন্যমার্গ ছিঁড়িয়া ছুটিছে ;

ক্ষণকাল কভু যাহে পরশে বর্ত্তুল
ছিন্ন ভিন্ন চূর্ণকায় অদৃশ্য করি উড়ায়,
চিহ্ন নাহি রহে তার দেখিতে কোথায় !—
ভীষণ বর্ত্তুল হেন কোটি কোটি ধায় !

লণ্ডভণ্ড দেব-রথী-বিমান-মণ্ডলী ।
প্রচণ্ড নিনাদ ঘন, শলা-মুখে বরিষণ
ধাতুর বর্ত্তুল পিণ্ড ঝলকে ঝলকে,—
ভাঙে রথ, ধনু, অস্ত্র পলকে পলকে ;

ভাঙে প্রভাকর-রথ ক্ষারদগ্ধ যেন ;
বরুণের দিব্য যান ক্ষণমধ্যে খান খান,
কোটি খণ্ডে কার্ত্তিকেয়-বিমান ভাঙ্গিল ;
দেবরথিকুল ভয়ে রণে ভঙ্গ দিল।

তখন দেবেন্দ্র ইন্দ্র সাপটি কার্ম্মুক
অগ্রসর হৈলা রণে, টঙ্কারি ভীষণ স্বনে
দিব্য চাপে বসাইলা অস্ত্র খরশান,
টানিলা ধনুর ছিলা করিয়া সন্ধান—

ছুটিল বিদ্যুৎগতি নিঃশব্দে অম্বরে
সুশাণিত মহাশর, পড়ে ধূমদণ্ড'পর,
কাঁপিতে কাঁপিতে খণ্ড তখনি নিমেষে
হইল সে ধূমদণ্ড কাশতৃণ-বেশে।

উড়িল শলাকাকুল দণ্ডমুষ্টি ছাড়ি,
আচ্ছাদি গগনতনু, যেন পরমাণু-অণু
অদৃশ্য হইল শূন্যে কোটি পথে ছুটি ;—
রুদ্রপীড়-হস্ত হৈতে পড়ে দণ্ডমুঠি।

নিকটে আসিয়া ইন্দ্র প্রসন্নবদন,
শত সাধুবাদ দিয়া বৃত্রসুতে বাখানিয়া,
কহিল "সুধন্বি, ধন্য শরশিক্ষা তব,
দেখাইলে বীরবীর্য্য আজি অসম্ভব ;

এখন প্রস্থান কর রণস্থল ছাড়ি ;
সংগ্রাম না কর আর মনোমত পুরস্কার
পেয়েছ হে বৃত্রসুত, লভ গে বিশ্রাম,
নহে দ্বন্দ্ব তব সনে, না চাহি সংগ্রাম।"

কহিল দনুজনাথতনয় বাসবে—
"হে ইন্দ্র মেঘবাহন, শুনিয়াছ মম পণ,
স্বর্গেতে থাকিতে দেব না ফিরিব রণে,
জীবিতে লঙ্ঘিয়া পণ ফিরিব কেমনে ?

বৃথা আকিঞ্চন তব, দেবেন্দ্র বাসব,
করেছি জীবন পণ, করিব তা উদ্‌যাপন,
আজি পূরাইব মম জীবনের আশা,
মরিতে যদ্যপি হয় মিটাব পিপাসা—

মিটাব পিপাসা যুদ্ধ করি তব সনে ;
আজি এ সমরক্ষেত্রে দেখিব প্রফুল্লনেত্রে
জ্যা-বিন্যাস তোমার কোদণ্ডে, সুরেশ্বর,
ধর ধনু, যোধবাক্য রাখ ধনুর্দ্ধর।"

বুঝাইলা নানামত ইন্দ্র মহামতি
সমরে হইতে ক্ষান্ত দৈত্যসুতে রণশ্রান্ত ;
দ্বন্দ্বযুদ্ধে অসম বিপক্ষে সংঘাতিতে
সতত বিরাগ-ভাব দেবেন্দ্রের চিতে !

নারিলা বুঝাতে যদি, কহিলা তখন—
"কর রথে আরোহণ, শর-বেগ সম্বরণ
কর তবে, পার যদি বেগ নিবারিতে ;"
আজ্ঞা দিলা সারথিরে অন্য রথ দিতে।

মাতলি অপূর্ব্ব যান যোগাইল ত্বরা,—
বৃত্রসুত দ্রুতগতি ক্ষণে আরোহিলা তথি,
বাছি বাছি প্রহরণ তুলিলা তাহায় ;
ছুটিল অমররথ অপূর্ব্ব প্রথায়।

বাজিল অদ্ভুত রণ দুই ধনুর্ধরে ;
কে বর্ণিতে পারে তাহা ভুবনে অতুল যাহা,
সুরেন্দ্র অমরপতি খ্যাত ত্রিভুবন—
মহাযোদ্ধা ধনুর্ধর দনুজ-নন্দন।

কিবা কোদণ্ডের গতি—শিঞ্জিনীর ক্রীড়া!
ফিরিছে বিমানদ্বয় রণক্ষেত্র সমুদয়,
ক্ষণে দূরে—ক্ষণে কাছে—ঘেরি পরস্পরে,
সহসা সংঘাত যেন—আবার অন্তরে।

ফিরিছে বিপুল বেগে, না পরশে তবু
চূড়া, অঙ্গ, কেহ কার, যেন রঙ্গে নৃত্যকার
নর্ত্তকের সঙ্গে ফিরে প্রমোদমন্দিরে—
না ঠেকে বাহুতে বাহু—শরীরে শরীরে।

কখন দৈত্য-বিমান পুষ্পকে লঙ্ঘিয়া
শূন্যে উঠি ক্ষণকাল, বিস্তারে বিশিখজাল,
সৌদামিনী খেলে যেন নির্ঝরে ভাঙ্গিয়া।—
আবার ইন্দ্রের রথ নিকটে আসিয়া,

পবন বিদারি বেগে মহাশূন্যে ধায়,
দেখিয়া কপোতে দূরে শূন্যে যেন ঘুরে ঘুরে
দুই বাজপক্ষী ফিরে পক্ষ সাপটিয়া,
নখে খণ্ড খণ্ড দেহ, রুধিরে ভিজিয়া।

কখন বহু অন্তরে অচল সমান
দুই ব্যোমযান স্থির, ধনু ধরি দুই বীর
খেলায় শর-তরঙ্গ, দেখিতে অদ্ভুত।
নিঃশব্দে অনন্ত-দেহে অযুত অযুত

ঘুরয়ে মণ্ডলাকারে দুই শরশ্রেণী,
প্রান্ত-সীমা অনুমান দূরস্থিত দুই যান,
তরঙ্গ আসিছে এক, ছোটে অন্য ঝারা—
দুই কেন্দ্র মাঝে যেন বিদ্যুতের ধারা।

যুঝিল এ-হেন রূপে সমর-নিপুণ
ধনুর্ধর দুই জন, চমকিত ত্রিভুবন,
যত ক্ষণ রুদ্রপীড়-অস্ত্র না ফুরায়,—
নেহারে অসুর সুর অসাড়ের প্রায়।

যে মুহূর্ত্তে নিঃশেষ হইল তার তূণ,
তখনি ইন্দ্রের শরে, বীরেন্দ্র শতাঙ্গ'পরে
পড়িল, সহস্র শরে জর্জরিত তনু,
খসিল শীর্ষক শিরে, করতলে ধনু ;

পড়িল ত্রিদিবতলে সারথি সহিত
শূন্য ছাড়ি ব্যোমযান, অছিদ্র নাহিক স্থান,
ত্রেতায় কর্ব্বুরপতি-শরেতে অস্থির
পড়িল গতায়ু যথা জটায়ু-শরীর।

উঠিল সমরক্ষেত্রে হাহাকার ধ্বনি।
আকুল দনুজদল, বক্ষ ভিজাইয়া জল
পড়িতে লাগিল স্রোতে, ভাসায়ে নয়ন ;
নীরব অমরদল বিষণ্ণ বদন।

উঠিল সে কোলাহল—ক্রন্দন-কল্লোল,
কনক সুমেরু-শিরে নেত্রযুগে ধীরে ধীরে
শচীর শোকাশ্রুধারা বহিতে লাগিল ;
সহসা বিবর্ণ তনু—চপলা কাঁপিল।

জিজ্ঞাসিল ইন্দুবালা আতঙ্কে শিহরি,
"কে পড়িলা রণস্থলে, কোন্ রামা-হৃদিতলে
আবার হৃদয়নাথ ঘাতিল আমার—
কার ভাগ্যে ভাঙিল রে সুখের সংসার।"

চপলা অস্ফুট স্বরে রুদ্রপীড়-নাম
উচ্চারিলা অকস্মাৎ; হৃদে যেন বজ্রাঘাত
না পশিতে সে বচন শ্রবণের মূলে—
পড়িল দানববধূ ইন্দ্রজায়া-কোলে।

শুকাইল ইন্দুবালা—নিদাঘের ফুল!
হায় রে, সে রূপরাশি, যেন স্বপনের হাসি
লুকাইল নিদ্রাকোলে—ফুটিবে না আর।
ছিন্ন যেন শচীকোলে লাবণ্যের হার!

"কেন রে চপলা, হেন নিদারুণ হ'লি?
কেন সে দারুণ শ্বাস ঘুচায়ে সুরভি বাস
পরশিলি এ কুসুমে?"—বলি, হৃদে তুলি
ধরিলা ইন্দ্রের রামা সে স্নেহ-পুতুলি।

এখানে সমরাঙ্গণে সুরেশ্বর-কাছে,
যুড়িয়া যুগল কর, নয়নে শোকাশ্রুধর,
রুদ্রপীড়-সারথি কহিছে খেদস্বরে—
গহ্বরের মুখে যথা গিরি-ধারা ঝরে।

"পূরাও সদয় হ'য়ে হে অমরনাথ,
কুমার-বাসনা আজি, প্রভাতে সমরে সাজি
আইলা যখন বীর, কহিলা আমায়—
'এক কথা সারথি হে, আদেশি তোমায়,

'দেখিবে অন্তিম কাল যখন আমার,
দেখো যেন রণস্থলে, মম দেহ শত্রুদলে
চরণে পরশি কেহ না করে হেলন—
রাক্ষস-পিশাচে যেন না করে ভক্ষণ।

'এই অগ্নিচক্ররথ লভিনু যা রণে
হারাইয়ে হুতাশনে, দিও হে পিতৃচরণে,
দিও পদে এই মম অঙ্গ-আচ্ছাদন,
বল(ও)—রুদ্রপীড়-সাধ হয়েছে সাধন।'

সে রথ উৎসন্ন এবে, হে অমরনাথ,
আজ্ঞা দেহ বীরতনু, কবচ শীর্ষক ধনু
ল'য়ে তাঁর পিতৃপদে সমর্পণ করি—
পূরাও বীরের সাধ, হে বীরকেশরি!"

বাসব ত্রিদশপতি সারথি-বচনে
কহিলা—"শুন রে সূত, দৈত্যসুত অদভুত
দেখাইলা রণে আজি সমরকৌশল,
স্তব্ধ সুরাসুর তার হেরি ভুজবল।

এ-হেন বীরের শব পবিত্র জগতে;
চিন্তা নাহি কর চিতে, আমি সে দিব বহিতে
এ বীরেন্দ্র-মৃতদেহ, নিজ পুষ্পরথ—
ইথে ল'য়ে পূর্ণ কর বীর-মনোরথ।"

সারথি সজলনেত্র সুরেন্দ্র-আদেশে
সৈনিক সহায় করি তুলিলা পুষ্পকোপরি
রুদ্রপীড়-মৃততনু অস্ত্রাদি ভূষণ;
ইন্দ্রাদেশে শব-সঙ্গে ফিরে দৈত্যগণ।

বাজিল সমরবাদ্য গম্ভীর নিনাদে ;
রথপার্শ্বে সারি সারি চলিল পতাকাধারী,
পদাতি, মাতঙ্গ, অশ্ব পশ্চাতে চলিল,—
ধীরে ধীরে অমরার দ্বারে প্রবেশিল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ

পুত্রে আশ্বাসিয়া বৃত্র, ফিরিয়া আলয়ে,
করিলা সমর-সজ্জা, রণক্ষেত্রে ত্বরা
প্রবেশিতে পুত্রের সহায়ে। আজ্ঞা দিলা
যোধবৃন্দে সমরে সাজিতে অচিরাৎ।
সহস্র কোদণ্ডধর, শত যুদ্ধে যারা
যুঝি দেবরথী-সনে মথি সুরদল,
লভিলা বিপুল যশ, অতুল উৎসাহে
সাজিতে লাগিলা দৈত্য-আদেশে তখনি।
ফিরিলা সভামণ্ডপে বৃত্র মহাসুর।
মহাপাত্র সুমিত্রে চাহিয়া ধীরভাবে
কহিতে লাগিলা বৃত্র, "কি কৌশল ধরি
যুঝিবে দানবগণ—রক্ষিবে নগরী ;
কে রক্ষিবে পূর্ব্বদ্বার? কেবা সে দক্ষিণে
থাকিবে স্বদল-সঙ্গে? কোন্ সেনাপতি
পশ্চিম-তোরণ রক্ষা করিবে বিপদে—
কেবা সে উত্তর-দ্বারে প্রহরী নিয়ত?"
হেন কালে ঘোরতর ক্রন্দন আরাব
উঠিল বিমান-মার্গে ; স্তব্ধ সভাজন
শুনি সে ক্রন্দন-স্বর ; স্তব্ধ সে নিনাদে
ইন্দ্রারি দনুজেশ্বর, চাহি অমাত্যেরে
জিজ্ঞাসিলা "কোন্ বীর আবার পড়িলা
শরাঘাতে? কহ হে সচিব, সহসা এ
কেন হাহাকার? কেন হেন কোলাহল?

শুভ ক্ষণে, হে সুমিত্র, লভিলা জনম
দানবের কুলে পুত্র—বীর রুদ্রপীড় !
ধন্য রণশিক্ষা তার—ধন্য বাহুবল !
সফল সাধন এত দিনে ! ভুজবলে
সমূহ অমরসৈন্য নিবারিলা একা ;
জিনিলা সমরে বহ্নি—ছুর্নিবার দেব ;
জিনিলা কুবেরে ভীম-বলী ; বিমুখিলা
রুদ্রে একাদশ—রণে রৌদ্র-তেজ যার ;
ইন্দ্রের নন্দনে খেদাইলা ফেরু হেন !
নিঃশত্রু করিলা পুরী ; প্রাচীর-বাহিরে
মথিছে সমরে এবে অমর-বাহিনী
দুরন্ত বিশিখ-জালে ; স্বচক্ষে দেখিনু—
সে দুর্জ্জয় সাহস, সমর-নিপুণতা—
চারি মহারথী-সঙ্গে যুঝিছে একাকী !
জানি মন্ত্রি, জানি তার বীর্য্য রণোল্লাস,
পারে সে যুঝিতে একা প্রচণ্ড ভাস্করে,
ভীমবলী প্রভঞ্জনে, কিবা শক্তিধরে,
কিম্বা মহাপাশধারী বারি-কুল-নাথে ;
কিন্তু সুরপতি ইন্দ্রে, কি জানি উৎসাহে,
একাকী ভেটয়ে পাছে ?—মন্ত্রি হে, সত্বর
আজ্ঞা দেহ রথিবৃন্দে হইতে বাহির ।”

হেন কালে রুদ্রপীড়-সারথি বহ্লিক
রাখিলা পুষ্পকরথ অঙ্গনের মাঝে ।
নতমুখে সুপতাকি-বৃন্দ দাঁড়াইল ;
মৃদু মন্দ রণবাদ্য বাজিল গম্ভীর ।
শিহরিলা সভাসীন অসুর-মণ্ডলী ;
কাঁপিল বৃত্রের বক্ষঃস্থল ঘন বেগে ;
বহ্লিক সজল-আঁখি রথ হৈতে নামি
কুমারের রণসজ্জা ল'য়ে ধীরে ধীরে
প্রবেশিল সভাতলে । হেঁটমুখে আসি

রাখিলা দনুজরাজ-চরণের তলে
সুদিব্য কবচ, আভাময় সুমেখলা—
অসিকোষ—নিষঙ্গ—কার্ম্মুক—চন্দ্রহাস ;
রাখিলা, হায়, ফেলি অশ্রুধারা, শীর্ষক
শোভিত সারসপুচ্ছগুচ্ছে মনোহর।
দৈত্যরাজে নমি, দাঁড়াইলা যোড়হস্তে ;
কহিলা কাঁদিয়া—“প্রভু, কি আর কহিব !”

বৃত্রাসুর, পুত্রশোকে অধীর হৃদয়,
অশ্রুবিন্দু নেত্রকোণে সহসা ঝরিল,
কহিতে লাগিলা সূতে—হায়, বায়ু-স্বন
বনরাজি মাঝে যথা—“হবে না বলিতে
বার্ত্তা তোর, রে বহ্লিক, জেনেছি সকলি—
দৈত্যকুলোজ্জ্বল রবি গেছে অস্তাচলে !”
দূরে নিক্ষেপিলা শূল এখন নিষ্ফল।
নীরবে বসিলা মহাসুর। ক্ষণ পরে
তুলিয়া লইলা বক্ষে পুত্রতনুচ্ছদ ;
চাপিলা হৃদয়ে ধরি, পুত্রে পেয়ে যেন
আলিঙ্গন দিলা তায় ; করিলা চুম্বন
কবচ, শীর্ষক, নেত্রনীরে ভিজাইয়া।

উচ্ছ্বাসিল সভাস্থলে শোকের নিশ্বাস।
যথা মৃদু মৃদু স্বরে সাগরহিল্লোল
উচ্ছ্বাসে বেলায় পড়ি, সিন্ধুগর্ভে যবে
ডোবে কোন(ও) নীরকন্যা, মৃদু শ্বাসে তথা
উচ্ছ্বাসিল সভাজন রুদ্রপীড়শোকে।

শোকাকুল বহ্লিক তখন খেদস্বরে
কহিলা “হে দৈত্যরাজ, হে বীরমণ্ডলি,
হে মিত্র অমাত্যগণ, না দেখিলা, হায়,
কি বীরত্ব দেখাইলা অন্তিমে কুমার !
সূত আমি তাঁর, কত যুদ্ধে নিরখিনু
সে বীরের বীরদর্প—কিন্তু কভু হেন

অদ্ভুত অস্ত্রক্ষেপ চক্ষে না হেরিনু !—
না শুনিনু এ শ্রবণে ! বীরচূড়ামণি
মৃত্যুকালে দেখাইলা বীরত্বের শেষ !
সূত আমি, কি বাণব, কি জানি বর্ণিতে,
সে কার্ম্মুক-ক্রীড়াভঙ্গি—সে ভুজ-চালন !
বিজুলি-তরঙ্গ-লীলা জিনি চমৎকার !
স্তব্ধ হেরি দেবকুল ; সুররথিগণ—
সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, পার্ব্বতীপুত্র ধীর,
অস্থির আকুল বাণে, নারিলা তিষ্ঠিতে,—
চারি জনে একবারে যুঝিলা কুমার !
কি বলিব, দনুজেন্দ্র, চক্ষে না হেরিলা !
না শুনিলা সে বিস্ময়-প্লাবিত উল্লাস !
সাধুবাদ ঘন ধ্বনি কত শত বার
উঠিল সমরক্ষেত্রে কুমারে বাখানি ।
বাসব আপনি—হায়, শরে যার বীর
গতজীব—বিস্মিত অদ্ভুত বীর্য্য হেরি
দিলা নিজ পুষ্পরথ, ত্রিভুবনে খ্যাত,
বহিতে বীরেন্দ্র-সজ্জা, অর্পিতে ও পদে ।"
শুনিতে শুনিতে বৃত্র স্ফুরিত-নাসিকা,
বিস্ফারিত বক্ষঃস্থল, দাপটে সাপটি
ভীষণ ভৈরব শূল, কহিলা উচ্চেতে
"সাজ রে দানববৃন্দ—সংহারের রণে ।"
হেন কালে সেথা, শিশুহারা কেশরিণী
বন আন্দোলিয়া, ভ্রমে যথা গিরিমাঝে,
আইলা ঐন্দ্রিলা বামা—আলুলিত কেশ,
বিশৃঙ্খল বেশ-ভূষা, সুঘন নিশ্বাস
কম্পিত নাসিকারন্ধ্রে, অঙ্কিত কপোলে
শুষ্ক অশ্রুজলধারা ; কহিল দানবী
ঘোর স্বরে—উন্মত্ত করিণী যেন ভীমা,
"দৈত্যকুলপতি, দৈত্যকুল নির্ব্বংশ হে

জানিয়া, এখনো স্থির আছ দগ্ধহিয়া ?
শোকে অবসন্নতনু হতাশের প্রায় ?
ধিক্ হে তোমারে, ব্যাধে না বধি এখন(ও)
নিরখিছ শূন্য নীড়, উচ্ছিন্ন অটবী ?
হের দৈত্যপতি, হের তপ্ত অশ্রুজল
দহিছে এ গণ্ডতল ! আরো উষ্ণতর
শোকদাহে দহে হৃদি ! তুমি পিতা হয়ে
এখন(ও) অসাড়-দেহ—না সরে চরণ ?
কি কব, হে দৈত্যনাথ, না শিখিলা কভু
সংগ্রামের প্রকরণ ঐন্দ্রিলা কামিনী !
নহিলে সে দেখা'তাম—কার সাধ্য হেন
ঐন্দ্রিলার পুত্রে বধি তিষ্ঠে ত্রিভুবনে ?
জ্বালাতাম ঘোর শিখা, চিত্ত দহে যাহে,
সেই তস্করের চিত্তে—জায়া-চিত্তে তার
জ্বালাতাম পুত্রশোক-চিতা ভয়ঙ্কর !
জানিত সে দানবীর প্রতিহিংসা কিবা !"
সহসা পড়িল দৃষ্টি দনুজবামার
রুদ্রপীড়-রণ-সাজে ; হেরি পুত্র-সাজ
হৃদয়ে শোকের সিন্ধু বহিল আবার !
বহিল শোকাশ্রুধারা গণ্ড ভিজাইয়া !
"হা পুত্র ! হা রুদ্রপীড় !" বলি উচ্চৈঃস্বরে
লইলা দনুজবামা যতনে তুলিয়া
পুত্রের সমরসজ্জা—দেখিলা শীর্ষকে
সেই মাঙ্গলিক অর্ঘ্য রয়েছে তেমতি !
জ্বলিল বিষম শোক সে অর্ঘ্য হেরিয়া ;
কান্দিল মায়ের প্রাণ ! হায় রে, পাষাণে
পশিল অনলদাহ যেন অকস্মাৎ !
উচ্চৈঃস্বরে, কোলে করি পুত্র-রণ-সাজ,
"হা বীরেন্দ্রচূড়ামণি" বলিয়া উচ্ছ্বাসি,
কান্দিলা দারুণ নাদে ঐন্দ্রিলা দানবী !

"কে হরিলা ? কারে দিলা, অহে দৈত্যরাজ,
আমার অমূল্য নিধি ?—হৃদয়-মাণিক ।
আনি দেহ এই দণ্ডে তনয়ে আমার—
দৈত্যনাথ, আনি দেহ রুদ্রপীড়ে মম !
এমনি করিয়া বক্ষে ধরিব তাহায়,
এমনি করিয়া ভিজাইব অশ্রুনীরে
সেই চারু চন্দ্রানন ! দৈত্যকুলমণি
দেখিব হে একবার ! জীবন-পীযূষে
জুড়াব তাপিত দেহ !—এ জগত-মাঝে
'মা' বলিতে ঐন্দ্রিলার কেবা আছে আর !
'ধরাসনে নহ, বৎস, জননীর কোলে'
বলিব যখন তার মস্তক চুম্বিয়া,
নিদ্রা ত্যজি তখনি উঠিবে পুত্র মম—
দৈত্যপতি এনে দাও সে ধন আমার ।"
কহিলা দনুজপতি "হে দৈত্যমহিষি,
জানি সে কঠোর বিধি করেছে নির্ম্মূল
বৃত্রের হৃদের আশা কুঠার-আঘাতে ।
এ শোক-চিতার বহ্নি জ্বলিবে হৃদয়ে,
হা ঐন্দ্রিলে, যত দিন ভস্ম নহে দেহ !
কি হবে বিলাপে এবে ? হা রে অভাগিনি !
বিলাপের বহু দিন পাইবে পশ্চাৎ,
আক্ষেপের এ নহে সময় । আগে ঘাতি
পুত্রঘাতী ইন্দ্রের হৃদয় এ ত্রিশূলে,
পরে বিলাপিব দোঁহে । হের যুদ্ধসাজে
সসজ্জ সুরথিবৃন্দ—সমর-প্রস্থানে
গমন উদ্যত আমি, বিলাপি এখন
চিত্তের উৎসাহ বেগ না হর, মহিষি !"
দানবের তেজঃপূর্ণ বচনে ঐন্দ্রিলা
পাইলা স্বভাব পুনঃ ; অশ্রুধারা মুছি,
কহিলা "দনুজনাথ, প্রতিশ্রুত হও—

পুত্রঘাতী-পুত্রে বধি দিবে প্রতিশোধ ?
তবে সে হৃদয়জ্বালা ঘুচিবে কিঞ্চিৎ।
তবে সে বুঝিব বীর শূলধারী তুমি।
তবে সে জগত-মাঝে এ মুখ আবার
দেখাব দনুজকুল-মহিলার কাছে।"
কহিলা দনুজেশ্বর উত্তরি বামায়
"পূরাইব মনোবাঞ্ছা, মহিষি, তোমার—
এ শূল-আঘাতে পারি যদি পূরাইতে।"
"পারি যদি পূরাইতে ?—কি কহিলা, হায়,"
কহিলা ভুজঙ্গশ্বাসে ঐন্দ্রিলা দানবী,
"হৃদয়শোণিত তব গেছে কি শুকায়ে ?
প্রতিহিংসা নাহি তায় ? নহ কি সে তুমি
সেই মহাসুর বৃত্র দেব-অন্তকারী ?
এখন(ও) তৃতীয় অংশ নহিল অতীত
ব্রহ্মার দিবসমানে—ভৈরব ত্রিশূল
এখন(ও) ধরেছ হস্তে তেমতি প্রতাপে,
'পারি যদি পূরাইতে,'—বলিলে, দৈত্যেশ ?"
বুঝাইলা বৃত্রাসুর সান্ত্বনিয়া তায়,
প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনঃ মস্তক পরশি,
নাশিতে ইন্দ্রের সুতে।—স্থিরচিত্তে তবে
ধীরগতি ঐন্দ্রিলা ফিরিলা ইন্দ্রালয়ে।
তখন দনুজপতি সুমিত্রে সম্বোধি
কহিতে লাগিলা পুত্র-অন্ত্যেষ্টি যেরূপে
সমাধা হইবে অন্তে। হেন কালে সেথা
প্রবেশিলা বীরভদ্র মহাকালদূত।
সম্ভ্রমে দনুজপতি প্রণতি করিয়া
সম্ভাষিলা শিবদূতে। কহিলা প্রমথ—
"বৃত্র, তব পুত্র-তনু সুমেরুশিখরে
লইতে বাসনা মম। অন্ত্যেষ্টি সৎকার
সে বীরের করিবেন ইন্দ্রাণী আপনি !

ইন্দুবালা-তনু-সঙ্গে অনন্ত মিলনে
মিলায়ে সে বীরতনু সুমেরু-অঙ্গেতে
রাখিবেন সুরেশ্বরী ;—হে দনুজনাথ,
পতিশোকে পরাণ ত্যজেছে পতিপ্রাণা !
ইন্দুবালা, দানবেন্দ্র, লুকায়েছে, হায়,
সে সুষমা-রাশি আজি সুর-রমা-কোলে !
নিষেধ না কর, দৈত্যনাথ, পুত্রনাম
প্রতিষ্ঠিত করিতে ত্রিদিবে চিরদিন।"
নীরবিলা শিবদূত এতেক কহিয়া।
কহিলা দনুজনাথ—"শুকায়েছে, হায়,
সে চারু কোমল লতা—ইন্দুবালা মম !
হের, মন্ত্রি, বিধাতার বিধি অদভুত—
দৈত্যকুল-রবি সনে সে কুল-পঙ্কজ
ডুবিল হে একিকালে ! ছাড়িলা যখন
রুদ্রপীড় বৃত্রাসুরে, থাকে কি সে আর
দৈত্যকুল-লক্ষ্মী তার ঘরে ? জানিলাম
এত দিনে অসুরকুলের অবসান !
হা মাতঃ সুশীলে ! তব অন্তিম কালেতে
চক্ষে না দেখিনু তোমা ! সেবিলে মা কত
তনয়ার স্নেহে বৃত্রে—বৃত্র জীবমানে
মরিলে শত্রুর কোলে ! মৃত্যুর সময়
না পাইলে স্ববান্ধবে স্বজনে দেখিতে !
হা বিধাতঃ, লীলা তব কে বুঝিতে পারে ?"
আক্ষেপি এরূপে বৃত্র নিশ্বাসি গভীর
কহিলা লইতে তনু মহেশের দূতে ;
বীরভদ্রে প্রণমিয়া করিলা বিদায়।
চাহি পরে মহাসুর সৈনিকবৃন্দেরে
সাজিতে আদেশ দিলা—আদেশিলা শূর
সাজিতে দনুজকুলে। কি বৃদ্ধ তরুণ

চলিল দনুজবীর যে যার আলয়ে,
ঘোষিল অমরা-মাঝে—সূর্য্যোদয়ে রণ।
হায় রে, সে নিশি যেন গাঢ়তর বেশে
দেখা দিল অমরায়! প্রতি গৃহে পথে
মৃদুল করুণ স্বর! আলয়ে আলয়ে
গৃহীর হৃদয়োচ্ছ্বাস মধুর গভীর!
পিতা পুত্রে, মাতা সুতে, ভগিনী ভ্রাতায়,
কত ধীর আলাপন, মধুর সম্ভাষ,
বিনয়, করুণা, স্নেহ, মমতা পূরিত!
বনিতার সুললিত কতই বিলাপ!
পতির আশ্বাস প্রেমময় মোহকর!
কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রে সাজাইছে মাতা
চুম্বি কত বার স্নেহে পুত্রের ললাট!
মুছি নেত্রনীর বীর অলীক আশ্বাসে
বুঝাইছে কত তায়! জননীর প্রাণ
ভুলে কি ছলনে, হায়? আরো গাঢ়তর
অন্তরে ছুটিছে বেগ পরাণে আঘাতি!
কত শত বার খুলি তনুত্র কঠিন
তনয়ে ধরিছে বুকে! কোন বা আলয়ে
সোদরের পদচ্ছদ বাঁধিতে বাঁধিতে
ভগিনী কাঁদিছে শোকাকুল—অর্দ্ধভগ্ন,
অস্ফুট নিশ্বাস, নীরধারা দর দর
নয়নযুগলে, পতি-আজ্ঞা শিরে ধরি,
কোন বা রমণী বান্ধে পতি-কটিবন্ধ!
কোন বা রমণী, ধীরে তুলি শিশু-কর,
কাঁদিতে কাঁদিতে জড়াইছে পতিকণ্ঠ
সে কোমল করে! হায়! কেহ বা ধরিছে
পতির অধরদেশে শিশুর অধর!
সুমধুর হাসি মুখে খেলিছে বালক
কিরীটের গুচ্ছ তুলি—আনন্দে দুলায়ে!

অশ্রুতে মিশায়ে হাসি হেরিছে রমণী,
সজল নয়ন, মরি, এবে অবিচল।
চাহে কোন সীমন্তিনী স্বামীর বদনে
করে তুলি খড়্গকোষ! কোন বা বালক,
পিতার কবচ অঙ্গে; হাসিতে হাসিতে
আসিছে জননী-কাছে—কাঁদিছে জননী।
পুত্রে সাজাইছে পিতা, পিতার পৃষ্ঠেতে
কুতূহলে পূর্ণ তূণ বান্ধিছে তনয়।
বুঝাইছে বধূকুলে বৃদ্ধ পুররামা।
মায়ে সান্ত্বনিছে সুতা, জননী কন্যায়।
শুকাইছে কত ফুল্ল প্রফুল্ল আনন,
গত নিশি প্রস্ফুটিত অরবিন্দ সম,
ছিল প্রস্ফুটিত যাহা! হায়, কত আঁখি
দুঃখেতে মুদিছে আজি! গত বিভাবরী
যে বদন দেখিবারে হৃদয় উৎসুক,
আজি নিশি নাহি চাহে নিরখিতে তায়।
যে হৃদয়-পরশনে শীতল পরাণে
সিঞ্চিত পীযুষ-ধারা, তপ্ত তাহা আজি—
পরশনে দগ্ধ হৃদিতল! শ্রুতিমূলে
যে বচন কালি সুমধুর, আজি তাহে
বিন্ধিছে কণ্টক! কত স্নেহ, আশা, আহা,
কত চিন্তা, ভয়, প্রতি দানবের ঘরে
একত্রে তরঙ্গ তুলি ফিরিছে সে নিশি!
না হয় বর্ণন, হায়, সে হৃদিপ্লাবন!
পুড়িছে সবারি বুক, কোলে করি কেহ
হেরিছে শিশুর মুখ—চুম্বনে বিহ্বল!
কেহ প্রিয়তমা-অশ্রু মুছিছে যতনে
হৃদয়ে চাপিয়া সুখে! কেহ বা কাঁদিছে!
ভ্রাতায় ভ্রাতায়, আহা, সে কাল নিশাতে
বিদায় কতই মত! সখায় সখায়

শেষ প্রণয়ের দেখা কতই স্নেহেতে।
আলিঙ্গন পিতা পুত্রে—জননী-আশীষ,
সে তামসী অমরায় নিরখিলা কত।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ

অমরায় বিভাবরী হইল প্রভাত ;
খড়্গ, চর্ম্ম, বর্ম্ম, তূণ, তরল কিরণে
প্রদীপ্ত হইল দশ দিকে। সিন্ধু যেন
সে ঘোর সমরভূমি—অকূল—গভীর!
দেব-দৈত্য-চমূদল উর্ম্মিকুল-প্রায়
ভাসিছে কিরণ মাখি সে রণ-সাগরে।
সে কিরণে প্রভাতিল ভীম শোভাময়
অপূর্ব্ব অমর-ব্যূহ—বাসব-রচিত।
বহু দেশ যুড়িয়াছে বাহিনী-বিন্যাস,—
অস্তাচল, হেমকূট, তাম্রকূট গিরি,
পর্ব্বত পারদগর্ভ, প্রবালভূধর,
মনঃশিলা শৈলকুল আদি আচ্ছাদিয়া।
মণ্ডল ভিতরে সৈন্য-মণ্ডল স্থাপিত—
অপূর্ব্ব শ্রবণাকৃতি। মধ্যস্থলে তার
যক্ষপতি আদি সুররথী—শরাহত
দেবগণ ; চৌদিকে স্তবকে সুরসেনা,
রক্ষিত সেনানীবৃন্দ রণে সুনিপুণ।
ব্যূহ বিরচিয়া ইন্দ্র অরুণ-উদয়ে
দেবসেনাপতিগণে করিলা আহ্বান
আপনার পটগৃহে। বাসব-আদেশে
আ(ই)লা জলকুলপতি বরুণ সুধীর ;
বৃত্রসুতবাণে বিদ্ধ বাম উরুদেশ,
পাশে রাখি দেহভার, খঞ্জের গতিতে
আইলা ইন্দ্রের পার্শ্বে। সূর্য্য মহাবলী

তীক্ষ্ণ শরে দগ্ধ-তনু, আইলা সত্বর
ইন্দ্র-পটগৃহে বিদ্ধ বাম ভুজ ধরি।
আ(ই)লা অগ্নি ভীমদেব অস্থির দহনে ;
আ(ই)লা দেব প্রভঞ্জন চঞ্চল গতিতে ;
আ(ই)লা দণ্ডধর যম করালমূরতি ;
জয়ন্ত বাসব-পুত্র, দেব ষড়ানন।
যথাস্থানে যে যাহার কৈলা অধিষ্ঠান।
সুরপতি, চাহি সূর্য্যে, অনলে, বরুণে,
কহিলেন "হে অমর মহারথগণ,
চিত্ত মম আকুলিত হেরি তোমা সবে
হেন শরদগ্ধ-তনু—না জানি এরূপে
দুর্গতি করিলা দেবে বৃত্রের তনয়।"
জিজ্ঞাসিলা "কোথা এবে যক্ষ ধনপতি ;
না আইলা কেন দুই অশ্বিনীকুমার ;
কোথা একাদশ রুদ্র, অন্য বীর আর ?"
উত্তরিলা বারীশ বরুণ পুরন্দরে,
"আমা সবা হৈতে শরদগ্ধ গুরুতর
সে সকলে ; হে সুরেন্দ্র, গতিশক্তিহীন
কোন দেব, মূর্চ্ছাগত কেহ, বৃত্রসুত-
শরঘাতে।" শুনি ইন্দ্র আক্ষেপিলা কত।
কহিলা অমরপতি—"হে সেনানীগণ,
হত এবে সে অসুর ভীম ধনুর্দ্ধর।
কিন্তু দুষ্ট বৃত্রাসুর জীবিত এখন(ও) ;
দৈত্যপতি সমরে দুর্ব্বার। রণে যার
অমরা-বঞ্চিত দেবগণ। সে দুরাত্মা
সংগ্রামে পশিবে অচিরাৎ ; কি উপায়ে
নিবারিবে তায় এ সমরে ? কহ শুনি।
দধীচির অস্থিবলে, পিনাকি-আদেশে,
পেয়েছি অব্যর্থ অস্ত্র—বজ্র প্রহরণ ;
কিন্তু সে অসুর ইথে নহিবে নিপাত

না হইলে ব্রহ্মদিবা শেষ। কি উপায়ে
কহ, দৈত্যে দুরন্ত সমরে নিবারিবে ?"
বলি কোষ হৈতে খুলি ধরিলা দম্ভোলি
দৃঢ়করে পুরন্দর। ধক্ ধক্ জ্বালা
জ্বলিতে লাগিল অস্ত্রে, করি দীপ্তিময়
সে দেব-পটমণ্ডপ—অনন্ত শিবির ;
উত্তাপে অস্থির দেবকুল, দেখি ইন্দ্র
ভীম বজ্র রাখিলা আবার বজ্রাধারে।
ভীষণ দম্ভোলি-তেজ হেরি বৈশ্বানর
আহ্লাদে অধীর, অঙ্গে স্ফুলিঙ্গ ছুটিল,
কহিল—অসহ্য কণ্ঠ-বেদনা উপেক্ষি,
"অমরেন্দ্র ! শুন কহি মম অভিলাষ,
তিলার্দ্ধ নিমেষ আর বিলম্ব না কর,
অসুরে সংহার বজ্রে ; অদৃষ্ট-লিখন
কে বলে খণ্ডিত নয় ? সুযোগে সকলি
শুভ ফল। না থাকিলে এ বেদনা মম,
এখনি সুরেশ, বধিতাম বৃত্রাসুরে
এ অস্ত্র-আঘাতে।" শান্ত কৈলা সুরপতি
উগ্র হুতাশনে, বুঝাইয়া নানা মত।
তখন ভাস্কর—গ্রহকুলপতি দেব—
তীব্রতর স্বরে উচ্চে নিনাদি কহিলা
"হে সুরেন্দ্র, ভয় যদি দম্ভোলি-নিক্ষেপে,
দেহ তবে মম করে, দেখিবে এখনি
খণ্ডমুণ্ড হয় কি না দুরন্ত অসুর ?
প্রচণ্ড সূর্য্যের তেজে, বজ্রের সহায়ে,
লুটিবে অসুরমুণ্ড—বিস্তীর্ণ শ্মশানে
শূন্য কুম্ভ ঝড়ে যথা। না জানি সুরেশ,
কি হেতু অসাধ তব হেন রিপুনাশে !
আপনি অক্ষত-দেহ ! জর জর তনু
দেবকুল অস্ত্রাঘাতে ! কি জানিবে কহ—

ছিলে লুকাইয়া দূর কুমেরু-গহ্বরে !"
সূর্য্যের বচনে ক্রুদ্ধ জলদলপতি
কহিলা "হা ধিক্, ধিক্ দেব দিবাকর,
দেবেন্দ্রে এ ভাষা ? সর্ব্বত্যাগী সুরপতি
দেবতার হিতে, ঘৃণা লজ্জা পরিহরি
বিশ্বদ্বারে ভ্রমিলেন ভিক্ষুকের বেশে ।
তাঁরে এ পরুষ বাক্য ? হে ধ্বান্তবিনাশী,
অন্ধ কি হইলা ক্লেশে ? কহ সে কাহার
নহে শরদগ্ধ দেহ ? একাকী সমরে
যুঝিলা কি দৈত্যসুতে ? কি সাহসে হেন
অহঙ্কার, হে সবিতঃ,—ভীরু অপবাদ
দিলা ইন্দ্রে এ সুরমণ্ডলে ? লজ্জাহীন
ভীরু যে আপনি, অন্যে ভাবে সে তেমনি !"
এত কহি নীরবিলা সিন্ধুকুলপতি ।
সুরেন্দ্র তখন শান্ত করি বারিনাথে,
কহিলা, সুধীর ভাবে গম্ভীর বচন—
"হে সূর্য্য, অসুরনাশে অসাধ আমার ।
দেবদুঃখে নহি দুঃখী—নহি হে ব্যথিত
শরব্যথা বিহনে শরীরে ? অকারণ
অরাতি নাশিতে করি হেলা ?—হে দিনেশ
সহস্রাংশু, ঘুচাও সে চিত্ত-ভ্রম তব,
লহ এ সংহার-অস্ত্র—বিনাশ অসুরে !"
এত কহি সূর্য্য অগ্রে রাখিলা দম্ভোলি ।
আগ্রহে ভাস্কর হেরি সে ভীম আয়ুধ
তুলিতে করিলা যত্ন দুই ভুজে ধরি
প্রকাশিলা যত শক্তি ভুজদণ্ডে তার ;
তুলিতে নারিলা বজ্র—লজ্জানত মুখে
দাঁড়াইলা দূরে গিয়া দেব-অন্তরালে ।
হাসিলা অমরবৃন্দ উচ্চ অট্টহাসে
হেরি সূর্য্য-পরাভব, ব্যঙ্গ স্বরে কত

বিদ্রূপিলা কত জন কূট তিরস্কারে।
তখন বাসব শীঘ্র পীযুষ-তুলনা
বচনে শীতল করি চিত্ত সবাকার
নিবারিলা সর্ব্ব জনে—"হে দেবমণ্ডলী"
কহিলা বিশদ স্বরে—"গৃহ-বিসম্বাদ
সদা অনর্থের হেতু ত্রিজগতী মাঝে;
বিপদের কালে মনোমিলন(ই) সম্পদ্!
কে না পারে সখ্যভাবে সম্পদ্ ভুঞ্জিতে?
দেবতার কত হীন মানবের জাতি,
তাদের(ও) সম্প্রীতি কত সোদরে সোদরে,
কতই সখ্যতা স্নেহ আত্মীয় স্বজনে,
সৌভাগ্য সে যত দিন। সৌভাগ্য ফুরালে
সুখের সংসার ছার—শার্দ্দূল-কলহ
আত্মীয়-কলহে গৃহে। ভ্রাতৃত্ব উচ্ছেদ!
বিপদে বন্ধুর ক্ষয় মানবে প্রবাদ!
সে প্রবাদ দেবকুলে করিতে প্রবল
চাহ কি অমরগণ! আত্মবিস্মরণ
বিপদে এতই দেবে, অহে ত্রিদিবেশ!"
এতেক বলিয়া ইন্দ্র নীরব আবার;
ভাবিতে লাগিলা চিত্তে কিরূপে অসুরে
ভেটিবে সমরে পশি। পার্ব্বতীনন্দন
কার্ত্তিকেয় সেনাপতি, সমর-কুশল,
কহিলা যুদ্ধের প্রথা ব্যূহমধ্যে থাকি,
রক্ষিতে স্বপক্ষ-বল; বরুণ বিচারি
রণে ক্ষান্তি ক্ষণকাল দিলা উপদেশ;
অন্য দেবগণ মত দিলা যে যাহার।
ভাবিত অমরপতি অমর-শিবিরে,
হেন কালে মহাশূন্য বিদারি বেগেতে
আ(ই)লা শিব-পারিষদ ভীম মহাকাল;
সুধিলা বাসব শিবদূতে—শিবশিবা-

বারতা, কৈলাস-সুসম্বাদ ; শিবদ্বারী
নন্দী ইন্দ্রে বন্দিয়া তখন কহিলা—"হে
অমরেন্দ্র, উমেশগেহিনী পাঠাইলা—
শচী-দুঃখ হরিতে সতত চিন্তা তাঁর—
পাঠাইলা, হে বাসব, জানাতে তোমায়
বৃত্রের খণ্ডিল ভাগ্য—অকালে অসুর
পড়িবে দম্ভোলি-ঘাতে। হে শচীবল্লভ,
বিলম্ব না কর আর, বজ্রে বিদারিয়া
বক্ষঃ চূর্ণ কর তার ; ভৈরব আপনি
কুপিত ঐন্দ্রিলা-দম্ভে কৈলা এ বিধান।"
এত বলি শিবদূত ফিরিলা কৈলাসে
ধূমকেতুবেগে গতি, উজলি অম্বর।
মহানন্দে কোলাহল দেববৃন্দ মাঝে,
ক্ষণকালে ত্রিভুবনে ঘোষিল সম্বাদ—
ইন্দ্র-বৃত্রাসুরে রণ—বৃত্রের সংহার
বজ্রাঘাতে। বিহ্বলিত কৌতুকে, হরষে,
চতুর্দ্দশ লোকবাসী, সিন্ধু-ব্যোমচর
ছুটিল বিমানমার্গে। আ(ই)ল যক্ষকুল ;
বিদ্যাধর, অপ্সর, কিন্নরবর্গ যত ;
আইল কর্ব্বুরগণ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ,
আ(ই)ল সিদ্ধ, নাগকুল, প্রেত, পিতৃগণ,
দেবর্ষি, মহর্ষি, যতি, শুচি-আত্মা যত ;
আইল ব্রহ্মাণ্ডবাসী প্রাণী শূন্যদেশে।
আকাশের দূর প্রান্তে, শূন্যযানে চাপি
রহিলা সকলে ব্যগ্র। সে রণ দেখিতে
খুলিল ব্রহ্মাণ্ডদ্বার অম্বর সাজায়ে ;
নানাবর্ণ হেম, মণি, প্রবাল, অয়স
রচিত বিচিত্র কত গবাক্ষ, তোরণ,
কত দিব্য বাতায়ন খুলে চন্দ্রলোকে,
ছড়ায়ে বিমানপথে চন্দ্রালোক-শোভা।

সূর্য্যলোকে কত কোটি বাতায়ন, আহা,
খুলিল অতুল মূর্ত্তি—লোম-হর্ষকর,
অদ্ভুত সৌন্দর্য্য-রশ্মি প্রকাশি গগনে।
প্রতি গ্রহে এইরূপে নক্ষত্রে নক্ষত্রে
খুলিল কতই দ্বার, গবাক্ষ, তোরণ,
বিপুল অনন্ত-কোলে—অনন্ত শোভায়
প্রতি বাতায়ন-পথে, গবাক্ষের দ্বারে,
প্রাণিবৃন্দ অগণন, শূন্য যেন আজি
প্রাণিময়,—পরিপূর্ণ জীবন-প্রবাহে!
সে শোভা হেরিতে রমা শ্রীপতি-সহিত
খুলিলা বৈকুণ্ঠদ্বার। খুলে ব্রহ্মলোক
অতুল্য তোরণ আজি ব্রহ্মলোকবাসী!
খুলে দ্বার মহাকাল কৈলাস ভুবনে!
অতুল সুরভি গন্ধে পূরিল জগৎ!
বিহ্বলিত চৌদ্দ লোকে প্রাণীর মণ্ডলী
সে সৌরভ ঘ্রাণ লভি! আকুলিত প্রাণ
দেখিতে লাগিল শূন্যে বৈকুণ্ঠ ভুবন,
অতুল ব্রহ্মার পুরী, বিশাল কৈলাস,
মোহে অচেতন যেন ভুলি ক্ষণকাল
ইন্দ্র, বৃত্রাসুর, স্বর্গ, সমর-প্রাঙ্গণ!
হেথা ইন্দ্র ব্যূহ-মাঝে প্রবেশি তখন
নিরখিলা একে একে দেবরথিগণে
সমরে আহত যত, কিবা সে মূর্চ্ছিত।
ধনেশ্বর কুবের, অশ্বিনীসুতদ্বয়ে,
সান্ত্বনিলা মিষ্ট স্বরে। রুদ্র একাদশে
স্নিগ্ধ করি, স্নিগ্ধ করি অন্য দেবে যত
আহত সমরক্ষেত্রে, ফিরিলা বাসব
করি ব্যূহ প্রদক্ষিণ। আসি বহির্দ্দেশে
আজ্ঞা দিলা মাতলিরে আনিতে পুষ্পক।
আজ্ঞা দিলা নিজ নিজ রথ সাজাইতে

অন্য যত সুররথী। শিবির যুড়িয়া
সাগর-কল্লোলধ্বনি উঠিল আরাবে।
সাজাইলা অরুণ সূর্য্যের সুবিমান
একচক্র রথবর অদ্ভুত দেখিতে।
গতি মনোহর অতি, প্রদীপ্ত চূড়াতে
সপ্ত স্বর্ণকুম্ভ শোভা। নিয়োজিলা তায়
সপ্ত শ্বেত তুরঙ্গম বঙ্কিম নিগাল,
জিনি দুগ্ধফেনরাশি শুভ্র তনুরুহ,
ক্ষণে পারে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে। বৈনতেয়
উঠি শীঘ্র বসিলা স্যন্দনে। ভীমাদেশে
অনল-সারথি রথ সাজাইলা দ্রুত;
সুলোহিত বিমান প্রচণ্ড শিখাময়,
রক্তবর্ণ দুই অশ্ব, নাসারন্ধ্রে শ্বাসে
প্রশ্বাসে ছুটিছে ধূম! আনি যোগাইলা
কৃষ্ণ হয় কৃষ্ণবর্ণ শমন-স্যন্দনে
কৃতান্ত-সারথি ভীম! শঙ্খবিরচিত
শতচক্র শতাঙ্গ সুন্দর বরুণের,
বেগে যার রসাতল সদা বেগময়,
উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ সিন্ধুর শরীর,
যবে বারিনাথ রঙ্গে, বারিধি বিহারে,
ভ্রমেন বারুণী-সঙ্গে—সাজাইলা সূত।
কুমার-সারথি দ্রুতগতি সাজাইলা
শতচূড় শিখিধ্বজ স্কন্দের বিমান;
কুরঙ্গবাহন বায়ু বিমান সাজিল;
সাজিল শতাঙ্গ অন্য যত অমরের।
হেন কালে মাতলি সারথি কৃতাঞ্জলি
নিবেদিলা পুরন্দরে "পুষ্পক বিমান
বাহিলা অসুর-পুত্র-শব তবাদেশে,
কি বাহনে সুররাজ পশিবেন রণে ?"
চিন্তি ক্ষণে দেবেন্দ্র কহিলা আনিবারে

উচ্চৈঃশ্রবা মহা অশ্ব—অশ্বকুলপতি।
মাতলি ঘোটক আনি দিলা ইন্দ্রপাশে।
হেরিয়া বাসবে, উচ্চৈঃশ্রবা ঘন ঘন
ছাড়িলা নাসিকাধ্বনি, ঢুলাইয়া সুখে
ফুলাইলা গ্রীবাদেশে কেশর সুন্দর;
ঘন হ্রেষাধ্বনি ঘ্রাণে, ঘন খুরাঘাতে
খুঁড়িতে লাগিলা মনঃশিলা স্বর্গতলে,—
তরল পারদ জিনি চঞ্চল অধীর।
অভ্র জিনি তনুশোভা শুভ্র সুচিকণ,
ক্ষীরোদসমুদ্র-জাত ঘোটক অদ্ভুত।
সাজাইলা আপনি সে অশ্বে সুররাজ;
সুদিব্য আসন পৃষ্ঠে, রশ্মি তেজোময়
গলদেশে শোভিতে লাগিল—সৌদামিনী
বেড়িল যেমন গ্রীবাদেশ। মহাহর্ষে
শচীনাথ ধরিলা দম্ভোলি, আরোহণে
করিলা উদ্যোগ। হেন কালে শূন্যপথে
সুমেরু হইতে দ্রুত নামিল পুষ্পক;
চপলা সুন্দরী বসি তায়, তড়িল্লতা
হাস্যছটা মুখে! হেরি ইন্দ্রে দ্রুতগতি,
নামিলা চপলা, নিবেদিলা শচীনাথে
শচীর কুশল বার্তা, কহিলা যে রূপে
পাইলা পুষ্পক রথ হেমাদ্রিশিখরে;
ইন্দুবালা-বারতা সংক্ষেপে বিবরিয়া
দাঁড়াইলা নম্রমুখে। চপলারে হেরি
সুধাইলা সযতনে কতই সম্বাদ
সুরনাথ বার বার; কত চিত্তসুখে
শুনিতে লাগিলা যত কহিলা চপলা।
সহর্ষ উৎসুক মনে আশীষি তখন
কহিলা পৌলোমীনাথ "হে চারুরঙ্গিণি,
চির সহচরি ইন্দ্রাণীর, কহিও সে

স্বর্গসুখসুখিনীরে, স্বর্গরাজ্য তাঁর
উদ্ধারি আবার শীঘ্র অর্পিব তাঁহারে,
চিরতৃষ্ণা মিটাব চিত্তের। ফির এবে
সুহাসিনি, সুমেরুশিখরে নিরাপদে।"
এত বলি শচীনাথ চপলার পানে
চাহিলা প্রফুল্লমতি; হেরিলা—রঙ্গিণী
দেখিছে নিশ্চল আঁখি বজ্রকলেবর,
দৃষ্টিপথে চিত্তহারা যেন। ইন্দ্রে হেরি
সলজ্জ বদনে বামা মুদিল নয়ন;
রাঙিল সুগণ্ডতল, কাঁপিল অধর।
বিস্ময়ে সুরেন্দ্র এবে দেখিলা এ দিকে
ভীম রূপ ত্যজি বজ্র দিব্য তেজোময়
ধরেছে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি বিধি-হরি-হর-
তেজে নিত্য সচেতন। হেরিছে সঘনে
স্থিরসৌদামিনী-শোভা অস্থির নয়নে।
হাসিলা বাসব, আজ্ঞা দিলা মাতলিরে
আনিতে কুসুমদাম; কহিলা "চপলে,
পূরাব বাসনা তোর—লাবণ্যে মিশাব,
আজি সুররণভূমে, ত্রিলোক সাক্ষাতে,
তেজঃকুলেশ্বর বজ্রে; বিবাহ উৎসব
হবে পরে।" মাতলি আনিলা পুষ্পমালা,
দিলা সুখে ইন্দ্র-করে, আনন্দে বাসব
অর্পিলা চপলা-বজ্রে সে কুসুমদাম।
স্বয়ম্বরা হইলা চপলা মনসুখে,
বরিল লাবণ্যরাণী তেজঃকুলরাজে,
অমর-সমর-ক্ষেত্রে—বৃত্রবধ-দিনে।
বাজিল সমরভেরী, তূরী, শঙ্খ কত;
উঠিল আনন্দধ্বনি ঘন ঘনোচ্ছ্বাসে
পূরিয়া সমরক্ষেত্র—অনন্ত যুড়িয়া
অবিশ্রান্ত পুষ্পধারা হৈল বরিষণ।

কোলাহলে পূর্ণ দশ দিক্। দ্রুতগতি
ইন্দ্রপদে নমিলা চপলা—হাসি দেব
দিলেন বিদায়। ভীম অস্ত্রমূর্ত্তি পুনঃ
ধরিলা দম্ভোলি—শক্রদম্ভ-সংহারক।

রচিয়াছে মহাব্যূহ বৃত্র মহাসুর
দিগন্ত অর্দ্ধেক যুড়ি—উদয়-অচল,
পিঙ্গল, ত্রিকূট নগ, গোত্র ধরাধর,
লোকালোক ক্ষ্মাভৃৎ, অচল মাল্যবৎ,
ভূধর রজতকূট, হিমাঙ্গশিখর,
ছেয়েছে দানবসৈন্য। রচিয়াছে ব্যূহ
একাদশ মণ্ডলীতে বাহিনী সাজায়ে,
বিন্যাসিয়া রথ অশ্ব গজ পদাতিক।
পক্ষীন্দ্র গরুড় যেন বিস্তারিয়া পাখা
বসেছে নগেন্দ্রশিরে—দেখিতে তেমতি
দৈত্য-চমূর গঠন। মধ্যে নিজদল,
বৃত্র ঐরাবত 'পরে, ঘেরিয়া তাহায়
পরাক্রান্ত দৈত্য-সেনা ; সৈনিক সুরথী
পর্ব্বতের শ্রেণী যেন নগেন্দ্রে বেষ্টিয়া।

হেন কালে দুই দলে বাজিল দুন্দুভি,
নাচিল বীরের হিয়া। লহরে লহরে
সাগর-তরঙ্গ-তুল্য বিপুল বিশাল
তুলিয়া, ভাঙ্গিয়া, পুনঃ মিলিয়া আবার,
চলিল দনুজদল সেনানী-চালনে।
দৈত্যধ্বজা উড়িছে গগনে মেঘাকারে!
ঝক্ ঝক্ কিরণ চমক্ অস্ত্র'পরে,
রথধ্বজ কলসে, তনুত্রে, ধনুহুলে,—
ঝকিছে কিরণোচ্ছ্বাস দিগন্ত ব্যাপিয়া!
সেজেছেন মহাহবে দৈত্যকুলপতি
বৃত্রাসুর—বান্ধি কটি কটিবন্ধে দৃঢ়,
দুই খণ্ড গণ্ডারের দৃঢ় চর্ম্মপেটী

দুই উপবীতাকারে, বান্ধিয়াছে বেরি
বক্ষোদেশ। বাম করে ধরেছে ফলক
সূর্য্যের মণ্ডলবৎ—প্রচণ্ড, বৃহৎ,
দক্ষিণে ভৈরব-দত্ত শূল বিভীষণ।
ঐরাবত করি-পৃষ্ঠে বসেছে অসুর,
শৈল-পৃষ্ঠে শৈল যেন! করিকুল-রাজ,
গত রণে জিনি যায় লভিলা দানব,
চলিলা বৃংহিত করি, চলিলা পশ্চাতে
দনুজ-বাহিনী যেন তরঙ্গের মালা।
ছুটিল ইন্দ্র-বিমান গগন আন্দোলি,
কভু শূন্যে, কভু নিম্নে, কভু পার্শ্বদেশে
বিজুলির বেগে গতি, ছিন্ন ভিন্ন করি
দৈত্য অনীকিনী পার্ষ্ণি, কক্ষ, বক্ষোদেশ!
ঘনদল, অম্বর, বিদীর্ণ চক্রাঘাতে!
ইরম্মদে রথচক্রে জ্বলিতে লাগিল
তড়িদ্দাম ;—জ্বলিল সহস্র অক্ষি তেজে।
শরজাল ভয়ঙ্কর শূন্যে বরষিল,
মুষলের ধারে যেন বরিষার ধারা!
অপূর্ব্ব শিঞ্জিনী-ভঙ্গী! মুহূর্ত্ত-ভিতরে
দিগন্ত ব্যাপিয়া শর—সর্ব্বজন 'পরে,
সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বদিকে, রণস্থল ঢাকি।
পড়িতে লাগিল প্রহরণে অশ্ব, হস্তী,
অসংখ্য পদাতি—মহাঝড়ে তরু যেন!
কিম্বা বজ্রাঘাতে যথা শৈলকুলচূড়া!
ব্যূহ ভেদি প্রবেশিল সুরেশ-স্যন্দন,
ভ্রমিতে লাগিল বেগে, দাবাগ্নি যেমন
ভ্রমে বেগে ভীম রঙ্গে বন দগ্ধ করি ;
কিম্বা যথা ঊর্ম্মিকুল, সিন্ধু উথলিলে,
ধায় রঙ্গে বেলাভূমে উপল বিছায়ে।

ভিন্ন হৈল দুই পক্ষ সুরেন্দ্রের শরে
ব্যূহ-কলেবর ছাড়ি—যেথা বৃত্রাসুর
বেষ্টিত দানব-বীরদলে। রক্তস্রোত
প্রবাহিল বিপুল তরঙ্গে শত দিকে।
দেখি দৈত্য মহাকায় দম্ভে চালাইলা
মহাহস্তী ঐরাবত ; ছাড়িল মাতঙ্গ
কোটি শঙ্খনাদ শুণ্ডে। গর্জ্জিল তখন
ভীম শব্দে দৈত্যনাথ, গর্জ্জিল যেমন
অম্বরে জলদদল, কহিলা হুঙ্কারি—
"রে পাষণ্ড, এ প্রচণ্ড ভুজতেজ আগে
না নিবারি, মথিছ দনুজ-পদাতিক ?
তস্করের প্রায়, বৃত্রে এড়ায়ে সমরে,
ভ্রমিছ রে রণ-ভূমে, ভীরু হীনমতি ?
তুল্য জনে সংগ্রামে না ভেটি, হস্তী, হয়,
বধিছ নির্লজ্জপ্রাণ! ধিক্ হে বাসব!
কি হেতু আইলে রণে ভয়(ই) যদি এত
অসুরের ভুজবলে ? সে ভুজ-প্রতাপ
হের পুনঃ।" কহি শূন্যে তুলিলা অসুর
মহাকাল-শূল ভয়ঙ্কর। না উত্তরি
সুরনাথ কোদণ্ড ধরিলা ভীম তেজে,
লক্ষ্য করি ঐরাবতে নিমেষ ভিতরে
কর্ণমূলে নিক্ষেপিলা সুতীক্ষ্ণ বিশিখ।
অস্থির জ্বালায় মহাবারণ মাতিল ;
ঘোর শব্দ শূন্যে ছাড়ি ছুটিল বেগেতে
না মানি অঙ্কুশাঘাত। ভীম লম্ফ ছাড়ি
দাঁড়াইলা মহাশূর মনঃশিলাতলে—
শূলহস্তে। লক্ষ্য করি ইন্দ্রবক্ষঃস্থল
ভাবিলা ছাড়িবে অস্ত্র—দূরে হেন কালে
দেখিলা দনুজপতি জয়ন্তপতাকা।

হেরি দূরে। হেরি দৈত্যে যম দণ্ডধর,
কালিম জলদবর্ণ, ঘোর স্বরে ভাষি,
কহিলা অমরবৃন্দে—"হে দেবসেনানি,
শ্রান্ত সবে, বহু রণে যুঝিলা তোমরা,
ক্ষণকাল লভ হে বিশ্রাম—আমি যুঝি
দৈত্যরাজে ক্ষণকাল আজি।" চাহি তবে
সম্বোধিলা বৃত্রাসুরে—"হে দানবপতি,
পরেতপতিরে আজি ভেট রণভূমে।"
প্রেতপতি-বাক্যে বৃত্র দুর্জ্জয় হুঙ্কারি
কহিলা "হে ধর্ম্মরাজ, এত যদি সাধ
যুঝিতে বৃত্রের সহ—ধর দণ্ড তবে ;
হের দেখ রাখিনু ত্রিশূল, আজি ইহা
না ধরিব অন্য দেব-রণে, ইন্দ্রসুতে
কিবা ইন্দ্রে না আঘাতি আগে।" পার্শ্বদেশে
বিন্ধিলা ভৈরব শূল মনঃশিলাতলে
দৈত্যপতি, ভীম গদা ধরিলা সাপটি,
ঘুরাইলা ঘন স্বনে ; ঘুরাইলা যম
প্রচণ্ড করাল দণ্ড। দুই করী যেন
বনমাঝে রণমদে করে করাঘাত,
তেমতি আঘাতে দোঁহে দোঁহা। দণ্ড, গদা
প্রহারে বিদীর্ণ নভস্থল ; ঘোর রব
উঠিল গগনে, ঘূর্ণ পাকে ডাকে বায়ু,
চূর্ণ মনঃশিলা চারি চরণ-ঘর্ষণে।
দণ্ডযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে, কেহ নারে
নিবারিতে কারে ; ভ্রমে নিরন্তর ঘুরি
দুই ঘন মেঘ যেন শূন্যে ভয়ঙ্কর।
প্রেতরাজ কালদণ্ড ঘর্ঘরে ঘুরায়ে,
আঘাতিলা ভীমাঘাত বৃত্রমুষ্টিতলে!
সে আঘাতে ফিরে দণ্ড—ফিরে বৃত্রগদা,
গজদন্ত-বিনির্ম্মিত বর্ত্তুল যেমন

প্রহারি অস্ত্র বর্ত্তুলে। তখন অসুর
বাম স্কন্ধে শমনের ভীষণ বেগেতে
করিলা প্রচণ্ডাঘাত গদা ঘুরাইয়া।
যমরাজ বসিলা আঘাতে ভগ্নকটি,
দ্রুম যথা ছিন্নমূল পড়ে মড়মড়ি।
তুলিলা তখন দৈত্য ভয়ঙ্কর শূল
লক্ষ্য করি জয়ন্তের বিচিত্র পতাকা।
দিলা রড় দেবরথিগণ ঝড়বেগে
হেরি সে ভীষণ অস্ত্র। দূর হৈতে হেরি
চালাইলা পুষ্পক বিমান ইন্দ্রাদেশে
মাতলি,—ছুটিল রথ ঘনদলে দলি
ঘর্ঘর নিনাদে ঘোর ত্রিদিব চমকি;
জয়ন্তের রথমুখে পথ আচ্ছাদিয়া
দাঁড়াইল ক্ষণকালে। বিদ্যুতের গতি
বাসব অমরনাথ, ছাড়ি সে স্যন্দন,
আরোহিলা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকুলেশ্বর।
শোভিল সুনীল তনু তনুচ্ছদ ভেদি,
শুভ্র অভ্র ভেদি যথা শোভে নীলাম্বর।
স্ফটিক জিনিয়া স্বচ্ছ সুদিব্য কবচ,
শিরস্ত্রাণ—দৃঢ় জিনি কঠিন অয়স;
অপূর্ব্ব কিরণছটা কিরীট আকারে
বেড়েছে নিবিড় কেশ—আভা ছড়াইয়া
স্বর্ণমেঘমালা যেন ঘেরেছে মস্তক।
জ্বলিছে সহস্র অক্ষি!—ভীষণ দম্ভোলি
শূন্যে তুলি সুরনাথ অশ্বে আরোহিলা।
উঠিলা নক্ষত্রগতি উচ্চৈঃশ্রবা হয়
মহাশূন্য ভেদ করি; সুমেরু ছাড়িয়া
উচ্চ এবে দৈত্যবপু—নগেন্দ্র-সদৃশ;
বক্ষঃ সমসূত্রে তার পক্ষ প্রসারিয়া

স্থির হৈলা অশ্বপতি।—ডাকিল দম্ভোলি
শত জীমূতের মন্দ্রে বাসবের করে।
হেরি ঘোর ঘন স্বরে ভীষণ অসুর
কহিলা নিনাদি উচ্চে—"হা, দম্ভী বাসব,
ভাবিলে রক্ষিবে সুতে বৃত্রের প্রহারে।
কর তবে এ শূল-আঘাত সম্বরণ
পিতা পুত্র দুই জনে।"—বেগে দিলা ছাড়ি।
ছুটিল ভৈরব শূল ভীমমূর্ত্তি ধরি
মহাশূন্য বিদারিয়া, কালাগ্নি জ্বলিল
প্রদীপ্ত ত্রিশূল-অঙ্গে। হেন কালে, হায়,
বিধির বিধান-গতি কে পারে বুঝিতে,
বাহিরিল শ্বেত বাহু কৈলাসের পথে
সহসা বিমানমার্গে, শূলমধ্যস্থলে
আকর্ষি অদৃশ্য হৈল নিমেষ ভিতরে।
অদৃশ্য হইল শূল মহাশূন্য-কোলে।
হেরিয়া দনুজপতি কাতর-হৃদয়
কহিলা কৈলাসে চাহি, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি,
"হা শম্ভু, তুমিও বাম!"—দগ্ধ হতাশ্বাসে
ছুটিলা উন্মাদপ্রায় হুঙ্কারি ভীষণ,
ছিন্নমস্ত রাহু যেন। অগ্নিচক্রাকার
ঘুরিল ত্রিনেত্র ঘোর—দন্তে কড় নাদ।
প্রলয় ঝটিকাগতি আসিয়া নিকটে
প্রসারি বিপুল ভুজ ধরিলা সাপটি
ইন্দ্র-করে ভীম বজ্র—উচ্ছিন্ন করিতে
অস্ত্রবর। বজ্রদেহে জ্বালা ধক্ ধক্
জ্বলিতে লাগিল ভয়ঙ্কর। সে দহন
মহাসুর না পারি সহিতে গেলা দূরে
ছাড়ি বজ্র; ঘোর নাদে বিকট চীৎকারি,
লম্ফে লম্ফে মহাশূন্যে ভীম ভুজ তুলি
ছিঁড়িতে লাগিলা গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডলী,

ছুঁড়িতে লাগিলা ক্রোধে—বাসবে আঘাতি,
আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্ন প্রায়—কাঁপিল জগৎ,
উজাড় স্বর্গের বন—উড়িল শূন্যেতে
স্বর্গজাত তরুকাণ্ড। গ্রহ, তারাদল,
খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে!
উছলিল কত সিন্ধু, কত ভূমণ্ডল
খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে—চূর্ণ রেণুপ্রায়!
সে চীৎকারে, সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী
চন্দ্র, সূর্য্য, শূন্য, গ্রহ, নক্ষত্র ছাড়িয়া,
ছুটিতে লাগিল ভয়ে, রোধিয়া শ্রবণ,
কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোকে! সে প্রলয়ে
স্থির মাত্র এ তিন ভুবন! মহাকাল
শিবদূত কৈলাস-দুয়ারে নন্দী দ্বারী
কাঁপিতে লাগিল ভয়ে। কাঁপিতে লাগিল
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে।
কাঁপিল বৈকুণ্ঠদ্বার। ঘোর কোলাহল
সে তিন ভুবন-মুখে, ঘন উচ্চৈঃস্বর—
"হে ইন্দ্র, হে সুরপতি, দম্ভোলি নিক্ষেপি
বধ বৃত্রে—বধ শীঘ্র—বিশ্ব লোপ হয়!"
এত ক্ষণ সুরপতি ইন্দ্র সে দুর্য্যোগে
ছিলা হতচেত-প্রায়—বিশ্বকোলাহলে
স্বপনে জাগ্রত যেন, বজ্র দিলা ছাড়ি;
না ভাবিলা, না জানিলা ছাড়িলা কখন্!
ছুটিল গর্জ্জিয়া বজ্র ঘোর শূন্যপথে,
উনপঞ্চাশৎ বায়ু সঙ্গে দিল যোগ,
ঘোর শব্দে ইরম্মদ-অগ্নি অঙ্গে মাখি,
আবর্ত্ত পুষ্কর মেঘ ডাকিতে ডাকিতে
ছুটিতে লাগিল সঙ্গে; সুমেরু উজলি
ক্ষণপ্রভা খেলাইল; দিগ্মণ্ডল যেন

ঘোর রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া চলিল।
ঘুরিতে ঘুরিতে বজ্র চলিল অম্বরে
যেখানে অসুরপতি বিশাল-শরীর,
বিশাল নগেন্দ্র তুল্য, ভীষণ আঘাতে
পড়িল বৃত্রের বক্ষে,—পড়িল অসুর,
বিন্ধ্যধরাধর যেন পড়িল ভূতলে।
বহিল নিরুদ্ধ শ্বাস ত্রিভুবন যুড়ি।
বহিল বৃত্রের শ্বাসে প্রলয়ের ঝড়।
"হা বৎস, হা রুদ্রপীড়" বলিতে বলিতে
মুদিল নয়নত্রয় দুর্জ্জয় দানব।
দহিল ঐন্দ্রিলাচিত্ত প্রচণ্ড হুতাশে
চিরদীপ্ত চিতা যথা। ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া
ভ্রমিতে লাগিল বামা—উন্মাদিনী এবে।

(সমাপ্ত।)